

# প্ৰকাশ্যাত

আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ



# আজলাফ

মাকতাবাতুল আজলাফ

বদনজর, জাদুটোনা, জিন-পরীর আছর ইত্যাদির  
শরঈ চিকিৎসা বিষয়ক অনবদ্য গ্রন্থ

# ঝক্কাইয়াহ

আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

সম্পাদনা

আলী হাসান উসামা

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

আল-মাহমুদ  
মাকতাবাতুল আসলাফ

# রুকাইয়াহ

© আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০১৮

দ্বিতীয় সংস্করণ: মার্চ ২০১৯

ISBN: 978-984-94065-3-2

প্রচ্ছদ: আবুল ফাতাহ মুন্না


প্রফ সমন্বয়: আসলাফ প্রফ টিম

পৃষ্ঠাসজ্জা, মুদ্রণ এবং বাঁধাই: Xein Tech, 01909636616, 01799211219.

অনলাইন পরিবেশক:



• নিয়ামাহ বুকশপ। ফোন: 01758715492

[www.niyamahshop.com](http://www.niyamahshop.com) ||  /niyamahbook

ঘরে বসে অনলাইনে যে কোনও বই পেতে নিয়ামাহ বুকশপ এ যোগাযোগ করুন

*Ruqyah* by Abdullah Al Mahmud, published by Maktabatul Aslaf of Bangladesh.

মুদ্রিত মূল্য: ৩৬০ টাকা মাত্র

মাকতাবাতুল আসলাফ

দোকান নং : ৪০, প্রথম তলা

ইসলামি টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা



# লেখকের কথা

এক.

আলহামদুলিল্লাহ! দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে রুকইয়াহ বইটি এখন আপনার হাতে। বইটির প্রথম প্রকাশ হয়েছিল ২০১৮ সনের অক্টোবরে। এটি বইয়ের দ্বিতীয় প্রকাশ।

সত্যি বলতে এটা নিয়ে আমার না বিশেষ কোনো পরিকল্পনা ছিল, আর না তেমন কোনো যোগ্যতা। যখন যে ধরনের সহায়তার প্রয়োজন হয়েছে, আল্লাহ তাআলাই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সকল প্রশংসার হকদার আমার রব আল্লাহ!

রুকইয়াহ শারইয়ার গুরুত্ব নিয়ে বইয়ের ভেতর আলোচনা হয়েছে, তাই সে প্রসঙ্গে এখানে আর না বলি।

তবে একটা বিষয় কি, যখন দেখতাম জিন শয়তানেরা মানুষকে নিয়ে যেমন ইচ্ছে খেলছে, মানুষ তাদের ভয়ে ফ্যাঁকাসে মুখ নিয়ে রাত কাটাচ্ছে, জীবন থেকে নিরাশ হয়ে যাচ্ছে; অপরদিকে মানুষ শয়তান— কবিরাজ-জাদুকরগুলো আল্লাহর জমিনে ইচ্ছেমত শয়তানি করে যাচ্ছে, এদের জন্য কারও ঘর ভাঙছে, কেউ বছরের পর বছর ধরে অসুস্থ হয়ে থাকছে, কারও বারবার মিসক্যারেজ হচ্ছে, অথবা প্রচণ্ড মেধাবী ছাত্রীর দিনে দিনে সব কিছু শেষ হয়ে যাচ্ছে; এত কিছুর পরেও কবিরাজদের কেউ কিছুই বলছে না। তাদের কুফরী-শিরকী কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপই নিচ্ছে না। সাধারণ মানুষ তো বটেই, সামান্য কিছু হলে মাদরাসাপড়ুয়ারা পর্যন্ত কাফির তান্ত্রিক-কবিরাজের দরজায় ধরণা দিচ্ছে। অবচেতন মনে পুরো সমাজ এই শয়তানগুলোকে বসিয়ে রাখছে রবের আসনে। আল্লাহর পানাহ! আমি তখন এই বিষয়গুলো মেনে নিতে পারতাম না, হিসাব মিলত না, এমন কেন হবে?

আমার কাছে সবচেয়ে বেশী জঘন্য মনে হতো কাউকে নিজের ইচ্ছার বিপরীতে বাধ্য করার বিষয়টা। যেমন ধরুন, একটা মানুষের ওপর জিন ভর করে তার শরীর ব্যবহার করে কথা বলছে, যা খুশি করছে, অথবা কাউকে বশ করে যা ইচ্ছা করানো হচ্ছে, অথবা দুজনের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো হচ্ছে। আরও খারাপ লাগত যখন দেখতাম মানুষ সেগুলো চেয়ে চেয়ে দেখছে, কিন্তু কিছুই করতে পারছে না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কবিরাজদের

দরজায় ঘুরে ঘুরে দুনিয়া-আখিরাত সব নষ্ট করছে। এগুলো আমার কাছে মনুষ্যত্বের অবমাননা মনে হতো। অনুভব করতাম এখানে অন্য কিছু হওয়া উচিত, যা হচ্ছে না।

যা হোক, আল্লাহর শোকর! দেরিতে হলেও আমাদের দেশে রুকইয়াহ শারইয়াহ নিয়ে ব্যাপকভাবে কাজ শুরু হয়েছে। আস্তে আস্তে পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে। এখন অনেকেই রুকইয়াহ শারইয়াহ বিষয়ে জানছে। ইসলাম সম্মত স্প্রিচুয়াল হিলিং দিনদিন জনপ্রিয় এবং সহজলভ্য হচ্ছে। তবে এতটুকুতেই সন্তুষ্ট হলে চলবে না, শয়তান বসে নেই, আমাদেরও বসে থাকা যাবে না। সচেতন মানুষের সংখ্যা হাজার থেকে লাখে, লাখ থেকে কোটিতে নিয়ে যেতে হবে। সর্বাঙ্গিকভাবে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর হুকুমকেই চালু করতে হবে। সত্যি বলতে, জিন-জাদুর সমস্যাগুলো সমাজে মহামারির মত ছড়িয়ে আছে অথচ সমাধান মাত্র গুটিকয়েক মানুষের হাতে বন্দি থাকবে, এমনটা হওয়ার কথা না। যে জিনিসের প্রয়োজন বেশি তার লভ্যতাও সহজ হওয়া উচিত।

এই গ্রন্থে আমরা সেলফ রুকইয়াহ— তথা প্রফেশনাল কারও সহায়তা ছাড়া, নিজেই নিজের জন্য বা পরিবারের জন্য রুকইয়াহ করার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়ার চেষ্টা করেছি এবং সেভাবেই পুরো গ্রন্থের অধ্যায়গুলো সাজিয়েছি। আমার জানামতে যা প্রচলিত অন্য কোনো গ্রন্থে করা হয়নি। তবে হ্যাঁ! এর পাশাপাশি প্রফেশনাল রাব্বীদের জন্যও এটি উপকারী গাইডবুকের কাজ করবে ইনশাআল্লাহ।

## দুই.

বইটি লিখতে গিয়ে বারবার থেমে গিয়েছি। পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অলসতা আর শয়তানের কুমন্ত্রণার জন্য অল্প কাজ করতেও অনেক দেরি হয়েছে। মাঝেমাঝে উস্তায় মুহাম্মাদ তিম হাম্বলকে মেইল করেছি ‘উস্তায়, আমি আর পারছি না!’ উনি উৎসাহ দিয়েছেন, সাহস জুগিয়েছেন, দুআ করেছেন।

মাঝেমাঝে উনি আমাকে সূক্ষ্ম কিছু বিষয়ে রিমাইন্ডার দিতেন, যেগুলো চলার পথে শক্তি যোগাত। একদম প্রথম মেইলের রিপ্লাইতে বলেছিলেন (ভাবানুবাদ) ‘বাঙালি কমিউনিটিতে এসব শয়তানির চর্চা সবচেয়ে বেশি, তুমি এমন জায়গায় রুকইয়াহ নিয়ে কাজ করছ, যেখানে শয়তানি জাদুর ছড়াছড়ি অথচ সুন্নাহসম্মত সমাধান খুবই বিরল। খুব সতর্কতার সাথে কাজ করবে আর নিজের শত্রুর চেয়ে গুনাহের ব্যপারে বেশি ভয় করবে। কারণ, তোমার শত্রু তোমাকে ধ্বংস করতে পারবে না. কিন্তু তোমার গুনাহ শত্রুকে সুযোগ করে




দিতে পারে তোমার ক্ষতি করার।’

এছাড়াও অনেক উস্তায়, সহপাঠী এবং বড়ভাই এই কাজের ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন, সহায়তা করেছেন। আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দিক।

রুকইয়াহ শারইয়ার কাজটি এতদূর আসা এবং এতদিন এই মেহনতে অটল থাকার পেছনে আরেকজনের বড় অবদান রয়েছে। আমার ভাতিজী। তার জন্য দিল থেকে অনেক অনেক দুআ রইলো। আল্লাহ দুনিয়া এবং আখিরাতে সর্বদা তাকে রহমতের চাদরে ঢেকে রাখুক।

জানিয়ে রাখা ভালো, এই বইয়ে আলোচিত বিষয়গুলোর বিরাট একাংশ জেনেছি উস্তায় মুহাম্মাদ তিমের প্রবন্ধ, দরস এবং ওয়ার্কশপের আলোচনা থেকে। আরেকটি অংশ পেয়েছি শাইখ ওয়াহিদ আব্দুস সালামের কয়েকটি বই থেকে। ব্যক্তিগত অনুসন্ধান এবং অভিজ্ঞতা তো আছেই, এছাড়া আমার দুজন শাইখ মুফতি কেফায়াতুল্লাহ এবং হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরী (হাফিয়াহুমালাহ)-এর হাদিসের দরস এক্ষেত্রে অনেক উপকারি ভূমিকা পালন করেছে। আল্লাহ উনাদের ইলম এবং বরকত দ্বারা আমাদের আরও উপকৃত হওয়ার তাওফীক দিক।

## তিন.

পেছনের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ, এখানে সেগুলো বলে অহেতুক কালক্ষেপণ না করি। সারাংশ হচ্ছে, ফেসবুকে রুকইয়াহ শারইয়াহ সিরিজ শুরু করার মাসখানেক পরেই কিছু ভাই এবং উস্তায় পরামর্শ দিয়েছিলেন সব লেখা একসাথে করে যেন বই বানিয়ে ফেলি। লেখার সংখ্যা প্রায় ৫০ ছাড়িয়ে যাবার পর সেগুলো একত্র করা হয়, এরপর দীর্ঘ সময় নিয়ে সেগুলোকে বইয়ের ধাঁচে নিয়ে আসা হয়। এতে লেখাগুলোর লাইনে লাইনে এসেছে ব্যপক পরিবর্তন। এরপর প্রায় সমপরিমাণ লেখা নতুন করে যোগ হয়। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় রুকইয়াহ সাপোর্ট গ্রুপের এডমিন ভাইয়েরা যথেষ্ট সহায়তা করেছেন, তাদের ছাড়া এই কাজ শেষ করা অনেক কঠিন হত। এরপর প্রকাশনী সংশ্লিষ্ট ভাইয়েরা এবং শ্রদ্ধেয় সম্পাদকদ্বয় প্রচুর ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন প্রতিকূলতা আর ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও উনারা এত বড় কাজটা হাতে নেয়ার সাহস করেছেন, এরপর যত্নের সাথে সমাপ্তও করেছেন। আল্লাহ যেন সংশ্লিষ্ট সকলকে দুনিয়া এবং আখিরাতে উত্তম প্রতিদান দেন। ইখলাসের সাথে যারা যারা এদেশে রুকইয়াহ শারইয়াহ নিয়ে কাজ করছেন, আগামীতে করবেন সবার ওপর রহমত নাযিল করেন। প্রতিবন্ধকতা দূর করে  আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন  
www.boimate.com দেন সব ধরনের শয়তানি চক্রান্ত আর বিপদআপদ

থেকে হিফাজত করেন। আমীন।

## চার.

বইটি পড়ার সময় কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখা উচিত -

১. মানুষ শয়তান এবং জিন শয়তানের ভয় আপনার মন থেকে এখনই বের করে ফেলুন। মনে রাখবেন, আমরা আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

২. এই সমাজে কুফরি জাদু যেহেতু খুবই সহজলভ্য, তাই আপনার জন্য উচিত হল এখন থেকেই নিজের হিফাজতের জন্য প্রতিদিনের মাসনুন আমল এবং যিকর-আযকার নিয়মিত পালন করা শুরু করে দেয়া। আর মাঝেমাঝে রুকুইয়ার গোসল করা। যাতে জিন, জাদু, নজর ইত্যাদির ক্ষতি থেকে নিরাপদে থাকতে পারেন, আর সামান্য প্রভাব পড়লেও সেটা বেড়ে ওঠার আগেই যেন ঠিক হয়ে যায়।

৩. এই বইয়ের বেশিরভাগ আলোচনাই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এগিয়ে নেয়া হয়েছে, পরের অধ্যায়গুলোর আলোচনা অনেকাংশেই পূর্বের অধ্যায়ের ওপর নির্ভরশীল। তাই শুরু থেকে ধারাবাহিকভাবে না পড়ে, মাঝ থেকে শুরু করলে অনেকেই অনেক কিছু বুঝবে না। বিষয়টা খেয়াল রাখা উচিত।

৪. আরেকটা বিষয় হল, এই বইয়ে যা পড়বেন, মাঝেমাঝে সেটা নিয়ে অন্যদের সাথে আলোচনা করুন। সম্ভব হলে সোশ্যাল মিডিয়া বা রোজনামচার খাতায় সারাংশ লেখার চেষ্টা করুন। আর যদি থিওরিগুলো সরাসরি প্রয়োগ করার সুযোগ থাকে, তাহলে প্রথম থেকেই প্রাকটিস শুরু করে দিন। গতানুগতিক আর দশটা বইয়ের মতো শুধু পড়ে এই বইটা শেষ করে দিলে দিন শেষে খুব বেশি ফায়দা পাবেন না।

সাধারণ পাঠক হলে এটা সাধারণ পরামর্শ আর এ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে চাইলে এটাকে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করুন।

৫. এই প্যারানরমাল বিষয়গুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকলে অনেকে এক ধরনের ওয়াসওয়াসায় ভোগে, তখন যেকোনো সমস্যার সাথেই জিনভূতের কানেকশন অথবা জাদুর গন্ধ খুঁজে পায়। ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান এই প্রবণতা থেকে বহুক্রোশ দূরে, তাই সতর্ক থাকবেন।

৬. অকারণে ঝুঁকি নিতে যাবেন না। যা বুঝবেন না, তা করতে যাবেন না। বিষয়গুলো সহজ ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে তার মানে এটা না যে, সব সময় পরিস্থিতি আপনার জন্য



সহজই হবে।

৭. এমন পরিস্থিতিতে যদি পড়েন, কী করতে হবে কিছুই বুঝতে পারছেন না। এই বই উল্লেখিত সব পদ্ধতি অনুসরণ করা শেষ, অথবা এরকম পরিস্থিতিতে কি করতে হবে সে ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি, তাহলে নফল নামায়ে দাঁড়িয়ে যান, আল্লাহর কাছে সাহায্য চান, খুব বেশি বেশি ইস্তিগফার এবং দুআ করুন। আল্লাহ আপনার জন্য যথেষ্ট হবেন...

## পাঁচ.

দুটি বিষয়ে বলে রাখা ভালো,

গতবার বই প্রকাশের পর আমার পরিচিত অনেকে যে সমস্যায় পড়েছেন তা হল, অনেক পাঠক আমার সাথে যোগাযোগের ঠিকানা বা ফোন নাম্বারের জন্য পিড়াপিড়ি করেছেন। সত্যি বলতে আমার একার পক্ষে এতজনকে হেল্প করা দুঃসাধ্য ব্যাপার, অনেকের তেমন কোনই দরকার নেই, বইয়ের তাঁর চিকিৎসা দেয়া আছে, শুধুমাত্র ‘মনের সান্ত্বনার জন্য’ আমাকে খুঁজে বেড়িয়েছেন! আগামীতে কেউ এমনটা না করলে ভাল হয়। এই বইয়ে রুকইয়াহ বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য আছে, আল্লাহর ওপর ভরসা সেগুলো অনুসরণ করতে থাকুন। আর একান্তই পরামর্শের দরকার হলে রুকইয়াহ শারইয়াহ নিয়ে আলোচনা এবং একে অপরকে সহায়তার জন্য আমাদের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম আছে “রুকইয়াহ সাপোর্ট গ্রুপ – Ruqyah Support BD” সেখানে আপনার সমস্যা লিখে পোস্ট করতে পারেন।<sup>১</sup> আর রুকইয়াহ সাপোর্ট বিডির একটি ওয়েবসাইটও রয়েছে, যেখানে রুকইয়াহ বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ, রুকইয়ার অডিও, ভিডিও, পিডিএফ, অ্যাপস ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো পাওয়া যাবে।<sup>২</sup>

## ছয়.

গ্রন্থের এই সংস্করণে কিছু পরিবর্তন এসেছে, জাদু সংক্রান্ত আলোচনায় বেশ কিছু অংশের পুনরাবৃত্তি হয়েছিল, সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছি। ওয়াসওয়াসার আলোচনাটা ঢেলে সাজিয়েছি, সেখানে কিছু অংশ বাদ দিতে হয়েছে। বিভিন্ন অধ্যায়ে উদাহরণ হিসেবে দেয়া পূর্বের ঘটনাগুলোর কিছু বাদ দিয়েছি, আর কিছু নতুন যুক্ত করেছি। কিছু রেফারেন্স

[১] গ্রুপের লিংক- [facebook.com/groups/ruqyahbd](https://facebook.com/groups/ruqyahbd)

[২] ওয়েবসাইটের ঠিকানা- [www.ruqyahbd.or](http://www.ruqyahbd.or)  আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন [www.boimate.com](http://www.boimate.com)

বাদ পড়েছিল, সেগুলো যুক্ত করে দেয়া হয়েছে আর মুদ্রণপ্রমাদ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়েছে। আর মাঝেমাঝে ছোটখাটো সংযোজন-বিয়োজন হয়েছে। আল্লাহ যতদিন হায়াতে রেখেছেন, ইনশাআল্লাহ এই সংশোধনের ধারা চলতে থাকবে।

সাত.

চেষ্টা করেছি আমাদের সাধের সর্বোচ্চটা উপস্থাপন করতে। তবুও মানুষের রচিত গ্রন্থ হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই কিছু ভুল থেকে যাবে। যদি এমন কিছু আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন। °

আর যে ভাই অথবা বোন এই বইটা পড়বেন, অনুগ্রহ করে আমার জন্য একটু আল্লাহর কাছে দুআ করবেন। বেঁচে থাকলে যেন হিদায়াতের ওপর থাকি, আর মরে গেলে যেন আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত হই।

আল্লাহ আমাদের চিরকাল তাঁর সন্তুষ্টির ওপর থাকার তাওফীক দিন, আমীন!

আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯



# সূচিপত্র

## ১ম অধ্যায় : রুকইয়াহ পরিচিতি

(১৫-৬৭)

রুকইয়াহ কি? .....	১৫
তিন স্তরের রুকইয়াহ .....	১৬
সুন্নাহ সম্মত যত রুকইয়াহ .....	১৮
রুকইয়াহ সাপ্লিমেন্টারি .....	২৭
রুকইয়ার অডিও নিয়ে জিজ্ঞাসিত কিছু প্রশ্ন এবং তার উত্তর .....	৩৮
রুকইয়ার গোসল .....	৪৩
রুকইয়াহ শারইয়্যাহর গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা .....	৪৭
কেন অন্যের জন্য রুকইয়াহ করবেন? .....	৪৯
একজন ভালো রাকীর বৈশিষ্ট্য .....	৫৯
রুকইয়ার প্রস্তুতি .....	৬৩
রুকইয়াহ করার পর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সামলানো .....	৬৫

## ২য় অধ্যায় : বদনজর

(৬৮-৯০)

বদনজর বিষয়ে ইসলামী আকীদা .....	৬৮
বদনজরের প্রামাণিকতা—কুরআন থেকে .....	৬৮
বদনজরের প্রামাণিকতা—হাদীসে রাসূল ﷺ থেকে .....	৭১
আকাবির এবং আসলাফের মূল্যায়ন .....	৭৫
নজর কখন লাগে এবং কখন লাগে না .....	৭৭
বদনজর থেকে বাঁচার উপায় .....	৭৮
বদনজর আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ .....	৮০

বদনজরের চিকিৎসা . . . . . ৮৩

বদনজর-সংক্রান্ত কিছু ঘটনা . . . . . ৮৮

## ৩য় অধ্যায় : জিনের স্পর্শ

(৯১-১৩৯)

জিন আসর করার ব্যাপারে ইসলামী আকীদা . . . . . ৯২

কুরআনুল কারীম থেকে প্রমাণ . . . . . ৯৩

রাসূল ﷺ -এর হাদীস থেকে প্রমাণ . . . . . ৯৪

সালাফে সালাহীনের কিছু ঘটনা . . . . . ৯৯

জিনের আসরের প্রকারভেদ . . . . . ১০১

কেন মানুষের ওপর জিন আসর করে? . . . . . ১০৩

কোন সময় মানুষ আক্রান্ত হয়? . . . . . ১০৬

জিনের ক্ষতি থেকে বাঁচতে করণীয় . . . . . ১০৮

জিন-আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ . . . . . ১১০

জিন আসরের চিকিৎসা . . . . . ১১২

জিনের রোগীর জন্য রুকইয়াহ করার বিস্তারিত পদ্ধতি . . . . . ১১৪

জিন আপোষে না গেলে করণীয় . . . . . ১১৮

জিনের চিকিৎসায় রাকীর জরুরি জ্ঞাতব্য বিষয় . . . . . ১২১

রাত্রিতে জিনের সমস্যা . . . . . ১২৬

জিনের রোগীর রুকইয়াহ প্রসঙ্গে কয়েকটি বাস্তব ঘটনা . . . . . ১২৯

বাড়িতে জিনের সমস্যা থাকলে করণীয় . . . . . ১৩৫

## ৪র্থ অধ্যায় : জাদুগ্রন্থ

(১৪০-২১৪)

জাদুটোনার ব্যাপারে ইসলামী আকীদা . . . . . ১৪০

জাদু প্রসঙ্গে আল-কুরআন . . . . . ১৪০

জাদু প্রসঙ্গে হাদীস .....	১৪৪
সালাফদের মতামত .....	১৪৭
জাদুর প্রকারভেদ .....	১৪৮
জাদুর চিকিৎসা প্রসঙ্গে কিছু কথা .....	১৫২
জাদুবিদ্যা অনুসরণকারী কবিরাজ চেনার কিছু লক্ষণ .....	১৫৫
জাদুর জিনিসপত্র বা তাবিজ কীভাবে নষ্ট করবেন .....	১৫৭
জাদুর সাধারণ রুকইয়াহ .....	১৬০
বিয়ে ভাঙার জাদু .....	১৬৬
সম্পর্ক বিচ্ছেদ ঘটানোর জাদু .....	১৬৯
আসক্ত বা বশ করার জাদু .....	১৭৪
পাগল বানানো বা মস্তিষ্ক বিকৃতির জাদু .....	১৭৯
অসুস্থ বানানো বা হত্যা করার জাদু .....	১৮৩
ইস্তিহাযা বা অনিয়মিত শ্রাবের সমস্যা .....	১৯০
সহবাসে অক্ষম করার জাদু .....	১৯৪
গর্ভের সন্তান নষ্ট করার জাদু .....	১৯৮
মাসনূন আমল .....	২০৪
সকাল-সন্ধ্যার আমল .....	২০৫
ঘুমানোর সময়ের আমল .....	২০৮
হিজাজতের জন্য আরও কিছু আমল .....	২১২

## ৫ম অধ্যায় : ওয়াসওয়াসা রোগ

(২১৩-২২৬)

ওয়াসওয়াসা রোগ .....	২১৩
ওয়াসওয়াসা রোগে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ .....	২১৪
কীভাবে ওয়াসওয়াসা রোগ কাটিয়ে উঠবেন .....	২১৬
ওয়াসওয়াসা থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে আরও কিছু পরামর্শ .....	২১৭

## ৬ষ্ঠ অধ্যায় : সাধারণ অসুস্থতার জন্য রুকইয়াহ

(২২৭-২৩৬)

সাধারণ অসুস্থতার জন্য রুকইয়াহ . . . . .	২২৭
ব্যথার জন্য রুকইয়াহ . . . . .	২২৮
মানসিক সমস্যার জন্য রুকইয়াহ . . . . .	২২৯
অনিদ্রা (insomnia) . . . . .	২৩০
চোখের সমস্যার জন্য রুকইয়াহ . . . . .	২৩২
তোতলামির সমস্যায় করণীয় . . . . .	২৩১
শ্বাসকষ্ট, অ্যালার্জি, ফুসফুসের সমস্যা ইত্যাদির জন্য রুকইয়াহ . . . . .	২৩২
হাড়ক্ষয় রোগের জন্য রুকইয়াহ . . . . .	২৩২
অলসতা, ক্লান্তি, শারীরিক দুর্বলতা ইত্যাদির জন্য রুকইয়াহ . . . . .	২৩৩
অন্যান্য সাধারণ অসুস্থতার জন্য রুকইয়াহ . . . . .	২৩৪

## ৭ম অধ্যায় : পরিশিষ্ট

(২৩৭-২৭২)

শিশুদের জন্য যেভাবে রুকইয়াহ করবেন . . . . .	২৩৭
আল-আশফিয়া: ৭ দিনের রুকইয়াহ ডিটক্স প্রোগ্রাম . . . . .	২৩৯
সার্বজনীন পূর্ণ রুকইয়াহ প্রোগ্রাম . . . . .	২৪৪
সুস্থ হতে আমার এত দেরি লাগছে কেন? . . . . .	২৪৭
কীভাবে বুঝব আমার রুকইয়াহ করা শেষ? . . . . .	২৫১
কিছু প্রাসঙ্গিক বই-পুস্তক . . . . .	২৫৩
রুকইয়াহর আয়াত . . . . .	২৫৪
রুকইয়ার প্রসিদ্ধ আয়াতসমূহ . . . . .	২৫৬
আয়াতে শিক্ষা . . . . .	২৬৪
আয়াতুল হারক . . . . .	২৬৫
রুকইয়ার উপযোগী কিছু দুআ . . . . .	২৬৯



# অধ্যায়-১ রুকইয়াহ পরিচিতি

## রুকইয়াহ কী?

**আ**ভিধানিক অর্থে রুকইয়াহ মানে ঝাড়ফুঁক, মন্ত্র, সম্মোহন, জাদু, তাবীজ, কবচ ইত্যাদি। ব্যবহারিক অর্থে রুকইয়াহ শব্দটি দ্বারা সাধারণত ঝাড়ফুঁক বোঝানো হয়। মন্ত্র বোঝাতেও আরবীতে রুকইয়াহ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। মন্ত্র মানে বিশেষ কিছু অর্জনের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট কিছু শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করা। যেমন : এমন কিছু আবৃত্তি করে ফুঁ দেওয়া, যার ফলে বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এর মধ্যে শরঈ ঝাড়ফুঁক যেমন অন্তর্ভুক্ত, তেমনি কুফরী জাদুবিদ্যার মন্ত্রপাঠও অন্তর্ভুক্ত।

শরীয়াহর পরিভাষায় রুকইয়াহ শব্দটি একটু ভিন্নমাত্রায় ব্যবহার করা হয়। কোনো ব্যক্তি যখন কুরআনের আয়াত, দুআ কিংবা আল্লাহ তাআলার কোনো নাম বা সিফাত বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে—যেমন : নিজের বা অন্যের সুস্থতার জন্য, কিংবা অন্য কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য—একমাত্র আল্লাহর সাহায্য চেয়ে পাঠ করে, পরিভাষায় সেটাকে ‘রুকইয়াহ’ বলা হয়। উল্লেখ্য, রুকইয়াহ শারইয়্যাহ-এর সংজ্ঞাও এটাই।

## কেন এই রুকইয়াহ?

শারীরিক, মানসিক এবং আত্মিক রোগের জন্য রুকইয়াহ করা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে সেই রোগের চিকিৎসা থাকুক কিংবা না থাকুক, সর্বাবস্থায় যেকোনো রোগের জন্য রুকইয়াহ করা যায়। রুকইয়াহ মনের আশা পূরণের জন্য কোনো জাদুমন্ত্র নয়। নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে হওয়ার জন্য কিংবা দ্রুত বিয়ে হওয়ার জন্য এটা কোনো তদবীর নয়। রুকইয়াহ পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করা বা ব্যবসায় উন্নতি করার ওয়ীফাও নয়। বরং এটা একটা চিকিৎসা পদ্ধতি মাত্র, যার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

## রুকইয়াহ সংক্রান্ত কিছু পরিভাষা

সেলফ রুকইয়াহ: প্রফেশনাল কোন রাব্বির সহায়তা ছাড়া নিজেই নিজের জন্য বা পরিবারের জন্য রুকইয়াহ করা।

রাব্বী: যিনি অন্যের ওপর রুকইয়াহ করেন।

আয়াতুল কুরসি: সূরা বাকারার ২৫৫নং আয়াত।

আয়াতুল হারক: জাহান্নাম, আজাব এবং গজব সংক্রান্ত আয়াত।

আয়াতুল শিফা: যেসব আয়াতে সুস্থতার কথা বলা হয়েছে। প্রসিদ্ধ আয়াতে শিফা ৬টি।  
যথা: সূরা তাওবাহ ১৪, সূরা ইউনুস ৫৭, সূরা নাহল ৬৯, সূরা বনি ইসরাইল ৮২, সূরা শুআরা ৮০, সূরা হা-মীম সাজদা ৪৪ নং আয়াত।

তিন কুল: সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস।

চার কুল: সূরা কাফিরুন এবং তিনকুল।

আট সূরা: সূরা ইয়াসিন, সফফাত, দুখান, জিন, যিলযাল, ইখলাস, ফালাক, নাস।

## তিন স্তরের রুকইয়াহ

রুকইয়াহ শারইয়াহ'র ক্ষেত্রে যা কিছু পাঠ করা হয়, সেগুলোকে আমরা তিন স্তরে ভাগ করতে পারি: ১. সর্বোত্তম ২. উত্তম ৩. বৈধ।

আমরা এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তবে এর আগে জেনে রাখা ভালো যে, আপনাকে ধারাবাহিকভাবে প্রতিটা ক্যাটাগরি থেকেই পড়তে হবে, এমনটা জরুরি নয়। আপনি চাইলে উল্লিখিত সর্ব প্রকারের আয়াত এবং দুআ থেকে পড়তে পারেন, অথবা চাইলে যে কোনো এক প্রকারের রুকইয়াহ থেকে পড়তে পারেন। তবে বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, শুধু মাসনুন রুকইয়াহগুলো বারবার পড়ে দীর্ঘক্ষণ রুকইয়াহ করলে তুলনামূলক বেশি উপকার হয়, আর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও কম হয়।

আরেকটি কথা, 'সাধারণ রুকইয়ার আয়াত' বলতে যে আয়াতগুলো আমরা বুঝি, সেটা নিচে উল্লিখিত প্রথম দুভাগের রুকইয়াহ দিয়ে সাজানো হয়েছে।

## ১. সর্বোত্তম এবং মুন্নাত রুকইয়াহ (أَفْضَلُ)

ক. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জিবরীল আ. অথবা সাহাবায়ে কিরাম রা. যেসব দুআ এবং আয়াত দ্বারা রুকইয়াহ করেছেন।

যেমন:

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهَبِ الْبَاسَ إِشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

সূরা ফাতিহা, সূরা ফালাক, সূরা নাস প্রভৃতি।

খ. যেসব আয়াত এবং দুআ শয়তান থেকে নিরাপদ থাকতে, বিপদ থেকে বাঁচতে, কিংবা সুস্থতার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়েছেন অথবা কাউকে পড়তে বলেছেন। যেমন: সম্পূর্ণ সূরা বাকারা, আয়াতুল কুরসী, সকাল-সন্ধ্যার মাসনুন দুআসমূহ।

গ. কুরআনুল কারীম অথবা বিশুদ্ধ সূত্রে হাদীসে বর্ণিত অন্যান্য নবীগণের দুআ। যেমন: হযরত আইয়ুব আ.-এর দুআ—

رَبِّ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

হযরত মুসা আ.-এর দুআ—

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

হযরত ইবরাহীম আ.-এর দুআ—

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ غَيِّ لَآمَةٍ

## ২. উত্তম রুকইয়াহ (خَيْرُ)

কুরআনুল কারীমের যে সকল আয়াত আক্রান্ত ব্যক্তির সমস্যার সমাধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। মাসনুন রুকইয়ার পর তুলনামূলকভাবে এ সকল আয়াত অন্যান্য আয়াতের চেয়ে অধিক উপকারি। উদাহরণস্বরূপ:

যে আয়াতে জাদুর কথা আছে, সেটা জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য। যে আয়াতে জিন বা শয়তানের কথা আছে, সেটা জিনের রোগীর জন্য অধিক উপকারি। যেমন:

জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য সূরা আরাফ: ১১৭-১১৯ সূরা ইউনুস: ৮১-৮২, সূরা ত্বহা: ৬৯

নম্বর আয়াত।

জিন-আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য সূরা বাকারা: ১০২, সূরা সফফাত: ১-১০ এবং সূরা জিন: ১ থেকে ৯ নম্বর আয়াত।

বদনজরে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য সূরা ইউসুফ: ৬৭, সূরা কাহাফ: ২৯ এবং সূরা কালামের শেষ ২ আয়াত।

হাড়ক্ষয় রোগের চিকিৎসায় সূরা ইয়াসীন: ৭৮-৭৯ এবং সূরা ক্বিয়ামাহ: ৩-৪ নম্বর আয়াত।

### ৩. বৈধ রুকইয়াহ (مُبَاح)

এ ছাড়া আপনি কুরআনুল কারীমের অন্য যেকোনো আয়াত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত যে কোনো দুআ দিয়ে রুকইয়াহ করতে পারেন। এর পাশাপাশি নিজে থেকে চাইলে কোনো দুআও করতে পারেন। যেমন: প্রসিদ্ধ কিছু দুআ হচ্ছে—

اَللّٰهُمَّ اَبْطِلْ كُلَّ سِحْرٍ اَيْنَمَا كَانَتْ وَكَيْفَمَا كَانَتْ

“হে আল্লাহ, সব জাদুটোনা ধ্বংস করে দাও; তা যেখানেই থাকুক এবং যেভাবেই থাকুক।”

اَللّٰهُمَّ اَنْزِلِ الشِّفَاءَ وَاَرْفَعْ كُلَّ الدَّاءِ

“হে আল্লাহ, সুস্থতা অবতীর্ণ করো এবং সব রোগব্যাদি তুলে নাও।”

শরঈ বিধানের সীমারেখা লঙ্ঘন না করলে ওপরের সবগুলোই জাযিয়া। আর সবগুলোই রুকইয়াহ শারইয়্যাহর মধ্যে গণ্য হবে। আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।

## সুন্নাহ সম্মত যত রুকইয়াহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সঙ্গীরা আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। ইহলৌকিক এবং পরলৌকিক মুক্তি এবং সফলতার জন্য তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা প্রতিটি মুমিনের জন্য অপরিহার্য। তাই এবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের



আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন  
www.boimate.com

পদ্ধতি দেখুন।

তবে সতর্কতাস্বরূপ একটা বিষয় প্রথমেই বলে নেওয়া উচিত, এখানে রুকইয়াহ যেসব পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা হবে, এর মধ্যে যেগুলোতে রোগীকে স্পর্শ করার কথা এসেছে, সেগুলো সাধারণভাবে গাইর মাহরামদের ওপর রুকইয়াহ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। গাইর মাহরামদের ক্ষেত্রে এমন কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, যাতে তাকে হাত দ্বারা স্পর্শ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে না। যেমন: শুধু কুরআন থেকে তিলাওয়াত করা কিংবা তিলাওয়াত করে ফুঁ দেওয়া প্রভৃতি।

১. দুআ, আল্লাহর নাম অথবা কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করা (কোনো ফুঁ দেওয়া বা স্পর্শ করা ব্যতীত)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ :  
اشْتَكَيْتَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ ، مِنْ  
شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ ، اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ

“আবু সাঈদ খুদরী রা. বর্ণনা করেন, জিবরীল আ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-  
এর কাছে এসে বললেন, হে মুহাম্মদ, আপনি কি (আল্লাহর কাছে আপনার সমস্যার ব্যাপারে)  
অভিযোগ করেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিবরীল আ. বললেন—

بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ ،  
اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ

আমি আপনাকে আল্লাহর নামে রুকইয়াহ করছি—সেই সব জিনিস থেকে, যা আপনাকে কষ্ট  
দিচ্ছে। সকল প্রাণের অনিষ্ট কিংবা হিংসুকের বদনজর থেকে আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান  
করুক; আমি আল্লাহর নামে রুকইয়াহ করছি।”

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ ثَابِتٌ يَا أَبَا  
حَمْرَةَ اشْتَكَيْتَ فَقَالَ أَنَسٌ أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ بَلَى قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا  
أَنْتَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

“আবদুল আযীয রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং সাবিত একবার আনাস ইবনু  
মালিক রা.-এর নিকট যাই। সাবিত বললেন, হে আবু হামযা, আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি।  
তখন আনাস রা. বললেন, আমি কি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর



রুকইয়াহ দিয়ে রুকইয়াহ করব না? তিনি বললেন, নিশ্চয়! তখন আনাস রা. বললেন—

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

‘হে আল্লাহ, হে মানুষের রব, হে ব্যথা নিবারণকারী, তুমি আরোগ্য দান করো। তুমিই তো আরোগ্যদাতা। তুমি ব্যতীত আর কোনো আরোগ্য দানকারী নেই। এমন আরোগ্য দাও, যা কোনো রোগ অবশিষ্ট রাখে না।’ ” ২

## ২. রোগীর মাথায় অথবা আক্রান্ত অঙ্গে হাত রেখে তিলাওয়াত করা

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ ، أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أُسْلِمَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ ، وَقُلْ بِاسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا ، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ ، قَالَ : فَفَعَلْتُ ، فَأَذْهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ بِي ، فَلَمْ أَزَلْ أَمُرُ بِهِ أَهْلِي ، وَغَيْرَهُمْ

“উসমান ইবনু আবিল আস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তার শরীরের এক ধরনের ব্যথার ব্যাপারে বললেন, যা তিনি ইসলাম গ্রহণ করার সময় থেকে অনুভব করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার শরীরের যে জায়গায় ব্যথা হয়, তার ওপর তোমার হাত রেখে তিনবার বলবে—“بِسْمِ اللَّهِ” এবং সাতবার বলবে—

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

উচ্চারণ: আ ‘উযু বি ‘ইযযাতিল্লা-হি ওয়াকুদরতিহি মিন শাররি মা-আজিদু ওয়াউহা-যিরু।

অর্থ: আমি আল্লাহর সম্মান এবং তাঁর ক্ষমতার আশ্রয় নিচ্ছি, যা আমি অনুভব করি এবং যা আশঙ্কা করি, তার অকল্যাণ থেকে।

তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি এমনটা করলাম আর ব্যথা ভালো হয়ে গেল। এরপর থেকে আমার পরিবারের বা অন্য কারও সমস্যা হলে আমি এটা করতে নির্দেশ দিতাম।” ৩

## ৩. তিলাওয়াত করার পর ফুঁ দেওয়া

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ فِي سَاقِ سَلَمَةَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ قَالَ

[২] বুখারী : ৫৪১০

[৩] মুসলিম : ৪০৮৯, তিরমিযী : ২০০৬

أَصَابَتْنِي يَوْمَ حَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ أُصِيبَ سَلَمَةُ فَأَتَيْتَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَفَّتْ فِي ثَلَاثِ نَفَثَاتٍ فَمَا اسْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ

“ইয়াযিদ ইবনু আবি উবাইদাহ রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি সালামা রা.-এর পায়ের গোছায় একটি ক্ষত চিহ্ন দেখে বললাম, এটা কী? তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধে এখানে আঘাত পেয়েছিলাম। লোকেরা বলতে লাগল যে, সালামা আহত হয়েছেন। এরপর আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নেওয়া হলে তিনি আমার ক্ষতস্থানে তিনবার ফুঁ দিলেন। যার ফলে আজ পর্যন্ত আমি সেখানে কোনো ধরণের ব্যথা অনুভব করিনি।” ৪

৪. তিলাওয়াত করার পর থুতু দেওয়া, অথবা হাতে থুতু নিয়ে আক্রান্ত স্থানে লাগানো

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : “أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلَقُوا فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، فَاسْتَضَافُوهُمْ ، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ ، فَلَدَغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ نَزَلُوا بِكُمْ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ ، فَأَتَوْهُمْ ، فَقَالُوا : يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لَدَغَ ، فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَرَاقٍ ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا ، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا ، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ ، فَاْنْطَلَقَ فَجَعَلَ يَتَفَلُّ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، حَتَّى لَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ ، فَاْنْطَلَقَ يَمْشِي مَا بِهِ قَلْبَةٌ ، قَالَ : فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : اقْسِمُوا ، فَقَالَ الَّذِي رَقِيَ : لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ ، فَتَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا ، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَّرُوا لَهُ ، فَقَالَ : وَمَا يُذْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ أَصَبْتُمْ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ

“আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একদল সাহাবী এক সফরে ছিলেন। এক পর্যায়ে তারা একটি আরব গোত্রের নিকট স্বল্পকালীন অবস্থান করেন এবং তাদের কাছে মেহমান হতে চান; কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারি করতে অস্বীকৃতি জানায়। ঘটনাক্রমে সেই গোত্রের সর্দারকে সাপ দংশন করে। তারা তাকে সুস্থ করার জন্য সবরকম চেষ্টা-তদবীর করে; কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছিল না। তখন তাদের একজন বলল, তোমরা যদি ওই দলের কাছে যেতে, যারা তোমাদের কাছে এসেছিল, তাহলে হয়তো ভালো

হতো। তাদের কাছে কোনো তদবীর থাকতে পারে। তখন তারা এসে বলল, হে দলের লোকেরা, আমাদের সর্দার দংশিত হয়েছেন। আমরা তার জন্য সব রকমের চেষ্টা করেছি; কিন্তু কোনো ফল হয়নি। তোমাদের কারও নিকট কি কোনো তদবীর আছে? কাফেলার একজন বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয় আমি ঝাড়ফুঁক জানি। তবে আমরা তোমাদের নিকট মেহমান হতে চেয়েছিলাম; কিন্তু তোমরা আমাদের মেহমানদারি করো নি। তাই আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত ঝাড়ফুঁক করব না, যতক্ষণ না তোমরা আমার জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ করবে। তখন তারা বিনিময়স্বরূপ তাদের একপাল বকরি দিতে সম্মত হলো। তারপর সেই সাহাবী সেখানে গেলেন এবং সূরা ফাতিহা পড়ে থুতু দিতে থাকলেন। অবশেষে সে ব্যক্তি এমন সুস্থ হলো, যেন বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে উঠল। সে এমনভাবে চলাফেরা করতে লাগল, যেন তার কোনো রোগই নেই। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তারা যে পারিশ্রমিক ঠিক করেছিল, তা পরিশোধ করল। এরপর সাহাবীদের মধ্যে একজন বললেন, এগুলো বণ্টন করে দাও। তখন যিনি ঝাড়ফুঁক করেছিলেন, তিনি বললেন, যতক্ষণ না আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এই ঘটনা জানাচ্ছি এবং তিনি আমাদের নির্দেশনা দিচ্ছেন, ততক্ষণ আমরা এই পারিশ্রমিক বণ্টন করব না। তারপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, তুমি কি করে জানলে যে এটা (সূরা ফাতিহা) একটা ‘রুকইয়াহ’? তোমরা ঠিকই করেছ। তোমরা এগুলো বণ্টন করে নাও এবং সাথে আমার জন্যও এক ভাগ রেখো।” ৫

#### ৫. একাধিক পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় করা

উপরে উল্লিখিত হাদীসটি অনেকগুলো সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যার কোনোটায় ফুঁ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, কোনোটায় থুতু দেওয়ার কথা এসেছে, কোনোটায় আবার থুতু নিয়ে ওই জায়গায় লাগানো এবং বারবার হাত বুলানোর কথা এসেছে। আরেকটি বর্ণনায় উক্ত সাহাবী সাত বার সূরা ফাতিহা পড়েছিলেন বলে উল্লিখিত রয়েছে। সবগুলো সূত্র একত্র করলে বোঝা যায়, সাহাবায়ে কিরাম রুকইয়ার একাধিক পদ্ধতি একত্রে প্রয়োগ করেছেন। তাই রুকইয়ার কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য আমরাও একসাথে কয়েকটি পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারি।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আলিমরা ওপরের দুটো পদ্ধতি (ফুঁ দেওয়া এবং থুতু দেওয়া)-এর মধ্যে এভাবে সমন্বয় করেন—‘এমনভাবে ফুঁ দেওয়া, যেন সাথে হালকা থুতুও বেরিয়ে আসে।’ এটা রুকইয়ার পর শুধু ফুঁ দেওয়ার চাইতে অধিক উপকারি।

আর হ্যাঁ, ফুঁ এর সাথে থুতু বেরিয়ে আসা মানে একদলা থুতু নয়; বরং জিহ্বা ভিজিয়ে নিয়ে একটু জোরে ফুঁ দেওয়া, যাতে স্প্রের মতো সামান্য থুতু বেরিয়ে আসে। যেমনটা উক্ত গ্রন্থের ওয়াসওয়াসার অধ্যায়ে বলা হয়েছে, নামাযের মাঝে শয়তান ওয়াসওয়াসা দিলে বামে তিনবার থুতু ফেলা।<sup>৬</sup> তো নামাযের মধ্যে কেউ যদি মসজিদে অবস্থানরত হয়, তখন সে নিশ্চয়ই একদলা থুতু ফেলবে না।

এ প্রসঙ্গে নিচে ১০ নম্বর পয়েন্টের হাদীসটিও উল্লেখযোগ্য।

৬. পড়ার পরে হাতে ফুঁ দিয়ে আক্রান্ত স্থানে বা পুরো শরীরে হাত বুলিয়ে নেওয়া

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا

“আয়িশা রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো ব্যথা অনুভব করলে নিজেই ‘মুআওয়িজাত’ সূরাগুলো (অর্থাৎ সূরা নাস ও ফালাক) পড়ে ফুঁ দিতেন। ব্যথা বৃদ্ধি পেলে আমি সেগুলো পড়ে তাঁর হাতে ফুঁ দিয়ে ব্যথায় স্থানে বুলিয়ে দিতাম বরকত লাভের আশায়।”<sup>৭</sup>

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে যেহেতু বরকত আছে, তাই নিজে হাত বুলানোর বদলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে ফুঁ দিয়ে সেটা ব্যথার জায়গায় বুলিয়ে দিতেন। বুখারীতে এই হাদীসের সাথে আরেকটু বর্ণিত হয়েছে,

فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ كَيْفَ يَنْفُثُ قَالَ كَانَ يَنْفُثُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ

“...যুহরী রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে ফুঁ দিতেন? তিনি বললেন, হাতে ফুঁ দিতেন, এরপর চেহারায়ে হাত বুলিয়ে নিতেন।”<sup>৮</sup>

৭. ফুঁ দেওয়া ছাড়াই আক্রান্ত স্থানে কেবল হাত বুলানো

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ، وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ ، أَذْهَبِ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي ، لَا شِفَاءَ إِلَّا بِشِفَاؤِكَ ، شِفَاءٌ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

[৬] মুসলিম : ৪০৮৩

[৭] আবু দাউদ : ৩৯০২

[৮] বুখারী : ৫৪০৩

“হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারের অসুস্থদের ওপর ঝাড়ফুঁক করতেন এভাবে—ডান হাত বুলিয়ে দিতেন আর পড়তেন, হে আল্লাহ, মানুষের পালনকর্তা, আপনি যন্ত্রণা নিবারণ করুন। তাকে সুস্থতা দান করুন। আপনিই তো সুস্থতা প্রদানকারী। আপনার প্রদত্ত সুস্থতাই প্রকৃত সুস্থতা। এমন সুস্থতা দান করুন, যাতে কোনো রোগই আর অবশিষ্ট না থাকে।” ৯

৮. ওষুধ, পানি, লবণ অথবা এরকম কিছুতে রুকইয়াহ করে সেটা ব্যবহার করা

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَدَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْرَبٌ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ ، لَا تَدْعُ مُصَلِّيًا ، وَلَا غَيْرَهُ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ وَمِلْحٍ ، وَجَعَلَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا ، وَيَقْرَأُ : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

“আলী রা. বর্ণনা করেন, একটি বিছু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নামাযরত অবস্থায় দংশন করল। নামায শেষ করে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘আল্লাহ তাআলা বিছুকে অভিশপ্ত করুন, এটা নামাযি কিংবা বেনামাযি কাউকে ছাড় দেয় না।’ তারপর তিনি পানি আর লবণ আনতে বললেন এবং সূরা কাফিরুন, ফালাক, নাস পড়তে লাগলেন আর আহত স্থানে লবণ-পানি দ্বারা মালিশ করতে লাগলেন।” ১০

কোনো কোনো বর্ণনায় শুধু সূরা ফালাক এবং সূরা নাসের কথা আছে। আর কোনোটায় তা উল্লিখিত হয়েছে এভাবে—পানিতে লবণ গুলিয়ে ওই জায়গায় ঢেলেছিলেন এবং চার কুল তথা সূরা কাফিরুন, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস পড়েছিলেন।

আরেকটি হাদীস—

قَالَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَحْمَدُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ اكْشِفِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ ثُمَّ أَخَذَ تُرَابًا مِنْ بَطْحَانَ فَجَعَلَهُ فِي قَدَحٍ ثُمَّ نَفَثَ عَلَيْهِ بِمَاءٍ وَصَبَّهُ عَلَيْهِ

“সাবিত ইবনু কাইস ইবনু শামমাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি একবার অসুস্থ ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে আসেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুআটি পড়লেন—



## اَكْشِفِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ

‘হে মানুষের প্রভু, রোগমুক্ত করুন।’

এরপর একটি পাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাত্বহানের<sup>১১</sup> এক মুঠো মাটি রাখলেন, এরপর সেখানে পানি ঢাললেন এবং তাতে ফুঁ দিলেন। তারপর ওই পানি তাঁর (সাবিত রা.) ওপর ঢেলে দেওয়া হলো।”<sup>১২</sup>

উল্লেখ্য, এই হাদীসের সনদকে একদল মুহাদ্দিস দুর্বল বলেছেন কেননা সনদে ইউসুফ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সাবিত রয়েছে। কিন্তু ইবনে হাজার তাকে মাকবুল বা গ্রহণীয় বলেছেন। তাছাড়াও যেহেতু এর বিপরীত কোনো বক্তব্য অন্য কোনো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়; বরং উল্টো অন্য অনেক হাদীস এর সমর্থন করে, তাই এটা দলিল হিসেবে উল্লেখযোগ্য। এমনকি শাইখ বিন বায রহ. রুকইয়ার গোসল এবং পানিপান প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে দলিল হিসেবে এই হাদীসটাই উল্লেখ করেছেন।

এছাড়া এখানে মূলত ওষুধ এবং রুকইয়ার মধ্যে সমন্বয় করা হয়েছে। আর এ দুটো স্বতন্ত্রভাবে সুন্নাহ।

৯. মাটি বা এরকম কিছুতে হাত দিয়ে দুআ পড়া, এরপর সেটা আক্রান্ত জায়গায় লাগানো

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا وَوَضَعَ سَفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا بِاسْمِ اللَّهِ ثُرْبَةً أَرْضَنَا بِرِيقَةٍ بَعْضُنَا لِيُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ يُشْفَى

“আয়িশা রা. বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিয়ম ছিল, মানুষ কোনো অসুস্থতা, ফোঁড়া কিংবা জখমের ব্যাপারে তাঁর কাছে বললে তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে এভাবে দুআ পড়তেন—

بِاسْمِ اللَّهِ ثُرْبَةً أَرْضَنَا بِرِيقَةٍ بَعْضُنَا لِيُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا

অর্থ: আল্লাহর নামে, আমাদের জমিনের মাটি আমাদের কারও লালার সাথে (মিলিয়ে)

আমাদের প্রতিপালকের হুকুমে তা দিয়ে আমাদের রোগীর আরোগ্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে (মাগিস)

[১১] বাত্বহান মদীনার একটি উপত্যকার নাম। এক হাদীসে এসেছে - বাত্বহান জামাতের প্রণালীসমূহের মধ্যে একটি প্রণালীতে অবস্থিত (সিলসিলা সহীহাঃ ২/৪১১) বাত্বহানের মাটির যে আলাদা উপকারিতা আছে তা এখান থেকেও বুঝে আসে।

(সম্পাদক)

[১২] আবু দাউদ : ৩৮৮৫

করছি)।”

(কথাটা বোঝাবার জন্য) হাদীসটির বর্ণনাকারী সুফিয়ান ইবনু উওয়াইনাহ রহ. তাঁর শাহাদাত আঙ্গুল মাটিতে লাগাতেন, এরপর তুলে নিতেন। ইবনু আবি শাইবাহ রহ. সূত্রে-لِيُشْفَى-এর স্থলে يُشْفَى বর্ণিত হয়েছে।<sup>১০</sup>

## ১০. পরপর কয়েকদিন রুকইয়াহ করা

عَنْ خَارِجَةَ بِنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيَّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْنَا عَلَى حَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالُوا إِنَّا أَنْبِئُكَ أَنَّكُمْ قَدْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رُقِيَّةٍ فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوهُمَا فِي الْقُبُودِ قَالَ فَقُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَجَاءُوا بِمَعْتُوهِ فِي الْقُبُودِ قَالَ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدُوَّةً وَعَشِيَّةً كُلَّمَا خَتَمْتُهَا أَجْمَعُ بُرَاقِي ثُمَّ أَتَقُلُ فَكَأَنَّمَا نَشَطَ مِنْ عِقَالٍ قَالَ فَأَعْطُونِي جُعَلًا فَقُلْتُ لَا حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلِّ فَلَعَمْرِي مَنْ أَكَلَ بِرُقِيَّةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلَتْ بِرُقِيَّةٍ حَقٍّ

“খারিজাহ ইবনু সাল্ত তামিমী রা. থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে ফেরার পথে আরবের একটি জনপদে পৌঁছলাম। তারা বলল, আমরা সংবাদ পেয়েছি যে, আপনারা এ ব্যক্তি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে কল্যাণকর কিছু নিয়ে এসেছেন। আপনাদের কারও কোনো ওষুধ বা ঝাড়ফুঁকের কিছু জানা আছে কি? কারণ, আমাদের নিকট একটি পাগল আছে, যাকে আমরা বেঁধে রেখেছি। আমরা বললাম, ‘হ্যাঁ!’ তখন তারা বাঁধা অবস্থায় এক পাগলকে নিয়ে এলো। ‘আমি তিনদিন সকাল-সন্ধ্যা তার ওপর সূরা ফাতিহা পড়লাম। প্রতিবার পড়া শেষে থুতু ছিটিয়ে দিলাম।’ তাতে সে (এভাবে সুস্থ হলো) যেন বন্দী দশা থেকে মুক্তি লাভ করল। এরপর তারা আমাকে কিছু বিনিময় দিলো। আমি বললাম, না, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করার আগে এটা গ্রহণ করতে পারি না। এই ঘটনা শুনে তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এগুলো তুমি খেতে পারো। আমার জীবনের শপথ, লোকজন তো বাতিল ঝাড়ফুঁক দিয়ে রোজগার করে। আর তুমি হক রুকইয়াহ দ্বারা রোজগার করেছে।”<sup>১১</sup>

# রুকইয়াহ সাপ্লিমেণ্টারি

এ পর্যায়ে আমরা কিছু ওষুধ এবং ঔষধি গুণসম্পন্ন লতা-পাতা ইত্যাদির সাথে পরিচিত হব, যা রুকইয়ার সাথে ব্যবহার হয়। তবে খেয়াল করার বিষয় হচ্ছে, এগুলো রুকইয়াহ না; বরং রুকইয়ার সম্পূরক বা কার্যকারিতাবর্ধক বস্তু। রুকইয়াহ হচ্ছে সেসব কাজ, যা আমরা একটু আগে বর্ণনা করলাম। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, রুকইয়ার সাথে এসব ব্যবহার করতেই হবে, এটা আবশ্যিক না। যদি এগুলো সহজলভ্য হয় এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে আপনার যথেষ্ট ধারণা থাকে, তখন চাইলে রুকইয়ার সাপ্লিমেণ্ট<sup>১৫</sup> হিসেবে এসব ব্যবহার করতে পারেন।

## ১. রুকইয়ার পানি

ক. সবচেয়ে উত্তম হলো যমযমের পানি। যমযমের পানিতে শিফা রয়েছে; উপরন্তু এর ওপর রুকইয়ার আয়াত পড়া হলে তার উপকারিতা বেড়ে যায় আরও বহুগুণ।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ  
الْأَرْضِ مَاءٌ زَمْزَمٌ فِيهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّغَمِ ، وَشِفَاءٌ مِنَ السُّقَمِ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পৃথিবীর বুকে সর্বোত্তম পানি হচ্ছে যমযমের পানি, যাতে রয়েছে ক্ষুধার্তের জন্য খাদ্য এবং অসুস্থতার জন্য আরোগ্য।”<sup>১৬</sup>

জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. কর্তৃক বর্ণিত,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَاءٌ زَمْزَمٌ لِمَا شَرِبَ لَهُ

“তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, ‘যমযমের পানি যে নিয়তে পান করা হবে, তা তার জন্যই (কার্যকরী হবে)।’”<sup>১৭</sup>

[১৫] সহযোগী পথ্য, চিকিৎসার গতি বাড়াতে, ঔষধ এর উপকারিতা বাড়াতে যা ব্যবহার হয়

[১৬] আল-মুজাম্মুল আওসাত : ৮১২৫, সনদ সহীহ

[১৭] ইবনু মাজাহ : ৩০৬২

খ. যমযমের পানির পর উত্তম হচ্ছে বৃষ্টির পানি।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ

“আমি আকাশ থেকে বরকতময় বৃষ্টি বর্ষণ করি। আর তা দ্বারা বাগান ও ফসল উদগত করি, যা আহরণ করা হয়।”<sup>১৮</sup>

এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘটনা লক্ষণীয়:

قَالَ أَنَسُ أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ قَالَ فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا قَالَ لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى

“আনাস রা. বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম, তখন বৃষ্টি নামল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাপড় প্রসারিত করলেন, যাতে সেটা পানি স্পর্শ করে। আমরা বললাম, আপনি কেন এমন করলেন? তিনি বললেন, কারণ এটা তার মহান রবের নিকট থেকে এখনই এসেছে।”<sup>১৯</sup>

গ. এই দুটোর কোনোটি না পেলে সাধারণ পানি হলেও চলবে। কিংবা বরকতের জন্য চাইলে সাধারণ পানির সাথে যমযম বা বৃষ্টির পানি মেশানো যেতে পারে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিকিৎসার জন্য সাধারণ পানিও ব্যবহার করেছেন। (পূর্বের অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

ব্যবহার: রুকইয়ার পানি সাধারণত পান করার জন্য এবং গোসলে ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া রুকইয়াহ চলাকালীন রোগীর ওপর তা ছিটিয়ে দেওয়া হয়। তাবীজ বা জাদুর কিছু পাওয়া গেলে সেটাকে রুকইয়ার পানিতে ডুবিয়ে নষ্ট করে ফেলা হয়।<sup>২০</sup>

## ২. হিজামা (কাপিং থেরাপি)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ فَقَالَ اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوْلِيَهُ فَخَفَّفُوا

[১৮] সূরা কাফ, আয়াত : ৯

[১৯] মুসলিম : ৮৯৮

[২০] রুকইয়ার পানি বিষয়ে আরও জানতে দেখুন : [www.boimate.com](http://www.boimate.com) bd.org/blog/664

عَنْهُ وَقَالَ إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ

“আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তাকে হিজামার পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজামা করিয়েছেন। আবু তায়বা রা. তাঁর হিজামা করেন। এরপর তিনি তাকে দুই সা’ ২১ খাদ্যবস্তু প্রদান করেন। সে তার মালিকের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বললে তার থেকে পারিশ্রমিক কমিয়ে দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, তোমরা যেসব জিনিস দিয়ে চিকিৎসা করো, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো হিজামা এবং সামুদ্রিক কস্টাস।” ২২

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا مَرَزْتُ لَيْلَةً أُسْرِي بِي بِمَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، إِلَّا كُلُّهُمْ ، يَقُولُ لِي : عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ بِالْحِجَامَةِ

“ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মিরাজের রাতে আমি ফেরেশতাদের যে দলকেই অতিক্রম করেছি, তাদের সকলে আমাকে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি অবশ্যই হিজামা করবেন।” ২৩

ব্যবহার: রুকইয়ার পাশাপাশি হিজামা করানোর উপকারিতা অতুলনীয়। বিশেষতঃ জাদু বা বদনজর আক্রান্ত হওয়ার কারণে যদি অসুস্থ হয়, কিংবা অন্যান্য শারীরিক সমস্যা থাকে, তাহলে রুকইয়ার সাথে হিজামা খুবই ফলপ্রসূ। অনেকের ক্ষেত্রে হিজামা করানোর পরেই কেবল পূর্ণ সুস্থতা লাভ হয়। উল্লেখ্য যে, হিজামা একটি আরবী শব্দ, বাংলায় যাকে শিঙ্গা লাগানো বলে। আজকাল শিঙ্গার পরিবর্তে কাপের মাধ্যমেও হিজামা করানো হয়। একে কাপিং থেরাপি বলে।

### ৩. মধু

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

“তার (মৌমাছির) পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় বের হয়, যাতে মানুষের জন্যে রয়েছে শিফা।” ২৪

[২১] এক সা’ হল ৩ কেজি ১৮৪.২৭২ গ্রাম সমপরিমাণ।

[২২] বুখারী : ৫৩৭১

[২৩] ইবনু মাজাহ : ৩৪৭৬

[২৪] সূরা নাহল, আয়াত : ৬৯



عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ  
فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ أَتَى الثَّانِيَةَ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اسْقِهِ  
عَسَلًا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ اسْقِهِ عَسَلًا  
فَسَقَاهُ فَبَرَأَ

“আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, আমার ভাইয়ের পেটে অসুখ হয়েছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে মধু পান করাও। এরপর দ্বিতীয়বার লোকটি আসলে তিনি বললেন, তাকে মধু পান করাও। সে তৃতীয়বার আসলে তিনি বললেন, তাকে মধু পান করাও। এরপর লোকটি পুনরায় এসে বলল, আমি অনুরূপই করেছি (অন্য বর্ণনায় আছে: আমি অনুরূপই করেছি, কিন্তু সমস্যা তো বেড়ে যাচ্ছে)। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ সত্য বলেছেন, আর তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা বলছে। তাকে মধু পান করাও। সে তাকে আবার মধু পান করালো। তখন সে আরোগ্য লাভ করল।” ২৫

ব্যবহার: মধু সাধারণত খাওয়ার জন্য ব্যবহার হয়, কালোজিরা আর মধু একত্রে খাওয়া প্রসিদ্ধ। তবে সুন্নাত হচ্ছে পান করা, অর্থাৎ পানিতে গুলিয়ে সেটা পান করা। এ ছাড়া বিভিন্ন ওষুধের সাথে মধু ব্যবহার হয়।

এই হাদীসের একটি বিষয় লক্ষণীয় তা হলো, ‘মধু খাওয়ার পর প্রথমে সমস্যা বেড়ে গিয়েছিল’। অনুরূপভাবে রুকইয়াহ করার সময়েও অনেকের সমস্যা বাড়তে পারে, তখন চিকিৎসা বন্ধ করে দেওয়া যাবে না, নিয়ম মাসিক রুকইয়াহ করে যেতে হবে। আল্লাহর ইচ্ছায় এক সময় আরোগ্য পাওয়া যাবে।

## ৪. কালোজিরা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ  
فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ وَالسَّامَ الْمَوْتُ

“আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা নিজেদের জন্য এই কালোজিরার ব্যবহারকে আবশ্যিক করে নাও। কেননা, মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের নিরাময় এর মধ্যে রয়েছে।” ২৬

فَإِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَنِي أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ  
الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا مِنَ السَّامِ

“আয়িশা রা. বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন,  
এই কালোজিরা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ওষুধ।” ২৭

ব্যবহার: রুকইয়াহর পাশাপাশি কালোজিরা সাধারণত মধুর সাথে খাওয়া হয়, শুধু  
কালোজিরাও চিবিয়ে বা পিষে খাওয়া হয়। এছাড়া কালোজিরার তেল মাথায় এবং শরীরে  
ব্যবহার করা হয়।

## ৫. অলিভ অয়েল (যাইতুনের তেল)

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ

“..যেটি জ্বালানো হয়েছে বরকতময় যাইতুন গাছ থেকে, যা প্রাচ্যেরও নয়, পাশ্চাত্যেরও  
নয়।” ২৮

এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদীসটিও আমরা দেখতে পারি,

عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ  
مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ

“আবু উসাইদ রা. থেকে হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  
বলেছেন, তোমরা যাইতুনের তেল খাও এবং সেটা শরীরে মালিশ করো। কেননা এটি  
বরকতময় গাছের তেল।” ২৯

ব্যবহার: রুকইয়ার সাথে অলিভ অয়েল সাধারণত শরীরে এবং মাথায় মাখার জন্য ব্যবহার  
হয়। ফিলিস্তিনের এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল হলে সবচেয়ে ভালো। নইলে শরীরে  
ব্যবহারের উপযোগী ভালো মানের যেকোনো অলিভ অয়েলই চলতে পারে।

## ৬. খেজুর

سَمِعْتُ سَعْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[২৭] বুখারী : ৫৩৬৪

[২৮] সূরা নূর, আয়াত : ৩৫

[২৯] তিরমিযী: ১৮৫২

يَقُولُ مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُوءٌ وَلَا سِحْرٌ

“সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলায় সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে, সেদিন তাকে কোনো বিষ বা জাদু ক্ষতি করবে না।” ৩০

এ বিষয়ে আরেকটি হাদীস হলো,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً  
أَوْ إِنَّهَا تَرِيَّاقٌ أَوَّلَ الْبُكَرَةِ

“আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মদীনার উঁচু ভূমির অঞ্চলের আজওয়া খেজুরে আরোগ্য রয়েছে, অথবা প্রতিদিন সকালে এর আহার বিষনাশক (হিসেবে কাজ করে)।” ৩১

ব্যবহার: সিরের অর্থাৎ জাদুর রুকইয়ার পর রোগীকে আজওয়া খেজুর খেতে পরামর্শ দেওয়া হয়। অনেক রাকী<sup>৩২</sup> নিজের কাছে আজওয়া খেজুর রাখেন এবং রুকইয়ার পূর্বেই রোগীকে খেতে বলেন।

এখানে উল্লেখ্য বিষয় হলো, আজওয়া খেজুর সংক্রান্ত সব রকম হাদীস বিবেচনার পর আলিমদের মত হচ্ছে, সর্বোত্তম হলো মদীনার উঁচু অঞ্চলের আজওয়া খেজুর, এরপর মদীনার অন্য আজওয়া খেজুর, এরপর অন্যান্য এলাকার আজওয়া খেজুর। তারপর মদীনার অন্য খেজুর, শেষ বিকল্প হিসেবে উন্নতমানের যে কোনো খেজুর চিকিৎসার জন্য উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ।

## ৭. বরই পাতা অথবা কর্পূর পাতা

বরই পাতা না পেলে তখন কর্পূর বা কর্পূর পাতা ব্যবহার করা যায়।

عَنْ عَائِشَةَ ، ” أَنَّ أَسْمَاءَ ، سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ  
الْمَحِيضِ ؟ فَقَالَ : تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا

“আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আসমা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কেউ ঋতুস্রাব থেকে

[৩০] বুখারী : ৫৪৩৬

[৩১] মুসলিম : ৩৮১৫

[৩২] রুকইয়াহ প্রয়োগকারী চিকিৎসক অর্থাৎ যিনি  আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন [www.boimate.com](http://www.boimate.com)

পবিত্র হয়ে কীভাবে গোসল করবে? তিনি বললেন, সে গোসলে বরই পাতা মিশ্রিত পানি ব্যবহার করবে।” ৩৩

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوْفِّيْتُ ابْنَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ

“উম্মু আতিয়াহ্ আনসারী রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা যাইনাব রা. ইত্তিকাল করলে তিনি আমাদের নিকট এসে বললেন, তোমরা তাকে তিনবার বা পাঁচবার বা প্রয়োজন মনে করলে তার চেয়ে অধিকবার বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল দাও। শেষবারে কর্পূর (কিংবা বলেছেন: অল্প কিছু কর্পূর) ব্যবহার করবে।” ৩৪

ব্যবহার: বরই পাতা সাধারণত জাদুর চিকিৎসার জন্য রুকইয়ার গোসলে ব্যবহার হয়। এক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ নিয়ম হচ্ছে, ৭টি বরই পাতা বেটে পানিতে মিশ্রিত করবে, আর আয়াতুল কুরসী এবং সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস ৩ বার করে পড়ে পানিতে ফুঁ দিতে থাকবে। এরপর এই পানি থেকে কিছুটা খাবে এবং গোসল করবে। এভাবে কিছুদিন করলে ইনশাআল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবে।

## ৮. সোনাপাতা

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ غُمَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهَا بِمَ تَسْتَمْشِينَ قَالَتْ بِالشُّبْرُمِ قَالَ حَارٌّ جَارٌّ قَالَتْ ثُمَّ اسْتَمْشَيْتُ بِالسَّنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ شَيْئًا كَانَ فِيهِ شِفَاءٌ مِنَ الْمَوْتِ لَكَانَ فِي السَّنَا

“আসমা বিনতু উমায়স রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি রেচক (laxative) হিসেবে কী ব্যবহার করো? আমি বললাম, শুবরুম (ছোলার মত এক প্রকার দানা)। তিনি বলেন, তা তো খুব গরম। এরপর আমি সোনামুখী গাছের পাতার রেচক নিলাম (অর্থাৎ নেওয়ার কথা বললাম)। তখন তিনি বললেন, কোনো ওষুধ যদি মৃত্যু থেকে নিরাময় দিতে পারত, তবে তা হতো সোনামুখী।” ৩৫

ব্যবহার: সোনাপাতার সিরাপ বা ট্যাবলেট একবার খেলে সাধারণত এক থেকে দুই দিন

[৩৩] মুসলিম : ৫০৫

[৩৪] বুখারী : ১১৯৫

[৩৫] তিরমিযী : ২০৮১, সনদ হাসান

পর্যন্ত ডায়রিয়া থাকে, যার মাধ্যমে পেটে জাদুর কিছু থাকলে বের হয়ে যায়। ইয়েমেনে এই পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে।

আর এখন ইউনানি চিকিৎসালয়েও senna ট্যাবলেট পাওয়া যায়, এছাড়া বিকল্প হিসেবে অন্যান্য laxative মেডিসিন রয়েছে, যা ফার্মেসীতে পাওয়া যাবে। তবে পূর্ব ধারণা না থাকলে ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত কোনো রেচকই গ্রহণ করা উচিত হবে না। আর অবশ্যই সতর্ক থাকবেন, যেন এটা অতিরিক্ত না খাওয়া হয়। বিশেষত যদি কিডনির সমস্যা, হৃদরোগ বা প্রেগনেন্সি থাকে তাহলে রেচক ব্যবহারের আগে অবশ্যই কোনো দ্বীনদার ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে নেবেন।

সিহরের চিকিৎসায় যদি ল্যাক্সেটিভ বা রেচক ব্যবহার করেন তাহলে সিহরের আয়াতগুলো (অর্থাৎ সূরা আরাফ: ১১৭-১২২, সূরা ইউনুস: ৮১-৮২, সূরা ত্বহা: ৬৯) এবং সূরা ফালাক, সূরা নাস পড়ে সেটার ওপর ফুঁ দেবেন, এরপর নিয়ম মাস্কিন সেবন করবেন। আর যতক্ষণ এটার প্রভাব থাকবে, সে পর্যন্ত বেশি বেশি পানি পান করবেন।

## ৯. ভারতীয়/সামুদ্রিক কস্টাস

عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مَخْصَنٍ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ يُسْتَعْطَى بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلْدُّ بِهِ مِنَ ذَاتِ الْجَنْبِ

“উম্মু কায়স বিনতে মিহসান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তোমরা ভারতীয় কস্টাসের ব্যবহার আবশ্যিক করে নাও। কেননা তার মাঝে সাত ধরনের শিফা রয়েছে। শ্বাসনালীর ব্যথায় এটা নাক দিয়ে (ড্রপ হিসেবে) নেওয়া যায়, নিউমোনিয়া দূর করার জন্যও তা সেবন করা যায়।” ৩৬

ব্যবহার: রুকইয়ার সাথে দুইভাবে কস্টাস ব্যবহার হয়- প্রথমতঃ জিনের রোগীর রুকইয়ার সময় অলিভ অয়েল এবং কস্টাস পাউডার একত্র করে ড্রপ হিসেবে নাকে দেওয়া হয়। তবে প্রথমে এর ওপর কিছু রুকইয়ার আয়াত এবং আয়াতুল হারক ৩৭ পড়তে হয়। দ্বিতীয়তঃ গরম পানি বা দুধের মধ্যে গুলিয়ে খাওয়া হয়। অথবা অন্যান্য উপাদানের সাথে মিশিয়ে হালুয়া বা ওষুধ বানানো হয়। সামুদ্রিক কস্টাস এবং ভারতীয় কস্টাসের মাঝে দ্বিতীয়টি

## ১০. সদকা করা ও দুআ করা

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَصِّنُوا  
أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ , وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ , وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ

“আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের সম্পদ হেফাজত করো যাকাত প্রদানের মাধ্যমে, তোমাদের রোগের চিকিৎসা করো সদকার মাধ্যমে, আর তোমাদের বিপদ দূর করো দুআর মাধ্যমে।” ৩৮

ব্যবহার: রুকইয়াহ চলাকালীন সময়ে রোগ থেকে মুক্তির জন্য কিছু দান-সদকা করা সুস্থতাকে ত্বরান্বিত করবে ইনশাআল্লাহ। আর দুআ তো অবশ্যই করতে হবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জাদু আক্রান্ত হয়েছিলেন, তখন কয়েকদিন অনেক দুআ করেছেন, এরপরেই আল্লাহ তাআলা তাঁর চিকিৎসার জন্য সূরা ফালাক এবং সূরা নাস নাযিল করেছেন। সেই সাথে জানিয়ে দিয়েছেন কে জাদু করেছে, কীভাবে জাদু করেছে, জাদুর জিনিসগুলো কোথায় আছে। এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ আমরা জাদু সংক্রান্ত অধ্যায়ে দেখব। সুতরাং আমাদেরও উচিত বেশি বেশি দুআ করা। একটা একটা সমস্যার কথা উল্লেখ করে দুআ করা, আল্লাহর কাছে সুস্থতা প্রার্থনা করা এবং বিপদ থেকে মুক্তি চাওয়া।

## ১১. রাতের সালাত (তাহাজ্জুদ)

তাহাজ্জুদ সুস্থতা লাভের উসিলা এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার একটি চমৎকার সুযোগ। এজন্য রুকইয়ার পাশাপাশি প্রতিদিন রাতে অল্প কয়েক রাকআত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে সুস্থতা এবং বিপদ থেকে মুক্তি চাওয়া অনেক ফলদায়ক।

عَنْ بِلَالٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ  
ذَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ وَتَكْفِيرٌ  
لِلْسَيِّئَاتِ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ

“বিলাল রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা তাহাজ্জুদ পড়াকে আবশ্যিক করে নাও। কারণ, এটা তোমাদের সালাফে সালেহীন (পূর্ববর্তী নেককার

ব্যক্তিদের) অনুসৃত রীতি। রাতের নামায তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের বিশেষ মাধ্যম, গুনাহ থেকে বারণকারী, পাপ মোচনকারী এবং শরীর থেকে রোগ-ব্যাধি দূরকারী।” ৩৯

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُؤَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ

“জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, রাতে এমন একটি সময় রয়েছে, কোনো মুসলমান ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দুনিয়া-আখিরাতের কোনো কল্যাণ প্রার্থনারত অবস্থায় যদি সময়টি পেয়ে যায় তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে তা দান করবেন। আর এই সময় রয়েছে প্রতিটি রাতেই।” ৪০

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلُّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

“আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাদের বরকতময় ও মহান প্রতিপালক প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকার সময় পৃথিবীর আসমানে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন, কে আছে আমাকে ডাকবে তাহলে আমি তার ডাকে সাড়া দেবো। কে আছে আমার কাছে চাইবে, তবে আমি তাকে দিয়ে দেবো। কে আছে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তবে আমি তাকে মাফ করে দেবো।” ৪১

ব্যবহার: রুকইয়ার শুরুতে এবং রুকইয়াহ চলাকালীন তাহাজ্জুদ পড়ে আল্লাহর কাছে বিপদ থেকে মুক্তি এবং আরোগ্য প্রার্থনা করা অনেক উপকারি প্রমাণিত হয়েছে। অনেকে বিশেষ কোনো কারণে নিজে নিজে রুকইয়াহ করতে পারেন না, অন্যকে দিয়ে বা কারও কাছে গিয়ে রুকইয়াহ করানোর সুযোগও থাকে না। এরকম ক্ষেত্রে তাহাজ্জুদ পড়ে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দুআ করা উচিত।

## ১২. তাওবা (ইস্তিগফার)

বেশি বেশি ইস্তিগফার করলে আয়রোজগার, বিয়ে অথবা সন্তান-সন্ততি বিষয়ক বিপদ,

[৩৯] তিরমিযী : ৩৫৪৯, বাইহাকী : ৪৫৩২

[৪০] মুসলিম : ৭৫৭

[৪১] বুখারী : ৫৯৬২



ডিপ্ৰেশন, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি থেকে আল্লাহ তা‘আলা সহজেই মুক্তি দেন। যদি কোন পাপের কারণে বিপদ এসে থাকে, তবে তো ইস্তিগফারের কোন বিকল্পই নেই। আল্লাহ কোরআনে নূহ আলাইহিস সালামের ঘটনায় উল্লেখ করেছেন—

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾

“এরপর আমি বলেছি, তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ক্ষমা চাও (ইস্তিগফার করো)। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তাহলে তোমাদের জন্য তিনি আসমান থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন; ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন, তোমাদের জন্য উদ্যান স্থাপন করবেন আর তোমাদের জন্য নদ-নদী প্রবাহিত করবেন।” ৪২

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً

আবু হুরায়রা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় আমি আল্লাহর নিকট প্রতিদিন সত্তরবারের অধিক তাওবা – ইস্তিগফার করি। ৪৩

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرْجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে নিজের জন্য ইস্তিগফার করা আবশ্যিক বানিয়ে নেয় (অন্য বর্ণনায় আছে, যে অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করে) আল্লাহ তার যেকোনো সংকট থেকে উত্তরণের পথ বের করে দেন, সব দুশ্চিন্তা মিটিয়ে দেন এবং অকল্পনীয় উৎস থেকে তার রিজিকের ব্যবস্থা করে দেন। ৪৪

ব্যবহার: বিপদের সময় প্রচুর পরিমাণে ইস্তিগফার করা উচিত, পূর্বে কৃত অপরাধের জন্য ভালভাবে তাওবা করা উচিত। এছাড়াও অপেক্ষা কিংবা অবসরের সময়গুলো, জ্যামে অথবা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার সময়গুলোকে ইস্তিগফারের মাধ্যমে মূল্যবান বানানো যায়। এক্ষেত্রে মনোযোগের সাথে বারবার শুধু “আস্তাগফিরুল্লাহ” পড়লেও হবে।

[৪২] সূরা নূহ, আয়াত: ১০-১২

[৪৩] বুখারী : ৫৯৪৮

[৪৪] আবু দাউদ : ১৫১৮, মুসতাদরাকে হাকিম :

## ১৩. রুকইয়ার অডিও

সাধারণত রুকইয়ার অডিও বা অডিও রুকইয়াহ বলতে সেসব রেকর্ডিংকে বোঝানো হয়, যাতে সাধারণভাবে ব্যবহৃত রুকইয়ার আয়াত এবং দুআ থাকে।

তবে ব্যাপারটা এমন না যে, আমরা মুসলমানরাই শুধু শরঈ রুকইয়ার অডিও শুনি; বরং অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও এক্সোর্সিজমের<sup>৪৫</sup> অডিও ব্যবহার করে।

যেমন: বিখ্যাত একটি ডিসি কমিকসে একজনকে অডিও টেপ দিয়ে সেলফ-এক্সোর্সিজম করতে দেখা যায়, কিন্তু শক্তপোক্ত জিনের সমস্যা বিধায় নিজে নিজে করা রুকইয়াহ যথেষ্ট হয় না। এতো গেল খ্রিষ্টানদের গল্প। অনেকে ইউটিউব থেকে রুকইয়াহ শোনে, ইউটিউবেও বহু কিসিমের রুকইয়াহ আছে। মুসলমানদের রুকইয়াহ যেমন আছে, শিয়া ধর্মানুসারী বা বিদআতিদের শিরকি রুকইয়াও ভুরি ভুরি আছে। আবার অর্থ উপার্জনের জন্য প্রস্তুতকৃত আকর্ষণীয় শিরোনামের অনর্থক অডিওর অভাব নেই। অধিকাংশ মানুষ যেহেতু এত সব পার্থক্য বোঝে না, তাই আমরা কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তিকে দিয়ে যাচাই না করিয়ে ইউটিউব থেকে ইচ্ছেমত রুকইয়াহ শোনার ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করে থাকি।

রুকইয়ার অডিও নিয়ে প্রায়শ জিজ্ঞাসিত কিছু প্রশ্ন এবং তার উত্তর:

### ১. রুকইয়ার জন্য রুকইয়ার অডিও শোনাই কি যথেষ্ট?

- না, অডিও হচ্ছে রুকইয়ার একটা সাল্লিমেন্ট মাত্র; এটাই সব নয়। বরং পাগলের মতো শুধু অডিও শুনতে থাকলে ফায়দা কম এবং কষ্ট অনেক বেশি হয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, কেউ যদি নিজে তিলাওয়াত করতে পারে, তাহলে অডিও না শুনে নিজে পড়াটাই উত্তম। তিলাওয়াত করলে সোনার চেয়ে অনেক বেশি উপকার হয়।

### ২. তাহলে রুকইয়াহ অডিও কেন দরকার?

- ক্ষেত্র বিশেষে অডিওর বিকল্প নেই। যেমন: মেয়েদের পিরিয়ডের সময়; তখন তারা নিজেরা তিলাওয়াত করতে পারবে না। অন্য কেউ প্রতিদিন রুকইয়াহ করবে, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়াও তো মুশকিল ব্যাপার। তাই বাধ্য হয়েই এমন ক্ষেত্রে সেরা অপশন হচ্ছে রুকইয়ার অডিও। অনেকের কোরআন তিলাওয়াত একদমই শুদ্ধ না। তারা রুকইয়ার জন্য নিশ্চিত্তে রুকইয়ার অডিও ব্যবহার করতে পারেন।

এছাড়া সবসময় তিলাওয়াত করা সম্ভবও হয় না। যেমন: কেউ গাড়িতে করে সফরে যাচ্ছে,

অথবা সারাদিন চাকরিতে সময় দিতে হচ্ছে। তার রুকইয়াহ করা দরকার প্রতিদিন ৩ ঘণ্টা। এক্ষেত্রে সময়ের সদ্যবহার করতে চাইলে তার জন্য অডিওর বিকল্প নেই। ঘুমের সমস্যায় ঘুমের আগে এক ঘণ্টা ধরে লাইট জালিয়ে সূরা ইয়াসীন, সফফাত, দুখান, জিন তিলাওয়াত করা বেশির ভাগ মানুষের পক্ষেই সম্ভব না; তাই এক্ষেত্রেও অপশন হচ্ছে অডিও। কোন অমুসলিমের রুকইয়াহ করানো দরকার, কিন্তু সহায়তার জন্য কোন মুসলমানকে পাওয়া যাচ্ছে না। এক্ষেত্রেও অডিওর সহায়তা নেয়া যায়। অনেক সময় জিনের সমস্যার জন্য নিজে নিজে রুকইয়াহ করার প্রয়োজন পড়ে। তখন দেখা যায় শয়তান গলা চেপে ধরে বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে অডিও চালু করে দিয়ে রুকইয়াহ করা যায়। মোটকথা, রুকইয়ার অডিও বিভিন্ন সময়ে আমাদের প্রয়োজন পড়ে এবং বলা যায়, এটি আমাদের জন্য আল্লাহর রহমত।

**লক্ষণীয়:** ড্রাইভিং অথবা এমন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করার সময় রুকইয়াহ শোনা উচিত না।

**৩. অডিও তিলাওয়াত শোনা বিদআত হবে কি?**

কখনোই নয়। অজ্ঞতার কারণে কেউ হয়তো এটাকে বিদআত বলে দিতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, রুকইয়াহ বিষয়ে তাদের না যথেষ্ট ধারণা আছে, আর না তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। একটু বিস্তারিত বলা যাক। প্রথম বিষয়, এটা নামায-রোজা ইত্যাদির মতো নিরোট ইবাদাত (ইবাদাতে মাখসুসাহ) কিসিমের কিছু নয়। এটা একটা চিকিৎসা পদ্ধতি। সুতরাং অন্যান্য চিকিৎসার মতো এক্ষেত্রেও শরীয়তের নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন না হলে এটা বৈধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

এ ব্যাপারে মূলনীতি পাওয়া যায় দু'টি হাদীসে—

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ اغْرَضُوا عَلَيَّ رِقَائَكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

“আওফ ইবনু মালিক আল-আশজায়ী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা জাহিলিয়াতের সময়েও রুকইয়াহ করতাম। তাই এ ব্যাপারে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এ বিষয়টা কীভাবে দেখেন? তখন তিনি বললেন, তোমাদের ঝাড়ফুকগুলো আমাকে দেখাও; রুকইয়াতে যদি শিরক না থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নেই।” ৪৬

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ  
وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

“আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ রোগ এবং ঔষধ নাযিল করেছেন। আর তিনি প্রত্যেক রোগের জন্য ঔষধ সৃষ্টি করেছেন। তাই তোমরা ঔষধ ব্যবহার করবে, তবে হারাম বস্তুর ঔষধ ব্যবহার করবে না।” ৪৭

সুতরাং এ ব্যাপারে মানদণ্ড হচ্ছে হারাম অথবা শিরকি কোনো কিছু না থাকা। শিরক না থাকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহিলি যুগের মন্ত্র দিয়েও রুকইয়ার অনুমতি দিয়েছেন। আর এটা তো সরাসরি কুরআনুল কারীম! সুতরাং রুকইয়াতে কোন সমস্যা নেই, যদি তাতে শিরক না থাকে, এটা হোক অডিও কিংবা প্রত্যক্ষ কোনো মাধ্যম। তবে হ্যাঁ, এর পাশাপাশি উলামায়ে কিরাম ঝাড়ফুক বৈধ হওয়ার জন্য যে শর্তগুলো বলেছেন, সেগুলোর প্রতি পুরোপুরি খেয়াল রাখা আবশ্যিক। যেমন: কোনো কুফর-শিরকের সংমিশ্রণ না থাকা। বাক্যগুলো এমন স্পষ্ট হওয়া, যার অর্থ বোধগম্য। আর এই বিশ্বাস থাকা যে, ঝাড়ফুকের নিজস্ব কোনো প্রভাব নেই, আরোগ্য কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। ইমাম সুয়ুতী রহ., ইমাম নববী রহ. এবং ইবনু হাজার রহ. এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা উদ্ধৃত করেছেন।

দ্বিতীয়ত: আমরা প্রথম অধ্যায়ে দীর্ঘ হাদীস উল্লেখ করেছি, যেখানে আমরা দেখেছি, সাহাবায়ে কিরাম রা. ঝাড়ফুক করে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জানিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অবগতির প্রত্যুত্তরে হেসে বলেছেন, ‘তুমি কিভাবে জানলে সূরা ফাতিহা একটি রুকইয়াহ!’ ৪৮

এছাড়া এই হাদীসটিও লক্ষণীয়:

عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَامْرَأَةً تَعَالِيهَا أَوْ تَرْقِيهَا ، فَقَالَ : غَالِيهَا بِكِتَابِ اللَّهِ

“আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন এক মহিলার চিকিৎসা বা ঝাড়ফুক করা হচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘কুরআন দ্বারা তার চিকিৎসা করো।’”<sup>৪৯</sup>

এ থেকেও বোঝা যাচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকইয়াকে বিশেষ কিছু পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেননি; বরং তিনি মূলনীতি বলে গিয়েছেন। আর কুরআন দ্বারা রুকইয়াক করতে উৎসাহিত করেছেন। সাহাবায়ে কিরামও সে অনুযায়ী রুকইয়াক করেছেন, সন্দেহ লাগলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে নিশ্চিত হয়েছেন।

সুতরাং যেহেতু রুকইয়ার অডিও শরীয়তের মূলনীতি লঙ্ঘন করছে না, অতএব এটা বৈধ।  
তৃতীয়ত: কুরআন তিলাওয়াত করা হচ্ছে সর্বোত্তম ইবাদাতগুলোর একটি।<sup>৫০</sup> আর আল্লাহ তাআলা নিজে কুরআন মনোযোগ দিয়ে শুনতে নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর হাদীসটি উল্লেখযোগ্য:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأُ عَلَيَّ الْقُرْآنَ قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ قَالَ إِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي

“আব্দুল্লাহ রা.বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উদ্দেশে বললেন, আমাকে কুরআন পড়ে শোনাও। তিনি বললেন, আপনার ওপরই তো কুরআন নাজিল হয়েছে, আর আমি কিনা আপনাকেই তিলাওয়াত করে শোনাবো! তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয় আমি অন্যের থেকে তিলাওয়াত শুনতে পছন্দ করি।”<sup>৫১</sup>

সুতরাং এ থেকে বুঝতে পারছি, কুরআন শোনাও একটি উত্তম আমল। কিন্তু বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম কখনোই বলেন না, ইলেকট্রনিক ডিভাইসে কুরআন শোনা বিদআত। এই একই কুরআন রুকইয়াক হিসেবে শুনলে কোনোভাবেই বিদআত হবে না। যেখানে রুকইয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতোটা প্রশস্ততা রেখেছেন, সেখানে এটাকে সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করার অধিকার আছে আর কার!

‘আম’ (ব্যাপক) বিষয়কে ‘খাস’ (সীমাবদ্ধ) করার অধিকার না ফিকহ কাউকে দেয়, আর না ইসলামের ভাবধারার সাথে এটা কোনো অবস্থায় মানানসই।

বিখ্যাত আরব শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ হাফিয়াহুল্লাহ-কে গাড়িতে কুরআন তিলাওয়াতের অডিও শোনার বৈধতার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেছেন,

[৪৯] ইবনু হিব্বান : ৬২৩২

[৫০] শুআবুল ইমান; বাইহাকি : ১৮৬৯

[৫১] বুখারী : ৪৭৬২

‘কুরআন তিলাওয়াত শোনা মুস্তাহাব’। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুরআন তিলাওয়াত শোনা বিষয়ক কিছু হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন -

‘হে প্রশংসার্যী ভাই, একইভাবে সিডি থেকে কুরআন শোনা—যেমনটা আপনি জিপ্তেস করেছেন—অথবা টেপেরেকর্ডার, রেডিও বা টিভি থেকে কুরআন শোনা সব একই হুকুমে পড়বো। অর্থাৎ এসবই মুস্তাহাব। সেটা বাড়িতে শুনে, অথবা কার, বাস কিংবা উপযুক্ত যেকোনো স্থানেই শুনে, এসব কিছুর একই বিধান। তবে তিলাওয়াত এমন সময় শোনা উচিত নয়, যখন আপনি অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত থাকেন। আর আপনি এভাবে (অডিও বা ভিডিও থেকে) তিলাওয়াত শুনলেও সওয়াব পাবেন। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।” ৫২

#### ৪. মোবাইলে কুরআন শুনলে সওয়াব হবে?

একটু আগেই আমরা শাইখ সালিহ আল মুনায্জিদ হাফিজাহুল্লাহ-এর ফাতাওয়া উল্লেখ করেছি। কুরআনের আদব ঠিক রেখে অডিও তিলাওয়াত শুনলেও সওয়াব হবে। এ ছাড়া এই হাদীসটি খেয়াল করুন—

আবু যর গিফারি রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার অনেকগুলো সওয়াবের কাজ নিয়ে বলছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, ‘..আর তোমাদের নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও সদকা।’ সাহাবায়ে কিরাম অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের কারও যৌন আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হলো, আর সে স্ত্রীর সাথে সহবাস করল, এতেও সওয়াব হবে! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘কেন? সে যদি এই চাহিদা হারাম পন্থায় (যিনার মাধ্যমে) পূরণ করত তবে কি তার গুনাহ হতো না?’ ৫৩

সুতরাং মোবাইলে গান কিংবা অশ্লীল কিছু শুনলে বা দেখলে যদি গুনাহ হয়, তবে আপনি নিশ্চিত থাকুন, কুরআন তিলাওয়াত শুনলে সওয়াবও হবে ইনশাআল্লাহ!

#### ৫. কোন অডিওটা সবচেয়ে ভালো?

নির্দিষ্ট কোন অডিওকে সেরা বলা মুশকিল, উপরন্তু সবার ক্ষেত্রে একই অডিও সমান কার্যকরী হয় না। তবে এ বিষয়ের উসূল বা মূলনীতি বলা যায় এরকম -

এক. সবচেয়ে ভালো হচ্ছে, নিজের রুকইয়ার অডিও শোনা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আপনার ওপর রুকইয়াহ করা হলো, অথবা আপনি নিজেই রুকইয়ার জন্য তিলাওয়াত

[৫২] উৎসঃ ইসলাম কিউএ, ফাতাওয়া নং ১৪৫৯০

[৫৩] মুসলিম : ১৬৭৪

করলেন, পরবর্তীতে আপনি যদি সেটার অডিও রেকর্ডটা শোনেন, তবে ইনশাআল্লাহ সবচেয়ে বেশি উপকার হবে।

দুই. রুকইয়ার অডিও হিসেবেই যেটা রেকর্ড করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, [www.ruqyahbd.org](http://www.ruqyahbd.org) ওয়েবসাইটে শেয়ার করা ‘বদনজর, সিহর এবং আয়াতুল হারকের অডিওগুলো। শাইখ লুহাইদান এবং খালিদ হিবশির অডিও।’ এগুলোতে অন্য অডিওর চেয়ে তুলনামূলক বেশি প্রভাব হয়।

তিন. এছাড়াও অন্যান্য সাধারণ কুরআন তিলাওয়াতের অডিও, যেগুলো রুকইয়ার নিয়তে বিশেষভাবে রেকর্ড করা হয়নি, বরং স্বাভাবিক কুরআন তিলাওয়াত হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছায় সেগুলোতেও অনেক উপকার হয়। যেমন- সূরা তাগাবুনের অডিও, সূরা ইয়াসীন, সফফাত, দুখান, জিনের অডিও। এছাড়া সূরা বাক্বারার তিলাওয়াত অনেক শক্তিশালী রুকইয়াহ।

আল্লাহ যেন আমাদের রুকইয়ার অডিওর সদ্যবহার করার তাওফীক দেন। আমীন।

## ১৪. রুকইয়ার গোসল

রুকইয়ার গোসল খুবই উপকারি এবং জরুরি অনুষঙ্গ। রুকইয়াহ শেষ করে রুকইয়ার গোসল করলে অনেকটা স্বস্তি পাওয়া যায়। এছাড়া জিনের রোগীর ক্ষেত্রে প্রতিদিন রুকইয়ার পর গোসল করিয়ে দিলে জিনের ওপর বেশ ধকল যায়, আর রোগী তাৎক্ষণিকভাবে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আর জাদু এবং বদনজরের চিকিৎসাতে তো রুকইয়ার গোসল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

রুকইয়ার গোসলের বেশ কিছু পদ্ধতির বিবরণ হাদীস, আকাবির-আসলাফের বর্ণনা ও অন্যান্য আলিমদের থেকে পাওয়া যায়।

ক. হাদীসে নববীতে রুকইয়ার গোসল

১. বদনজর বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ভাগ্যের চেয়েও আগে বেড়ে যায় এমন কিছু যদি থাকত তবে সেটা হতো বদনজর। যদি (বদনজরের জন্য) তোমাদের গোসল করতে বলা হয়, তবে এর জন্য গোসল করো।’<sup>৫৪</sup>

২. আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তির বদনজর অন্যের ওপর লাগত, তাকে ওয়ু করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হতো। এরপর ওই পানি দিয়ে সেই ব্যক্তিকে

গোসল করানো হতো, যার ওপর বদনজর লেগেছে।<sup>৫৫</sup>

এভাবে একবার গোসল করলেই সাধারণত বদনজর দূর হয়ে যায়।

৩. অন্য দুআ পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে গোসল করার উদাহরণও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরাম থেকে পাওয়া যায়। যেমন:

সাবিত ইবনু কাইস ইবনু শামমাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি একবার অসুস্থ ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে আসলেন। এরপর এই দুআটি পড়লেন:

اَكْشِفِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ  
(হে মানুষের প্রভু, রোগমুক্ত করুন)

এরপর একটি পাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার বাত্বহান প্রান্তরের এক মুঠ মাটি রাখলেন, এরপর সেখানে পানি ঢাললেন এবং তাতে ফুঁ দিলেন। তারপর ওই পানি তার (সাবিত রা.-এর) ওপর ঢেলে দেওয়া হলো।<sup>৫৬</sup>

বিন বায রহ. রুকইয়ার গোসলের নিয়ম বর্ণনা করার সময় উপরিউক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন দলিল হিসেবে।

খ. বিভিন্ন যুগের আলিমদের মতে রুকইয়ার গোসল

১. জাদুর চিকিৎসায় রুকইয়ার বিখ্যাত গোসল হচ্ছে, বরই পাতা বেটে পানিতে মিশ্রিত করা, এরপর কিছু দুআ পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে সেটা খাওয়া এবং গোসল করা। পূর্ববর্তী আলিমদের অনেক বর্ণনাতে এই গোসলের কথা পাওয়া যায়। তবে এই গোসলের সময় পড়ার দুআগুলো কী হবে—সে বিষয়ে একাধিক মত রয়েছে।

ইমাম কুরতুবী রহ. জাদুর চিকিৎসা বর্ণনা করতে গিয়ে এই গোসলে শুধু আয়াতুল কুরসী পড়তে বলেছেন। আর ইবনু কাসীর রহ. সূরা ফালাক, সূরা নাস পড়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।<sup>৫৭</sup>

২. ওয়াহাব ইবনুল মুনাবিহ রহ. থেকে গোসলের নিয়মটি বর্ণিত আছে এরকমভাবে:

সাতটি বরইয়ের পাতা পিষে পানিতে ঢেলে নাড়তে থাকুন এবং আয়াতুল কুরসী, সূরা

[৫৫] মুসলিম

[৫৬] আবু দাউদ : ৩৮৮৫

[৫৭] তাফসীরে ইবনু কাসীর : ১/৬১৯



ফালাক এবং সূরা নাস পড়ে পড়ে ফুঁ দিতে থাকুন। এরপর সেই পানি তিন ঢোক পান করুন এবং বাকিটা দিয়ে গোসল করুন। ৫৮

শাইখ ওয়াহিদ বিন আবদুস সালামও এভাবেই বলেছেন। তবে এর সাথে আরও বলেছেন, ‘সেই পানি গরম করবে না বা সেখানে অন্য পানি মেশাবে না। আশা করা যায়, প্রথম গোসলেই জাদু নষ্ট হয়ে যাবে। আর এভাবে কয়েকদিন গোসল করলে ইনশাআল্লাহ রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে।’ ৫৯

৩. শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায রহ. এই বরই পাতার গোসলের নিয়ম বর্ণনা করেছেন শাইখ আবদুর রহমান বিন হাসানের ফাতহুল মাজীদ গ্রন্থ থেকে, তবে সেখানে পানিতে বরই পাতা গুলিয়ে অনেক কিছু পড়তে বলা হয়েছে। যথা:

১. সূরা ফাতিহা ২. আয়াতুল কুরসী ৩. সূরা আরাফের ১০৬-১২২ নং আয়াত ৪. সূরা ইউনুসের ৭৯-৮২ নং আয়াত ৫. সূরা ত্বহা এর ৬৫-৬৯ নং আয়াত ৬. সূরা কাফিরুন ৭. সূরা ইখলাস [৩বার] ৮. সূরা ফালাক [৩বার] ৯. সূরা নাস [৩বার]

সাথে কিছু দুআ যেমন- ১০. ‘আল্লাহুম্মা রব্বান নাস, আযহিবিল বা’সা। ওয়াশফি, আনতাশ শাফি। লা শিফাআ ইল্লা শিফাউক। শিফাআন লা ইয়ুগা-দিরু সাকামা।’ [৩বার]

১১. ‘বিসমিল্লাহি আরকীক মিন কুল্লি শাইয়িন ইয়ু’যীক। মিন শাররি কুল্লি নাফসিন আও আইনিন হাসিদিন; আল্লাহ ইয়াশফীক। বিসমিল্লাহি আরকীক।’ [৩ বার]

সেই ফাতাওয়াতে বিন বায রহ. অবশ্য একটি সহজ নিয়মের কথাও বলেছেন—

জাদুতে আক্রান্ত রোগীর ওপর অথবা কোনো একটি পাত্রে পানি নিয়ে ‘উপরে উল্লিখিত’ আয়াত এবং দুআ সমূহ পড়ে ফুঁ দেবে। এরপর জাদুতে আক্রান্ত ব্যক্তি সে পানি পান করবে, আর অবশিষ্ট পানি দিয়ে গোসল করবে। প্রয়োজন মতো এক বা একাধিকবার এরকম করলে আল্লাহর ইচ্ছায় রোগী আরোগ্য লাভ করবে। ৬০

গ. আমরা আরও যেসব গোসলের পরামর্শ দিই

১. জাদুর সাধারণ রুকুইয়াহ (এটি মূলত শাইখ ওয়াহিদ আবদুস সালামের একটি পদ্ধতি এবং বিন বায রহ.-এর পদ্ধতির সারসংক্ষেপ)

[৫৮] ফাতহুল বারী : ১০/২৩৩

[৫৯] আস-সারিমুল বাত্বার : ২১৪

[৬০] মাজমুউল ফাতওয়া ওয়া মাঝালাত : ৮/১৪৪

‘...একটি বোতলে পানি নিন, এরপর ক. সূরা আরাফ: ১১৭-১২২ খ. সূরা ইউনুস: ৮১-৮২ গ. সূরা ত্বহা: ৬৯ নম্বর আয়াত ঘ. সূরা ফালাক, সূরা নাস সব তিন বার করে পড়ে পানিতে ফুঁ দিন।

এই পানি দুই বেলা খাবেন, আর প্রতিদিন গোসলের পানিতে মিশিয়ে গোসল করবেন।’ ৬৩  
তবে এভাবে একবারে বোতলে না পড়ে যদি প্রতি বার খাওয়া বা গোসলের পানিতে আয়াতগুলো পড়ে ফুঁ দেওয়া হয় তবে সেটা আরও উত্তম।

## ২. বদনজরের রুকইয়ার গোসল

‘একটা বালতিতে পানি নিয়ে তাতে দুই হাত ডুবিয়ে যেকোনো দরুদ শরীফ, সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা কাফিরুন, ইখলাস, ফালাক, নাস শেষে আবার কোনো দরুদ শরীফ—সব ৭বার করে পড়া, এরপর এই পানি দিয়ে গোসল করা।’

এটা মুম্বাইয়ের মুফতী জুনাইদ সাহেবের লেকচার থেকে নেওয়া। তবে যদিও সাধারণত এটা বদনজরের রোগীকে করতে বলা হলেও জাদু ও জিনের রোগীর জন্যও এটা অনেক উপকারি।

তবে খেয়াল করার বিষয় হচ্ছে, এসব গোসলের হুবহু নিয়ম হাদীস থেকে নেওয়া নয়; বরং হাদীস থেকে মূলনীতি গ্রহণ করে আলিমদের অভিজ্ঞতালব্ধ গবেষণা থেকে উদ্ধৃত। তাই সময় কম থাকলে সংক্ষেপ করে সাত বারের জায়গায় তিন বার পড়তে পারে, দরুদ শরীফ চাইলে এক বারও পড়তে পারে। চাইলে সূরা কাফিরুন বাদ দেওয়া যায়। চাইলে এসবের সাথে আরও কিছু দুআ এবং আয়াত পড়া যায়। আর পানিতে হাত ডুবিয়ে বসে থাকার সুযোগ না পাওয়া গেলে পড়ার পর পানিতে ফুঁ দিয়ে গোসল করলেই যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ। বরই পাতার গোসলের ক্ষেত্রে ওই পানি খেতে না পারলে আলাদা গ্লাসে বিশুদ্ধ পানি নিয়ে সেখানে ফু দিয়ে পান করা যেতে পারে।

এখানে মূলনীতি হচ্ছে, যা সরাসরি হাদীস থেকে নেয়া হবে, সেটা হুবহু ওই সংখ্যাতেই বা ওই পরিমাণেই করতে হবে। আর যদি এটা ইজতিহাদ হয় তবে অভিজ্ঞ কাউকে জিজ্ঞেস করে সংখ্যা (এক, তিন, সাত এরকম) কমবেশি করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে বেশি পড়লে বেশি ফায়দা, কম পড়লে কম। তবে আপনার জন্য সর্বনিম্ন কতটুকু পড়া উচিত, এ বিষয়ে অভিজ্ঞ কারও সাথে কথা বলে নেওয়া ভালো। উল্লেখ্য, রুকইয়ার গোসলের জন্য পানি

স্বাভাবিক ঠাণ্ডা হওয়াই উত্তম, তবে একান্ত প্রয়োজন হলে গরম পানিও ব্যবহার করা যায়।

৩. এছাড়া রুকইয়ার গোসলে বাথ সল্ট ব্যবহার করা যায়।

এমনিতেই বাথ সল্ট বা গোসলের লবণের অনেক উপকারিতা রয়েছে। যেমন: ব্যথা কমানো, রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি, ঘুমের সমস্যা কমানো, ত্বকের দাগ দূর হওয়া, ইত্যাদি। এছাড়াও আমরা চাইলে এটাকে রুকইয়ার গোসলে ব্যবহার করতে পারি।

গোসলটা এভাবে হতে পারে: একটি ছোট পাত্রে গরম পানি নিয়ে সেখানে এক টেবিল চামচ বাথ সল্ট এবং (সম্ভব হলে) সাতটি বরই পাতা পিষে গুলিয়ে নিন। আর সুরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসি, ইখলাস, ফালাক, নাস তিন বার করে পড়ুন এবং ফুঁ দিন। (চাইলে আরও কিছু আয়াত বা দুআ পড়তে পারেন) পড়া শেষে এটা গোসলের হালকা গরম পানিতে মিশিয়ে গোসল করে নিন।

## ১৫. অন্যান্য

এ ছাড়া আরও কিছু সাপ্লিমেন্টারি আছে, যেগুলো রুকইয়ার সাথে বিভিন্নভাবে ব্যবহার হয়। যেমন: Tuffle (কন্দক জাতীয় ছত্রাক), Asafoetida (হিং), Rhubarb (রেউচিনি), আপেলের সিরকা, জিরাপানি, যষ্টিমধু, কড়া সুগন্ধি অথবা আতর, গোলাপজল, জাফরান ইত্যাদি। সবগুলো এখানে উল্লেখ করা মুশকিল, আর ভালোমতো না জেনে এতকিছু ব্যবহারের দরকারও নেই। শুধু সরাসরি রুকইয়াহ করা, রুকইয়ার পানি খাওয়া আর রুকইয়ার গোসল—এতটুকুই অনেক!

## রুকইয়াহ শারইয়্যাহর গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই রুকইয়াহ নিয়ে আলোচনার কী দরকার? এর পেছনে এতো সময়, পরিশ্রম আর মেধা ব্যয় করার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কী? আর এতে লাভটাই বা কী?

- আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, আল্লাহর কালিমাকে প্রতিষ্ঠিত করা, সমাজ থেকে কুফরী জাদু-ফিতনা নির্মূল করা, কবিরাজ নামের শয়তান জাদুকরদের থেকে উম্মাতকে দূরে রাখা এবং প্রায় ভুলে যাওয়া রুকইয়াহ শারইয়্যাহর সন্মানকে পনজীবিত করা। আর অবশ্যই এসবের

পেছনে উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদের রবের সম্ভ্রষ্ট অর্জন!

এখানে ইবনুল কাযিম রহ.-এর কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি বলেন—

‘আল কুরআন হচ্ছে পরিপূর্ণ চিকিৎসা। মানসিক কিংবা শারীরিক; দুনিয়ার কিংবা আখিরাতের যাবতীয় রোগব্যাধির জন্য কুরআনে রয়েছে পরিপূর্ণ আরোগ্য।

তবে এ থেকে নিরাময় লাভের তাওফীক সবাইকে দেওয়া হয় না; সবাই এর উপযুক্তও নয়। রোগী সততা, আস্থা, পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা, অকাট্য বিশ্বাস এবং চিকিৎসার যাবতীয় শর্ত পূরণের মাধ্যমে যদি এই কুরআনকে কেউ তার রোগের ওপর উত্তমভাবে প্রয়োগ করে, তাহলে কোন ব্যাধিই এর মোকাবিলা করতে পারবে না। কীভাবে রোগ-ব্যাধি আসমান-জমিনের মালিকের ওই কথার মোকাবিলা করবে, যা তিনি পাহাড়ের ওপর নাজিল করলে তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলত, ভূমির উপর নাজিল করলে ভূমিকে বিদীর্ণ করে দিত! সুতরাং শরীর ও মনের এমন কোনো রোগ নেই, যার চিকিৎসা আল-কুরআনে নেই। উপরন্তু এর প্রতিকার এবং তা থেকে বেঁচে থাকার ব্যবস্থাও রয়েছে। যাকে আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবের বুঝ দান করেছেন, সেই কেবল এ থেকে সার্বিক সুস্থতা লাভ করে ধন্য হয়। কুরআন যাকে নিরাময় করবে না, আল্লাহও তাকে নিরাময় করবেন না। আর কুরআন যার জন্য যথেষ্ট নয়, আল্লাহও তার জন্য যথেষ্ট হবেন না।’<sup>৬২</sup>

## সেলফ রুকইয়ার প্রয়োজনীয়তা

সেলফ রুকইয়াহ অর্থাৎ নিজের জন্য বা নিজের পরিবারের জন্য নিজেই রুকইয়াহ করার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যে কোনো সমস্যা শুরুর আগেই যদি এর সমাধান জানা থাকে, তাহলে এটা বেশি দূর গড়ায় না। কয়েক যুগ আগেও শুধু ডায়রিয়ায় কত মানুষ মারা গেছে; কিন্তু এখন? এখন আমরা সবাই জানি, কারও ডায়রিয়া হলে লবণ-পানির শরবত খেলেই যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

একইভাবে আমি যদি জানি আমার স্ত্রীকে কেউ জাদু করলে আমার কী করা উচিত, আমার বাচ্চার ওপর কারও নজর লাগলে অথবা শরীরের কোথাও ব্যথা হলে আমার কী করা উচিত তাহলে পরিবারের সাধারণ সমস্যাগুলোও ডিভোর্স পর্যন্ত গড়াবে না। বাচ্চাকে হয়তো অপ্রয়োজনীয় ওষুধপত্র খাওয়ানো লাগবে না।

আর নিজের জন্য রুকইয়াতে ভয়ের কিছু নেই। এর কারণ হচ্ছে—

প্রথমত: রুকইয়াহ করলে আপনি আর ডাক্তারের চিকিৎসা নিতে পারবেন না—বিষয়টা কিন্তু মোটেই এমন নয়। বরং প্রয়োজন মোতাবেক ওষুধ এবং রুকইয়াহ দুটোই গ্রহণ করা সুন্নাত।

দ্বিতীয়ত: কুরআনে ক্ষতিকর কিছু নেই—উপকার ছাড়া। কুরআন শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক রোগের প্রতিষেধক। আমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর রেখে যাওয়া জীবন্ত মুজিয়া। এই মুজিয়া আপনার হাতের কাছে থাকতেও কেন আপনি তার যথাযথ ব্যবহার করবেন না?

তৃতীয়ত: এজন্য আপনার সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই। আপনি দেখে দেখে তিলাওয়াত করতে পারবেন, অথবা শুধু সূরা ফাতিহা, ইখলাস, ফালাক, নাস দিয়েও রুকইয়াহ করতে পারবেন। আর আপনার তিলাওয়াত বিশ্ববিখ্যাত ক্বারীদের মতো হওয়ারও দরকার নেই। আপনার যতদূর সম্ভব হয় শুদ্ধ করে পড়বেন। আর একদমই শুদ্ধ না হলে ধীরে ধীরে শিখে নেবেন। কুরআন পড়তে জানা তো এমনিতেও আবশ্যিক।

সেলফ রুকইয়াহকে ফার্স্ট এইড বা প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে নেয়া যায়, যেমনটা সাধারণ রোগের ক্ষেত্রে আমরা করে থাকি। কোনো সমস্যা হলে প্রথমে ফার্মেসী থেকে বা ঘরের ওষুধের বাক্স থেকে একটা ওষুধ নিয়ে খাই। এরপর প্রয়োজন হলে এলাকার ডাক্তার বা অন্য কারও পরামর্শ নিই। এরপরও ভালো না হলে তখন বড় ডাক্তার দেখাই।

একইভাবে রুকইয়ার ক্ষেত্রেও প্রথমে এই গ্রন্থের নিয়মকানুন দেখে নিজেই রুকইয়াহ করুন। এরপর প্রয়োজন হলে আপনার চেয়ে ভালো জানে—এমন কারও পরামর্শ নিন। এসব কিছু যথেষ্ট না হলে তখন অভিজ্ঞ কাউকে দিয়ে রুকইয়াহ করান।

## কেন অন্যের জন্য রুকইয়াহ করবেন?

কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারে, কত শত দরকারি বিষয় আছে! ফিকহ, জিহাদ, আকাইদ, ইসলাহ—তাকিয়া থেকে শুরু করে হাজারো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পড়ে রয়েছে। ইলমের খিদমত করেন, আল্লাহর রাস্তায় সময় দেন—এসব না করে কেন এই রুকইয়াহ নিয়ে কষ্ট করছেন? কেউ আবার বলেন, এসব কাজ ছোটখাটো মোল্লাদের হাতে ছেড়ে দেন, আহলে ইলমরা কেন মূল্যবান সময় ব্যয় করে এসব করবে?

তাদের জন্য সহজ কথা, আমরা খুব ভালোভাবেই জানি, জাদু, বদনজর, জিন ইত্যাদি

সমস্যাগুলো মানুষের মাঝে যতটা ব্যাপক, এর সমাধানের ব্যাপারে মানুষ ততটাই অজ্ঞ। এ সকল সমস্যায় মানুষ যে পরিমাণে আক্রান্ত, বিষয়টা তার চেয়ে বহুগুণ বেশি অবহেলিত। আর শরঈ সমাধানের সাথে তো আমাদের দেশের ৯৯.৯৯% মানুষই পরিচিত নয়; বরং বাস্তবতা হলো, অধিকাংশ মানুষের ভ্রান্ত বিশ্বাস হচ্ছে, ‘কুফরী জাদু কাটতে কুফরীই করা লাগবে’। (নাউজুবিল্লাহ) এজন্য তারা কবিরাজ-বৈদ্যদের কাছে যায়, আর এভাবে দুনিয়া এবং আখিরাতের শুধু ধ্বংসই অর্জন করে।

আমাদের চারপাশে অসংখ্য মানুষ এসব সমস্যায় আক্রান্ত, আমরা কেউ নিজেই ভিকটিম, কারও পরিবারস্থ লোক, আর কারও বা আত্মীয়স্বজন। বহু বৈদ্য-কবিরাজের কাছে ঘুরে ঘুরে, বহু পরিশ্রম করে তারা প্রচুর টাকা পয়সা নষ্ট করে ফেলে। এর পেছনে মেধা, শ্রম এবং সময় ব্যয় করে। অবশেষে কেউ-বা সুস্থ জীবনের আশা ছেড়ে দেয়, আর কেউ-বা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে জীবনকে চির বিষণ্ণতার চাদরে ঢেকে দেয়। আর কবিরাজের কাজগুলো কুফরী-শিরকী হওয়ার কারণে নষ্ট হয় আখিরাতের পুঁজিও।

আমার-আপনার চারপাশে এমন মানুষের অভাব নেই। আমাদের দেশে হয়তো এমন একটা প্রাপ্তবয়স্ক লোকও পাওয়া যাবে না, যার নিজের পরিবার অথবা আত্মীয়স্বজনের মাঝে কেউই এ জাতীয় সমস্যায় ভুগছে না। এদের দুনিয়া এবং আখিরাতে ধ্বংস থেকে বাঁচানোর জন্যই রুকইয়াহ শারইয়াহ একান্ত অপরিহার্য একটি বিষয়।

তবে আমি বলছি না, আপনি সব ছেড়ে রুকইয়ার জন্য নিবেদিত হয়ে যান; বরং আপনি যা করছেন সেটাই করতে থাকুন। তবে সম্ভব হলে মাঝেমধ্যে এ বিষয়ে অল্প স্বল্প সময় দেন, কেউ সমস্যায় আক্রান্ত হলে তাকে এ বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা দেন। এতে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ—সবারই উপকার।

উপরন্তু এর বিনিময়স্বরূপ নিচের ফজিলতগুলোও লাভ করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। নিয়ে রুকইয়ার কিছু উপকারিতা তুলে ধরা হলো।

## ১. দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ

একজন রাকী মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার চমৎকার সুযোগ পেয়ে থাকেন, যা রুকইয়ার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর জিন, জাদু ইত্যাদি সমস্যাগুলো নিয়ে যারা আসে, তাদের অনেকেই থাকে এমন, যারা দ্বীন পালনের ব্যাপারে উদাসীন। রুকইয়াহ করার সময় তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর সুযোগ পাওয়া যায়। আর এদের বিরাট অংশ হয় এমন,

যারা সুস্থতা লাভের আশায় কবিরাজ-বৈদ্যদের কাছে ঘুরে ঘুরে ইতিমধ্যে কুফরী বা শিরকী কাজকর্মে লিপ্ত থেকেছে। ফলে এ মোক্ষম সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাদেরকে এ সকল কুফরীর থাবা থেকে রক্ষা করা এবং তাদের কাছে তাওহীদের বার্তা পৌঁছানো যায়।

অবশ্যই রাক্কীদের এই সুযোগ কাজে লাগানো উচিত। কারণ, যুগে যুগে এটা নবীদের সূন্য। মানুষ তাদের কাছে দুনিয়াবি প্রয়োজন নিয়ে আসলেও তাঁরা আখিরাতের দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণকেই প্রাধান্য দিতেন। এ ক্ষেত্রে ইউসুফ আ.-এর ঘটনা লক্ষণীয়। দুজন লোক তাঁর কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে এসেছিল, তিনি তাদের সমস্যা এবং সময়ের প্রতি লক্ষ রেখে অল্প কথায় তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন, এরপর তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিয়েছেন।

এছাড়া খাইবার যুদ্ধের ঘটনা লক্ষ করুন—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রা.-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন—তুমি তোমার পথ ধরে তাদের মাঝে পৌঁছে যাও, এরপর তাদের ইসলামের দিকে আহ্বান করো, আর তাদেরকে তাদের ওপর আল্লাহর হুকুমলোর ব্যাপারে অবগত করো। কারণ, আল্লাহর কসম, তোমার মাধ্যমে যদি একটা মানুষকেও আল্লাহ হিদায়াত দেন, তবে তা তোমার জন্য অসংখ্য লাল উট প্রাপ্তি থেকেও উত্তম হবে। ৬৩

## ২. কুরআনের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি

যিনি রুকুইয়াহ করেন, প্রতিদিন তাকে দীর্ঘক্ষণ কুরআন তিলাওয়াত করতে হয়। এতে কুরআনের সাথে সম্পর্ক দিন দিন বৃদ্ধি পায়।

এর পাশাপাশি কুরআন পাঠের বিবিধ ফজিলত তো রয়েছেই। যেমন: কুরআন তিলাওয়াতের প্রতিটি হরফে সওয়াব! আপনি যদি প্রতিদিন এক ঘন্টাও রুকুইয়াহ করেন, এই এক ঘণ্টায় আপনার ঝুলিতে অনেকগুলো সওয়াব জমে যাবে।

এছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কুরআন পাঠ করো। কারণ, কিয়ামাতের দিন কুরআন তার পাঠকের জন্য সুপারিশকারী হবে।’ ৬৪

## ৩. মুসলিম ভাই-বোনদের বিপদে সহায়তা করা

প্রথমে একটি হাদীস খেয়াল করি, জাবির ইবনু আবদিল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সময় ঝাড়ফুঁক নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। পরে আমার ইবনু হাজমের বংশের লোকেরা এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের নিকট একটি রুকইয়াহ ছিল, যা দিয়ে আমরা বিচ্ছুর ছোবলে ঝাড়ফুঁক করতাম। এখন আপনি তো ঝাড়ফুঁক নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারা সেটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থাপন করল। তখন তিনি বললেন, কোনো সমস্যা দেখতে পাচ্ছি না। তোমাদের কেউ যদি তার ভাইয়ের কোনো উপকার করতে সমর্থ হয় তাহলে সে যেন তা করে। ৬৫

এই হাদীসে আমরা দেখলাম, রুকইয়ার মাধ্যমে যে মানুষের উপকার করা যায়, এটা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং এতে উৎসাহিত করেছেন।

আর একজন মুসলিম ভাইকে সাহায্য করার অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে। যেমন: আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোনো মুমিনের যেকোনো বিপদ দূর করে দেবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামাতের দিন তার বিপদ দূর করবেন। ৬৬

হাদীসের গ্রন্থসমূহে বিপদগ্রস্ত ভাই-বোনদের সহায়তা করার আরও অনেক ফজীলত বর্ণিত হয়েছে। রুকইয়াহ করার মাধ্যমে আপনি সেসব লুফে নিতে পারেন।

#### ৪. কুফরের বিরুদ্ধে এবং তাওহীদের পক্ষে সংগ্রাম করা

ইবনু তাইমিয়া রহ. এজন্য মুখলিস রাক্বীদের ব্যাপারে বলেছেন—

وجنب الذنوب التي بها يسلطون عليه فإنه مجاهد في سبيل الله وهذا من أعظم الجهاد فليحذر أن ينصر العدو عليه بذنوبه

“রাক্বীর উচিত গুনাহ থেকে দূরে থাকা, যেন এই সুযোগে জিন তার ওপর প্রভাব বিস্তার না করতে পারে। সে তো আল্লাহর পথে একজন জিহাদকারী ব্যক্তি। আর রুকইয়াহ চর্চা করাও জিহাদের একটি উত্তম পদ্ধতি। তাই যতদূর পারা যায়, সতর্ক থাকা উচিত, যেন তার পাপ তার শত্রুকে বিজয়ী হতে সহায়তা না করে।” ৬৭

[৬৫] মুসলিম : ৪০৭৮

[৬৬] মুসলিম : ৪৮৬৭

[৬৭] মাজমুউল ফাতওয়া : ১৯/৫৩, রিসালাতুল জিন, পৃ. ৬৫। সম্পূর্ণ উক্তি দেখুন “জিন কি রাক্বীর ক্ষতি করবে?” অনুচ্ছেদে।



হাকিকী জিহাদের সঙ্গে রুকইয়াহ চর্চার কোনো তুলনা যদিও হয় না, তবুও ইবনু তাইমিয়া রহ.-এর কথাটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, একজন রাকী সমাজ থেকে কুফর-শিরক দূর করার জন্য নিজের প্রাণ ঝুঁকিতে ফেলে মেহনত করে। আর যখন কুফরী জাদু আক্রান্ত কারও চিকিৎসা করে অথবা শয়তান ভর করা ব্যক্তির ওপর রুকইয়াহ করে তখন সে আল্লাহর কালামের সাহায্যে সরাসরি শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে।

## ৫. তাওয়াক্কুল

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে বলেন, ‘আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসের মধ্যে এসব ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন, আর বলেছেন ‘এরা শুধু আল্লাহর ওপর ভরসা করে।’ আর এমন লোকদের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, ‘যারা রুকইয়ার জন্য অনুরোধ করে না, শুভ-অশুভ লক্ষণ নির্ণয় করায় না, ছাঁকা দিয়ে চিকিৎসা করে না বরং শুধু তাদের রবের উপরই ভরসা করে।’<sup>৬৮</sup>

একজন রাকী এই হাদীসে উল্লিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য দাবিদার। কারণ, সে নিজেই রুকইয়াহ করে, অন্যের কাছে গিয়ে রুকইয়াহ করানোর প্রয়োজন তার নেই। আর সে যখন আল্লাহর অনুগ্রহে জটিল জটিল সমস্যা সামাল দেয়, শক্তিশালী শয়তানদের শায়েস্তা করে, ভয়ঙ্কর সব জাদু নষ্ট করে। আর এতো সব অদৃশ্য শক্তির বিরুদ্ধে শ্রেফ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ওপর ভরসা রেখে লড়াই চালিয়ে যায়। একের পর এক নুসরত প্রত্যক্ষ করে মুখলিস রাকীর ঈমান এক অনন্য স্তরে পৌঁছে যায়। বস্তুতঃ এটা এমন এক মেহনত, যেখানে আল্লাহ ওপর তাওয়াক্কুল ব্যতীত কোন দুনিয়াবি সাহায্য উপকারে আসে না।

মোটকথা, এভাবেই একজন রাকী তাওয়াক্কুলে পূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং তার জন্য খুবই যৌক্তিক, সে এই পুরস্কার আশা করতে পারে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, রুকইয়াহ নিয়ে পড়াশোনা করতে বললে অনেকে ভাবে, ‘পুরো সমাজে শিরক-কুফর মিশ্রিত কবিরাজির ছড়াছড়ি। আমি একা রুকইয়াহ শিখে কী-ই বা করব!’ আমি তাদের আল্লাহর বাণী মনে করিয়ে দিতে চাই—

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي

“বলে দিন, ভালো এবং মন্দ সমান নয়; যদিও মন্দের প্রাচুর্য তোমাকে বিস্মিত করে। অতএব হে বুদ্ধিমানগণ, আল্লাহকে ভয় করো; যাতে তোমরা সফল হও।” ৬৯

এবং দাউদ আ.-এর ঘটনা স্মরণ করুন:

قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً يَأْذِنُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

“...যাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহর সামনে তাদের একদিন উপস্থিত হতে হবে, তারা বারবার বলতে লাগল, কত সামান্য দলই আল্লাহর হুকুমে বিরাট দলকে পরাজিত করেছে। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।” ৭০

## হাদীসে সাবউন এবং একটি সংশয় নিরসন

একটি বিষয় পরিষ্কার করা দরকার। রুকইয়াহ করলে কি মানুষ জান্নাতে যেতে পারবে না? প্রশ্নটি অদ্ভুত মনে হলেও অনেক মানুষ সত্যিই এমন ধারণা রাখে। ফলে সমস্যাক্রান্ত হওয়ার পরেও ভয়ে প্রতিকার করে না।

কেউ যদি কোনো মুহাদ্দিস বা অভিজ্ঞ কারও সহায়তা ছাড়াই বাংলা বই থেকে হাদীসে সাবউন অধ্যয়ন করেন, তখন সাধারণত এই ভুল ধারণার উৎপত্তি হয়। এই হাদীসটিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ দিয়েছেন, উম্মতের ৭০ হাজার লোক কোনো হিসাব বা আযাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তাদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলেছেন—

هم الذين لا يسترقون, ولا يتطيرون, ولا يكتوون, وعلى ربهم يتوكلون

“অর্থাৎ তাঁরা ওই সব লোক, যারা অন্যকে রুকইয়ার জন্য অনুরোধ করে না, শুভ-অশুভ নির্ণয় করে না, দাগ দিয়ে চিকিৎসা করায় না; বরং তাদের রবের ওপর ভরসা করে।” ৭১

এখানে প্রথম সমস্যা হচ্ছে, হাদীসের لا يسترقون কথাটির ভুল অনুবাদ করা হয়। এর অর্থ হচ্ছে, ‘যারা কারও কাছে রুকইয়াহ করার জন্য আবেদন করে না।’ অথচ এর ভুল অনুবাদ করা হয়, ‘যারা রুকইয়াহ করে না!’

[৬৯] সূরা মায়িদা, আয়াত : ১০০

[৭০] সূরা বাকারা : ২৪৯

[৭১] বুখারী : ৬১৭৫, ইফা: ৬০৯৮

আরেকটু বিস্তারিত বলতে চাইলে বলব, এটা বাবে ইস্তিফা'লের শব্দ। আর ইস্তিফা'লের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইসতিগাসা, তথা প্রার্থনা বোঝানো। যেমন: ইসতিগফার : ক্ষমা চাওয়া, ইসতিফতা : ফাতাওয়া চাওয়া। সুতরাং ইসতিরকা অর্থ হচ্ছে, কারও কাছে রুকইয়াহ চাওয়া। যেমন: আরবের বিখ্যাত শাইখ বিন বায রহ. বলেছেন—

لا يسترقون, يعني لا يسألون الناس أن يرقوهم

লা-ইয়াসতারকুন, অর্থাৎ তাঁরা মানুষের কাছে তাদের রুকইয়াহ করানোর জন্য আবেদন করে না।<sup>৭২</sup>

দ্বিতীয়ত: এই হাদীস পড়ার পর অনেকে মনে করেন, রুকইয়াহ করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না। আর এ কারণেই রুকইয়াহ করা নিষিদ্ধ। এটাও নিরেট ভুল। কারণ, এখানে বলা হচ্ছে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়ার কথা। অর্থাৎ এই সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে। এটা তাদের একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। উপরন্তু এটা ছাড়াও বিনা হিসেবে জান্নাতে যাওয়ার অন্য পথও রয়েছে। যেমন: আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শহিদ হওয়া। আর এখানে আযিমতের কথা বলা হচ্ছে; রুখসতের নয়। তাই এটা আবশ্যিক কোনো বিষয়ও নয়।

সারকথা হচ্ছে, ‘অন্যকে দিয়ে রুকইয়াহ না করানো’—মানে কখনোই এটা নয় যে, একদমই রুকইয়াহ করানোই যাবে না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, কেউ যদি এ থেকে বেঁচে থাকতে পারে তাহলে সে উল্লিখিত পুরস্কার পাবে। আর যদি কারও প্রয়োজন হয় তাহলে অন্যের কাছে গিয়ে রুকইয়াহ করানোর অনুমতিও রয়েছে। তখন সে সাধারণ মুসলমানদের মাঝেই গণ্য হবে। কারণ, এই সত্তর হাজারের বাইরেও তো মানুষ জান্নাতে যাবে। এটা তো অস্বীকারের কোনো জো নেই।

তৃতীয়ত: এখানে বলা হচ্ছে অন্যের কাছে রুকইয়াহ করার জন্য আবেদন করার কথা। সুতরাং কেউ যদি নিজেই নিজের ওপর রুকইয়াহ (অর্থাৎ সেলফ রুকইয়াহ) করে, কিংবা কেউ যদি অন্যের ওপর রুকইয়াহ করে তাহলে সে এই ফজিলত থেকে বঞ্চিত হবে না। যেমন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাভাবিকভাবেই নিজের জন্য বা পরিবারের জন্য রুকইয়াহ করতেন এবং তাঁর সাহাবীদেরও রুকইয়াহ করার জন্য বলতেন।

এমনকি কেউ যদি অন্যের কাছে গিয়ে পরামর্শ চায়, আমার এই এই সমস্যা, সেই সমস্যা। আর তিনি যদি বলেন, ‘তুমি এদিকে আসো, আমি তোমার রুকইয়াহ করছি।’ এক্ষেত্রেও

উক্ত ব্যক্তি এ থেকে বাদ যাবে না। যেমনটা জিন বিষয়ক উদাহরণে ইয়ালা ইবনু মুররা এবং উসমান ইবনু আবিল আস রা.-এর হাদীসে আমরা দেখব।

যাহোক, তিনটি বিষয় আমাদের সামনে আসছে—

১. রুকইয়াহ করা;
২. রুকইয়াহ করানো;
৩. রুকইয়াহ করতে বাধা দেওয়া।

প্রথমটি হচ্ছে রুকইয়াহ করা—নিজের জন্য বা অন্যের জন্য। এটা জিবরীল আ. করেছেন, পূর্বের নবীরা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন, সাহাবীগণ করেছেন, এবং অন্যান্য সালাফে সালাহিনও করেছেন। সুতরাং শরীয়তের সীমারেখা ঠিক রেখে রুকইয়াহ করতে আপত্তির কিছু নাই এবং এতে কোনো ধরনের সংশয়েরও অবকাশ নেই।

দ্বিতীয়টি হলো রুকইয়াহ করানো। এটা অবস্থার ওপর নির্ভর করবে। যদি আপনি নিজে রুকইয়াহ করতে সক্ষম হন তাহলে আপনার জন্য অন্য কাউকে দিয়ে রুকইয়াহ করানো উচিত হবে না। যদি কোন ওজর ছাড়াই অন্যকে গিয়ে বলেন, ‘ভাই, আমার ওপর রুকইয়াহ করেন প্লিজ।’ তাহলে আপনি এই সত্তর হাজার থেকে বাদ পড়ে যাবেন।

কিন্তু যদি আপনার প্রয়োজন থাকে তাহলে অন্যের সহায়তা নেওয়া যেতেই পারে। যেমন: কেউ জিন দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, তাই সে সালাত আদায় বা তিলাওয়াত করতে পারে না। অথবা কেউ জাদুতে আক্রান্ত হয়ে এতটা অসুস্থ বা দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, এখন আর নামায পড়তে বা রোজা রাখতে পারছে না। এ ধরনের পরিস্থিতিতে যদি সে নিজে রুকইয়াহ করতে না পারে তাহলে অন্য কাউকে দিয়ে রুকইয়াহ করানো তার জন্য ওয়াজিব। কারণ, এই জাদু বা জিন তাকে আল্লাহর ইবাদাত থেকে দূরে রাখছে, আর আল্লাহর ইবাদাতের জন্যই আমাদের পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। সুতরাং ইবাদাতের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে সেটার প্রতিকার করা ওয়াজিব, যদি বিষয়টা মানুষের সাধ্য থাকে।

এছাড়াও যদি ব্যাপারটা এমন হয়, নিজে রুকইয়াহ করতে গেলে অনেক কষ্ট হচ্ছে অথবা আপনি ঠিক মতো বুঝে উঠতে পারছেন না, কীভাবে রুকইয়াহ করতে হয়—এমন ক্ষেত্রেও অন্যকে দিয়ে রুকইয়াহ করানো জাযিব। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

## لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“আল্লাহ কারও ওপর সাধের বেশি চাপিয়ে দেন না।” ৭৩


সুতরাং যদি আসলেই অন্যকে দিয়ে রুকইয়াহ করানোর প্রয়োজন হয় তবে সেক্ষেত্রেও আপনি সত্তর হাজার থেকে বাদ পড়বেন না, ইনশাআল্লাহ।

তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে রুকইয়াহ করতে বাধা দেওয়া। অর্থাৎ কেউ কোনো সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তির ওপর রুকইয়াহ করছে, অথবা আপনি আক্রান্ত হয়েছেন আর আপনার ওপর কেউ রুকইয়াহ করতে চাইছে—এমন কাউকে বাধা দেওয়া। এটা অপরাধকর্মের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তির ওপর রুকইয়াহ করার নির্দেশ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন এবং নিজেও সাহাবীদের ওপর, নিজ পরিবারের ওপর রুকইয়াহ করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্যায় আক্রান্ত হলে আল্লাহ তাআলা জিবরিল আ.-কে পাঠিয়েছেন রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর রুকইয়াহ করার জন্য। ৭৪

সুতরাং আপনি যদি কাউকে রুকইয়াহ করতে বাধা দেন তাহলে আপনি গুনাহগার হবেন। এমনকি আপনি অসুস্থ হলে কেউ যদি আপনার ওপর রুকইয়াহ করতে চায় তাহলে আপনি তাকে বাধা দিবেন না। এটা সুন্নাহর খেলাফ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শেষ সময়ে অসুস্থ হয়েছিলেন, সে সময়ে আয়িশা রা. রাসূলের ওপর রুকইয়াহ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে বাধা দেননি। সুতরাং আপনারও উচিত হবে না, কেউ রুকইয়াহ করতে চাইলে তাকে বাধা দেওয়া। আপনি যেই হন না কেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেয়ে বড় পরহেজগার হওয়ার দাবি তো কখনো করবেন না। তাই নয় কি?

আশা করছি, ব্যাপারটি পাঠকদের সামনে কিছুটা হলেও পরিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি।

[৭৩] সূরা বাকারা, আয়াত : ২৮৬

[৭৪] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের রুকইয়াহ করা প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু হাদীস ‘সুন্নাহ সম্মত যত রুকইয়াহ’ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা  [www.boimate.com](http://www.boimate.com)

# যিনি রুকইয়াহ করবেন

যিনি রুকইয়াহ করবেন, নিজের জন্য হোক কিংবা অন্যের জন্য; কিছু বিষয়ের প্রতি সবারই লক্ষ রাখা উচিত। তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনি সফলতার সাথে রুকইয়াহ করতে পারবেন।

১. নিয়ত করা: আপনি কোন সমস্যার জন্য রুকইয়াহ করছেন, সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট এবং সুনির্ধারিত ইচ্ছা পোষণ করা।

২. ইয়াকিন: কুরআনুল কারীমে শিফা রয়েছে—এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা।

৩. সবর ও মেহনত: রুকইয়াহ করতে গিয়ে কষ্ট হলেও সুস্থ হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরে রুকইয়াহ করতে থাকা।

আর সেলফ রুকইয়ার ক্ষেত্রে রুকইয়াহ করার দিনগুলোতে কেউ আপনাকে নিয়মিত উৎসাহ দিলে এবং যত্নআত্তির জন্য কেউ একজন সর্বদা পাশে থাকলে ভালো হয়।

পরিপূর্ণ উপকার পেতে আরেকটি বিশেষ শর্ত হচ্ছে, রুকইয়াহ প্রসঙ্গে আকীদা বিশুদ্ধ থাকা। অনেক সময় সব নিয়মকানুন মেনে রুকইয়াহ করার পরেও বাহ্যিক কোনো উপকার দেখা যায় না। এবং এর পেছনে কারণ হয়, রুকইয়াহ করে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে আকীদায় গড়বড় থাকা।

## একজন ভালো রাব্বীর বৈশিষ্ট্য

নিজের জন্য নিজে রুকইয়াহ করলে তেমন বিশেষ কিছু হওয়ার দরকার নেই। প্রতিদিন অনেক অনেক নিয়মকানুন অনুসরণ করা বা বিরাট আমলদার হওয়ারও আবশ্যিকতা নেই। তবে কেউ যদি জনগণের জন্য নিয়মিত রুকইয়াহ করতে চান, পারিভাষিকভাবে বললে ‘রাব্বী’ হতে চান তাহলে তার নিজের এবং পরিবারের জন্য কিছু বিষয় গুরুত্বের সাথে খেয়াল রাখতে হয়। তাই এখন আমরা জানব, যিনি চিকিৎসা করবেন তার কী কী গুণ ও বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত—

১. আকীদা বিশুদ্ধ হওয়া। শিরক-বিদআতমুক্ত পরিচ্ছন্ন ইসলামী আকীদার অনুসারী হওয়া এবং আল্লাহর ওপর নিখাদ ভরসা থাকা।

২. আল্লাহর কালাম যে রোগব্যাধি, কুনজর, জাদু, জিনের ওপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম—এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। সুস্থতা কেবল আল্লাহরই হাতে, আমার কোন সাধ্য নেই মানুষকে সুস্থ করার—এটা খুব ভালভাবে অন্তরে গেঁথে নেয়া।

কোন রুগী সুস্থতা লাভ করার খবর পেলে আত্মগর্বে আক্রান্ত না হওয়া বরং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো। শোকরানা সালাত আদায় করা। এর ভাল প্রভাব রয়েছে।

৩. প্রতিদিনের মৌলিক আহকাম তথা নামায-রোজা, মাহরাম-গাইর মাহরাম ইত্যাদি বিষয়ে যত্নবান হওয়া। হালাল-হারামের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া, হারাম থেকে সম্পূর্ণভাবে বেঁচে থাকা।

৪. মানসিকভাবে দৃঢ় এবং সাহসী হওয়া। আর অধিক পরিমাণে যিকির-আযকার, নফল রোজা, তাহাজ্জুদ ইত্যাদির মাধ্যমে আত্মিকভাবেও সুদৃঢ় হওয়া।

৫. জিন জাতির অবস্থা তথা: প্রকারভেদ, সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, তাদের আচার-আচরণ, জিনেরা কীভাবে মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, এরপর তারা কীভাবে বিদায় হয় ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত থাকা। জিনদের মাঝে মিথ্যা বলার প্রবণতা খুবই বেশি। এজন্য জিনদের স্বভাব, ধোঁকাবাজি, কূটকৌশলের ব্যাপারে সজাগ এবং সতর্ক থাকা।

৬. জাদু, জিন, বদনজর, ওয়াসওয়াসা—এই সব বিষয়গুলোতে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে পর্যাপ্ত ধারণা রাখা। অজ্ঞতা নিয়ে কাজে নেমে অন্যদের কাজের ক্ষেত্র নষ্ট না করা।

৭. কুরআন তিলাওয়াত সহীহ-শুদ্ধ হওয়া। অশুদ্ধভাবে কুরআন পড়লে উল্টা গুনাহ হবে।

৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত প্রতিদিনের মাসনূন আমলগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া। বিভিন্ন সময়ে হেফাজতের দুআ যেমন: সকাল-সন্ধ্যার দুআ, ঘুমের আগের দুআ, বাড়ি থেকে বের হওয়ার দুআ, নির্জন জায়গায় গেলে পড়ার দুআ, টয়লেটে প্রবেশের দুআ—এসব গুরুত্বের সাথে আদায় করা।

প্রয়োজনীয় কিছু দুআ এই গ্রন্থের ‘মাসনূন আমল’ অংশে পাওয়া যাবে। এছাড়াও অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের সহায়তা নিতে পারেন। যেমন: হিসনুল মুসলিম, হিসনে হাসীন, সিলাহুল মুমিন, আযকারে মাসনূনাহ, নবীজির দুআ, আযকার ইত্যাদি।

৯. নিজের পরিবারের সদস্যদের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া, তাদের প্রতিদিনের মাসনূন

আমলগুলোতে অভ্যস্ত করে তোলা। তাদের অধিকারের ব্যাপারে সবসময় সতর্ক থাকা।  
রুকইয়াহ নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে যেন কোনোভাবেই তাদের হক নষ্ট না হয়।

১০. নিজের বাড়িকে গুনাহের সরঞ্জাম থেকে পবিত্র রাখা। যেমন: কোনো জীবের ছবি, ভাস্কর্য বা মূর্তি, মানুষ বা প্রাণীর পুতুল সাজিয়ে বা ঝুলিয়ে না রাখা। গান-বাজনা না চলা, বাদ্যযন্ত্র না রাখা; ঘরে যেন রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করতে পারে আর শয়তান না থাকতে পারে—সেই ব্যবস্থা করা।

১১. আর সর্বদা নিজের গুনাহের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকা। কারণ, আপনি নিজেই পরাজিত হলে অন্যের ওপর ভর করা শয়তানকে শায়েস্তা করবেন কীভাবে? তাই কখনো এমন কিছু না করা, যার মাধ্যমে শয়তান আপনার ওপর বিজয়ী হতে পারে এবং আপনাকে এই কাজ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

১২. রাকী বিবাহিত হওয়া উত্তম। অবিবাহিত কারও তুলনায় বিবাহিত ব্যক্তি রুকইয়াহ করলে এর প্রভাব বেশি পড়ে। আর পুরুষ হওয়া আবশ্যিক না। তবে নারীর তুলনায় পুরুষ হলে ভালো হয়।

১৩. রোগীর শারীরিক সুস্থতার প্রতি খেয়াল রাখার পাশাপাশি আল্লাহর সাথে সম্পর্কের উন্নয়নের দিকে গুরুত্ব দেয়া। দীনদারির খোঁজখবর নেয়া এবং সে অনুযায়ী দ্বীনের দাওয়াত দেয়া, উৎসাহিত করা। কারণ অনেকেই দুনিয়াতে পূর্ণ সুস্থতা পায়না, এমন হতেই পারে। কিন্তু কেউ যেন আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

১৪. জিন বা জাদু-সংক্রান্ত সমস্যা যেহেতু মেয়েদের বেশি হয়, সুতরাং নারীঘটিত ফিতনার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করতে হবে। এ বিষয়ে কেউ অতি-সংবেদনশীল হলে, তাঁর জন্য ঢালাওভাবে মানুষের রুকইয়াহ করা উচিত হবে না।

১৫. সমস্যা সমাধানে রাকীকে অবশ্যই আন্তরিক হতে হবে। এজন্য উচিত হল, চিকিৎসকের শিষ্টাচার (Medical Ethics) সম্পর্কে ধারণা রাখা, রোগীর গোপনীয়তা রক্ষা করা, রুকইয়ার ভিডিও যেনতেন ভাবে প্রচার করে শয়তানের ফাঁদে পা না দেওয়া। রোগীর সুস্থতার জন্য নাম উল্লেখ করে দুআ করা।

১৬. যেকোনো পরামর্শ বা প্রেসক্রিপশন দেওয়ার ক্ষেত্রে রোগীর সময় এবং সামর্থ্য বিবেচনায় রাখা উচিত। একইভাবে আরও উচিত হল এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা—যাতে রোগীর কষ্ট কম হয়, রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে যায়। সে অনাকাঙ্ক্ষিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে



বাঁচতে পারে, একে একে সবগুলো সমস্যা দূর হয়ে যায় ইত্যাদি।

১৭. প্রতিটি রাক্বীর জন্য সতর্কবার্তা হচ্ছে, এমন কিছু করবেন না, যাতে আপনার কারণে রুকইয়াহ শারইয়াহ'র প্রতি মানুষের মাঝে বিরূপ ধারণা বিস্তার করে। সর্বদা আল্লাহকে ভয় করা। অতিরিক্ত টাকার লোভ না করা, এটাকে ব্যবসা না; বরং খিদমাহ ও দাওয়ার সুযোগ হিসেবে নেওয়া।

আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন এবং কাজে ইখলাস দান করুন, আমীন।

আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়:

১. আমাদের সমাজে প্রচলিত একটি ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে, ঝাড়ফুক করতে হলে ইজায়ত বা অনুমতি লাগে। এ ব্যাপারে শাইখ আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর একটি উক্তি মালফুযাতে সংকলিত হয়েছে:

‘তাবিজ-তুমারের ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম নিজেদের দোকান হেফাজত করার জন্য এই মাসআলা বানিয়ে নিয়েছেন যে, যতক্ষণ ইজায়ত বা অনুমতি না হবে, ততক্ষণ তদবির কোনো কাজই করবে না। এগুলো সব অনর্থক কথা। এ কথার কোনই ভিত্তি নেই যে, ইজায়ত বা অনুমতি হলে তবেই তদবির কাজে আসবে। সাধারণ মানুষের ধারণা হল, ইজায়ত ছাড়া আসর হয় না। এর কোনো শরঈ দলিল নেই। বরং এটি একটি দলিলবিহীন ভিত্তিহীন কথা...’

তবে হ্যাঁ, ব্যাপকভাবে রুকইয়াহ করতে চাইলে এ ব্যাপারে জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি কারও রুকইয়াহ করা দেখে বুঝে নেওয়া ভালো। এটা নিজের সুবিধার জন্য। আর তিলাওয়াতের উদাহরণ হিসেবে ভালো কোনো ক্বারীর অনুসরণ করা যেতে পারে।

২. রুকইয়ার ক্ষেত্রে কাউকে হুবহু অনুসরণ করতে হবে ব্যাপারটা এমন না। বরং বাস্তবতা হচ্ছে, প্রতিটা রাক্বীর নিজস্ব রুকইয়ার স্টাইল থাকে, শুরুতে না থাকলেও কদিনের মধ্যে তৈরি হয়ে যায়। তবে এক্ষেত্রে নিজের রুকইয়াকে যথাসম্ভব সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখা উচিত, আর শুরুতে অন্তত কয়েকদিন কারও রুকইয়াহ করা দেখে অভিজ্ঞতা অর্জন করা উচিত। বলা বাহুল্য, ইউটিউবে দেখা আর বাস্তবে দেখার মধ্যে যথেষ্ট তফাত রয়েছে।

৩. আর দুইটা বিষয়ে না বললেই নয়।

প্রথম বিষয় হচ্ছে, ‘নিয়াত’। রুকইয়াহ করার বা শোনার সময় আপনি কেন রুকইয়াহ করছেন, এজন্য স্পষ্টভাবে নিয়াত কবুল করা গুরুত্বপূর্ণ। এতে কয়েকগুণ বেশি উপকার

পাবেন।

এক্ষেত্রে সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত করে নিয়াত করতে পারেন (যেমন: আমার পারিবারিক সমস্যার জন্য রুকইয়াহ করছি) অথবা নির্দিষ্ট বিষয়ের নিয়াতও করতে পারেন (যেমন: বদনজরের জন্য রুকইয়াহ করছি, জিনটাকে মেরে ফেলতে রুকইয়াহ করছি)। তবে চাইলে আমভাবেও নিয়াত করতে পারেন যে, আমার যত সমস্যা আছে সবগুলোর জন্য রুকইয়াহ করছি। তবে এভাবে ফায়দা কম হয়।

দ্বিতীয়ত: ডেডিকেশন। অর্থাৎ আপনার যে সমস্যা আছে আর আপনি সমাধান চান এজন্য আক্ষরিক অর্থেই আপনাকে সময় আর মেহনত নিবেদন করতে হবে। রুকইয়া করলাম, একটু ভালো লাগলো আর বন্ধ করে দিলাম। কদিন পর আবার করলাম, আবার বাদ দিলাম। এক বেলা করলাম আরেক বেলা করলাম না, এমন না। সত্যিকারার্থেই এর পেছনে লেগে থাকতে হবে একটা লম্বা সময়ের জন্য।

সমস্যা বেশি পুরনো হলে অন্তত কয়েক মাস সময় ভালভাবে চিকিৎসা করুন, এরপর একটু হালকা একটা কমন রুটিন ফলো করতে থাকুন।

৪. রুকইয়াহ শারইয়াহ দুইভাবে মানুষের ওপর প্রভাব ফেলে। একটা হল ঝাড়ফুক হিসেবে শব্দগুলো সরাসরি প্রভাব ফেলে। আরেকটা হল দুআ হিসেবে, অর্থাৎ এর দ্বারা আল্লাহর কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করা হয়। তাই রুকইয়ার সময় আপনার মন মস্তিস্ক আল্লাহর দিকে রুজু করুন। আর সবসময় নিজের ঈমান-আমলের উন্নতির ফিকির করুন।

৫. আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, চিকিৎসার মাঝে উদ্ভট এবং সন্দেহজনক পন্থা অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকা। কোথাও ঝাড়ফুকের কোনো পদ্ধতি দেখলে অতি উৎসাহী হয়ে আগ-পিছ না ভেবে, বিজ্ঞ আলিমদের মতামত না জেনে সেটা পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করতে না যাওয়া। যেহেতু আমাদের সমাজে সঠিক পন্থার রুকইয়ার চেয়ে শিরকি-কুফরির প্রচলনই বেশি, তাই এব্যাপারে খুব সতর্ক থাকা উচিত।

সেলফ রুকইয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা, কোথাও চটকদার একটা মন্ত্র বা তদবির পেলেন, আর সহীহ পন্থার চিকিৎসা বন্ধ করে ওইটা শুরু করে দিলেন, এমনটা না করা চাই। আর সঠিক এবং ভ্রান্ত আমলের মিশ্রণ ঘটানো তো আরও খারাপ।

# রুকইয়ার প্রস্তুতি

আপনি যেখানে রুকইয়াহ করবেন, শুরুতেই সেখানকার পরিবেশ রুকইয়ার উপযোগী করে নেয়া উচিত। রুকইয়ার সাথে কোন সাপ্লিমেন্টের প্রয়োজন হলে তার ব্যবস্থা আগেই করে রাখা উচিত, যেন মনোযোগে বিঘ্ন না ঘটে। রুকইয়ার প্রভাব অনেকাংশেই তিলাওয়াতের একাগ্রতার ওপর নির্ভর করে। আর নিচের বিষয়গুলো খেয়াল রাখা উচিত—

১. চিকিৎসা শুরুর পূর্বে ঘরে টাঙানো বা সাজিয়ে রাখা কোন জীবের ছবি, ছোট-বড় ভাস্কর্য বা মূর্তি, মানুষ বা প্রাণীর পুতুল থাকলে সরিয়ে ফেলতে হবে, যেন রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করতে পারে।

২. সেখানে উপস্থিত কেউ যেন অনৈসলামিক অবস্থায় না থাকে—সেটা খেয়াল রাখতে হবে। যেমন: কোনো পুরুষ রেশম (সিঙ্ক) বা স্বর্ণ পরে আছে, অথবা কোনো মহিলা বেপর্দা হয়ে আছে। আর কোনো বাদ্যযন্ত্র বা কুকুর ঘরে থাকা যাবে না।

৩. রোগীর সাথে কোনো তাবিজ থাকলে খুলে নষ্ট করে ফেলতে হবে। তাবিজ আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের প্রতিবন্ধক। অনেক সময় সাথে কুফরি তাবিজ থাকলে শরঈ রুকইয়াহ তো কাজ করেই না; বরং সমস্যা আরও বেড়ে যায়। (৪র্থ অধ্যায়ে ‘জাদুর জিনিস অথবা তাবিজ নষ্টের নিয়ম’ দ্রষ্টব্য)

৪. রোগী মহিলা হলে তাকে সম্পূর্ণ পর্দাবৃত অবস্থায় থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে রোগীর মাহরাম পুরুষ রুকইয়াহ করতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয় তাহলে অতিরিক্ত কোনো ঝামেলা থাকে না। আর হ্যাঁ, জিনের চিকিৎসা করার জন্য রোগীর চেহারা দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। উপরন্তু এটা ফিতনার উৎস হতে পারে।

৫. রাকী মাহরাম না হলে, মহিলা রোগীর কোনো মাহরাম যেন অবশ্যই উপস্থিত থাকে। যেমন: বাবা, ভাই অথবা স্বামী থাকতে পারে। একান্তই সম্ভব না হলে অন্তত মুরবিব শ্রেণীর কোনো মহিলা আত্মীয়া যেন উপস্থিত থাকে। শরিয়তের বিধান যেন লঙ্ঘন না হয়—এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে।

৬. রোগী এবং তার পরিবারকে এ বিষয়ে ইসলামি দর্শন সংক্ষেপে বলবেন। যেমন:

‘এই চিকিৎসায় আমার কোনো ক্ষমতা নেই, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার। আল্লাহ তাআলা কুরআনের মাঝে শিফা (আরোগ্য) রেখেছেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন দ্বারা চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছেন এজন্য আমরা রুকইয়াহ করব। সুস্থ হতে কতটুকু সময় লাগবে—সেটা আল্লাহই ভালো জানেন। সুস্থতা পুরোটাই আল্লাহর হাতে। আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাব।’ আর শিরকি ঝাড়-ফুঁক বিষয়েও সতর্ক করবেন। প্রয়োজনে রোগীর দ্বীনদারি সম্পর্কে খোজ নিন। অনেককেই এমন পাওয়া যায়, যাদের একদম প্রাথমিক বিধান (যেমন: হালাল রুজি, পর্দা, ফরজ গোসল, পাক-নাপাক) সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই।

৭. সমস্যার বিবরণ অনুযায়ী বদনজর, জিন ওয়াসওয়াসা, এবং জাদুতে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণগুলোর ব্যাপারে প্রশ্ন করে নিশ্চিত হয়ে নিন।

এক্ষেত্রে সমস্যা ডায়াগনোসিসের উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, রোগীর বর্ণনা শুনে যে সমস্যা মনে হয়েছে সেটার ব্যাপারে ভালোমতো জিজ্ঞেস করা, তবে অন্যান্য সমস্যার লক্ষণগুলোও কিছু কিছু খোজ নেয়া।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বদনজরের সমস্যা মনে হলে নজরের অনেকগুলো লক্ষণ সম্পর্কে প্রশ্ন করুন, সাথে জিন বা জাদুর খুব কমন কয়েকটি লক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। যেমন: রাতে ঘুম হয় কি না, ব্যাকপেইন আছে কি না, মাথাব্যথা বা পেটব্যথা আছে কি না, প্রায়সময়ই মেজাজ খারাপ থাকে কি না ইত্যাদি। নির্দিষ্ট কোন জাদুর সমস্যা মনে হলে সে ব্যাপারে বিস্তারিত জিজ্ঞেস করুন, আর জিন এবং বদনজর সম্পর্কে অল্প কিছু প্রশ্ন করুন। যেমন: একের পর এক অসুখ কিংবা আর্থিক ঝামেলা লেগে থাকে কি না, অতিরিক্ত গ্যাষ্ট্রিক বা চুল পড়ার সমস্যা আছে কি না, ঘনঘন বোবায় ধরে কি না, কেমন স্বপ্ন দেখে, শরীরে কোথাও অনেক পুরাতন ব্যথা আছে কি না ইত্যাদি। তবে অনর্থক প্রশ্ন করে সময়ক্ষেপণ করা উচিত হবে না।

এভাবে রোগীর অবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা নিয়ে এরপর রুকইয়াহ শুরু করবেন, অথবা পরামর্শ দিয়ে দিবেন যেন সে নিজে সেলফ রুকইয়াহ করে।

৮. জিন দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির ওপর রুকইয়াহ করার সময় রোগীর ঠিক সামনে বা একদম কাছে কারও বসা উচিত না। তাহলে খবিস জিন তাকে আঘাত করার সুযোগ পায়। হাতের কাছে এমন কিছু থাকা উচিত না, যা দিয়ে সে নিজেকে বা অন্যকে আঘাত করতে পারে। জাদু আক্রান্ত কারও রুকইয়াহ করার সময় আশেপাশে একটা পাত্র, ছোট বালতি অথবা

এরকম কিছু রাখা উচিত। যেন বমি হতে লাগলে সেটা ব্যবহার করা যায়।

৯. চিকিৎসা করার পূর্বে রোগী এবং রাকী—উভয়েরই ওজু করে নেওয়া উচিত। আরেকটি বিষয় আবশ্যিক নয়, তবে উত্তম হবে—দুয়া কবুলের সম্ভাবনা বেশি থাকে—এ ধরনের কোনো সময়ে রুকইয়াহ করা। এর পাশাপাশি রাকী মিসওয়াক করে নিলে ভালো হয়।

১০. সবশেষে রাকী, রোগী এবং উপস্থিত সবাই ইস্তিগফার এবং দরুদ শরিফ পড়ে, আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে রুকইয়াহ শুরু করবেন।

## রুকইয়াহ করার পর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সামলানো

অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে রুকইয়াহ করলে তেমন কোনো কষ্ট হয় না। রুকইয়াহ চলাকালীন কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা গেলেও অথবা অল্প স্বল্প কষ্ট হলেও রুকইয়াহ শেষে দ্রুতই সামলে নেওয়া যায়। তবে অনেকের আবার বেশ ধকল যায়। কেউ এতটা ক্লান্ত হয়ে পড়েন যে, তখন আর রুকইয়াহ সেন্টার বা রাকীর বাসা থেকে নিজের ঘরে ফিরে যাওয়ার মতো অবস্থা থাকে না। নারীদের ক্ষেত্রে অনেক সময় এমন হয় যে, তারা সেলফ রুকইয়াহ করে এতটাই ক্লান্ত হয়ে যান যে, পরিবারের জন্য রান্নাবান্না পর্যন্ত আর করতে পারেন না।

এরকম সবসময়ই যে হয়, তা নয়। তবে কখনো কখনো এমন হয়ে থাকে। আর যদি আপনার ক্ষেত্রে বিষয়টা এভাবে ঘটে থাকে, প্রথমে তিন-চারদিন খুব কষ্ট হল, এরপর ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি হচ্ছে তাহলে এতে ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু যদি দেড়-দুই সপ্তাহ পরেও সমস্যা নিজ অবস্থায়ই বহাল থাকে, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও আগের মতই প্রকাশ পেতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে, আপনার নিজের অথবা আপনার রুকইয়াহ করার পদ্ধতিতে বোধ হয় কোনো সমস্যা রয়েছে। তাই এ ধরনের পরিস্থিতিতে অভিজ্ঞ কারও সাথে কথা বলুন।

রুকইয়াহ করার পর প্রতিক্রিয়া সামলে নিতে কিছু বিষয় খেয়াল রাখা উচিত:

১. সময় দেওয়া। আপনি যদি রাকী হন তবে রুকইয়াহ করার পর রোগীকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে দিন। অবস্থা বিবেচনায় এটা ১০ থেকে ৩০ মিনিট পর্যন্ত হতে পারে।

২. রুকইয়ার পর ওযু করতে বা হাত-মুখ ধুয়ে আসতে বলুন। এতে অনেক হালকা বোধ

হয়।

৩. প্রস্রাব-পায়খানা করা। অনেক সময় শরীরের ভেতরের খারাপ বস্তু রুকইয়ার পর টয়লেটে গেলে বের হয়ে যায়।

৪. আরেকটি কাজ করা যেতে পারে, তাৎক্ষণিক সুস্থতার নিয়তে সূরা ফাতিহা এবং আয়াতে শিফা তিনবার করে পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে খেয়ে নেওয়া। ইনশাআল্লাহ এতে অনেকটা ভালো লাগবে। প্রসিদ্ধ আয়াতে শিফাগুলো গ্রন্থের শেষে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

৫. রুকইয়ার গোসল করা। এটা খুব উপকারি। বলা যায়, এক্ষেত্রে সেরা সমাধান এটাই। বিশেষত রুকইয়াহ করতে গিয়ে অনেকের মাথাব্যথা, হাত-পা ব্যথা কিংবা পুরো শরীর ব্যথা হয়। কেউ কেউ অনেক দুর্বল হয়ে যান। এক্ষেত্রে রুকইয়াহ শেষে (সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, ইখলাস, ফালাক, নাস—৩ বার করে পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে অথবা অন্য যেকোন পদ্ধতিতে) রুকইয়ার গোসল করে নেওয়া উচিত। আল্লাহ চাইলে এতে যথেষ্ট আরাম পাওয়া যাবে।

জিনের রোগীর ক্ষেত্রে যদি কখনো কয়েকদিন রুকইয়াহ করা লাগে তাহলে প্রতিদিনের রুকইয়াহ শেষে রুকইয়ার গোসল করানো উচিত।

রোগের কারণে দুর্বলতা তো আছেই, এরপর আবার রুকইয়াহ করার ধকল, সব মিলিয়ে লাগাতার অনেকদিন রুকইয়াহ করলে সবারই শরীর দুর্বল হয়ে যায়। তাই এই দিনগুলোতে নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। তবে খাবার সময় অবশ্যই বিসমিল্লাহ বলবেন।

স্মতর্বা যে, রুকইয়ার কারণে যদি শরীরে বা মাথায় ব্যথা হয়, তাহলে এজন্য ব্যথার ওষুধ খাবেন না। এর মন্দ প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

যদি বমি বমি ভাব আসে তাহলে আটকানোর চেষ্টা না করে বমি করার চেষ্টা করুন, পেটের মধ্যে খারাপ কিছু থাকলে যদি বমির সাথে বেরিয়ে আসে তাহলে আপনারই ভালো। মোট কথা, রুকইয়ার ইফেক্টের সাথে শরীরের খারাপ বিষয়গুলো বের হয়ে যায়, তাই এগুলোকে যেতে দিন। আর প্রয়োজনে ওপরে বলা কোন পদ্ধতি অনুসরণ করুন।

তবে হ্যাঁ, সমস্যার মাত্রা বেশি মনে হলে তখন অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যাবেন। যেমন: জিনের রোগীর ওপর রুকইয়াহ করা হলো, এরপর রোগী ১০-১৫ মিনিট বেহুঁশ ছিল, তারপর জ্ঞান ফিরেছে। ঘটনা এ পর্যন্তই। এক্ষেত্রে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু যদি দেখেন কয়েক ঘন্টা হয়ে গেছে, মুখে অনেকব

তখন ডাক্তারের পরামর্শ নিন। অনুরূপভাবে বমি হওয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা। এক-দুইবার রক্ত বমি হয়েছে অথবা রুকইয়াহ চলাকালীন বমি বমি লেগেছে। এরপর ঠাণ্ডা। তাহলে ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু যদি দেখেন ৫-৭ ঘণ্টা হয়ে গেছে, ১০-১২ বার রক্ত বমি হয়েছে, তবুও থামছে না, এমতাবস্থায় দ্রুত ডাক্তারের সহায়তা নিন।

কারও কারও ক্ষেত্রে শরীর থেকে একাধিক শয়তান বের হয়ে যাওয়ার সময় একটা একটা করে যেতে চায়, তাই এমন ক্ষেত্রে ধাক্কা সামলে নিতে কিছুটা দেরি লাগতে পারে। অবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ মনে হলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

## অধ্যায় ২ : বদনজর

### বদনজর বিষয়ে ইসলামী আকীদা

মানুষ সামাজিক জীব। এজন্য আমাদের দৈনন্দিন হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ সবার সাথে ভাগাভাগি করেই আমরা বেঁচে থাকি। মানুষ একে অপরের কল্যাণকামী হবে—এটাই স্বাভাবিক। তবে সবসময় তা দেখা যায় না। এই সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশের পেছনে কিছু নীরব ফিতনা চলে। যেমন: হিংসা, নজর, জাদু ইত্যাদি।

এগুলো সর্বকালেই কমবেশি ছিল। তবে সময়ের এই ক্রান্তিলগ্নে প্রতিটি ফিতনা যেমন মরণকামড় বসাচ্ছে, তেমনি এই ফিতনাগুলোও মহামারির আকার ধারণ করেছে।

আমরা ‘বদনজর’ থেকে আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করতে পারি।

এখানে প্রথম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে বদনজর, জাদু, আসর—এসবের অস্তিত্ব অনেকে বিশ্বাসই করতে চায় না। কেউ বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে, আবার কেউ এসব শ্রেফ কুসংস্কার মনে করে উড়িয়ে দেন। যারা ইসলামে বিশ্বাস করেন না, বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে এসব অস্বীকার করেন, তারা আমাদের আলোচনার পাত্র নয়। আমাদের আলোচনার পাত্র হচ্ছেন ঈমানদার ভাই এবং বোনেরা, যারা এ ব্যাপারে সন্দিহান কিংবা এটাকে কুসংস্কার মনে করেন। অতএব আমরা প্রথমে কুরআন-হাদীস থেকে ‘বদনজর’ সম্পর্কে বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদা জানব।

### বদনজরের প্রামাণিকতা—কুরআন থেকে

১। ইউসুফ আ.-এর ভাইদের ঘটনা—

وَقَالَ يَبْنَى لَا تَدْخُلُوا مِنِّي بَابَ وَاحِدٍ وَاَدْخُلُوا مِن اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا اُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ اِنْ اِلَّاهِي تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ



الْبُتُورُونَ ﴿١٦﴾ وَلَبَّادُ خَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ۖ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ۚ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَبَّاءُ عَلَيْنَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾

“ইয়াকুব আ. বললেন, হে আমার সন্তানেরা, (শহরে প্রবেশের সময়) তোমরা সবাই এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না; বরং তোমরা পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। আল্লাহর কোনো বিধান থেকে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারি না। বিধান তো কেবল আল্লাহরই চলে। তাঁর ওপরই আমি ভরসা করি, আর ভরসাকারীদের তাঁর ওপরই ভরসা করা উচিত। তারা যখন বাবার কথামতো প্রবেশ করল, আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে সেটা তাদের বাঁচাতে পারল না। কিন্তু ইয়াকুবের সিদ্ধান্তে তাঁর মনের একটি বাসনা ছিল, যা তিনি পূর্ণ করেছেন। আর তিনি তো আমার শেখানো বিষয় জানতেন, অথচ অনেক মানুষই জানে না।” ৭৫

ইবনু আব্বাস রা., ইমাম মুজাহিদ রহ., কাতাদাহ রহ., কুরতুবী রহ.-সহ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর সকল মুফাসসিরই এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন—

ইয়াকুব আ. সন্তানদের ব্যাপারে বদনজরের আশংকা করেছিলেন যে, তাঁর সন্তানদের দেখে লোকদের বদনজর লাগতে পারে। কারণ তাঁরা অনেকগুলো ভাই, আবার প্রত্যেকেই সুস্বাস্থ্যবান ও সুঠাম দেহের অধিকারী। এজন্য সন্তানদের শহরে প্রবেশের সময় আলাদা আলাদাভাবে প্রবেশ করতে বলেছেন। পাশাপাশি এ-ও উল্লেখ করেছেন—এসব (বদনজর এবং এ থেকে থেকে বাঁচার পদ্ধতি) তো আসলে আল্লাহর হুকুমের ওপরই নির্ভরশীল। তাই সবশেষে আল্লাহর ওপর ভরসা ছাড়া উপায় নেই। ৭৬

২। সূরা কাহাফের ঘটনা—

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِنَّ تَرَنَ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا

“তবে যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন কেন ‘মা-শা-আল্লাহ, লা-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ বললে না!” ৭৭

এটি দুর্বল দলিল, তবুও উল্লেখ্য—এই আয়াতকে একদল আলিম এ কথার প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন যে, কোনো কিছু দেখে মুগ্ধ হলে সাথে সাথে মাশা-আল্লাহ, সুবহানাল্লাহ

[৭৫] সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৬৭-৬৮

[৭৬] এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন : ৫/৯৫ (পূর্ণাঙ্গ এডিশন) দেখা যেতে পারে।

[৭৭] সূরা কাহাফ, আয়াত : ৩৯

অথবা আলহামদুলিল্লাহ্ বলা উচিত। আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তি যদি নিজের বাগান দেখে মুগ্ধ হয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করত, আল্লাহকে স্মরণ করত তাহলে তার বাগান হয়তো আর নষ্ট হতো না।

এ ব্যাপারে একটি হাদীস উল্লেখযোগ্য—আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরকম বলেছেন, ‘কোনো পছন্দনীয় বস্তু দেখার পর যদি কেউ বলে—

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

“আল্লাহ যেমন চেয়েছেন (তেমনই হয়েছে), আল্লাহ ছাড়া কারও ক্ষমতা নেই।”

তাহলে কোনো বস্তু (যেমন: বদনজর প্রভৃতি) সেটার ক্ষতি করতে পারবে না।” ৭৮

তবে আলোচ্য আয়াত থেকে এটা বোঝা যায় যে, নিজের নজর নিজের ওপরও লাগতে পারে, একইভাবে নিজের সম্পদ বা সন্তানদের ওপরও লাগতে পারে।

৩। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘটনা

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ

“..কাফিররা যখন কুরআন শোনে তখন (এমনভাবে তাকায়,) যেন তারা তাদের দৃষ্টি দ্বারা আপনাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দেবে এবং তারা বলে, সে তো একজন পাগল।” ৭৯

এ আয়াত প্রসঙ্গে মুফাসসিররা বলেন, এক লোক বদনজরের কারণে প্রসিদ্ধ ছিল। (আমাদের ভাষায় বললে, লোকটার নজর খারাপ ছিল।) মক্কার কাফিররা ওই লোকটাকে কোথেকে নিয়ে এসেছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন পড়তে বসলে ওই লোকটা নজর দেওয়ার চেষ্টা করত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হেফাজত করতেন। শেষে যখন নজর দিতে ব্যর্থ হতো তখন বলত, ধুর, এই লোক পাগল (নাউজুবিল্লাহ)। এজন্য তার কিছু হচ্ছে না।<sup>৮০</sup>

এই ঘটনাতে আমরা দেখলাম, কিছু লোকের দ্বারা নজর খুব বেশি লাগে, আমাদের ভাষায় যেটাকে বলি, ‘লোকটার নজর খারাপ।’ আরেকটি বিষয় হচ্ছে, সাধারণত বদনজর ইচ্ছাকৃত লাগেনা; কোনো কিছু দেখে খুব মুগ্ধ বা ঈর্ষান্বিত হলে আর তখন যিকির না

[৭৮] আল-মুজাম্মুল আওসাত : ৪২৭৩, মাজমাউয় যাওয়ায়েদ : ১৭১৫১। সনদ যমীফ।

[৭৯] সূরা কালাম, আয়াত : ৫১

[৮০] তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন : ৮/৫৫০

করলে নজর লাগে। কিন্তু জাদুকরদের কিছু আচার-পদ্ধতি আছে, যা দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে নজর দেওয়া যায়। ইবনুল কায্যিম রহ.-ও এমনটা বলেছেন, সামনের অনুচ্ছেদে যা বিস্তারিতভাবে আসবে। কারও সম্পদ বা ব্যবসার ক্ষতি করতে কাফির জাদুকর সাধারণত এ ধরনের বদনজরের আশ্রয় নেয়। অর্থাৎ জাদুকর বা কবিরাজকে টাকা দেওয়া হয়, আর সে টাকার বিনিময়ে কুনজর দেয়। হয়তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ের ওই লোকটা এরকম কিছু পারত, যে কারণে মক্কার কুরাইশরা তাকে ডেকে এনেছিল। (আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন)

এ পর্যায়ে আমরা হাদীস থেকে বদনজরের প্রামাণিকতা দেখবো।

## বদনজরের প্রামাণিকতা—হাদীসে রাসূল ﷺ থেকে

১। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে—

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا ،  
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” الْعَيْنُ حَقٌّ ”

“আবু হুরায়রা রা. আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বদনজর সত্য।” ৮১

২। মুসলিম এবং মুসনাদে আহমাদের হাদীস—

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ  
سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقْتُهُ الْعَيْنُ ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَأَغْسِلُوا

“আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বদনজর সত্য, ভাগ্যের চেয়েও আগে বেড়ে যায় এমন কিছু যদি থাকত তাহলে অবশ্যই সেটা হতো বদনজর। যদি তোমাদের বদনজরের জন্য গোসল করতে বলা হয় তবে গোসল করো।”

৮২

৩। আব্দুর রহমান বিন জাবির রা. থেকে বর্ণিত,

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
، قَالَ : ” جُلُّ مَنْ يَمُوتُ مِنْ أُمَّتِي بَعْدَ قَضَاءِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ ، وَقَدَرِهِ بِالْأَنْفُسِ ”  
.. يَغْنِي بِالْعَيْنِ

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর ফায়সালা ও তাকদীরের পর আমার উম্মতের সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হবে বদনজরের কারণে।” ৮০

#### ৪। এই বিষয়ে আরেকটি হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ

“আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা বদনজর থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও। কেননা বদনজর সত্য।” ৮৪

#### ৫। অন্য আরেকটি হাদীস রয়েছে মুসনাদে শিহাব। হাদীসটির সনদ হাসান।

عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” إِنَّ الْعَيْنَ لَتَدْخُلُ الرَّجُلَ الْقَبْرَ ، وَتَدْخُلُ الْجَمَلَ الْقِدْرَ

“জাবির রা. এবং আবু যর গিফারি রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বদনজর মানুষকে কবর পর্যন্ত আর উটকে রান্নার পাতিল পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।” ৮৫

#### ৬। মুসনাদে আহমাদের একটি হাদীস এরকম—

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : ” الْعَيْنُ حَقٌّ نَسْتَنْزِلُ الْحَالِقَ

“আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বদনজর মানুষকে উঁচু থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়।” ৮৬

#### ৭। জিন এবং মানুষ উভয়ের দ্বারাই বদনজর লাগতে পারে।

যেমন এই হাদীসে বলা হচ্ছে—


عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتْ الْمُعَوِّذَتَانِ فَلَمَّا نَزَلْنَا أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا

“আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বে জিনের বদনজর এবং মানুষের বদনজর থেকে আশ্রয় চেয়ে দুআ করতেন। এক সময় মুআওউজাতাইন

[৮০] মুসনাদে আবু দাউদ জুয়ালিসী : ১৮৫৮, সনদ হাসান

[৮৪] ইবনু মাজাহ : ৩৫০৮

[৮৫] মুসনাদে শিহাব : ৯১০

[৮৬] মুসনাদে আহমাদ : ২৪৭৩, মুসতাদরায়ে হ  আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন  
www.boimate.com

(সূরা ফালাক এবং সূরা নাস) নাজিল হলো। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলোকে গ্রহণ করলেন এবং অন্য সবকিছু বাদ দিলেন।” ৮৭

উল্লেখ্য, আমাদের দেশে জিনের নজর লাগার বিষয়টি ‘বাতাসলাগা’ বলে প্রসিদ্ধ।

## ৮। আরেকটি হাদীস—

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ فَقَالَ اسْتَرْقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ

“উম্মু সালামা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে এক বালিকাকে দেখলেন, যার চেহারায় জিনের বদনজরের চিহ্ন ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই মেয়ের জন্য রুকইয়াহ (বাড়ফুক) করো। কারণ, তার বদনজর লেগেছে।” ৮৮

## ৯। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ের আরেকটি ঘটনা—

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ ، يَقُولُ : اغْتَسَلَ أَبِي سَهْلٍ بْنُ حُنَيْفٍ بِالْخَرَّارِ فَتَزَعَّ جُبَّةً كَانَتْ عَلَيْهِ وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ يَنْظُرُ ، قَالَ : وَكَانَ سَهْلٌ رَجُلًا أَبْيَضَ حَسَنَ الْجِلْدِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ : مَا رَأَيْتُكَ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ عَذْرَاءَ ، قَالَ : فَوَعِكَ سَهْلٌ مَكَانَهُ وَاشْتَدَّ وَغْكُهُ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَ أَنَّ سَهْلًا وَعِكَ ، وَأَنَّهُ غَيْرُ رَائِحٍ مَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ سَهْلٌ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِ عَامِرٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ؟ أَلَا بَرَكْتَ إِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ تَوَضَّأَ لَهُ “ ، فَتَوَضَّأَ لَهُ عَامِرٌ ، فَرَأَى سَهْلٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ

“সাহল ইবনু হুনাইফ রা. কোথাও গোসলের জন্য জামা খুলেছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুশ্রী এবং ফর্সা অবয়বের অধিকারী ছিলেন। বদরী সাহাবী আমির ইবনু রবীআ রা. তাঁকে দেখতে পেয়ে বললেন, এত সুন্দর কাউকে আমি জীবনে কখনো দেখি নি; এমনকি কুমারীর চামড়াও তো এর সঙ্গে তুলনীয় নয়। আমির রা. কথাটা বলার পরপরই সাহল সেখানে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। তাঁর গায়ে জ্বর চলে আসল এবং তিনি জ্বরের প্রচণ্ডতায় হটফট করতে লাগলেন। অন্য সাহাবীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অবস্থা জানালেন। সংবাদ পেয়ে

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে আসলেন। সাহল রা.-কে হঠাৎ করে এমনটা হবার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি পুরো ঘটনা খুলে বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, ‘তোমরা কেন তোমাদের ভাইকে নজর দিয়ে হত্যা করছ? তুমি যখন তাকে দেখলে, তখন বরকতের দুআ করলে না কেন? নিশ্চয় বদনজর সত্য।’ (অর্থাৎ দুআ করলে আর নজর লাগতো না) এরপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমির ইবনু রবীআ রা.-কে বললেন, তার জন্য ওয়ু করো। অনন্তর তিনি ওয়ু করলেন। তারপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে ওয়ুর পানি সাহল রা.-এর গায়ে ঢেলে দিলেন। তখন আল্লাহর রহমতে তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন।” ৮৯

এই ঘটনা থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। আমরা বুঝতে পারি, কারও দ্বারা নজর লেগেছে—এর মানেই সে ব্যক্তিটি খারাপ নয়; বরং ভালো মানুষেরও নজর লাগতে পারে। এখানে আমির ইবনু রবীআ রা. তো বদরী সাহাবী; আল্লাহ তাআলা যাদের সব পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। এরকম মানুষের দ্বারাই যখন নজর লেগেছে তখন অন্যদের থেকে তো লাগতেই পারে।

১০। অনেকের খুব দ্রুত নজর লেগে যায়। এ ব্যাপারেও হাদীস রয়েছে—

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : ” رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَلِ حَزْمٍ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ ، وَقَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ غَمَيْسٍ : ” مَا لِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً تُصِيبُهُمُ الْحَاجَةُ ؟ ، قَالَتْ : لَا ، وَلَكِنَّ الْعَيْنُ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ ، قَالَ : ” اَرْقِيهِمْ ” ، قَالَتْ : فَقَرَضْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ” اَرْقِيهِمْ ”

“জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রা.থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাযম পরিবারকে সাপে কাটার জন্য রুকইয়াহ করার অনুমতি দেন। আর আসমা বিনত উমায়স রা.-কে বললেন, কী ব্যাপার, আমি যে আমার ভাই জাফর (ইবনু আবি তালিব) রা.-এর সন্তানদের রুগ্ন-দুর্বল দেখতে পাচ্ছি! তারা কি কোনো সমস্যায় ভুগছে? আসমা রা. বললেন, না, বরং তাদের দ্রুত নজর লেগে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তাদের জন্য রুকইয়াহ করো। তিনি বললেন, তখন আমি তাঁকে (দুআটি) শোনালাম। তিনি বললেন, (ঠিক আছে) তুমি তাদের রুকইয়াহ করো।” ৯০

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে এমন অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়,

যা প্রমাণ করে—বদনজর সত্য এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সব মিলিয়ে আশা করছি, বদনজরের প্রতি বিশ্বাসে পাঠকের মনে আর কোনো অস্পষ্টতা নেই। এটা যদিও কোনো মৌলিক আকীদার বিষয় নয়; কিন্তু কুরআন-হাদীস এবং ইজমা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত একটা বিষয় অস্বীকার করলে ঈমান যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে—তা তো নিশ্চিত।

## আকাবির এবং আসলাফের মূল্যায়ন

আমরা ইতিমধ্যে বদনজরের বাস্তবতা নিয়ে কুরআন, হাদীস এবং তাফসীর গ্রন্থ থেকে আলোচনা করেছি। এবার আমরা সালাফে সালাহীনের দৃষ্টিতে এর মূল্যায়ন জানব।

১. ইবনু কাসীর রহ. বলেন, বদনজরের প্রতিক্রিয়া সত্য, যা আল্লাহর নির্দেশেই হয়ে থাকে।<sup>১১</sup>

২. হাফিজ ইবনু হাজার রহ. বদনজরের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, ‘বদনজর হলো কোনো উত্তম বস্তুর প্রতি কোনো খারাপ লোকের হিংসাত্মক দৃষ্টিপাত, যার কারণে উক্ত বস্তুর ক্ষতি হয়।’<sup>১২</sup>

তবে এটা নজরের সামগ্রিক ছবি নয়; আংশিক মাত্র। হিংসার জন্য যেমন নজর লাগে, তেমনই অতিমাত্রায় মুক্ততার জন্যও লাগে। যেমনটা সাহল ইবনু হুনাইফ রা.-এর ঘটনায় একটু আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেছেন, কিছু লোক অজ্ঞতার কারণে বদনজরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে থাকে। যুগে যুগে জ্ঞানী ব্যক্তিদের মাঝে যদিও—বা নজর লাগার কারণ, পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে মতপার্থক্য আছে, তবে কেউই একে অস্বীকার করে নি।

যাদুল মা’আদ গ্রন্থে হাফিজ ইবনুল কায়্যিম রহ. এ বিষয়ে বেশ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, যেখান থেকে কিছু পয়েন্ট উল্লেখ করা যায়। তাঁর মতে—

- ‘আল্লাহ মানুষের শরীরে এবং আত্মায় বিভিন্ন প্রকার ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। বদনজরের ব্যাপারটা মূলত আত্মিক। কোনো কিছুর প্রতি মুক্ততা অথবা হিংসা থেকে এটা অন্তরে সৃষ্টি হয়ে চোখের মাধ্যমে প্রভাব ফেলে। এখানে চোখের শক্তি নেই। এজন্য অন্ধ ব্যক্তির বদনজরও লাগতে পারে।’

[১১] তাফসীরে ইবনু কাসীর : ৪/৪১০

[১২] ফাতহুল বারী : ১০/২০০

- বদনজর কখনো যোগাযোগের মাধ্যমে, কখনো সরাসরি দৃষ্টিপাতে, কখনো বদ দুআ বা তাবীজের মাধ্যমে, আবার কখনো ধ্যানের মাধ্যমেও হয়ে থাকে।
- কখনো মানুষের নিজের নজর নিজেরই লাগে।
- নজর ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যেকোনো ভাবে লাগতে পারে।<sup>৯৩</sup>

বদনজর কখনো রোগের কারণ হয়, আবার কখনো সরাসরি ক্ষতি করে। নজর লেগে কারও জ্বর চলে আসতে পারে, ডায়রিয়া হতে পারে (নজর লেগে পেট খারাপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার) আবার নজর কখনো হৃদরোগের কারণও হতে পারে। একের পর এক অসুখ লেগেই থাকা, অথবা অনেক ওষুধ খেয়েও কোনোই উপকার না পাওয়া, কিংবা যে কাজেই হাত দেওয়া হয় সেটাতেই লোকসান হওয়া—এসব সাধারণত বদনজরের কারণে হয়। নজর লেগে ফসল কিংবা গাছের ফলও নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৪. মুফতী শফী রহ. সূরা ইউসুফ: ৬৭ এবং ৬৮ নং আয়াত প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং সেই আলোচনার উপসংহারে বলেছেন—

‘আলোচ্য আয়াত দুটি থেকে কয়েকটি মাসআলা ও বিধান জানা যায়:

- (১) বদনজর লাগার বিষয়টি সত্য। সুতরাং ক্ষতিকর খাদ্য ও কাজকর্ম থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টার মতো নজর থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা-তদবীর করাও একইভাবে বৈধ।
- (২) মানুষের হিংসা থেকে আত্মরক্ষার জন্য গুণ বা নিয়ামত গোপন রাখা জাযিয়।
- (৩) ক্ষতিকর কিছুর প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাহ্যিক চেষ্টা করা তাওয়াক্কুল কিংবা নবীদের মর্যাদার পরিপন্থী নয়।
- (৫) যদি কেউ কারও সম্পর্কে আশঙ্কা পোষণ করে যে, সে দুঃখ-কষ্টে পতিত হবে, তবে তাকে অবহিত করা এবং আত্মরক্ষার সম্ভাব্য উপায় বলে দেওয়া উত্তম, যেমনটা ইয়াকুব আ. করেছিলেন।
- (৫) যদি কারও কোনো গুণ অথবা নিয়ামত নিজের দৃষ্টিতে বিস্ময়কর ঠেকে এবং নজর লেগে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে তা দেখে বারাকাল্লাহ অথবা মাশা-আল্লাহ বলা উচিত। যাতে অন্যের কোনো ক্ষতি না হয়।
- (৬) বদনজর থেকে রক্ষার জন্য সম্ভাব্য তদবীর করা জাযিয়; যার মধ্যে দুআ-ঝাড়ফুক ইত্যাদি দ্বারা প্রতিকার করা অন্যতম। যেমন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম



জাফর ইবনু আবি তালিব রা.-এর সন্তানদের জন্য বাড়িফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

(৭) একজন মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে, প্রত্যেক কাজে আসল ভরসা আল্লাহর ওপর রাখা। কিন্তু বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক উপায়েদিকেও উপেক্ষা না করা; বরং সাধ্য অনুযায়ী বৈধ উপায়-উপকরণ অবলম্বন করতে ক্রটি না করা। ইয়াকুব আ. তা-ই করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও তাই শিক্ষা দিয়েছেন।<sup>৯৪</sup>

## একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় : নজর কখন লাগে এবং কখন লাগে না

কুদৃষ্টির উদাহরণ সেই বিষাক্ত তীরের মতো, যা একসাথে অনেকগুলো ছোড়া হয়; কিন্তু লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে তার অধিকাংশই ব্যর্থ হয়। হিংসুকদের প্রতিটি দৃষ্টি, প্রতিটি ঈর্ষাকাতর চাহনি কিংবা অতিমাত্রার মুগ্ধতা, যেখানে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় না—এসবই বদনজরের উৎস। তবে কেউ মাসনূন দুআ-যিকির ইত্যাদির মাধ্যমে নিজের সুরক্ষার ব্যবস্থা করলে এসবে সহজে আক্রান্ত হয় না।

তবে সাধারণত নজর লাগে বিরল এবং অপ্রসিদ্ধ বস্তুতে। উদাহরণস্বরূপ: কেউ একজন ভালো কণ্ঠের জন্য বিখ্যাত, এই অবস্থায় তার কণ্ঠে নজর লাগবে না—এটাই স্বাভাবিক। কোনো এলাকায় সবারই ২-৪ তলা বাড়ি, এখানে কেউ ৫ তলা করলে তা স্বাভাবিক ব্যাপার; এখানে নজর লাগার কথা নয়। কিন্তু আপনি এমন এলাকায় গিয়ে বিলাসবহুল ৩ তলা বাড়ি বানালেন, যেখানে ভালো কোনো একতলা বাড়িই দুর্লভ। খুবই সম্ভাবনা আছে, আপনার বাড়িতে নজর লাগবে, সেখানে আপনি শান্তিতে ঘুমাতে পারবেন না, আর পরিবারে ঝগড়া লেগেই থাকবে।

## বদনজর কীভাবে আমাদের ক্ষতি করে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার বদনজরের সাথে ভাগ্যের তুলনা করেছেন। যেমন: ‘আল্লাহর ফায়সালা এবং ভাগ্যের পরে আমার উম্মাত সবচেয়ে বেশি মারা যাবে বদনজরের কারণে।’<sup>৯৫</sup> অথবা ‘ভাগ্যের চেয়েও আগে বেড়ে যায় এমন কিছু যদি থাকে

[৯৪] মাআরিফুল কুরআন : ৫/৯৫-১০০ (সংক্ষিপ্ত সংস্করণে ৬৮০পৃ.)

[৯৫] মুসনাদে আবু দাউদ তয়ালিসী : ১৮৫৮

তবে তা হলো বদনজর।”<sup>৯৬</sup>

তাই আমরা বলতে পারি, নজরের ব্যাপারটা কিছুটা ভাগ্যের মতোই। অর্থাৎ ভাগ্য যেমন রোগ-ব্যাধি থেকে শুরু করে মৃত্যুর কারণ হয়, তেমনি নজর প্রথমে হয়তো মারাত্মক কোনো উপসর্গের কারণ হয়, তারপর সেখান থেকে প্রাণঘাতী জটিল কোনো রোগ হয়, আর তারপর কবর। এছাড়াও নজরের কারণে মানুষ ডিপ্রেসনে ভোগে, যার ফলে কেউ কেউ আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে পারে।

কীভাবে ‘বদনজর উটকে ডেকচিতে, আর মানুষকে কবরে পৌঁছে দেয়’—আশা করছি, তা এখন অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে।

## বদনজর থেকে বাঁচার উপায়

- ১। কথার মাঝে আল্লাহর যিকির করা (এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা একটু পর আসছে)
- ২। মেয়ে হলে অবশ্যই শরীয়তের বিধান অনুযায়ী পর্দা করা।
- ৩। হাদীসে বর্ণিত সকাল সন্ধ্যার দুআগুলো পড়া, বিশেষত:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

বিসমিল্লা-হিল্লাযি লা-ইয়াদুররু মা‘আসমিহি শাইউং ফিলআরদি ওয়ালা-ফিসসামা-ই, ওয়াহওয়াস সামি‘উল ‘আলিম।

সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার করে পড়া।<sup>৯৭</sup>

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

আ‘উযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্তা-ম্মা-তি, মিৎ-শাররি মা-খলাক।

সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার করে পড়া।<sup>৯৮</sup>

• সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস: প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার করে পড়া।<sup>৯৯</sup>

৪। আর বাচ্চাদের সুরক্ষার জন্য কর্তব্য হচ্ছে, মাঝেমাঝেই সূরা ফালাক, নাস পড়ে বাচ্চাদের গায়ে ফুঁ দেওয়া, যেমনটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও করেছেন।

[৯৬] মুসলিম : ৪০৬৫

[৯৭] তিরমিযী : ৩৩৩৫

[৯৮] তিরমিযী : ৩৫৫৯

[৯৯] তিরমিযী : ৩৫৭৫

৫। নজর থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার একটা দুআ আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা পড়ে হাসান এবং হুসাইন রা.-কে ফুঁ দিয়ে দিতেন। আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই একই দুআ মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহিম আ. নিজের ছেলেদের (অর্থাৎ ইসমাইল এবং ইসহাক আ.) জন্য পড়তেন। দুআটি হচ্ছে—

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ غَيْنٍ لَآمَةٍ

উচ্চারণ: আউযু বিকালিমা-তিল্লা-হিতা-স্মাহ। মিং কুল্লি শাইত্বা-নিন- ওয়াহা-স্মাহ। ওয়ামিং কুল্লি আইনিন লা-স্মাহ।<sup>১০০</sup>

এই দুআ সকাল-সন্ধ্যায় কয়েকবার পড়ে বাচ্চাদের ফুঁ দিয়ে দেবেন, নিজের জন্যও পড়বেন। ইনশাআল্লাহ বদনজর থেকে বাঁচতে তাবীজ-কবচ অথবা নজর টিপের দরকার হবেনা। আল্লাহই হেফাজত করবেন।

দ্রষ্টব্য: অন্যের জন্য পড়লে أَعِيذُكَ (আউযু) এর জায়গায় أُعِيذُكَ (উইয়ীযু) বলা ভালো, দু’জনের ক্ষেত্রে أَعِيذُكُمَا আর অনেকজনের জন্য পড়লে أَعِيذُكُمْ বলা ভালো। তবে সাধারণভাবে ‘আউযুবিকালিমাতিল্লাহ...’ বললেও সমস্যা নেই, এক্ষেত্রে নিয়ত করে নিতে হবে, কার জন্য পড়ছেন।

৬। ফেসবুক বা এরকম সোশ্যাল মিডিয়ায় অনর্থক শো-অফ না করা। অহেতুক ছবি বা ঘটনা পোস্ট দিয়ে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ছবি মানুষকে দেখিয়ে না বেড়ানো।

৭। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিজের প্রয়োজন পূরণ হওয়ার ক্ষেত্রে ‘সেটা গোপন এবং লুকায়িত রাখার’ মাধ্যমে সাহায্য লাভ করো। কেননা, প্রতিটা নিয়ামত লাভকারী হিংসার স্বীকার হয়ে থাকে।<sup>১০১</sup>

মূলত এটা সফলতার একটা গোপন চাবিকাঠি। নিয়ামত গোপন রাখার মানে হলো, অন্যের সামনে অহেতুক নিজের বাগিজ্যের সম্পদের প্রশংসা না করা, সম্ভানের প্রশংসা না করা, মেয়েরা নিজ স্বামীর প্রশংসা অন্যদের সামনে না করা, ছেলেরা নিজ স্ত্রীর প্রশংসা অন্যদের সামনে না করা। নিজের প্রজেক্ট বা ব্যবসার গোপন আলোচনা অন্যদের সামনে প্রকাশ না করা। অনেকে অহেতুক অন্যদের সামনে গল্প করেন, দৈনিক এত এত বিক্রি হচ্ছে, অমুক চালানে এত টাকা লাভ হলো। এমন আলোচনাও নজরের উৎস হতে পারে।

আমি একজন বোনের রুকইয়াহ করেছিলাম, যে তার বান্ধবীদের সামনে নিজের স্বামীর অনেক প্রশংসা করত। ইত্যবসরে তার একজন বান্ধবীর ডিভোর্স হয়ে যায়, এরপর এই হিংসুক বান্ধবী তাকে এবং তার স্বামীকে জাদু করে, যেন তাদের সংসার ভেঙ্গে যায় এবং তার স্বামীকে উক্ত বান্ধবী বিয়ে করতে পারে। আল্লাহ হেফাজত করুন।

মোদাকথা, অহেতুক অন্যের সামনে নিজের কোনো নিয়ামতের আলোচনা না করাই উত্তম। প্রসঙ্গক্রমে করলেও কথার মাঝে যিকর করতে হবে। যেমন: ‘আলহামদুলিল্লাহ, এ বছর ব্যবসায় কোনো লস যায়নি’, ‘আল্লাহর রহমতে আমার ছেলে বেশ ভালো রেজাল্ট করেছে’, ‘মা-শা-আল্লাহ! ভাবি, আপনি তো অনেক ভালো পিঠা বানান!’ ইত্যাদি। আর অন্য কেউ যদি আপনার কিছু প্রশংসা করে, তাহলে তিনি যিকর না করলে আপনার উচিত হবে যিকর করা। উদাহরণস্বরূপ: কেউ বলল, আপনার ছেলেটা তো অনেক কিউট!’ আপনি বলুন, ‘আলহামদুলিল্লাহ!’

আর অধিক পরিমাণে সালামের প্রচলন করুন, ইনশাআল্লাহ হিংসা দূর হয়ে যাবে।

সর্বোপরি আল্লাহর কাছে দুআ করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা বদনজর থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও। কেননা বদনজর সত্য।’<sup>১০২</sup>

## বদনজর আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ

১. শরীরে জ্বর থাকা, কিন্তু থার্মোমিটারে না ওঠা। এ ধরনের অন্য কোনো অসুখ থাকা, কিন্তু মেডিকেল টেস্টে ধরা না পড়া।
২. একের পর এক রকমারি সব অসুখ লেগে থাকা। একটা অসুখ ভালো হতে না হতেই আরেকটা শুরু হওয়া।
৩. সাধারণ রোগব্যাধি (সর্দিকাশি, জ্বর, ডায়রিয়া ইত্যাদি) দেখা দিয়ে দীর্ঘদিন চিকিৎসা করেও তা ভালো না হওয়া, ওষুধ কাজ না করা।
৪. পড়াশোনা বা কাজে মন না বসা। নামায-যিকরে আগ্রহ হারিয়ে ফেলা। কিছুতেই মনোযোগ দিতে না পারা।

৫. প্রায়শই শরীর দুর্বল থাকা। বমি বমি ভাব লাগা।

৬. সবসময় ঘুমঘুম ভাব, সারাদিন হাই ওঠা।

৭. চেহারা মলিন, ফ্যাকাসে বা হলুদ হয়ে যাওয়া। চেহারায় লাল ছোপ-ছোপ দাগ হয়ে থাকা।

৮. ক্ষুধামন্দা, খাবারে রুচি না পাওয়া।

৯. অহেতুক মেজাজ বিগড়ে থাকা।

১০. বুক ধড়ফড় করা, দম বন্ধ বা অস্বস্তি লাগা।

১১. কাঁধ ভারি হয়ে থাকা। অহেতুক মাথা ঝিম ধরে থাকা।

১২. পেটে প্রচুর গ্যাস হওয়া। এজন্য ওষুধ খেয়ে তেমন ফায়দা না হওয়া।

১৩. অতিরিক্ত চুল পড়া। এজন্য ওষুধ বা শ্যাম্পু ব্যবহারে তেমন ফায়দা না হওয়া।

১৪. হাত-পায়ে মাঝেমাঝেই ব্যথা করা। কিংবা পুরো শরীরে ব্যথা দৌড়ে বেড়ানো।

১৫. শরীরের বিভিন্ন জায়গার গোশতে গুটলির মতো অনুভব করা।

১৬. কোনো কারণ ছাড়াই কান্না আসা।

১৭. আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুদের সাথে দেখা করতে ভালো না লাগা।

১৮. ব্যবসা, চাকুরী, আয়-রোজগারে ঝামেলা লেগে থাকা। কোনোভাবেই উন্নতি না হওয়া।

১৯. যে কাজে ভাল দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা রয়েছে, সেটা করতে গেলেই ঝামেলা বাধা, কিংবা অসুস্থ হয়ে যাওয়া।

২০. স্বপ্নের মাঝে বোরখা পরা কাউকে দেখা, যার শুধু চোখ খোলা থাকে কিংবা লাল চোখওয়ালা মানুষ দেখা।

২১. স্বপ্নে মরা মানুষ দেখা, অথবা নিজেকে মৃত অবস্থায় দেখা।

কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয়:

১. উল্লিখিত বিষয়গুলো এমন না যে, শুধু বদনজরের কারণেই এসব হয়। অন্য কারণেও হতে পারে। যেমন এর কয়েকটা ‘জিন-আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণের’ মাঝেও পাওয়া যাবে। এ ক্ষেত্রে রোগীর অবস্থা বা অন্যান্য সমস্যা হতে হবে সমস্যা কোথায়।

২. এই লক্ষণগুলোর মাঝে সবগুলোই মিলতে হবে, এমন না। যদি অল্প কয়েকটা মিলে তবে কম, আর যদি অনেকগুলো মিলে যায়, তাহলে বুঝে নিতে হবে যে নজরের সমস্যা অনেক বেশি আছে। আর স্বপ্নের বিষয়গুলো যদি মাঝেমধ্যেই দেখা যায় তাহলে বদনজরের সমস্যা আছে বলে ধরে নেওয়া যাবে। অন্যথায় আউয়ুবিল্লাহ পড়ুন এবং এই চিন্তা বাদ দিন।

৩. কারও যদি বদনজরের অল্প কিছু লক্ষণ মিলে যায়, আর পাশাপাশি জিন-আক্রান্ত হওয়ার কিছু লক্ষণও মিলে যায় তাহলে সম্ভবত তার ওপর জিনের নজর লেগেছে। এটাকে আমাদের দেশে ‘বাতাসলাগা’ বলে। এই জিনের নজরের ক্ষেত্রে আরও কিছু সমস্যা হয়, যেমন: বাচ্চাদের অহেতুক খুব ভয় পাওয়া, অস্বাভাবিক কান্নাকাটি করা, বড়দের ক্ষেত্রে এমনটা মনে হওয়া যে, ‘আশেপাশে কেউ আছে’ কিংবা ঘরে কেউ না থাকা সত্ত্বেও ছায়া চলাচল করতে দেখা রাতে ঠিক মতো ঘুম না হওয়া, ওয়াসওয়াসা বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি। তো যাই হোক, এজন্য লাগাতার কিছু দিন বদনজরের রুকইয়াহ করলেই সুস্থ হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ। আর বদনজরের সমস্যা সাধারণত লক্ষণ শুনেই বুঝা যায়, এরপরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য চাইলে রুকইয়াহ করে দেখতে পারেন।

## বদ নজর আক্রান্ত হলে রুকইয়াহ যেসব প্রতিপ্রিয়া হতে পারে...

বদনজর আক্রান্ত ব্যক্তির ওপর রুকইয়াহ করলে অথবা রুকইয়ার অডিও শুনলে বিভিন্ন প্রভাব দেখা যায়, যেমন: প্রচুর ঘুম আসা বা ক্লান্তি লাগা, বারবার হাই ওঠা, হাত-পা শিরশির করা, শরীর চুলকানো বা ঘেমে যাওয়া, রুকইয়ার পর প্রশ্রাব হলুদ হওয়া ইত্যাদি। এর সবগুলোই হবে এরকম না, কিছু কিছু মিলতে পারে। বিশেষত রুকইয়ার সময় প্রচুর ঘুম আসা আর পরে প্রশ্রাব হলুদ হওয়া—এগুলো সাধারণত বদনজর আক্রান্ত হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, বদনজর, জিন, জাদু এসবে আক্রান্ত হওয়ার আগেই যদি প্রতিরোধ করা যায় তাহলে সবচেয়ে ভালো। প্রতিকারের চেয়ে যে প্রতিরোধ উত্তম, তা তো আমরা সবাই জানি। তাই না?

# বদনজরের চিকিৎসা

জিন বা জাদুর মতো নজরের চিকিৎসায় বিশেষ কোনো ঝামেলা নাই। এটা বেশ সহজ এবং নিজে নিজেই করা যায়, আর সুস্থ হতেও আলহামদুলিল্লাহ বেশি দিন লাগে না।

এবার তাহলে বদনজরের চিকিৎসা জেনে নেওয়া যাক।

## প্রথম পদ্ধতি:

যদি জানা যায়, কার নজর লেগেছে তাহলে সাহল ইবনু হুনাইফ রা.-এর হাদীস অনুসরণ করলেই যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ যার নজর লেগেছে তাকে ওয়ু করতে হবে এবং ওয়ুর পানি একটা পাত্রে জমা করতে হবে, এরপর পানিটুকু আক্রান্ত ব্যক্তির গায়ে ঢেলে দিতে হবে। তাহলেই নজর কেটে যাবে ইনশাআল্লাহ।

এই পদ্ধতি সাধারণত একবার অনুসরণ করলেই বদনজরের প্রভাব দূর হয়ে যায়। তবে প্রয়োজনে ২-৩ দিন করা যেতে পারে। আর লক্ষ্য কবার বিষয় হচ্ছে, অনেকের ক্ষেত্রে এই ওয়ুর পানি গায়ে ঢালার পর প্রচণ্ড পায়খানাবা প্রস্রাবের বেগ আসে, সেটা হয়ে গেলে এরপর সুস্থ হয়ে যায়।

প্রশ্ন হচ্ছে, কুলির পানিও কি জমা করতে হবে?

উত্তর হচ্ছে, যদিও এক বর্ণনায় কুলির পানির কথাও রয়েছে, তবে না নিলেও সমস্যা নেই। সাধারণত এক জনের হাত-মুখ ধোয়া পানি নিয়ে অপরজন হাত-মুখ ধুয়ে ফেললেই বদনজর নষ্ট হয়ে যায়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, যদি নিজের নজর নিজেরই লাগে?

উত্তর হলো, তাহলে নিজেই ওয়ু করতে হবে এবং পানিগুলো একটা পাত্রে জমা করতে হবে, এরপর সেটা নিজের গায়ে ঢালতে হবে। এছাড়া নিচে বলা চতুর্থ পদ্ধতি অনুসরণ করলেও ইনশাআল্লাহ নিজের বদনজর দূর হয়ে যাবে।

## দ্বিতীয় পদ্ধতি:

রোগীর মাথায় হাত রেখে নিম্নলিখিত দুআ এবং সূরাগুলো পড়বেন। মাঝেমাঝে রোগীর গায়ে ফুঁ দেবেন, এভাবে কয়েকবার করবেন। নিজের সমস্যা থাকলে পড়ার পর হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে পুরা শরীরে হাত বুলিয়ে নেবেন।

১.

أَعِزُّكُمْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

উচ্চারণ: উ‘ইয়ুকুম বিকালিমা-তিল্লা-হিত্তা-ন্মাতি মিন কুল্লি শাইত-নিন- ওয়াহা-ন্মাহ।

ওয়ামিন কুল্লি আঈ’নিন লা-ন্মাহ।<sup>১০৩</sup>

২.

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ  
حَاسِدٍ ، اللَّهُ يَشْفِيكَ ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ

উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হি আরকিক। মিন কুল্লি শাইয়িই ইউ’যিক। মিন শাররি কুল্লি নাফসিন আও

‘আইনি হাসিদ। আল্লা-হ ইয়াশফিক। বিসমিল্লা-হি আরকিক।<sup>১০৪</sup>

৩.

بِاسْمِ اللَّهِ يُبْرِيكَ ، وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ،  
وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ

উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হি ইউবরিক। ওয়ামিন কুল্লি দা-ইন ইয়াশফিক। ওয়ামিন শাররি হাসিদিন

ইয়া- হাসাদ। ওয়া শাররি কুল্লি যি ‘আইন।<sup>১০৫</sup>

৪.

رَبِّ النَّاسِ أَذْهَبِ الْبَاسَ إِشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً  
لَا يُعَادِرُ سَقَمًا

উচ্চারণ: রাব্বান না-স আযহিবিল বা’স। ইশফি ওয়াআনতাশ শা-ফি। লা-শিফাআ ইল্লা-

শিফাউকা, শিফাআন লা-ইউগা-দিরু সাকামা-।<sup>১০৬</sup>

[১০৩] বুখারী : ৩১৯১

[১০৪] মুসলিম, তিরমিযী

[১০৫] মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ

[১০৬] বুখারী, মুসলিম, বাইহাকী



৫. এরপর সূরা ফাতিহা এবং সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস ৩ বার করে পড়বেন। চাইলে সূরা ফালাক, নাস কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করতে পারেন।<sup>১০৭</sup>

৬. আবশ্যিক নয়, তবে চাইলে এর সাথে আরও কিছু আয়াত পড়তে পারেন, যেমন:

১. أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴿النساء ৫২﴾

২. وَقَالَ يَبْنَئِي لَا تَدْخُلُوا مِنِّي بَابٍ وَاحِدٍ وَاذْخُلُوا مِنِّي أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿يوسف ৬৮﴾

৩. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِنَّ تَرَنِّ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿الكهف ৩৭﴾

৪. الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَنَوَاتٍ طِبَاقًا ۚ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ ۚ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۚ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿৩﴾ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿الملك ২﴾

৫. وَإِنْ يَكَاذُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَزْئِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَأَعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَجَنُونٌ ﴿৫১﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿القلم ৫২﴾

সমস্যা বেশি হলে উল্লিখিত পদ্ধতিতে রুকইয়াহ করা শেষে এগুলো আরেকবার পড়ে পানিতে ফুঁ দেবেন। এই পানি সকাল-বিকালে খাবেন এবং গোসলের পানিতে মিশিয়ে গোসল করবেন। সমস্যা ভালো হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন এই দুটি কাজ করবেন। ইনশাআল্লাহ কিছুদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে যাবেন।

আপনি বদনজর আক্রান্ত কারও কারও ওপর রুকইয়াহ করতে চাইলে এই পদ্ধতিটা অনুসরণ করতে পারেন। অনুরূপভাবে ছোট বাচ্চাদের বিবিধ সমস্যা বা রোগবালাইয়ের জন্য রুকইয়াহ করলেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়।

## তৃতীয় পদ্ধতি:

যদি কোনো গাছ, খামার, দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অথবা বাড়িতে নজর লাগে তাহলে প্রথমে এগুলোর মালিক নিজের জন্য বদনজরের রুকইয়াহ করবেন। আর এসব সম্পত্তির জন্য রুকইয়াহ করতে চাইলে ওপরে বলা দুআ - কালামগুলো পড়ে পানিতে ফুঁ দেবেন, এরপর ওই পানিটুকু গাছে, ঘরে অথবা দোকানে ছিটিয়ে দেবেন। গৃহপালিত পশুপাখির ওপর নজর লাগলে তাদের মাথায় হাত রেখে এসব পড়বেন, কিংবা কোনো খাদ্যের ওপর এসব পড়ে ফুঁ দিয়ে খাইয়ে দেবেন।

তাহলে বদনজর দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। প্রয়োজনে এভাবে পরপর কয়েকদিন রুকইয়াহ করবেন।

## চতুর্থ পদ্ধতি:

যদি না জানা যায় আপনার ওপর কার নজর লেগেছে, অথবা সমস্যা যদি দীর্ঘদিনের হয়, কিংবা যদি অনেকজনের নজর লাগে তাহলে এই চতুর্থ পদ্ধতিটা অনুসরণ করা উচিত।

রুকইয়ার নিয়ম হচ্ছে—

১. সমস্যা ভালো হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন রুকইয়াহ শারইয়্যাহর আয়াতগুলো তিলাওয়াত করুন অথবা তিলাওয়াত শুনুন।
২. সম্ভব হলে প্রতিদিন আর নইলে অন্তত একদিন পরপর রুকইয়ার গোসল করবেন।

### অডিও প্রসঙ্গে:

তিলাওয়াতের বিকল্প হিসেবে অডিও শুনলে প্রতিদিন অন্তত ৪৫ মিনিট অথবা এর বেশি সময় রুকইয়াহ শোনা উচিত। এ ক্ষেত্রে বদনজর ‘Evil Eye’ অথবা ‘Eye Hasad’ রুকইয়াহটি শুনুন। শাইখ লুহাইদানের রুকইয়াহও শুনতে পারেন। অথবা নিজে নজরের রুকইয়ার আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে রেকর্ড করুন এবং সেটা প্রতিদিন শুনুন। জিনের বদনজরের সমস্যা প্রকট হলে এর সাথে অতিরিক্ত “সূরা ইয়াসীন, সফফাত, দুখান, জিন” এর রুকইয়াহ শুনুন।

### রুকইয়ার গোসল:

এক বালতি পানি নিন, তারপর ওই পানিতে দুই হাত ডুবিয়ে পড়ুন—

কোনো দরুদ শরীফ ৭ বার, ফাতিহা ৭ বার, হাম্মাতুল কুরসী ৭ বার, সূরা কাফিরুন,

ইখলাস, ফালাক, নাস প্রত্যেকটা ৭ বার, শেষে আবার দরুদ শরীফ ৭ বার'। এসব পড়ার পর হাত উঠাবেন এবং এই পানি দিয়ে গোসল করবেন।

আর যদি সময় কম থাকে তাহলে ৭ বারের জায়গায় ৩ বার পড়ুন, অথবা শুরুতে ৭ বার দরুদ পড়া বাদ দিন। হাত ডুবিয়ে বসে থাকা সম্ভব না হলে এসব পড়ে বালতির পানিতে ফুঁ দিয়ে গোসল করে নিন। তবে বেশি পড়লে বেশি উপকার হবে, আর কম পড়লে কম।

### আরও কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয়:

- যদি টয়লেট আর গোসলখানা একসাথে হয় তাহলে অবশ্যই বালতি বাইরে এনে এসব দুআ এবং সূরা পড়বেন।

- এই পানি দিয়ে গোসল করার পর চাইলে অন্য পানি দিয়ে ইচ্ছেমত গোসল করতে পারেন। কিন্তু এর সাথে পানি মিশালে প্রভাব কমে যায়।

- যার সমস্যা সে যদি পড়তে না পারে তাহলে অন্যজন পানিতে হাত রেখে এসব পড়বে, এরপর রোগী শুধু গোসল করবে।

- মেয়েদের পিরিয়ডের সময় যদি অন্য কেউ পানিতে হাত রেখে আয়াতগুলো পড়ে দেয়, তবে গোসল করতে সমস্যা নেই।

- আবশ্যিক নয়, তবে উত্তম হচ্ছে, কিছুক্ষণ রুকইয়াহ শোনার পর গোসল করতে যাওয়া। মোটকথা, প্রতিদিন রুকইয়াহ শুনবেন এবং ওপরের নিয়ম অনুযায়ী রুকইয়ার গোসল করবেন। সমস্যা ভালো হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন কম হলেও ঘণ্টাখানেক রুকইয়াহ শোনা উচিত। সমস্যা অনুপাতে সুস্থ হতে ৩ থেকে ৭ দিন লাগতে পারে। তবে সমস্যা খুব বেশি মনে হলে পরপর ২১ দিন রুকইয়াহ করুন।

সমস্যা যদি একদম ভালো হয়ে যায়, তবে রুকইয়াহ শুনলে দেখবেন, আর বিশেষ কিছু অনুভূত হচ্ছে না, সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত মনে হচ্ছে। এর পাশাপাশি নজর আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণগুলোও চলে গেছে।

# বদনজর-সংক্রান্ত কিছু ঘটনা



বদনজর সংক্রান্ত ঘটনার অভাব নেই। এতো ঘটনার মধ্যে সেরাগুলো বাছাই করাও দুষ্টর। তবুও আমরা বদনজরের ভয়াবহতা এবং এর জন্য রুকইয়ার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে সংক্ষেপে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি—

## ১. বাচ্চাদের খাওয়া-দাওয়া, কান্নাকাটি এবং অন্যান্য

আমাদের রুকইয়াহ সাপোর্ট গ্রুপের একজন এডমিন নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিলেন। ঘটনাটি তার বয়ানেই শোনা যাক।

‘কিছুদিন আগে পরিবার নিয়ে এক জায়গায় ঘুরতে গিয়েছিলাম। যাওয়ার সময়ই শঙ্কায় ছিলাম, বাচ্চার ওপর আবার কারও নজর লেগে যায় কিনা। এই আশঙ্কা থেকে বারবার দুআ পড়ে বাচ্চাকে ফুঁ দিই। যথারীতি সেখানে গিয়ে বাচ্চার দৌড়াদৌড়ি, আর আধো-আধো কথাবার্তায় সবাই মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। আমি মনে মনে যিকির-আযকার করতে লাগলাম। তার পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে একসময় ক্লান্তও হয়ে গেলাম।

সেদিন বাসায় ফিরে তার আর খাওয়ার রুচি ছিল না। তবুও বাচ্চার মা জোর করে কিছু খাইয়ে দেয়। রাতে ঘুমের মধ্যে বাচ্চার অস্থিরতা দেখে আমি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ি। ফজরের পর বাচ্চা বুকের ওপর শুয়ে দুষ্টমি করতে করতে হঠাৎ বমি করে দেয়। দেখে বুঝলাম, রাতের খাবার কিছুই হজম হয়নি। সেদিন অফিসে যাওয়ার পর বাসা থেকে খবর এলো, বাচ্চার পেট ব্যথা, পাতলা পায়খানা করছে। তখন আমি মোটামুটি নিশ্চিত হলাম, কারও নজর লেগেছে। চিকিৎসা করা দরকার।

যেহেতু কার নজর লেগেছে—জানি না, তাই আমি বদনজরের রুকইয়ার দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করলাম। মাথায় হাত দিয়ে দুআ পড়লাম, তারপর গায়ে ফুঁ দিলাম। কিন্তু বিশেষ কোনো উন্নতি চোখে পড়ল না। তার পরের দিন সকালে হঠাৎ মনে হলো, আচ্ছা, আমাদের কারও নজর লেগেছে কিনা—সেটা দেখা যাক। বাচ্চার গোসলের আগে আমি ওয়ু করলাম, বাচ্চার মা’ও করল। তারপর সেই পানি বাচ্চার গায়ে ঢালা হলো। এরপর একঘণ্টাও পার হয়নি। বাচ্চার পেটে  **আমাদের সন্তান**  **আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন** [www.boimate.com](http://www.boimate.com) উঠল। টয়লেটে গেল। টয়লেটে সে

কাল্মাকাটি করলেও পায়খানা শেষে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বের হলো। আল্লাহ তাঁর কুদরত দেখালেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস আবারও সত্য প্রমাণিত হলো। আলহামদুলিল্লাহ, বাচ্চা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ, স্বাভাবিক।’

আমার মন্তব্য হচ্ছে, এখানে বাবা-মা বাচ্চার ব্যাপারে অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন, যেটা উচিত হয়নি। বেড়াতে যাওয়ার আগে-পরে দুআ করা হয়েছে। ব্যস, বাকিটুকু আল্লাহর ওপর ভরসা করে ছেড়ে দাও।

২. এই ঘটনা মুফতী জুনায়েদ সাহেবের একজন সহকর্মীর। উনি মুম্বাইয়ের এক মাদরাসার শিক্ষক। ওই মাদরাসার একজন ক্বারী সাহেবের তিন বছর যাবৎ সর্দি কাশির সমস্যা। সমস্যা তো খুব বড় কিছু না। তবুও সেটা অনেক চিকিৎসার পরও ভালো হচ্ছিল না। মুফতী সাহেব এ ব্যাপারে জানতে পেরে বললেন, ভাই, রুকইয়াহ শোনেন, গোসল করেন, পাশাপাশি ওষুধ খান। ক্বারী সাহেব বললেন, বহুদিন ধরে ওষুধ খেয়ে বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দিয়েছি ভাই। উনি বললেন, এবার রুকইয়াহ করেন আর ওষুধ খান। ক্বারী সাহেব মাত্র একদিন রুকইয়াহ শুনলেন, রুকইয়ার গোসল করলেন, এরপর ওষুধ খেলেন। আল্লাহর রহমতে তিন বছরের কাশি একদিনে ভালো হয়ে গেল।

আরেকটা ঘটনা এরকম—একজনের কদিন পরপর জ্বর আসত, তার বোন এ ব্যাপারে জানালে আমি তাকে বদনজরের রুকইয়াহ করতে বলি, অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছিল। এরপর ৭ দিনের ডিটক্স করলে আলহামদুলিল্লাহ সমস্যা দূর হয়ে যায়।

আমার নিজের স্বাভাবিক ঘটনা হচ্ছে, যখন অকারণে সারাদিন ক্লান্তি ঘিরে রাখে, সব কিছুতে অরুচি লাগে কিংবা মেজাজ খিটখিটে হয়ে থাকে; অথবা যদি দেখি সাধারণ কোন অসুখ হয়েছে, কিন্তু ওষুধ খেয়েও তেমন উন্নতি হচ্ছে না তখন বদনজরের রুকইয়াহ করলে আল্লাহর রহমতে অনেকটাই ভালো বোধ করি।

৩. সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি আপলোড করার পর কয়েকটি দুর্ঘটনার কথা কানে আসলেও সেগুলো বদনজরের কারণে হয়েছে এমনটা পুরোপুরি বিশ্বাস হচ্ছিল না। সেদিন এক ভাইয়ের ঘটনা দেখার পর নিশ্চিত হলাম। ঘটনা তার মুখেই শুনি-

“সোশ্যাল মিডিয়াতে বাচ্চাদের ছবি বা ভিডিও শেয়ার করা ঠিক না জানতাম। মনের খচখচানি উপেক্ষা করে তবুও আজ ছেলের একটি ভিডিও ফেসবুকে দিয়েছিলাম। ফলাফল পেলাম হাতেনাতে। সন্ধ্যা পর ছেলে অস্বাভাবিক আচরণ এবং চিৎকার করে কাল্মা শুরু করেছে। আমরা কোন কারণ খুঁজে পচ্ছিলাম না বিকেলেও হাসিখুশি ছিল; খাওয়া,

ঘুম, টয়লেট সবকিছু স্বাভাবিক থাকার পরেও এই অবস্থার কি কারণ থাকতে পারে? কোনকিছুতে কামড় দেয়নি, কোন ব্যথা পায় নি, ডায়পারও ঠিক আছে, তাহলে? একটু চিন্তা করতেই যা বোঝার বুঝতে ফেললাম। সাথে সাথে ফেসবুক থেকে ভিডিওটা ডিলিট করে দিলাম। তারপর সুরা ফালাক ও নাস দিয়ে তাৎক্ষণিক রুকইয়াহ করে ফেললাম। এক মিনিটও হয়নি, ছেলে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আলহামদুলিল্লাহ। এই ঘটনা থেকে আর কেউ শিক্ষা নিন বা না নিন, আমি যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছি।”

এরপর খোজ নিয়ে অন্তত সাত-আটজনকে পেয়েছি, যারা অনুরূপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন। প্রথম ঘটনার কিছুদিন পরেই রুকইয়াহ সাপোর্ট বিডি গ্রুপে এক বোন সাহায্য চাইলেন যে, তিনি আগে বিভিন্ন পদের খানা রান্না করে সেসবের ছবি ফেসবুকে শেয়ার করতেন। বর্তমানে তিনি কিছুই ঠিকমত রান্না করতে পারেন না। এমনকি সামান্য ভাত অথবা ডিম রাঁধতে গেলেও নষ্ট করে ফেলেন।

তাকে পরামর্শ দিলাম যেন ফেসবুক থেকে সব ছবি ডিলিট করে দেন এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে শো-অফের ব্যাপারে সতর্ক থাকেন। পাশাপাশি গুরুত্ব দিয়ে যেন বদনজরের রুকইয়াহ করেন।

**৪. শাইখ আবদুল আযীয বিন বায রহ.** একজন লোকের কথা বলেছিলেন। সে থাকত বর্তমান সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের কাছেই একটা গ্রামে। একদিন গ্রামের অন্য একজনের ভেড়ার পালের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ভেড়াগুলোর ওপর তার বদনজর পড়ল, আর তাতেই ভেড়াগুলো সব মারা গেল। যখন ভেড়াগুলোর মালিক এসে দেখল, তার ভেড়াগুলো সব মরা, তার পুত্রকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, এর পাশ দিয়ে কে গেছে? ছেলেটা উত্তরে বলল অমুক এবং অমুকের পুত্র ছাড়া আর কেউ এদিক দিয়ে যায়নি। ভেড়ার মালিক তার কাছে গিয়ে দেখল, লোকটা তার নিজের বাড়ির ছাদে বসে আছে। সে ডেকে বলল, হে অমুক, তুমি কি আমার ভেড়াগুলোর পাশ দিয়ে গিয়েছ আর নজর দিয়েছ? এখন হয় তুমি আমাকে ভেড়ার দাম দাও, অথবা তোমার বাড়ি দাও। বাড়ির মালিক লোকটা বলল, আমি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। যেই না লোকটা নেমে আসল, অমনি বাড়িটা ধ্বংসে পড়ে গেল। ১০৮

আমরা আল্লাহর পরিপূর্ণ কল্যাণময় বাক্যাবলীর দ্বারা প্রতিটি শয়তান, প্রাণনাশকারী বিষাক্ত জীব এবং অনিষ্টকারী বদনজর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

# অধ্যায় ৩ : জিনের স্পর্শ

মানুষের ওপর জিন প্রভাব বিস্তার করেছে অথবা জিন মানুষের শরীর দখল করেছে—এটা বোঝাতে বাংলায় জিনে ধরা, জিন আসর করা, জিন ভর করা ইত্যাদি বলা হয়। ইংরেজিতে Possession of Jinn, Demon-ic Possession বলে। আর আরবীতে ‘আল-মাসসু’ (المس) অথবা মাসসে শাইতান-শয়তানের স্পর্শ, আস-সর‘উ (الصرع) অথবা সর‘উল জিন- জিন ধরা; এসব দ্বারা জিনের আসর করা বোঝায়। [মৃগীরোগ (Epilepsy) বোঝাতেও আস-সর‘উ ব্যবহার হয়]

তবে জিনের আসর বলতে স্বাভাবিকভাবে আমরা বুঝি যে, একজন জিন স্বতঃপ্রণোদিত অথবা কারো দ্বারা নির্দেশিত না হয়ে কোনো মানুষের শরীরে প্রবেশ করেছে এবং সে এই শরীরের আংশিক বা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে বা নেওয়ার ব্যাপারে সক্ষম। এক্ষেত্রে সে মানুষের কোনো ধমনীতে বসে থাকতে পারে, অথবা শরীরে অন্য কোনো অঙ্গেও লুকিয়ে থাকতে পারে। আর যদি কোনো জাদুর দ্বারা কিংবা কোনো শয়তানের উপাসনার মাধ্যমে জাদুকর তাকে হত্যা বা অন্য কোনো ভয়ভীতি দেখিয়ে এই কাজে বাধ্য করে তাহলে এটাকে স্বাভাবিক জিনের আসর বলা হয় না; বরং জাদুর সমস্যা হিসেবে গণ্য করা হয়।

এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের নাম ‘জিনের স্পর্শ’। অধ্যায়টির নাম শুধু ‘জিন’ দেওয়া হয় নি কারণ, এখানে সামগ্রিকভাবে জিন জাতি নিয়ে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। জিন-সম্পর্কিত আলোচনা করতে গেলে জিন জাতির ইতিহাস, প্রকার, গোত্র, জীবনাচার, বিভিন্ন ঘটনা এবং আরও অনেক কিছু আলোচনা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। কিন্তু এখানে আমরা শুধু খারাপ জিনদের বিভিন্ন প্রকার ক্ষতি থেকে বাঁচার ইসলাম সম্মত উপায় নিয়ে আলোচনা করব। জিন জাতি নিয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে কোন আলিমের দিকনির্দেশনায় ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতী রহ. লিখিত ‘শাকতুল মারজান ফী আহকামিল জান’ অধ্যয়ন

করা যেতে পারে, যা মদীনা পাবলিকেশন থেকে জিন জাতির বিস্ময়কর ইতিহাস নামে অনূদিত হয়েছে। এছাড়া এ বিষয়ে আরও কিছু সহায়ক গ্রন্থের নাম বইয়ের শেষে বলা হবে ইনশাআল্লাহ।

## জিন আসর করার ব্যাপারে ইসলামী আকীদা

জিনের অস্তিত্বের প্রমাণ কুরআনুল কারীমের পাতায় পাতায় বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“আমার ইবাদাত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।” ১০৯

যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ‘আমি জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি’, অতএব জিনের অস্তিত্ব সত্য। কেউ যদি এটা অস্বীকার করে, তবে কুরআন অস্বীকার করার দরুন সে ‘কাফির’ সাব্যস্ত হবে। জিন, মারিদ, ইফরিত, শয়তান—এসব শব্দগুলো পুরো কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় ৯০ বার এসেছে। ২৯ নম্বর পারায় আস্ত একটি সূরা রয়েছে ‘জিন’ নামে। এছাড়া বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে হাদীসেও জিনের কথা এসেছে।

তবে কুরআনেই যেহেতু জিন সম্পর্কে এত কথা এসেছে, তাই আমরা নতুন করে আবার ইসলামের আলোকে জিনের অস্তিত্বের প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করব না। বাকি রইল বস্তুবাদী নাস্তিকদের কথা। এ ব্যাপারে আমার মত হচ্ছে, যারা বিশ্বজগতের স্রষ্টার অস্তিত্বেই বিশ্বাসী না, তাদেরকে জিন বিশ্বাস করানোর পেছনে সময় ক্ষেপণ করা অনর্থক।

এই অনুচ্ছেদে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, জিন মানুষের শরীরে ঢুকতে পারে কি না, তাঁরা আমাদের ক্ষতি করতে পারে কি না, কিংবা করে কি না—এসব বিষয়ে কুরআন, হাদীস এবং সালাফের মত অনুযায়ী বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদা ব্যাখ্যা করা।

জিনের আসর প্রসঙ্গে সহীহ আকীদার সার কথা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা চাইলে জিন মানুষের ক্ষতি করতে পারে, মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে, বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতে পারে, অসুস্থ করে দিতে পারে, মানুষের শরীর দখল (possession) করতে পারে,



এমনকি জিনের আসরে মানুষ সম্পূর্ণ পাগলও হয়ে যেতে পারে। আর আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কোনো গ্রহণযোগ্য আলিমই এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করেননি।

## কুরআনুল কারীম থেকে প্রমাণ:

এ বিষয়ে কুরআনুল কারীম থেকেও কিছু আয়াত উল্লেখ করা যায়—

১. প্রথম আয়াত:

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْبِئَهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

“তাতে থাকবে আনত নয়না রমণীগণ, কোনো জিন বা মানব পূর্বে যাদের স্পর্শ করেনি।”

لَمْ يَطْبِئَهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

কোনো জিন বা মানব পূর্বে তাদের স্পর্শ করেনি

(সূরা আর রহমান, আয়াত ৫৬ এবং ৭৪)।

আলিমদের মতে এই আয়াতের দুটো অর্থ হতে পারে—


১. মানুষের জন্য নির্ধারিত নারীদেরকে তাদের ইতিপূর্বে কোনো মানুষ এবং জিনদের জন্য নির্ধারিত নারীদেরকে তাদের ইতিপূর্বে কোনো জিন স্পর্শ করেনি।

২. দুনিয়াতে যেমন মাঝেমাঝে মানব নারীদের ওপর জিন ভর করে, জান্নাতে এরূপ অঘটন হওয়ার সম্ভাবনা নেই।”

এমন অনেকেই আছেন, যাদের বিবাহিত জীবনের সবচেয়ে বড় একটি সমস্যা হচ্ছে, স্ত্রীর ওপর জিনের আসর। বিয়ের আগে থেকেই কোনোভাবে জিনের আসর ছিল, বিয়ের পর থেকে সমস্যা শুরু করেছে। আল্লাহ তাআলা সূরা আর-রহমানের এই আয়াতে জান্নাতীদের হ্রের সুসংবাদ দিচ্ছেন, আর সাথে সাথে এ-ও জানিয়ে দিচ্ছেন, ‘তাদের এরকম জিনের সমস্যা নেই।’

দ্বিতীয়ত: অনেক মেয়ের অভিযোগ থাকে, রাতে তাদের এরকম অনুভূতি হয় যে, কেউ ‘খারাপ কিছু’ করছে বা করার চেষ্টা করছে। এবং সকালে উঠলে শরীর ব্যথাও হয়ে থাকে। তাঁরা নিঃসন্দেহে পবিত্র, মুহসিনা! তাঁরা কখনো কারও সাথে শারীরিক সম্পর্কে জড়ায়নি। তবে জিন তাদের স্পর্শ করেছে।”

[১১০] তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন : ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৮-২৫৯

[১১১] সামনে এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হ  আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন [www.boimate.com](http://www.boimate.com)

জান্নাতের ছররা এ থেকেও পবিত্র থাকবে। তাদের না কোনো মানুষ স্পর্শ করেছে, আর না কোনো জিন।

২. উলামায়ে কিরাম যে আয়াতটি জিন আসর করার অকাটা দলিল হিসেবে পেশ করে থাকেন, তা হচ্ছে—

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّا الْبَائِعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামাতে এমনভাবে দণ্ডায়মান হবে, যেন শয়তান তাদের আসর করে পাগল বানিয়ে দিয়েছে। (তাদের এই অবস্থার কারণ) এই যে, তারা বলেছিল, ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।”

১১২

এই আয়াত থেকে সুদের কারবারিদের দুরাবস্থার পাশাপাশি অন্তত আরও দুটি বিষয় বোঝা যায়—

এক. খারাপ জিন মানুষের ওপর আসর করতে পারে।

দুই. জিনের আসরের কারণে মানুষ অসুস্থ হতে পারে, এমনকি পাগলও হয়ে যেতে পারে।

রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এক ব্যক্তি পাগল হয়ে গিয়েছিল, সব রকম চেষ্টা আর চিকিৎসাতেও সুস্থ হচ্ছিল না। তাকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হতো। একজন সাহাবী রা. সূরা ফাতিহা পড়ে কয়েকদিন রুকইয়াহ করলে সে সুস্থ হয়ে যায়, পরে ওই সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে ঘটনা শোনান। তখন কুরআন দ্বারা ঝাড়ফুক করার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত সাহাবীর প্রশংসা করেন। ”১১৩

এ বিষয়ে এখন আমরা কয়েকটি হাদীস দেখে নেব।

**রাসূল ﷺ -এর হাদীস থেকে প্রমাণ:**

১. প্রথম হাদীস:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ

“আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় শয়তান মানুষের রগেরগে চলাচল করে।”<sup>১১৪</sup>

আর শয়তানরা তো জিনদেরই গোত্রভুক্ত।<sup>১১৫</sup> তাহলে জিনদেরও মানুষের শরীরে প্রবেশের শক্তি থাকবে—এটাই স্বাভাবিক।

এই হাদীসটি উম্মুল মুমিনিন সাফিয়াহ রা. থেকেও বর্ণিত হয়েছে।<sup>১১৬</sup>

## ২. দ্বিতীয় হাদীস:

এই হাদীসটি রয়েছে ইবনু মাজাহ শরীফের কিতাবুত তিব্ব—

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ لَمَّا اسْتَعْمَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الطَّائِفِ جَعَلَ يَعْزِضُ لِي شَيْءٌ فِي صَلَاتِي حَتَّى مَا أَذْرِي مَا أَصْلِي فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ رَحَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْنُ أَبِي الْعَاصِ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَرَضَ لِي شَيْءٌ فِي صَلَاتِي حَتَّى مَا أَذْرِي مَا أَصْلِي قَالَ ذَاكَ الشَّيْطَانُ اذْنُهُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَجَلَسْتُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيَّ قَالَ فَضْرَبَ صَدْرِي بِيَدِهِ وَتَقَلَ فِي فَمِي وَقَالَ اخْرُجْ عَدُوَّ اللَّهِ فَقَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ الْحَقُّ بِعَمَلِكَ قَالَ فَقَالَ عُثْمَانُ فَلَقَمَرِي مَا أَحْسِبُهُ خَالَطَنِي بَعْدُ

“উসমান ইবনু আবিল আস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তায়েফের যাকাত উসুলকারী নিযুক্ত করেছিলেন। সেই সময় নামাযের মধ্যে আমার কী যেন হতে লাগল, যার ফলে আমার এটাই মনে থাকত না যে, আমি কী নামায পড়ছি। এই দুরাবস্থা লক্ষ করে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাত করার জন্য রওয়ানা হলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন, আবুল আসের পুত্র নাকি? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন এসেছ? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, নামাযের মধ্যে আমার কী যেন হচ্ছে, যার ফলে আমার এটাই মনে থাকে না যে, আমি কী নামায পড়ছি। তিনি বলেন, এটা শয়তান। আমার নিকট এসো।

[১১৪] মুসলিম : ২১৭৪

[১১৫] “যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সেজদা করো তখন সবাই সেজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে ছিল জিনদের একজন।” (সূরা কাহফ : ৫০)

[১১৬] বুখারী : ১৯৩০

আমি তাঁর নিকট এসে হাঁটু গেড়ে বসলাম। তিনি নিজ হাতে আমার বুকে মৃদু আঘাত করলেন এবং আমার মুখে লালা দিয়ে বললেন, ‘আল্লাহর শত্রু, বের হয়ে যা।’ এটা তিনি তিনবার করলেন। এরপর তিনি বলেন, যাও, নিজের কাজে যোগ দাও। উসমান রা. বলেন, আমার জীবনের শপথ, এরপর থেকে শয়তান আমার অন্তরে আর তালগোল পাকাতে পারে নি।”<sup>১১৭</sup>

### ৩. তৃতীয় হাদীস:

এই হাদীসটি কয়েকজন মুহাদ্দিস থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি বেশ দীর্ঘ। তাই আমরা শুধু প্রয়োজনীয় অংশটুকু উল্লেখ করছি—

عَنْ يَعْلَى بْنِ مَرْة ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ مِنْهُ شَيْئًا عَجَبًا ... وفيه ... وَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنِي هَذَا بِهِ لَمَمٌ مُنْذُ سَبْعِ سِنِينَ يَأْخُذُهُ كُلُّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : ” اذْنِيهِ ” فَأَذْنَتْهُ مِنْهُ فَتَقَلَّ فِيهِ وَقَالَ : ” اخْرُجْ عَدُوَّ اللَّهِ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ ” ، ثُمَّ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : ” إِذَا رَجَعْنَا فَأَعْلِمِينَا مَا صَنَعَ ” فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَتْهُ وَمَعَهَا كَبْشَانٍ وَأَقِطٌ وَسَمْنٌ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : ” خُذْ هَذَا الْكَبْشَ فَاتَّخِذْ مِنْهُ مَا أَرَدْتَ ” فَقَالَتْ : وَالَّذِي أَكْرَمَكَ مَا رَأَيْتُنَا بِهِ شَيْئًا مُنْذُ فَارَقْتَنَا ... إلخ

“ইয়ালা ইবনু মুররা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে একবার সফর করেছিলাম, যাতে অনেকগুলো আশ্চর্য বিষয় দেখেছি। তাঁর মাঝে একটি হচ্ছে... একজন মহিলা এলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে। সে বলল, আমার এই ছেলে সাত বছর যাবৎ আক্রান্ত। তাকে প্রতিদিন দুইবার জিন ধরে (অন্য বর্ণনায় আছে, আমি জানি না তাকে প্রতিদিন কতবার জিনে ধরে)। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো। তাকে আনা হলো। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মুখে থুতু দিলেন এবং বললেন, “(বের হয়ে যা আল্লাহর শত্রু। আমি আল্লাহর রাসূল।) ” اخْرُجْ عَدُوَّ اللَّهِ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ ” এরপর মহিলাকে বললেন, আমরা ফিরে আসার সময় জানাবে, তার কী অবস্থা হয়েছে। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর থেকে ফিরছিলেন তখন মহিলাটি দেখা করল। সে দুটি দুগ্ধা, কিছু চর্বি আর পনির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

কাছে উপস্থাপন করল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি এই দুম্বাটি ধরো এবং ওখান হতে যা ইচ্ছা নাও। এরপর মহিলাটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলল, সেই আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন, আপনি চলে যাওয়ার পর আর কোনো সমস্যা দেখি নি।” ১১৮

#### ৪. চতুর্থ হাদীস:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَغَوَّلَتْ بِكُمْ الْغِيلَانُ فَتَادُوا بِالْأَذَانِ .

“জাবির ইবনু আবদিম্মাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি গিলান (জাদুকর জিন) তোমাদের পথ ভুলিয়ে দেয়, তবে আযান দিয়ো।” ১১৯

কিছু জিন জাদু করার মাধ্যমে মানুষের ক্ষতি করে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, কিছু কিছু জিন মানুষকে পথ ভুলিয়ে দেয়। সুতরাং অনেক সময় যে গল্প শোনা যায়, গভীর রাতে গাড়ি চালাতে গিয়ে রাস্তার মধ্যে জিন দেখেছে, রাস্তার মধ্যে লাশ পড়ে থাকতে দেখেছে, কিংবা অন্য কোন ভূতুড়ে ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে পথ হারিয়ে ফেলেছে বা একসিডেন্ট করেছে। এগুলো জিনদের দুষ্টিমি।

#### ৫. পঞ্চম হাদীস:

أَخْبَرَنِي أَبُو السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي بَيْتِهِ قَالَ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ فَسَمِعْتُ تَحْرِيقًا فِي عَرَاجِينَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَالْتَفْتُ فَإِذَا حَيَّةٌ فَوَثَبَتْ لِأَقْتُلَهَا فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ أَجْلِسَ فَجَلَسْتُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ فَقَالَ أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَانَ فِيهِ فَتَى مِمَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُزْسٍ قَالَ فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْخَنْدَقِ فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ . فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلَاحَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَإِذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةٌ فَأَهْوَى إِلَيْهَا الرُّمْحَ لِيَطْغَنَهَا بِهِ وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ فَقَالَتْ لَهُ اكْهَفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى

[১১৮] মুসতাদরাকে হাকিম : ৪২৯০, মুসনাদে আহমাদ। ইমাম হাকিম রহ. বলেন, এর সনদ ইমাম বুখারীর শর্ত অনুযায়ী সহীহ।

[১১৯] মুসনাদে আহমাদ : ১৩৮৬৫

تَنْظُرُ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمَحِ فَانْتَضَمَهَا بِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَّزَهُ فِي الدَّارِ فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ فَمَا يُدْرِي أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الْحَيَّةُ أَمْ الْفَتَى قَالَ فَحِثْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَّرْنَا ذَلِكَ لَهُ وَقُلْنَا ادْعُ اللَّهَ يُحْيِيهِ لَنَا فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ حِثًّا قَدْ أَسْلَمُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَأَذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَأَ لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

“হিশাম ইবনু জুহরার মুক্ত গোলাম আবু সায়িব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন আবু সাঈদ খুদরী রা.-এর ঘরে ঢুকলেন। তিনি বলেন, আমি তাকে নামাযরত অবস্থায় পেলাম এবং নামায শেষ করা পর্যন্ত তার অপেক্ষায় বসে থাকলাম। এমতাবস্থায় ঘরের কোণে রেখে দেওয়া খেজুর গাছের ডালের স্তূপের মাঝে কিছু নড়াচড়ার শব্দ শুনলাম। আমরা দেখতে পেলাম যে, সেটা একটা সাপ। তাই আমি সেটাকে হত্যা করতে এগিয়ে গেলাম। তখন তিনি (নামাযরত অবস্থাতেই) ইঙ্গিত করলেন যে, বসে থাকো। নামায সমাপ্ত করে বাড়ির অন্য একটি ঘরের দিকে ইশারা করে বললেন, এ ঘরটি কি তুমি দেখতে পাচ্ছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সেখানে আমাদের এক নববিবাহিত যুবক থাকত।

তিনি বলতে থাকলেন, এক সময় আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে খন্দক যুদ্ধে বের হলাম। ওই যুবক দুপুরবেলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অনুমতি চেয়ে নিত এবং তার পরিবারের নিকট ফিরে যেত। (যথারীতি) একদিন সে অনুমতি চাইলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার যুদ্ধান্ত্র সঙ্গে নিয়ে যাও। কারণ, আমি তোমার উপরে বানু কুরাইজার (আক্রমণের) আশঙ্কা করছি। যুবকটি তার অস্ত্র নিয়ে বাড়িতে ফিরল। এরপর সেখানে সে তার (সদ্য বিবাহিতা) স্ত্রীকে দু দরজার মাঝে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখতে পেয়ে তার আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠল এবং এ কারণে সে তার স্ত্রীকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে তার দিকে বল্লম উঁচিয়ে ধরল। তখন তার স্ত্রী বলল, আপনার বল্লমটি নিজের নিকট সংযত রাখুন এবং ঘরে প্রবেশ করে দেখুন, কেন আমাকে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে।

সে ঘরে ঢুকেই দেখল, একটি বিশাল সাপ বিছানার ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। সে সাপটির দিকে বল্লম তাক করে সেটা দিয়ে সাপকে গাঁথে ফেলল। এরপর ঘর থেকে বের হয়ে তা (বল্লমটি) বাড়ির মধ্যেই পুঁতে রাখল। সে সময় সাপটি নড়ে-চড়ে তাকে ছোবল মারল এবং (ক্ষণিকের মধ্যেই সাপ এবং যুবক উভয়ই মরে গেল।) সাপ এবং যুবক—এ দুজনের কে অধিক দ্রুত মৃত্যুবরণ করেছিল, তা তাঁর কখনো জানা যায়নি।

বর্ণনাকারী আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে ঘটনার বিবরণ দিয়ে বললাম, আপনি আল্লাহর নিকট দুআ করুন, যেন আমাদের যুবকটি বেঁচে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো। (অর্থাৎ সে আসলেই মরে গেছে) তারপর বললেন, মদীনায় কিছু জিন রয়েছে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। যদি তাদের কাউকে তোমরা দেখো, (সাপ বা অন্য কোনো রূপে) তবে তাকে তিন দিন সাবধান করে দেবে। এরপরও তোমরা তাকে দেখতে পেলে হত্যা করবে। কারণ, সেটা শয়তান।” ১২০

অর্থাৎ ভালো জিন বা মুসলিম জিন হলে তিনদিন বলার পর আর থাকবে না। আর যদি থাকে তাহলে বুঝতে হবে, সেটা শয়তান। তখন সেটাকে হত্যা করলে কোনো সমস্যা নেই।

## সালাফে সালাহীনের কিছু ঘটনা

সালাফে সালাহীনের থেকে জিনের চিকিৎসা-বিষয়ক অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে।

একজন মৃগী রোগীকে আক্রান্ত অবস্থায় দেখে ইবনু মাসউদ রা. তার কানের কাছে গিয়ে **افحسبتم انبا خلقناكم عبثا**—সূরা মুমিনুনের ১১৫ নম্বর আয়াত থেকে সেই সূরার শেষ পর্যন্ত পড়েন। ফলে সে সাথে সাথে সুস্থ হয়ে যায়। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনু মাসউদ রা.-কে ডেকে বললেন- তুমি ওর কানের কাছে গিয়ে কী পড়লে? ইবনু মাসউদ রা. আয়াতটি শোনালেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোনো যোগ্য ব্যক্তি যদি পাহাড়ের ওপরে এটা (সূরা মুমিনুনের এই আয়াত/ আয়াতগুলো) পড়ে তাহলে পাহাড়ও সরে যাবে। ১২১

এবার ইমাম সুয়ুতী রহ.-এর লাকতুল মারজান ফী আহকামিল জান থেকে কয়েকটি ঘটনা সংক্ষেপে বলা যায়।

এক. শিয়াদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি হজ্জ করতে গিয়েছিলেন। তিনি যখনই কোনো গুরুত্বপূর্ণ আমল করতে যাচ্ছিলেন তখনই মৃগী রোগে আক্রান্ত হচ্ছিলেন (আলিমগণের মতে, মৃগীরোগ জিনের আসরের কারণে হয়)। হুসাইন বিন আব্দুর রহমান রহ. মিনায় ওই লোকটিকে দেখতে পেয়ে জিনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘তুমি যদি ইহুদি হও তবে মুসা আ.-এর দোহাই, যদি খৃষ্টান হও তবে ঈসা আ.-এর দোহাই, আর মুসলমান হলে তোমাকে

[১২০] মুসলিম : ৪১৫০

[১২১] মাজমাউয যাওয়ায়িদ : ১৩৩৬৩। কোনো কোনো মুহাদ্দিস এর সনদ হাসান বলেছেন, আর কেউ কেউ যঈফ বলেছেন।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি চলে যাও।

তখন জিন কথা বলে উঠল, আমি ইহুদিও না, খ্রিষ্টানও না, বরং মুসলমান। আমি এই হতভাগাকে দেখেছি, সে আবু বকর রা. এবং উমর রা.-কে গালিগালাজ করে। এজন্য আমি তাকে হজ্জ করতে দিই নি।

দুই. মুতাযিলা ফিরকার এক ব্যক্তিকে জিনে ধরেছিল। সকলেই ভীড় করে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। সাঈদ ইবনু ইয়াহইয়া রহ. তার কাছে গিয়ে বললেন, ‘তুমি এর ওপর কেন আক্রমণ করেছ? আল্লাহ কি তোমাকে এই অধিকার দিয়েছে? না তুমিই বাড়াবাড়ি করছ?’ তখন লোকটার মুখ দিয়ে জিন বলে উঠল, ‘আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। আমি একে খতম করে ফেলব। সে কিনা বলছে, কুরআন মাখলুক।’ (এটা মুতাযিলা ফিরকার একটা আকীদা)

তিন. এবারের ঘটনাটি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ.-এর যুগের। তৎকালীন বাদশাহর মেয়েকে জিন আসর করেছিল। বাদশাহর এক মন্ত্রী ইমাম আহমাদ রহ.-এর কাছে ছুটে এলেন। ইমাম আহমাদ রহ. একটি জুতা বের করে ওয়ু করলেন। এরপর বললেন, জিনকে গিয়ে বলো, ‘তুমি কি এই মেয়েকে ছেড়ে যাবে? নাকি ইমাম আহমাদের হাতে জুতার বাড়ি খাবে?’

মন্ত্রী গিয়ে কথাগুলো জিনকে বলল। জিন বলল, ‘আমি চলে যাব। ইমাম আহমাদ যদি বাগদাদ থেকে চলে যেতে বলেন তবে বাগদাদ থেকেও চলে যাব। ইমাম আহমাদ আল্লাহর অনুগত বান্দা। যে আল্লাহর অনুগত হয়, সব সৃষ্টি তার অনুগত হয়ে যায়।’ এরপর জিন চলে গেল।

কিন্তু ইমাম আহমাদ রহ.-এর ইন্তিকালের পর সেই জিন আবার এসে বাদশাহর মেয়েকে আসর করল। এবার বাদশাহ এক ব্যক্তিকে ইমাম আহমাদ রহ.-এর ছাত্র আবু বাকর মারওয়াযী রহ.-এর কাছে পাঠালেন। উনি একটা জুতা নিয়ে মেয়েটার কাছে আসলেন। তখন মেয়েটির মুখ দিয়ে জিন কথা বলে উঠল, এবার আর আমি যাচ্ছি না। ইমাম আহমাদ আল্লাহর অনুগত বান্দা ছিলেন, তাই তার কথা শুনে চলে গিয়েছিলাম। তোমাদের কথা তো শুনব না।

চার. ইবনু তাইমিয়া রহ. এক মেয়ে রোগীর ওপর সূরা মুমিনুনের ওই (১১৫নং) আয়াত পড়েন তখন জিন কথা বলে ওঠে।



ইবনু তাইমিয়া রহ. জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ওকে ধরেছ কেন?

জিন বলল, আমি ওকে পছন্দ করি।

ইবনু তাইমিয়া রহ. বললেন, সে তো তোমাকে পছন্দ করে না।

জিন বলল, আমি ওকে নিয়ে হজ্জে যাব।

ইবনু তাইমিয়া রহ. বললেন, সে তো তোমার সাথে হজে যেতে চায় না! তুমি কেন কষ্ট দিচ্ছ?

জিনটা একরোখা ছিল। ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ. তাকে আচ্ছামতো পিটুনি দিলেন।

তখন জিন বলল, আপনি বলছেন তো? আপনার কথা মেনে আমি চলে যাচ্ছি!

ইবনু তাইমিয়া রহ. বললেন, থাম থাম। আমার কথা নয়; বরং আল্লাহ এবং রাসূলের কথা মেনে চলে যা।

এবার জিন চলে গেল। সে আর কখনো আসে নি।

## জিনের আসরের প্রকারভেদ

একজন মানুষকে জিন কয়েকভাবে আসর করতে পারে। অন্য ভাষায় বললে, জিন দ্বারা মানুষ কয়েকভাবে আক্রান্ত হয়:

### ১। পুরো শরীর আক্রান্ত হওয়া (Jinn Possession)

স্বাভাবিকভাবে আমরা যেটাকে বলি, ‘অমুককে জিনে ধরেছে’। এক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজের শরীরের ওপর থেকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হারায়, জিন তার মুখ দিয়ে কথা বলে, সব অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করে। তাকে আঘাত করলে জিন ব্যথা পায়।

### ২। মস্তিষ্ক আক্রান্ত হওয়া

এক্ষেত্রে জিন মস্তিষ্কে অবস্থান করে এবং রোগীর স্নায়ুতন্ত্র (nervous system), পেশী, অনুভূতি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। সে রোগীর মুখ দিয়ে কথা বলতে পারে, কান দিয়ে শুনতে পারে, রাগিয়ে দিতে পারে, হাসাতে বা কাঁদাতে পারে, কোনো অঙ্গ অচল করে রাখতে পারে। আর কখনো এটা পুরো শরীর আক্রান্ত হওয়াতে রূপ নেয়।

জিনের সাহায্যে কেউ জাদু করলে সাধারণত এমনটা হয়ে থাকে। এমনতাবস্থায় রুকইয়াহ করলে জিন কথা বলে ওঠে। এছাড়া জিন শক্তিশালী হলে রোগীর ওপর বারবার রুকইয়াহ করার প্রয়োজন হয়। তখন আস্তে আস্তে তার ক্ষমতা সংকুচিত হয়ে এই অবস্থায় আসতে পারে, যাতে রোগীর মুখ দিয়ে জিন কিছু বললে সেটা রোগীর স্মরণ থাকে। এরপরও রুকইয়াহ করতে থাকলে এক সময় শক্তিশালী জিনও রোগীকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়।

৩। শরীরের কোনো অঙ্গ যেমন- হাত, পা অথবা মাথা আক্রান্ত হওয়া।

যাকে Partial Body Possession বলা যায়।

এক্ষেত্রে ওই অঙ্গে প্রচুর ব্যথা থাকে, অথবা একদম বিকল হয়ে যায়। এটাও সাধারণত জাদু আক্রান্ত হওয়ার কারণেই হয়ে থাকে।

যেমন: জিন মাথায় ঢুকে আছে, যার ফলে সবসময় মাথা ব্যথা করে। অথবা পায়ে ঢুকে আছে, ফলে ব্যথার কারণে দাঁড়াতেই পারছে না। আর এই অবস্থায় ডাক্তার দেখিয়ে সাধারণত কিছুই পাওয়া যায় না। তবে IV ইনজেকশন ব্যবহারের ফলে প্রদাহের কারণে কিছু সময়ের জন্য জিন সরে যেতে পারে।

আর এভাবে জিন দ্বারা যেমন একটি অঙ্গ আক্রান্ত হতে পারে, তেমনি একাধিক অঙ্গও হতে পারে। একটা জিন যেমন মানুষের শরীরে ঢুকে থাকতে পারে, ঠিক একইভাবে একাধিক জিনও একজন মানুষের শরীরে থাকতে পারে।<sup>১২২</sup>

৪। স্বপ্ন সময়ের জন্য আক্রমণ করা

জিন যেমন মানুষের শরীরের মাঝে ঢুকে দীর্ঘ সময় থাকতে পারে, তেমনি মানুষের ক্ষতি করে সাথে সাথে বের হয়ে যেতে পারে। অনেকের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় পরপর আসর করে। এটা সাধারণত জাদু আক্রান্তদের ক্ষেত্রে আর পুরোনো কোন শত্রুতার জেরে জিনের আসর হলে তখন হয়ে থাকে।

অভিজ্ঞ আলিমগণ এই প্রকারের মাঝে বোবা ধরা (Sleeping Paralysis)-কেও গণ্য

[১২২] ব্যাপারটা বুঝতে সহজভাবে ভাবুন, ‘শয়তান মানুষের রগে রগে চলাচল করে’—এটা তো সুস্পষ্ট হাদীস। তাই না? এই শয়তানরাও জিন (সূরা কাহাফ, আয়াত ৫০) আচ্ছা, এখন আপনার পায়ে কতগুলো রগ আছে—ভেবে দেখুন তো। এবার এগুলোর মধ্যে কতগুলো জিন ঢুকে থাকতে পারবে হিসেব করুন।

একজন মিসরীয় শায়খের ঘটনা, তার কাছে একজন রোগী আসল। যার এক পা একদম অচল হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তাররা কোনো সমস্যা খুঁজে পাচ্ছিল না। তো শায়খ যখন ওই ব্যক্তির মাথায় হাত রেখে রুকইয়ার আয়াতগুলো পড়লেন, তখন রোগীর মুখ দিয়ে জিন কথা বলে উঠল। সে মুসলমান ছিল, তাকে বুঝিয়ে চলে যেতে রাজি করানোর সময় জানা গেল, ওই লোকের শরীরে আরো দুইটা জিন আছে, যারা খ্রিষ্টান। তো কখনো এ



করেছেন। অর্থাৎ জিনেরা ঘুম এবং জাগ্রত হওয়ার মাঝের সময়টাতে মানুষকে আক্রমণ বা বিরক্ত করে থাকে। এই সমস্যা থেকে বাঁচতে ঘুমের আগের মাসনুন আমলগুলো ঠিকঠাক মতো করে নিতে হবে।

## ৫। জিনের নজর

এটাকে আমাদের দেশে ‘বাতাস লাগা’ অথবা ‘জিনের বাতাসলাগা’ বলে। এটা নিয়ে বদনজর অধ্যায়ে বলা হয়েছে। জিনের নজরের কারণে বাচ্চারা অহেতুক ভয় পায়, অস্বাভাবিক কান্নাকাটি করে; বড়দেরও ভয়-ভয় লাগে, মনে হয় ‘আশেপাশে কেউ আছে’, ঘরে কেউ না থাকা সত্ত্বেও ছায়া চলাচল করতে দেখা, রাতে ঠিকমত ঘুম হয় না, ওয়াসওয়াসা বেড়ে যায় ইত্যাদি।

এর জন্য কিছুদিন বদনজরের রুকইয়াহ করলে ঠিক হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ। আর ঘনঘন এমন হওয়ার কারণ হতে পারে—কেউ একজন পিছে লেগে আছে, কিন্তু সুযোগ পাচ্ছে না। অথবা আশেপাশের কেউ একজন জিনের রোগী, কিংবা বাড়িতে জিনের সমস্যা আছে; আর এজন্য এমন হচ্ছে। এক্ষেত্রে ভালোভাবে রুকইয়াহ করতে হবে আর মাসনুন আমল এবং দুআর প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে, মানসিক সমস্যা। অর্থাৎ কোনো কারণবশত কারও মাথায় ঢুকে গেছে—সে জিন-আক্রান্ত এবং সে এটা বিশ্বাস করে নিয়েছে। এরপর তার জানামতে জিন-আক্রান্ত হলে মানুষ যেগুলো করে, সেসব সে করার চেষ্টা করছে। পার্থক্য করার উপায় হচ্ছে রুকইয়াহ। রুকইয়াহ করলেই মূল বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যাবে। আর এক্ষেত্রে সমাধান হচ্ছে, মানসিক চিকিৎসা দেওয়া, পাশাপাশি ওয়াসওয়াসা প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া।

## কেন মানুষের ওপর জিন আসর করে?

সাধারণত নিচের সাতটি কারণের কোনো এক বা একাধিক কারণে মানুষের ওপর জিন আসর করে—

১. কোনো জাদুকর কিংবা কবিরাজ কারও ক্ষতি করার জন্য জাদু বা তাবীজের মাধ্যমে জিনকে পাঠাতে পারে। এটাকে আমাদের দেশে ‘জিন চালান দেওয়া’ বলে।

২. কোনো ছেলে বা মেয়ে জিন বিপরীত লিঙ্গের কোনো মানুষকে দেখে তার ওপর আকৃষ্ট হয়ে তাকে পাওয়ার জন্য আসর করতে পারে। এমন রোগীদের ক্ষেত্রে জিনের রুকইয়ার পাশাপাশি কিছুদিন আসক্ত করার জাদুর রুকইয়াহও করা উচিত।

৩. মানুষ যদি জিনের ক্ষতি করে তাহলে জিনেরা প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে আসর করতে পারে। যেমন: কেউ হয়তো তাদের ওপর গরম পানি ফেলেছে, অথবা এমন কোনো গাছ কেটে ফেলেছে, যেখানে জিনদের বসবাস ছিল, অথবা ভুলবশত সাপরাপী কোন জিনকে মেরে ফেলেছে। এসব কারণে জিনেরা রাগান্বিত হয়ে আসর করতে পারে।


৪. পুরোনো কোনো শত্রুতার জেরে আসর করতে পারে, বা অন্য ক্ষতি করতে পারে। যেমন: হয়তো বাবা অথবা দাদা কোনো জিনকে ইচ্ছাকৃত বা ভুলক্রমে হত্যা করেছিল। জিনেরা এর বদলা নিতে সন্তানদের ক্ষতি করতে পারে।

তবে এক্ষেত্রে সঠিক পন্থায় রুকইয়াহকারীদের হিসাব ভিন্ন। কারণ, প্রথমত এখানে দোষ হচ্ছে জিনের, সে জুলুম করে মানুষের ওপর ভর করেছে। দ্বিতীয়ত রুকইয়ার সময় জিনকে অনেকবার চলে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন সতর্কবাণী শোনানো হয়—‘যদি তুমি না যাও তবে কুরআন পড়ে শাস্তি দেওয়া হবে’ ইত্যাদি। এরপরও যখন সে কোনো সতর্কবার্তাতেই কান দিলোনা তখন এর দায়ভার তো তার নিজের।

৫. কোনো কোনো জিন ভুলে মানুষের ক্ষতি করতে পারে। এক্ষেত্রে সাধারণত এমন হয়, জাদুকর কোনো বোকা জিনকে কারও ক্ষতি করার জন্য পাঠিয়েছে; কিন্তু সে ভুলে অন্য কাউকে লক্ষ্য বানিয়েছে।

৬. নোংরা, নাপাক বা খারাপ জায়গায় অবস্থান করলে বা দীর্ঘক্ষণ নাপাক থাকলে জিন ক্ষতি করতে পারে। এ কারণেই এ ধরনের সময়গুলোতে পড়ার জন্য হাদীসে নির্দেশিত দুআসমূহে ‘শয়তান থেকে’ আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। (উদাহরণস্বরূপ: টয়লেটে ঢোকার দুআ, স্ত্রী সহবাসের দুআ কিংবা নতুন জায়গায় যাওয়ার দুআ দেখা যেতে পারে)

৭. মাঝরাতে, সন্ধ্যাবেলায় বা ভরদুপুরে কাউকে কোনো জনমানবহীন প্রান্তরে, ফাঁকা রাস্তায় অথবা বাড়ির ছাঁদে হাঁটাচলা করতে দেখে, অথবা নির্জন জায়গা দিয়ে কাউকে যেতে দেখে কোনো কারণ ছাড়াই শয়তান আসর করতে পারে। যেমন: অনেক খারাপ মানুষ যেমন অন্যদের অহেতুক কষ্ট দিয়ে থাকে, দুষ্ট জিনরাও ঠিক একই কাজ করে। তাই নির্জন জায়গায় চলাচলের সময় কিংবা একাকী থাকাবস্থায় সকল কিছুই অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া উচিত।

এই কারণ সাতটির মাঝে বেশিরভাগ মানুষ আক্রান্ত হয় প্রথম, দ্বিতীয় এবং শেষ কারণে। তবে জিনের রুকইয়াহ করার সময় জিনকে ‘কেন আসর করেছে’ জিজ্ঞেস করলে অনেক সময়ই মিথ্যা বলে। তাই জিন কোনে  আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন [www.boimate.com](http://www.boimate.com) বললেই বিশ্বাস করার দরকার নাই।

সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

এখানে একটা বিষয় জেনে রাখা উচিত, মানুষকে বিনা দোষে কষ্ট দেওয়া যেমন হারাম, তেমনি জিনদের কষ্ট দেওয়াও হারাম। তাই ইচ্ছাকৃতভাবে বিনা দোষে কোনো জিনকে হত্যা করলে তার বদলা নেওয়া জাযিয হবে। তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করলে বা হত্যা করলে কিসাস (বদলা) নেওয়া বৈধ হবে না।

এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটা সহজ মূলনীতি পাওয়া যায়, কোনো ক্ষতিকর বা সন্দেহজনক প্রাণী (উদাহরণস্বরূপ : সাপ) বাড়িতে দেখলে তিনদিন পর্যন্ত সেটাকে বের করে দিতে হবে বা সতর্ক করতে হবে—‘এখান থেকে চলে যাও’। এরপরও যদি না যায় তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে।<sup>১২৩</sup>

জিন আসর করার ব্যাপারে ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেছেন, মানুষের ওপর জিনের হামলা হয় কামোত্তেজনা ও প্রেম-ভালোবাসার কারণে। কখনো-বা শত্রুতা কিংবা বদলা নেবার জন্যও জিনেরা মানুষের ওপর আক্রমণ করে। এ ক্ষেত্রে মানুষের অপরাধ হতে পারে—জিনের গায়ে প্রস্রাব করা, তাদের গায়ে পানি ফেলা, কিংবা তাদের কাউকে হত্যা করা; যদিও এসব ক্ষেত্রে মানুষ জেনে শুনে জিনকে মারে না। আবার কখনো কখনো শ্রেফ খেল-তামাশা বা কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যেও জিন মানুষকে ধরে; যেমনিভাবে কিছু কিছু মানুষও অনর্থক অন্যদের কষ্ট দিয়ে থাকে।

প্রথম (প্রেম-ভালোবাসা ও যৌন উত্তেজনা ঘটিত) ক্ষেত্রে জিন কথা বলে এবং জানা যায় যে, তা জিনের গুনাহের কারণে ঘটেছে। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, অর্থাৎ প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষেত্রে, মানুষ সাধারণত বিষয়টা জানতে পারে না। তবে যে মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে জিনদের কষ্ট দেয় না, সে জিনদের তরফ থেকে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয় না। এমন মানুষ তার নিজের ঘরবাড়ি ও জায়গা-জমির মধ্যে জিনদের জন্য কষ্টদায়ক কোনো কাজ করলেও জিনরা একথা-ই বলে—এ জায়গা তার মালিকানাধীন। এখানে সব রকম কাজের অধিকার তার আছে। তোমরা (জিনরা) মানুষের মালিকানাধীন এলাকায় তাদের অনুমতি ছাড়া থাকতে পারো না; বরং তোমাদের জন্য রয়েছে সেইসব জায়গা, যেখানে মানুষজন থাকে না, যেমন: পোড়াবাড়ি, জনমানবশূন্য এলাকা প্রভৃতি।<sup>১২৪</sup>

[১২৩] মুসলিম : ৪১৫০, পূর্ণ হাদীসের জন্য চলতি অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

[১২৪] মাজমুউল ফাতাওয়া : ১৯/২৯

## কোন সময় মানুষ আক্রান্ত হয়?

কোন অবস্থায় মানুষের শরীরে জিন ঢুকতে পারে?

এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খারাপ জিন সর্বাবস্থায় আপনার ওপর আক্রমণ করতে পারে না। শয়তানের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার—সবসময় সে মানুষকে বশ করতে পারে না। তবে কোনোভাবে আক্রান্ত হয়ে গেলে এরপর আপনার শরীরে ঢোকা খারাপ জিনের জন্য সহজ হয়ে যায়। ব্যাপারটা কোনো সুরক্ষিত স্থাপনায় প্রবেশের জন্য সুড়ঙ্গ নির্মাণের মতো।

খবিস জিন ৪ অবস্থায় মানুষের ওপর আসর করতে পারে—

১. খুব ভীত অবস্থায় থাকলে;
২. খুব রাগান্বিত অবস্থায় থাকলে;
৩. খুব উদাসীন অবস্থায় থাকলে;
৪. অশ্লীল কোনো গুনাহে লিপ্ত থাকা অবস্থায় (যেমন : ব্যভিচার করা, পর্ণ ভিডিও বা স্থিরচিত্র দেখা ইত্যাদি)

এই অবস্থাগুলোর কোনো একটায় মানুষকে পেলে খবিস জিন তার ওপর ভর করতে পারে। আর এর পেছনে কারণ হচ্ছে, এই অবস্থাগুলোতে মানুষ তার রবের স্মরণ থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ হয়ে যায়। আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন –

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ  
عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنََّّهُمْ مُّهْتَدُونَ

“যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্যে এক শয়তান নিযুক্ত করে দিই। এরপর সে-ই হয় তার সঙ্গী। আর তারাই মানুষকে সৎপথে চলতে বাধা দেয়; কিন্তু মানুষ মনে করে সে হিদায়াতের পথে আছে।” ১২৫

প্রথমবার মানুষের শরীরের ঢোকের কাজটা জিনের জন্য বেশ কঠিন। কিন্তু কেউ একবার জিন দ্বারা আক্রান্ত হলে, এরপর অন্যদের তুলনায় তার জাদু, জিন, বদনজর, ওয়াসওয়াসা বিবিধ সমস্যায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।

প্রাসঙ্গিক হওয়ায় যুক্তরাজ্যের একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। একজন জাদুগ্রস্ত রোগীর ওপর রুকইয়াহ করলে জিন কথা বলে ওঠে। এক পর্যায়ে জিন জানায়, ৫২ দিন যাবৎ

সে এই ব্যক্তির চারপাশে ঘুরেছে তার শরীরে ঢোকার জন্য। এরপর একদিন তাকে খুব রাগান্বিত অবস্থায় পেয়েছে এবং এই সুযোগে তার ওপর আসর করেছে। তাই কেউ যদি সতর্ক থাকে এবং দুআ-কালাম পড়ে, আর অপরদিকে জিনকে যদি কোনো জাদুকর জোর করে পাঠায় তখন জিন বেশ ঝামেলার মধ্যে পড়ে যায়। এদিকেও বিপদ, ওদিকেও বিপদ। এসব ক্ষতি থেকে বাঁচতে কর্তব্য হলো, প্রতিদিনের মাসনূন আমলগুলো আদায় করা এবং এই অধ্যায়ে নির্দেশিত পরামর্শ অনুসরণ করা। আর সর্বোপরি গাফেল না হওয়া, আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করা। তাহলে ইনশাআল্লাহ খারাপ জিনের আক্রমণ থেকে সহজেই বাঁচা যাবে।

## রুকইয়াহ করলে জিন কি ক্ষতি করবে?

এ ব্যাপারে ইবনু তাইমিয়া রহ.-এর একটি লেখা হুবহু উদ্ধৃত করছি— ১২৬

‘অনেক তদবীরকারী তাবীজ-কবচ করে বা এক জিন দিয়ে অন্য জিনকে হত্যা করে কিংবা বন্দি করে রাখে। কিন্তু এভাবে অন্য জিনকে হত্যা করা বা বন্দি করে রাখা বৈধ নয়। পরিণতিতে জিন তাকে হত্যা করতে পারে, অথবা তার অপরাধে তার স্ত্রী-সন্তান বা গৃহপালিত পশুপাখি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

পক্ষান্তরে যারা সঠিকভাবে রুকইয়াহ করে অর্থাৎ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অনুমোদিত পন্থায় জিন তাড়াবে, জিন তার কোনো ক্ষতি করবে না। কারণ, সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুগত থেকে মাজলুমকে সহায়তা করছে।

শরীয়াহ কর্তৃক অনুমোদিত রুকইয়াহতে কোনো শিরক থাকে না, আর কারও ওপর জুলুমও করা হয় না। তাই জিন এখানে পাল্টা কোনো ক্ষতি করতে পারে না। কারণ, হয়তো জিন বুঝতে পারে যে, এটি সঠিক পদ্ধতি, কিংবা ক্ষতি করার শক্তি হারিয়ে ফেলে। যদি অনেক শক্তিশালী জিন আসর করে আর রাকী দুর্বল হয়ে থাকেন তাহলে জিন রাকীর ক্ষতি করতে পারে। তাই এক্ষেত্রে রাকীকে আয়াতুল কুরসী, তিন কুল (সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস), সালাত ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। রাকীর উচিত হবে গুনাহ থেকে দূরে থাকা আর এমন সব কাজ বেশি বেশি করা, যা ঈমানকে পাকাপোক্ত করে। এই কাজটি জিহাদের একটি উত্তম রূপ। আর রাকী হচ্ছেন আল্লাহর

রাস্তায় সংগ্রামরত একজন।<sup>১২৭</sup> তাই তাকে সতর্ক থাকতে হবে, যেন নিজের গুনাহের কারণে জিন তার ওপর জয়ী হতে না পারে।

তবে যদি পরিস্থিতি রাক্কীর সাধ্যের বাইরে হয় তাহলে তার উচিত হবে না, সাধ্যাতীত কাজের ভার নিয়ে নিজেকে ফিতনাতে নিষ্ক্ষেপ করা। কেননা ‘আল্লাহ কাউকে সাধ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে দেন না’<sup>১২৮</sup>

## জিনের ক্ষতি থেকে বাঁচতে করণীয়

খারাপ জিনের ক্ষতি থেকে বাঁচতে নিচের বিষয়গুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত—

১। জামাআতে নামায আদায় করা। এটা আপনার আত্মিক শক্তি বৃদ্ধি করবে এবং আপনাকে শয়তান থেকে হেফাজত করবে।

২। গান বাজনা, নাটক-সিনেমা এবং এই ধরনের যাবতীয় তথাকথিত ‘বিনোদন’ থেকে বিরত থাকা। পর্ণ বা অশ্লীলতার ধারেকাছেও না যাওয়া।

৩। যথাসম্ভব পাকপবিত্র থাকা, ঘুমের আগে ওয়ু করে বিছানায় যাওয়া।

৪। সব কাজে বিসমিল্লাহ বলা; বিশেষত ঘরে ঢুকতে এবং বের হতে, খাবারের সময় এবং অন্ধকারে কিছু করতে, উপর থেকে কিছু ফেলতে।

৫। অহেতুক কুকুর, বিড়াল, সাপ না মারা। কোনো কারণে মারতে হলে আগে তিন বার পর্যন্ত তাড়িয়ে দেওয়া, এরপরও তা না গেলে তখন মারা।

৬। সন্ধ্যাবেলায় ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে দেওয়া, আর বাচ্চাদের বাইরে বের হতে না দেওয়া। রাত হয়ে যাওয়ার পর বাচ্চারা চাইলে বের হতে পারে আর দরজা-জানালাও

[১২৭] এখানে একটা বিষয় উল্লেখ্য, ইবনু তাইমিয়া রহ. এই কথাটি বলেছেন রুকইয়ার গুরুত্ব বুঝানোর জন্য। এর মানে এই নয় যে, রুকইয়াহ করলেই কিতালের ফরজ দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে এবং রাক্কী মুজাহিদ বলে অভিহিত হবেন।



খোলা যেতে পারে। ১৯

৭। কোনো গর্তে প্রস্রাব না করা। এ ব্যাপারে পরিষ্কার নিষেধাজ্ঞা আছে।

৮। ঘরে প্রবেশের এবং বের হওয়ার দুআ পড়া। দুআ না জানলে অন্তত বিসমিল্লাহ বলা।

৯। বিসমিল্লাহ বলে দরজা-জানালা বন্ধ করা। রাতে ঘুমানোর সময় দরজা বন্ধ রাখা।

১০। স্ত্রী সহবাসের পূর্বে অবশ্যই দুআ পড়া।

১১। টয়লেটে ঢোকান সময় দুআ পড়া।

১২। প্রতিদিন সকালে

وَهُوَ عَلَى ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

একশ বার পড়া। কোনোদিন একশবার না হলে ফজর এবং আসরের পর দশ বার করে পড়া।

১৩। ঘুমের আগে আয়াতুল কুরসী এবং সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়া।

১৪। সকাল-সন্ধ্যার মাসনুন আমলসহ প্রতিদিনের অন্যান্য যিকিরগুলো নিয়মিতভাবে করা। বিশেষত জাদু-সংক্রান্ত আলোচনার শেষে যেগুলো বলা হয়েছে।


১৫। সূরা ইখলাস, ফালাক এবং নাস তথা তিনকুল'র এই দুটি আমল গুরুত্বসহকারে করা।

প্রথম আমল হলো, ঘুমানোর পূর্বে একবার সূরা ইখলাস, একবার সূরা ফালাক ও একবার সূরা নাস—এভাবে তিন সূরা তিনবার পড়া, তারপর দুই হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে সমস্ত শরীরে হাত বুলিয়ে নেয়া।

দ্বিতীয় আমল হলো, প্রতিদিন ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর আগের মতই সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস—তিনবার করে পড়া। (এ সময়ে ফুঁ দেওয়া লাগবে না)

[১২৯] জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত—

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَجَنَحَ اللَّيْلُ أَوْ قَالَ جُنَحَ اللَّيْلِ فَكُفُّوا صَبِيئَاتِكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ جَيْنِيذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَخَلُّوهُمْ وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَادْكُزْ اسْمَ اللَّهِ وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَادْكُزْ اسْمَ اللَّهِ وَأَوَّلِكَ سِفَاءَكَ وَادْكُزْ اسْمَ اللَّهِ وَخَيْرُ إِنَاءَكَ وَادْكُزْ اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ تَغَرَّضَ عَلَيْهِ شَيْئًا

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (সূর্যাস্তের পর) যখন রাত নেমে আসে তখন তোমরা তোমাদের বাচ্চাদের আটকে রাখবে। কারণ, এ সময় শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে। এরপর রাতের কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলে তাদের ছেড়ে দিতে পারো। আর তোমার ঘরের দরজা বন্ধ করে আল্লাহর নাম নাও। তোমাদের ঘরের বাতি নিভিয়ে আল্লাহর নাম নাও। তোমার পান পাত্রের মুখ ঢেকে রাখো এবং আল্লাহর নাম নাও। তোমার বাসনপত্র ঢেকে রাখো এবং আল্লাহর নাম নাও। আর (ঢাকার কিছু না পেলে) সামান্য বি  আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন [www.boimate.com](http://www.boimate.com) রেখে দাও।” [বুখারী : ৩১০৬]

আর বাচ্চা অথবা অসুস্থ ব্যক্তি পড়তে না পারলে এই দুই সময়ে অন্য কেউ এসব পড়ার পর তাদের ফুঁ দিয়ে দেওয়া উচিত।

## জিন-আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ

মানুষ অনেকভাবে জিন দ্বারা আক্রান্ত হয়। আমাদের সমাজে পুরো শরীরে আসর না হলে, আর মুখ দিয়ে জিন কথা বলতে না লাগলে সচরাচর কেউ বিশ্বাস করে না যে, শরীরে জিন আছে। কিন্তু আসলেই এটা সম্ভব যে, কারও শরীরে জিন ঢুকে আছে আর দিনের পর দিন ক্রমাগত সে মানসিক এবং শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা জরুরি, আমরা যে লক্ষণগুলো আলোচনা করতে যাচ্ছি, এক-দুদিন এসব দেখলেই জিন দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন ভাববার কারণ নেই। এগুলো অন্যান্য স্বাভাবিক অসুখ-বিসুখের কারণেও হতে পারে, জিনের নজরের কারণেও হতে পারে। তবে এই লক্ষণগুলোর মাঝে অনেকগুলো যদি কারও মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান থাকে তখন ধারণা করা যায় যে, জিনের সমস্যা দেখা দিয়েছে। তবুও নিশ্চিত হওয়ার জন্য রুকইয়াহ করতে হবে।

আলোচনার সুবিধার্থে জিন-আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণগুলোকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি। নিদ্রাবস্থার লক্ষণ এবং জাগ্রত অবস্থার লক্ষণ।

### ক. নিদ্রাবস্থার লক্ষণসমূহ

১. নিদ্রাহীনতা: সারারাত ঘুম হয়না, হলেও খুব কম।
২. উদ্বিগ্নতা: এজন্য রাতে বারবার ঘুম ভেঙে যায়।
৩. ঘনঘন বোবায় ধরা: ঘুমের সময় কেউ চেপে ধরেছে এমন অনুভূত হওয়া, নড়াচড়া করতে না পারা। কারও কারও এই সমস্যা স্বপ্নের মধ্যেও হতে পারে।
৪. ঘুমের মাঝে প্রায়ই চিৎকার করা, গোঙানো, হাসি-কান্না করা।
৫. ঘুমের মধ্যে হাঁটহাঁটি করা বা দৌড় দেওয়া। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ।
৬. স্বপ্নে কোনো প্রাণীকে আক্রমণ বা ~~খাওয়া~~ <sup>খাওয়া</sup> করা দেখা। বিশেষত কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর,

উট, গরু, মহিষ, বাঘ, সিংহ, শিয়াল, সাপ বা এই ধরনের হিংস্র প্রাণী। যদি স্বপ্নে সবসময় দুইটা বা তিনটা প্রাণী আক্রমণ করতে আসছে দেখে তাহলে বুঝতে হবে সাথে দুইটা বা তিনটা জিন আছে।

৭. স্বপ্নে নিজেকে অনেক উঁচু কোনো জায়গা থেকে পড়ে যেতে দেখা।

৮. স্বপ্নে কোনো গোরস্থান, পরিত্যক্ত জায়গা, নদী অথবা মরুভূমির সড়ক দেখা। এটি জিনের পাশাপাশি জাদু আক্রান্ত হওয়ারও ইঙ্গিত বহন করে। আর স্বপ্নে একই জায়গা বারবার দেখলে সেখানে জাদুর জিনিসগুলো থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

৯. বিশেষ আকৃতির মানুষ দেখা। যেমন: অনেক লম্বা, খুবই খাটো, বা খুব কালো কুচকুচে কাউকে দেখা।<sup>১০০</sup>

১০. স্বপ্নে জিন-ভূত দেখা অথবা অন্যান্য ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখা।

## খ. আগ্রহ অবস্থার লক্ষণ

১. ইবাদাতবিমুখতা: নামায, তিলাওয়াত, যিকির-আযকার থেকে আগ্রহ উঠে যাওয়া। মোট কথা, দিন দিন আল্লাহর থেকে দূরে সরে যাওয়া।

২. দীর্ঘস্থায়ী মাথা ব্যথা। (চোখ, কান, দাঁত ইত্যাদির সমস্যার কারণে নয়; এমনিই মাথার এক পাশে অথবা উভয় দিকে ব্যথা করা, আর এজন্য ওষুধ খেয়েও তেমন ফায়দা না পাওয়া)

৩. মেজাজ বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকা, কিছুতেই মন না বসা।

৪. খুব সামান্য কোনো কারণেই যখন-তখন রেগে যাওয়া কিংবা কান্নাকাটি করা।

৫. বিশেষ কোনো কারণ ছাড়াই হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া।

৬. হঠাৎ অজ্ঞান বা বেহুশ হয়ে যাওয়া, দাঁতে-দাঁত লেগে ফিট হয়ে যাওয়া। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ।

৭. মৃগীরোগ বা Epilepsy। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ।

৮. অস্বাভাবিক আচরণ করা। এরকম অনুভূত হওয়া যে, আমি খারাপ আচরণ করতে চাচ্ছি না, তবুও কথা বলতে গেলেই নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছি।

[১৩০] যদি মানুষটাকে সর্বদা বিশেষ কোনো চিহ্নসহ দেখা যায়, যেমন: হিন্দুদের মত ধুতি পরা কিংবা পূজার মূর্তির মত কাউকে সবসময় দেখলে বুঝতে হবে জিনটা হিন্দু। যদি সবসময় পুরুষ কাউকে দেখা যায়, তবে বোঝা যাবে, আক্রমণকারী জিনটা পুরুষ।

৯. শরীরের কোনো অঙ্গে প্রায় সময় ব্যথা থাকা কিংবা একদম বিকল হয়ে যাওয়া। ডাক্তাররা যেখানে সমস্যা খুঁজে পেতে বা চিকিৎসা করতে অপারগ হচ্ছে।<sup>১৩১</sup>

১০. ব্যাপক অলসতা; সবসময় অবসন্নতা ঘিরে রাখা, শরীর ভারী হয়ে থাকা।

১১. কুবআনুল কারীমের তিলাওয়াত বা আযান সহ্য না হওয়া। এটিও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ।

১২. নিজের সন্তানকে বুকের দুধ খেতে না দেওয়া। অথবা সন্তান দুধ খেতে না চাওয়া। বাচ্চার মা জিন-আক্রান্ত হলে এই দুটোর যেকোনো একটা হতে পারে।

১৩. হ্যালুসিনেশন বৃদ্ধি পাওয়া। ফলে রোগী জাগ্রত অবস্থাতেই স্বপ্নের মত বিভিন্ন কিছু দেখতে পায়, যা অন্যরা দেখছে না।

১৪. জিন দ্বারা আক্রান্ত হলে রোগীর মাঝে জিনের স্বভাব প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ, কেউ মুশরিক জিন দ্বারা আক্রান্ত হলে হিন্দুদের মত সাঁজগোজ, মন্দিরের আওয়াজ ইত্যাদির প্রতি আকর্ষণ তৈরি হতে পারে।

১৫. এছাড়া জিনের রোগীর সাথে বিভিন্ন অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। যেমন: রাতে কারও ব্যাপারে দুর্ঘটনার স্বপ্ন দেখা এবং পরের দিন সেটা সত্যি হয়ে যাওয়া, কারও ওপর রেগে গেলে বা অভিশাপ দিলে তার ক্ষতি হওয়া, সড়ক দুর্ঘটনা থেকে বিশেষভাবে বেঁচে যাওয়া ইত্যাদি।

আবারও মনে করিয়ে দিই, এর মাঝে কিছু লক্ষণ শারীরিক বা মানসিক রোগের কারণেও প্রকাশ পেয়ে থাকে। তবে দীর্ঘদিন যাবৎ যখন এসবের কোনো সুরাহা না হয় তখন বুঝে নিতে হবে, আসলেই কোনো প্যারানরমাল সমস্যা আছে। এছাড়া নিশ্চিত হতে রুকইয়াহ করলেই মূল বিষয়টা বোঝা যাবে ইনশাআল্লাহ।

## জিন আসরের চিকিৎসা

কেউ জিন-আক্রান্ত হলে তার চিকিৎসা করার ইসলাম সম্মত উত্তম পদ্ধতি কী?

এই বিষয়টা আমরা দুভাবে আলোচনা করতে পারি। প্রথমে আমরা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি জানব।

[১৩১] কোনো সমস্যা ধরতে না পারা এটা জিন, জাদু এবং বদনজর—সবগুলোর ক্ষেত্রেই বড় একটা লক্ষণ। তবে দীর্ঘদিনের ব্যথা বিশেষভাবে জিন-আক্রান্ত হওয়ার দিকে ইঙ্গিত  আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন [www.boimate.com](http://www.boimate.com)

এরপর ধাপে ধাপে সূক্ষ্ম বিষয়গুলোসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

## এক নজরে জিন-আশ্রিত ব্যক্তির জন্য রুকইয়াহ

প্রথমে রাকী ওয়ু করে নেবেন এবং রোগীকেও ওয়ু করতে বলবেন। রুকইয়ার সময় সহায়তা করা এবং রোগীকে ধরে রাখার জন্য অন্তত একজন সহায়তাকারী রাখা উচিত। (রোগী মহিলা হলে সহায়তাকারী হিসেবে কোনো মাহরাম পুরুষ থাকা উচিত)।

এবার রোগীর কাছে বসে কানের কাছে উচ্চ আওয়াজে রুকইয়ার আয়াতগুলো পড়তে থাকবেন। বিশেষভাবে আয়াতুল কুরসী, সূরা সফফাতের প্রথম ১০ আয়াত এবং সূরা জিনের প্রথম ৯ আয়াত—এসব পড়ার সময় প্রতিটা বাক্য কয়েকবার করে পুনরাবৃত্তি করবেন। সবগুলো রুকইয়ার আয়াত না পড়ে শুধু উল্লিখিত আয়াতগুলো বারবার পড়েও রুকইয়াহ করতে পারেন।

জিনের সমস্যা থাকলে চিৎকার-চেষ্টামেচি করতে পারে, বলতে পারে ‘অনেক কষ্ট হচ্ছে, মরে যাচ্ছি’ ইত্যাদি বলতে পারে। এতে প্রভাবিত হওয়া যাবে না, পড়া থামিয়ে দেওয়া যাবে না। বরং বুঝতে হবে এতে মূলত জিনের কষ্ট হচ্ছে। রোগী সুস্থ হলে এসব খেয়ালই থাকবে না ইনশাআল্লাহ। রাকীর কাজ হবে শুধু তিলাওয়াত করে যাওয়া।

কাছে একটা পাত্রে পানি রাখবেন, তিলাওয়াত করার মাঝেমাঝে রাকী সেই পানিতে ফুঁ দেবেন। এরপর মাঝেমাঝে রোগীর চেহারা এবং হাতে-পায়ে পানির ছিটা দেবেন, আর সম্ভব হলে কিছুটা পানি রোগীকে খাওয়াবেন।

জিনের কোনো গল্প শুনবেন না, অনর্থক প্রশ্ন করবেন না। রাকী পারতপক্ষে জিনকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া ছাড়া, পড়ার মাঝে অন্য কোনো কথাই বলবেন না। একান্ত কিছু বলতে হলে উপস্থিত অন্য কেউ বলবেন।

জিন যখন স্বীকার করবে, ‘আমি চলে যাব’ তখন রাকী বলবেন, ‘আল্লাহর নামে বের হয়ে যা, ওয়াদা কর আর কখনো আসবি না।’ একদিনের রুকইয়াতে যদি জিন চলে না যায় তাহলে এভাবে পরপর কয়েকদিন, আর প্রতিদিন অন্তত দুই - আড়াই ঘণ্টা বা এর বেশি সময় ধরে রুকইয়াহ করতে হবে।

এতে ধীরে ধীরে খবিস জিন রোগীর ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারাবে, দুর্বল হয়ে যাবে এবং ইনশাআল্লাহ এক পর্যায়ে পালাতে বাধ্য হবে।

# জিনের রোগীর জন্য রুকইয়াহ করার বিস্তারিত পদ্ধতি

প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখিত নিয়মে যথাযথ প্রস্তুতি নেয়ার পর রোগীর কানের কাছে উচ্চ আওয়াজে গ্রন্থের শেষে উল্লেখিত “রুকইয়ার প্রসিদ্ধ আয়াতসমূহ” তিলাওয়াত করুন। রোগী যদি পুরুষ অথবা মাহরাম কেউ হয় তাহলে মাথায় হাত রেখে পড়বেন। গাইরে মাহরাম হলে শুধু কাছে বসে জোর আওয়াজে পড়বেন। কারণ, গাইরে মাহরামকে স্পর্শ করা হারাম। তবে এক্ষেত্রে মাঝেমাঝে একটা কাজ করতে পারেন, রোগীর সাথে থাকা পুরুষ মাহরামকে বলুন রোগীর মাথায় হাত রাখতে, তার হাতের ওপর আপনি হাত রাখুন। জিনে ধরা রোগী যদি শুয়ে থাকে, তখন রোগীর কপালে হাত রেখে কুরআন পড়তে পারেন। আর বেশি ঝামেলা করলে অন্য কাউকে বলুন রোগীকে ধরে রাখতে, আপনি শুধু কানের কাছে কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকুন।

আর পুরোটা সময় রোগীর মাথায় হাত রাখা আবশ্যিক নয়। রুকইয়ার মাঝেমাঝে হাত রাখতে পারেন, আবার সরিয়েও নিতে পারেন। সারকথা, রোগীকে স্পর্শ করে যদি আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেন তাহলে রুকইয়ার প্রভাব বেশি হবে। না হলে অন্তত কাছে বসে রোগীর কানের কাছে জোর আওয়াজে পড়তে থাকবেন।

পড়ার মাঝেমাঝে রোগীর ওপর ফুঁ দিন, এমনভাবে ফুঁ দিন যেন সামান্য কিছু থুতুও ছিটিয়ে দেওয়া যায়। এছাড়াও হাতের কাছে রুকইয়ার পানি রাখুন, রুকইয়ার আয়াতগুলো এবং আয়াতুল হারক<sup>১৩২</sup> পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে এটা প্রস্তুত করতে পারেন। পড়ার মাঝেমাঝে রোগীর মুখে এবং হাতে-পায়ে এই পানি ছিটিয়ে দিবেন। সম্ভব হলে মাঝেমাঝে রোগীকে কয়েক চুমুক পানি খেতে বলবেন।

এই রুকইয়ার প্রভাবে হয়তো শরীর থেকে জিন চলে যাবে, অথবা শরীরে লুকিয়ে থাকলে সেটা প্রকাশ পেয়ে যাবে। যদি কোনো অঙ্গে লুকিয়ে থাকে তখনও এটা সহ্য করতে পারবে না, কথা বলে উঠবে। তবে রুকইয়াহ করার সময় আপনি নিয়ত করবেন, জিন যেন শরীর থেকে চলে যায় এবং রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়।

কখনোই ‘জিন আসুক, আমার সাথে গল্পগুজব করুক’—এ রকম ইচ্ছা রাখবেন না। এর কারণ হচ্ছে,

প্রথমত: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শত্রুর সাথে সাক্ষাতের আশা

করো না।<sup>১৩৩</sup> আর কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বারবার বলেছেন, শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।<sup>১৩৪</sup>

দ্বিতীয়ত: আপনি কুরআন তিলাওয়াত করলে শয়তানের কষ্ট হয় বিধায় সে বিভিন্ন কথাবার্তা বলে আপনার পড়া বন্ধ রাখার চেষ্টা করবে। তাই আপনাকে সর্বপ্রকার কূটকৌশলের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। অনর্থক কথাকে পাত্তা না দিয়ে পড়ে যেতে হবে।

জিন বা জাদু আক্রান্ত রোগীর ওপর কতক্ষণ রুকইয়াহ করবেন, এটা রোগীর অবস্থা বিবেচনা করে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমার মতে এর সর্বনিম্ন সময় ৪০-৪৫ মিনিট আর সর্বোচ্চ ২-৩ ঘন্টা বা আরও বেশি হতে পারে।

**জিন আক্রান্তের ক্ষেত্রে রুকইয়ার প্রতিক্রিয়া**

রুকইয়ার সময় নিচের লক্ষণগুলো প্রকাশ পেলে বুঝবেন রোগী জিন দ্বারা আক্রান্ত—

১. হাত দিয়ে চোখ-মুখ ঢাকতে চেষ্টা করা, বা অদ্ভুতভাবে এদিক-ওদিক তাকানো।
২. বারবার পুরো শরীর জোরে জোরে কেঁপে ওঠা।
৩. কোনো অঙ্গ অস্বাভাবিক নড়াচড়া করা, বা শরীরে কোনো জায়গার পেশির অস্বাভাবিক লাফানো।
৪. গোঙানো শুরু করা।
৫. চিৎকার দিয়ে ওঠা। বারবার থামতে বলা।
৬. কারও নাম ঠিকানা বলতে শুরু করা, বা গালিগালাজ করা।
৭. দাঁতে দাঁত লেগে নিখর হয়ে যাওয়া বা অচেতন হয়ে যাওয়া।

এ রকম কিছু হলে বোঝা যাবে, রোগীর সাথে জিন আছে। সেক্ষেত্রে রুকইয়াহ চালিয়ে যেতে হবে। হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই কথা বলবে অথবা এখান থেকে পালাবে। কথা বলুক অথবা চুপ থাকুক, আপনি পড়া থামিয়ে দেবেন না। মনে মনে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন এবং কুরআন পড়তে থাকুন। যদি কখনো রোগী নিশ্চল হয়ে যায়, এক্ষেত্রেও আপনার কাজ হবে তিলাওয়াত করতে থাকা। একটু পরেই ইনশাআল্লাহ জ্ঞান ফিরবে, তবে চাইলে মুখে পানির ছিটা দিতে পারেন।

রোগীর মুখ দিয়ে জিন কথা বলে উঠলে, সংক্ষেপে কিছু প্রশ্ন করুন—

১. তার নাম কি? ধর্ম কি?

২. কেন রোগীর ওপর আসর করেছে?

৩. একাই আসর করেছে, নাকি সাথে আর কেউ আছে?

৪. কোনো জাদুকরের জন্য কাজ করে কি না?

উত্তর সত্যও দিতে পারে, আবার মিথ্যাও বলতে পারে। জিনরা খুব বেশি মিথ্যা বলে। এজন্য যা বলবে, সব বিশ্বাস করার দরকার নেই। আপনার কাজ হবে, জিনকে চলে যেতে নির্দেশ দেওয়া। প্রয়োজনে এ ব্যাপারে বাধ্য করা।

প্রথমে তাকে বোঝানো উচিত যে, রোগীর কষ্ট হচ্ছে, আর কাউকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। অথবা তাকে হিকমতের সাথে বোঝাতে চেষ্টা করুন, এভাবে মানুষের ওপর ভর করা অন্যায়, এই অধিকার তার নেই, সুতরাং সে যেন চলে যায়। যদি যেতে না চায়, তবে আপনি বারবার পড়তে থাকুন এবং পড়তে থাকুন। যতক্ষণ না সে মাফ চেয়ে পালাতে বাধ্য হয়।

আরও কিছু বিষয় খেয়াল রাখা উচিত—

জিন যদি মুসলমান হয়, তাহলে প্রথমে তাকে তারগীব-তারহীবের মাধ্যমে বোঝাতে চেষ্টা করুন। অর্থাৎ আখিরাতের আযাবের কথা বলে সতর্ক করুন, জান্নাতের পুরস্কারের কথা মনে করিয়ে দিন। কোনো মুসলমানকে কষ্ট দিতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন।<sup>১৩৫</sup> কাউকে অহেতুক কষ্ট দেওয়া উচিত নয়, রোগীকে ছেড়ে দিলে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দেবেন— এগুলো বোঝানোর চেষ্টা করুন।

জিন অমুসলিম হলে তাকে হিকমতের সাথে ইসলাম গ্রহণ করার প্রস্তাব দিন। যদি ইসলাম কবুল করে, আলহামদুলিল্লাহ। যদি ইসলাম গ্রহণ করতে না চায়, তবে চাপাচাপি করা যাবে না। আপনার কাজ হচ্ছে রোগীর চিকিৎসা করা, জিনদের মাঝে দাঈ বানিয়ে আপনাকে পাঠানো হয়নি। সুতরাং মূল কাজের দিকে মনোযোগ দিন, রুকইয়ার সময় অনর্থক বিষয় থেকে বেঁচে থাকুন। খুব বেশি হলে এতটুকু বলতে পারেন, সে যেন ইসলামের ব্যাপারে পরে আরও জানার চেষ্টা করে।

ইসলাম গ্রহণ করা নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করার পেছনে আরেকটি কারণ হচ্ছে, জিনেরা এমনিতেই ধোঁকাবাজ প্রকৃতির। সুতরাং অহেতুক সময় ক্ষেপণের জন্য তারা



আপনার কাছে ইসলাম গ্রহণের নাটক করতে পারে। অথচ সে মিথ্যা বলেছে, মোটেও ঈমান আনেনি। বাস্তবতা হচ্ছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটে, অথচ মানুষ মনে করে শয়তান কত সহজে ইসলাম কবুল করল। তাই খুব বেশি হলে বলুন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো, কিংবা বলুন, তুমি মুসলমান হয়ে যাও, আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দেবেন। শুনলে ভালো। না হলে আপনি নিজের রুকইয়ায় মনোযোগ দিন।

এরপর তাকে ভালোভাবে বোঝান যে, রোগীর কষ্ট হচ্ছে, কোনো ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। আসর করার কোনো কারণ বললে সে অনুযায়ী পরামর্শ দিন, সামনে যেমনটা বলা হয়েছে। এরপর শরীর থেকে চলে যেতে আদেশ করুন।

যদি আসর করার কারণ বলে, তাহলে সেই অনুযায়ী উপদেশ দিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ: যদি বলে ‘ওকে পছন্দ হয়েছে, তাই ভর করেছি’ তাহলে বোঝাতে চেষ্টা করুন যে, এটা হারাম, ইসলাম এর অনুমতি দেয় না। সুতরাং তুমি একে ছেড়ে চলে যাও।

যদি কোনো কারণ ছাড়া অহেতুক আসর করে তাহলে বোঝান যে, এটা উচিত হচ্ছে না। এই লোক/মহিলা তো তোমাকে কখনো কষ্ট দেয়নি, তোমার কোনো ক্ষতি করেনি, তুমি কেন একে কষ্ট দিচ্ছ? এভাবে বুঝিয়ে চলে যাওয়ার জন্য রাজি করানোর চেষ্টা করতে হবে। যদি ভুল কিছু করার জন্য (যেমন: জিনের গায়ে গরম পানি ফেলা, প্রস্রাব করা) আসর করে থাকে তাহলে বলুন যে, সে তোমাকে দেখতে পায় নি, অনিচ্ছাকৃতভাবে করেছে এই কাজ। বুঝাতে পারলে কখনই এমন করত না। তোমার উচিত হবে তাকে ছেড়ে চলে যাওয়া। ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে এরকম আর হবে না।

যাহোক, চলে যাওয়ার ব্যাপারে রাজি হলে এই কথার ওয়াদা নিন—‘আমি আল্লাহর নামে শপথ করছি, এখন এই শরীর থেকে চলে যাব। আর কখনো আসব না। এরপর আর কোনো মুসলমানের ওপর আসর করবনা। যদি করি তাহলে আমার ওপর আল্লাহর অভিশাপ।’

তবে জিন সবসময় এভাবে অক্ষরে অক্ষরে বলবে, এমনটা আশা করাও দুরূহ। তাই কমপক্ষে এ রকম ওয়াদা নিতে চেষ্টা করুন—‘আমি আল্লাহর নামে ওয়াদা করছি, এখন চলে যাব। আর কখনো আসব না।’

জিন বলতে পারে, এক অথবা দুই মাসের জন্য যাব, পাঁচ মাসের জন্য যাব। এসব ক্ষেত্রে আপনি নিজ অবস্থানে অটল থাকুন, বলুন ‘হয়তো চিরদিনের জন্য চলে যাবি, নইলে শাস্তি চলতে থাকবে।’

এরপর জিজ্ঞেস করুন, কোন দিক দিয়ে বের হবে, অথবা সে নিজেই জিজ্ঞেস করতে পারে, কোন দিকে দিয়ে যাব। আপনি তাকে হাত অথবা পা দিয়ে বের হয়ে যেতে বলুন। মাথা, চোখ, পেট, বুকের দিক দিয়ে বের হতে বলা উচিত নয়। এতে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। জিন চলে যাওয়ার পর, আবার রোগীর ওপর রুকইয়ার আয়াতগুলো পড়ে যাচাই করুন, অথবা রোগীকে আয়াতুল কুরসী, সূরা ফালাক, সূরা নাস পড়তে বলুন। রোগী বেশি দুর্বল হলে বলুন, যেন আপনার পড়া শুনে শুনে বলে। আপনি ৩-৪ শব্দ বা এক আয়াত করে পড়ুন, তাকেও পড়ান। জিন যদি না গিয়ে লুকিয়ে থাকে, এভাবে রোগীকে পড়তে দিলে বের হয়ে আসে।

যাহোক, আপনি আরও কিছুক্ষণ তিলাওয়াত করে এবং রোগীকে কুরআন পড়তে দিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিন, আসলেই জিন চলে গিয়েছে কি না। আবারও স্মরণ করিয়ে দিই, জিনেরা খুব বেশি মিথ্যা বলে।

**জিন আপোষে না গেলে করণীয়:**

আপোষে গেলে তো ভালো, আলহামদুলিল্লাহ! কিন্তু যদি যেতে অস্বীকার করে, অথবা কিছুই না বলে, তাহলে দীর্ঘ রুকইয়ার মাধ্যমে চলে যেতে বাধ্য করতে হবে।

এখানে লক্ষণীয় হচ্ছে, জিনের রোগীকে মারধর করা থেকে বিরত থাকবেন, এর কোনো আবশ্যিকতা নেই। বিশেষত রোগী শিশু হলে কখনোই আঘাত করবেন না। একটু পর এর কারণ উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আপনি প্রথমে তাকে এই বলে সতর্ক করুন যে, তুমি চলে যাও; নয়তো তোমাকে কুরআনের আয়াত দিয়ে শাস্তি দেওয়া হবে, আর আখিরাতেও তুমি জাহান্নামের আগুনে শাস্তি পাবে। সতর্ক করার পাশাপাশি রুকইয়াহ করতে থাকুন। এরপরও যদি যেতে না চায় তখন কঠোর হোন।

এবার তৃতীয় মাত্রায় যেসব আয়াত জিনদের শাস্তি দেয় সেসব তিলাওয়াত করতে থাকুন। যেমন: আয়াতুল হারক (অর্থাৎ কুরআনের যেসব আয়াতে কবরের বা জাহান্নামের আযাব এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ওপর গজবের কথা রয়েছে) এবং যেসব আয়াতে জিন-শয়তানের আলোচনা রয়েছে, জিনকে শাস্তি দেওয়ার নিয়তে সেসব তিলাওয়াত করুন। এছাড়া সূরা তাওবাহ এবং আনফালের কিতাল সংক্রান্ত কিছু আয়াত, সূরা ইয়াসীন, সূরা সফফাত, সূরা দুখান, সূরা জিন - এসবের শুরুতে **বিস্মিল** আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন [www.boimate.com](http://www.boimate.com) হাশরের শেষ ৪ আয়াত, সূরা আলা,

সূরা হুমাযাহ, সূরা ফীল; এসবও পড়তে পারেন।। এসকল আয়াত এবং সূরা পড়লে খবিস জিন তুলনামূলক বেশি কষ্ট পায়। এসব কানের কাছে পড়ুন, পড়ার পর হালকা থুতু ছিটিয়ে দিন, পানিতে ফুঁ দিয়ে খাইয়ে দিন, তেলের ওপর ফুঁ দিয়ে সেটা হাতে-পায়ে, মাথায় মালিশ করতে বলুন। এতে জিন অনেক কষ্ট পাবে। এভাবে চাপ প্রয়োগ করুন, আর তাকে চলে যেতে নির্দেশ দিন।

যদি রুকইয়ার সময় শরীরের কোন জায়গা লাফালাফি করে, অথবা এক স্থানে ব্যথা জমা হয় তাহলে ওই জায়গা চেপে ধরে তিলাওয়াত করুন। গাইরে মাহরামের ক্ষেত্রে সাথে থাকা আত্মীয়কে বলুন আয়াতুল কুরসী বা কিছু পড়তে আর ওই জায়গায় চাপ দিতে। মুরবিবদের হাত-পা টিপে দেওয়ার মতো হালকা চাপ দিতে হবে; কিন্তু এতেই জিনের অনেক কষ্ট হবে। আর যদি জিন চলে যাওয়ার ব্যাপারে রাজি হয়, তবে পড়া বন্ধ করুন এবং ওয়াদা নিয়ে তাকে যেতে সুযোগ দিন।

আবারও সতর্ক করছি, রোগী গাইরে মাহরাম হলে তাকে স্পর্শ করবেন না। আর রোগীকে আঘাত করার ব্যাপারে আমি সর্বাবস্থায় নিরুৎসাহিত করব। এর পেছনে অনেকগুলো কারণে রয়েছে। প্রথমত: মারার সময় জিনের গায়ে লাগছে সত্য; কিন্তু জিন চলে গেলে শরীরের ব্যথাটা থেকে যাবে। দ্বিতীয়ত: অনেক জিন আছে, মারার আগেই বের হয়ে যায়, মারা শেষে আবার আসে। অর্থাৎ পুরোটা মার রোগীর ওপর পড়ে। তৃতীয়ত: ঘটনাক্রমে রোগীর কোনো ক্ষতি হলে এর দায় অবশ্যই আপনাকে নিতে হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রা. সূত্রে বর্ণিত হয়েছে—

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
مَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি চিকিৎসা সম্পর্কে না জেনে চিকিৎসা করে, তবে (কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে) সে দায়ী হবে।”<sup>১৩৬</sup>

সুতরাং জিনের রোগীকে আঘাত করার ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকবেন। পূর্ণ ঈমানের সাথে পাহাড়ের ওপর কুরআন পড়লে পাহাড় সরে যাবে, কিন্তু আপনি সারাজীবন বেত পিটিয়েও এক ইঞ্চি সরাতে পারবেন না। সুতরাং মারধর না করে ধৈর্যের সাথে কুরআন পড়তে থাকুন। প্রয়োজনে উল্লিখিত পরামর্শগুলো অনুসরণ করুন। আর আপনার যদি ধৈর্যে ঘাটতি

থাকে তাহলে অনুগ্রহ করে মানুষের ওপর রুকইয়াহ করতে যাবেন না। এই কাজ আপনার জন্য নয়।

খেয়াল রাখবেন, মানুষকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেওয়া যেমন হারাম, তেমনি জিনকেও অহেতুক কষ্ট দেওয়া হারাম। অতএব কোনো প্রকার জুলুম যেন না হয়—সে ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। নয়তো পরে আপনি বিপদে পড়লে কিছু করার থাকবে না।

যাহোক, সংক্ষেপে এই হচ্ছে জিন তাড়ানোর পদ্ধতি। মূল কথা হচ্ছে, আপনি জিনের প্রতিক্রিয়ায় প্রভাবিত বা উত্তেজিত না হয়ে যদি শান্তভাবে তিলাওয়াত করতে থাকেন আর যদি জিনকে সহজেই চলে যেতে রাজি করতে পারেন তাহলে আশা করা যায় ব্যাপারটা খুব সহজেই সমাধা করতে পারবেন। হ্যাঁ, কখনো ব্যতিক্রম কিছু অবস্থা এবং পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে—তা ভিন্ন প্রসঙ্গ। পরের অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে বলা হবে ইনশাআল্লাহ।

### তৃতীয় ধাপ: চিকিৎসা-পরবর্তী পরামর্শ

জিন চলে যাওয়ার পর, চিকিৎসা শেষে আক্রান্ত ব্যক্তিকে কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে বলতে হবে—

১. প্রতিদিন কমপক্ষে দেড় থেকে দুই ঘণ্টা কুরআন তিলাওয়াত শোনা। এ ক্ষেত্রে সূরা বাকারা, সূরা ইয়াসীন, সফফাত, দুখান, জিনের রুকইয়াহ, তিন কুলের রুকইয়াহ এবং আয়াতুল হারক বেশি বেশি শোনা অথবা নিজেই কিছুক্ষণ তিলাওয়াত করা।

২. প্রতি সপ্তাহে কয়েকদিন রুকইয়ার গোসল করা। এক্ষেত্রে বদ নজরের গোসলের মত অথবা অন্য যেকোনো নিয়মে রুকইয়াহ গোসল করা যেতে পারে।

৩. এই দু'আটা ফজরের পর ১০০ বার পড়া।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহ, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদ, ওয়াহুওয়া  
‘আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।’

- এই কাজগুলো অন্তত দেড় মাস চালু রাখা।

৪. সকালে সূরা ইয়াসীন এবং রাতে সূরা মুলক পড়া। যদি পড়তে না জানে তাহলে তিলাওয়াত শোনা। ঘুমের সমস্যা থাকলে রাতে ঘুমের আগে ৮ সূরার রুকইয়াহ শোনা।

৫. পুনরায় শয়তানের আক্রমণ থেকে সুরক্ষা পাবার জন্য সকাল-সন্ধ্যা এবং ঘুমের আগের

মাসনূন আমলগুলো খুব গুরুত্বের সাথে করা। অল্প হলেও প্রতিদিনই করা, বাদ না দেয়া। যেমন, সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস-এর আমল করা, ওযু করে ঘুমানো, ঘুমের আগে আয়াতুল কুরসী পড়া ইত্যাদি।

৬. রাতে একা একা না ঘুমানো। বিয়ের উপযুক্ত হলে যতদ্রুত সম্ভব, বিয়ে করে ফেলা।

৭. বাড়িতে প্রতি ৩ দিনে একবার সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা। নিজে তিলাওয়াত করতে না পারলে অন্য কাউকে দিয়ে করানো, একান্ত অপারগ হলে অডিও প্লে করা। কয়েকমাস পর্যন্ত নিয়মিত এই আমলটা অব্যাহত রাখা।

৮. রোগী মেয়ে হলে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী পর্দা করা। আর পুরুষ হলে সবসময় জামাতে নামায পড়া।

৯. গানবাজনা, নাটক-সিনেমা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকা। ভালো লোকদের সাথে ওঠাবসা করা, মন্দ লোকদের সঙ্গ ত্যাগ করা।

১০. সকল ভালো কাজে বিসমিল্লাহ বলার অভ্যাস গড়ে তোলা।

## জিনের চিকিৎসায় রাক্বীর জরুরি জ্ঞাতব্য বিষয়

ইতিমধ্যে আমরা জিন-আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসার শরীয়ত-সম্মত পদ্ধতি বর্ণনা করেছি। এবার জাদুগ্রস্ত রোগীর প্রাথমিক রুকইয়াহসহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে আলোচনা করা হবে। বিশেষত জিন তাড়ানোর সময় আপনি যেসব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন, সে বিষয়ে আমরা এখানে সম্ভাব্য বিশেষ কিছু অবস্থার আলোচনা করব। কখনো এর বাইরের কোনো পরিস্থিতিও দেখা দিতে পারে, সেক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্য চেয়ে আপনার উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারা সমাধান করতে হবে।

১. লক্ষণ মিলে যাওয়ার পর জিন তাড়ানোর জন্য প্রথমে রুকইয়াহ করার পর যদি রোগীর মাথা ঘুরতে শুরু করে, দম বন্ধ হয়ে আসে, ঝটকা দিয়ে কেঁপে ওঠে কিন্তু কোনো জিন কথা না বলে তাহলে আরও দুই-তিনবার রুকইয়াহ করে দেখুন। তারপর তাকে ওপরে বলা ‘চিকিৎসা-পরবর্তী পরামর্শ’ দিয়ে দিন। এর সাথে আরও তিনটি কাজ করতে বলুন—

এক. প্রথমে ৭দিন ডিটক্স রুকইয়াহ করা (এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে যা আলোচনা করা হয়েছে)।

দুই. সুস্থতার লাভের নিয়তে অন্তত এক মাস যত বেশি সম্ভব রুকইয়াহ শোনা। প্রতিদিন কমপক্ষে ৩ ঘণ্টা। যার মাঝে থাকবে—“সূরা বাকারা এবং ৮ সূরার রুকইয়াহ (সূরা ইয়াসীন, সফফাত, দুখান, জিন, যিলযাল, ইখলাস, ফালাক এবং নাস), সূরা আলে-ইমরান, তাওবাহ, কাহাফ, হা মীম সাজদা (ফুসসিলাত), আর-রহমান, মুলক, তাকউইর, ইনফিতার, বুরুজ, ত্বরিক, আ‘লা এবং শেষ ১৫টি সূরা।”

লাভার জিনের সমস্যা হলে বা জিন সেঞ্চুয়ালি টর্চার করলে সেক্ষেত্রে এই সূরাগুলোর আগে “রুকইয়াহ যিনা, সূরা ইউসুফ এবং সূরা নূর” শোনা উচিত। আর কিছুদিন “আসন্ত বা বশ করার জাদু” এর রুকইয়াহ করা উচিত।

তিন. সম্ভব হলে সূরা বাকারার ৫০টি থেকে ১০০টি আয়াত (সাধ্য থাকলে আরও বেশি) কিংবা অন্য যায়গার একপাড়া কুরআন তিলাওয়াত করা।

এসব কিছু করার পর আবশ্যিকভাবে নিয়মিত অবস্থার আপডেট জানাতে বলুন। এক মাস পর যাচাই করে দেখুন—এই কয়দিনে জিন চলে গেছে নাকি এখনো আছে। আল্লাহর ইচ্ছায় যদি জিন চলে যায় তাহলে আর জিন-আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণগুলো তার মাঝে পাওয়া যাবে না। আর যদি সমস্যা কিছু বাকি থাকে তাহলে রুকইয়াহ করে দেখুন। যেহেতু এত দিনে জিন অনেক দুর্বল হয়ে গেছে, তাই আশা করা যায় এবার সে চলে যেতে সম্মত হবে। তবুও যদি যেতে না চায় তাহলে আবার পূর্বের মতই প্রেসক্রিপশন দিয়ে দিন। আর গুরুত্বের সাথে এক মাস এগুলো করার পর আবার দেখা করতে বলুন।

উল্লেখ্য, একবার রুকইয়াহ করার পর কোনো কারণবশত যদি জিনের রোগীর জন্য লাগাতার কয়েকদিন সরাসরি রুকইয়াহ করা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রেও এই পরামর্শগুলোই দেবেন। এরপর সুবিধামত সময় বলে দেবেন, যেন এতদিন পর দেখা করে অবস্থার আপডেট জানায়।

২. রুকইয়াহ করার সময় জিন কখনো অতিরিক্ত চিৎকার-চোঁচামেচি করতে পারে কিংবা হুমকি-ধমকি দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। জেনে রাখুন, সে বিপদে আছে দেখেই এমন চোঁচাচ্ছে। এরকম অবস্থায় আপনি শান্ত থাকুন। আর কানের কাছে সূরা নিসার ৭৬ নং আয়াত পড়ুন—

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ  
الطَّاغُوتِ ۖ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

“আর যারা ঈমান এনেছে, তাঁরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। আর যারা কাফির, তারা লড়াই করে তাগুতের পক্ষে। সুতরাং তোমরা যুদ্ধ করতে থাকো শয়তানের দোসরদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত নিতান্তই দুর্বল।” ১৩৭

কানের কাছে এই আয়াত কয়েকবার পড়ুন এবং ফুঁ দিন, পানিতে ফুঁ দিয়ে ছিটিয়ে দিন। ইনশাআল্লাহ খবিস জিন দুর্বল হয়ে যাবে।

৩. কখনো কখনো জিন আপনাকে রাগাতে চেষ্টা করবে, গালিগালাজ করবে। তখন আপনাকে শান্ত থাকতে হবে, রাগান্বিত হওয়া যাবে না। আপনি আপনার মতো রুকইয়াহ করতে থাকুন।

কখনো হয়তো আপনাকে বলবে, ‘আপনি অনেক ভালো মানুষ, বিরাট বুজুর্গ। আপনার কথা মেনে চলে যাচ্ছি’। এসব শুনে আহ্লাদিত হওয়া বা আত্মশ্লাঘা অনুভব করা যাবে না; বরং বলুন যে, আমি আল্লাহর সাধারণ একজন বান্দা। তুমি আল্লাহর বিধান মেনে এখান থেকে চলে যাও।

কখনও আপনাকে বিভ্রান্ত করার জন্য জিন হা হা করে হেসে উঠবে, বলবে ‘এসবে আমার কিছুই হবে না, আমার কিছু করতে পারবি না, ইত্যাদি...।’ যেন আপনি হতাশ হয়ে রুকইয়াহ বন্ধ করে দেন। সুতরাং এসব কথায় পাত্রা দিবেন না, উল্টা ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিন আর নিজের মত তিলাওয়াত করতে থাকুন।

৪. জিনের রোগীর ওপর রুকইয়াহ চলাকালীন কখনো অন্য জিন এসে আপনাকে সহযোগিতা করার প্রস্তাব দিতে পারে। সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করুন। বলুন, তোমরা যা খুশি করতে পারো। তবে আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

কখনো ঘুমের মাঝে শয়তান এসে আপনাকে সম্পদ বা গুপ্তধনের লোভ দেখাতে পারে। ভুলেও শয়তানের ফাঁদে পা দেবেন না। বহু মানুষ এই ফাঁদে পড়ে নিজের এবং পরিবারের সর্বনাশ ডেকে এনেছে।

৫. জিনের রোগীর রুকইয়ার ক্ষেত্রে বড় একটা সমস্যা হচ্ছে, রুকইয়াহ চলাকালীন ভেতরের জিন রোগীর শারীরিক ক্ষতি করতে চেষ্টা করে, যেন জিন চলে গেলেও একটা ক্ষতি থেকে যায়। যেমন: গলা টিপে ধরে, মুখে খামচি মারে, আঘাত করে ইত্যাদি। এজন্য উপস্থিত অন্যদের সতর্ক থাকতে বলবেন। প্রয়োজনে কাউকে বলবেন হাত ধরে রাখতে।

আর আশেপাশে এমন কিছু রাখবেন না, যা দ্বারা রোগী নিজেকে আঘাত করতে পারে।

৬. জিনের রুকইয়াহ করার সময় যদি শুধু রোগীর কাঁধ বা পিঠ ব্যথা করে, বমি বমি লাগে অথবা কোনো কারণ ছাড়াই কাঁদতে থাকে, তাকে কান্না থামাতে বলুন। যদি সে বলে, ‘আমি নিজেকে সামলাতে পারছি না, এমনিতেই কান্না পাচ্ছে’ তাহলে সম্ভবত তাকে জাদু করা হয়েছে। তখন রোগীর কানের কাছে সিহরের অর্থাৎ জাদু সংক্রান্ত আয়াতগুলো (সূরা আরাফ: ১১৭-১২২, সূরা ইউনুস: ৮১-৮২, সূরা ত্বহা: ৬৯) কয়েকবার করে পড়ুন। এরপর যদি দেখেন কান্না বাড়ছে, বমি বমি লাগছে কিংবা এখনও শরীরের কোথাও ব্যথা অনুভব করছে তাহলে বুঝতে হবে, সত্যিই যে জাদু আক্রান্ত। সেক্ষেত্রে জাদুর জন্য রুকইয়াহ করতে হবে।

এক্ষেত্রে দুই-তিন সপ্তাহ সিহরের সাধারণ রুকইয়াহ করে আপডেট জানাতে বলুন। এরপরও যদি সমস্যা থাকে তাহলে তখন সমস্যা অনুযায়ী নির্দিষ্ট জাদুর চিকিৎসা দিন, এসব বিষয়ে পরের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৭. বাচ্চাদের রুকইয়ার ক্ষেত্রে সর্বদা বাচ্চার নিরাপত্তা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে খেয়াল রাখবেন। যেহেতু বাচ্চার আচরণ ও মানসিকতা পূর্ণবয়স্ক মানুষের মতো না, তাই বাচ্চার সাথে পূর্ণবয়স্ক মানুষের মতো আচরণ করা যাবে না। এক জায়গায়, একইভাবে দীর্ঘ সময় বসে থাকতে বাধ্য করা যাবে না। একটু পরপর খেয়াল করতে হবে, কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না।

বাচ্চার কাছে আপনি অপরিচিত কেউ হয়ে থাকলে রুকইয়াহ করার আগে ও পরে তার সাথে কিছু সময় কাটান, গল্প করুন অথবা হালকা খেলাধুলাও করতে পারেন। রুকইয়ার মাঝে তাকে বলতে পারেন, ‘আমার সাথে সাথে পড়ো’; যাতে করে সে আপনাকে সহজ ভাবে নেয়। যেহেতু বাচ্চাদের গুনাহ থাকে না, তাই তাদের রুকইয়াতে আল্লাহর রহমতে বেশ দ্রুত ফল পাওয়া যায়।

বিশেষ সতর্কতা: রুকইয়ার সময় কখনোই বাচ্চাদের প্রহার করবেন না।

৮. কখনো জিন কিছু শর্ত দেয়। বলে যে, এই করতে হবে, সেই করতে হবে, তাহলে আমি চলে যাব। এ ক্ষেত্রে যদি সেটা ইসলাম-সমর্থিত হয়—যেমন: নামায-কালাম পড়তে হবে, পর্দা করতে হবে—এরকম কিছু হলে বলুন, আল্লাহর বিধান হিসেবে মানতে রাজি আছি। কিন্তু শরীয়ত পরিপন্থী কিছু হলে, বিষয়টা কোনো পাপের কাজ হলে বা কোনো কিছু উৎসর্গ করতে বললে মানবেন না; বরং এসব ক্ষেত্রে তাকে শাস্তি দিন।



৯. অনেক সময় জিন বোঝাবে, সে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ছেড়ে চলে গেছে। অথচ তখনও সে ওই শরীরের মধ্যে আছে। এমনকি যখন কথা বলবে তখন আক্রান্ত ব্যক্তির মতোই বলবে। এই অবস্থায় কীভাবে বুঝবেন যে, জিন চলে গেছে নাকি এখনো আছে?

এমতাবস্থায় আপনি যদি রোগীর মাথায় হাত রাখেন তাহলে অস্বাভাবিক কাঁপুনি বুঝতে পারবেন। এছাড়াও হৃদস্পন্দন পরীক্ষা করলে অস্বাভাবিক হারে হৃদস্পন্দন টের পাবেন। শরীরের কোন অঙ্গ অবশ হয়ে থাকবে অথবা ব্লাড প্রেশার অনেক বেশি দেখতে পাবেন। তখন আবার রুকইয়াহ করলে দেখবেন, জিন কথা বলতে শুরু করছে।

১০. মাঝে মাঝে জিনের কাছে ওয়াদা নেওয়ার সময় পালিয়ে যায়। অর্থাৎ যখন চলে যাবার জন্য ওয়াদাবদ্ধ হবে ঠিক তখনই পালিয়ে যায়। এমন হলে সূরা আর-রাহমানের ৩৩ থেকে ৩৬ এই চার আয়াত বারবার পড়ুন।

১১. কখনো এমন হয় যে, জিন চলে যেতে রাজি হয়; কিন্তু অনভিজ্ঞ হওয়ার কারণে শরীর থেকে বের হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে আপনার উচিত হবে তাকে সহায়তা করা। আপনি তার কানে আযান দিন, এরপর সূরা ইয়াসীন পুরোটা পড়ুন, তারপর আবার আযান দিন। এতে করে ইনশাআল্লাহ সে চলে যাবে।

যদি রোগীকে জাদু করা হয় আর এজন্য জিন আটকে থাকে তাহলে কিছুদিন সিহরের তথা জাদুর রুকইয়াহ করার পরামর্শ দিন, সম্ভব হলে তিন দিন পর্যন্ত ‘বরই পাতা বেটে গোসল’ করার নিয়ম অনুসরণ করতে বলুন। এরপর আবার রুকইয়াহ করুন। ইনশাআল্লাহ এবার জিন বের হতে পারবে।

১২. অনেক সময় আপনাকে ভয় দেখানো বা ঘাবড়ে দেওয়ার জন্য জিন বলবে, ‘এখানে আমি একা না। আমার সাথে আরও দুইজন আছে, চারজন আছে, ৪০ জন আছে।’ এ ক্ষেত্রে তার কথাকে পাত্তা দেওয়া যাবে না। উল্টো তাকে ধমক দিয়ে বলতে হবে, যতজন আছিস সব ভাগ, নইলে সব একসাথে মরবি।

সে যা-ই বলুক না কেন, চলে যাওয়ার পর আবার রুকইয়াহ করলেই বোঝা যাবে, অন্য কেউ আছে কি না।

১৩. সবসময় একদিনের রুকইয়াতে জিন চলে নাও যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে প্রতিদিন এক নাগাড়ে কয়েকঘন্টা করে রুকইয়াহ করতে হবে। এতে হয়তো জিন মারা পড়বে অথবা যখন একদম মৃতপ্রায় হয়ে যাবে, তখন কোণা বকম জান নিয়ে পালাতে বাধ্য হবে।

ক্ষেত্র বিশেষে জিনের রোগীর জন্য এক সপ্তাহ থেকে শুরু করে কয়েকমাস পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। এমতাবস্থায় প্রতিদিন রুকইয়াহ করা সম্ভব হলে ভালো, নইলে প্রথম পয়েন্টে বলা পরামর্শ অনুসরণ পাশাপাশি রুকইয়ার আয়াতগুলো পড়ে পানি খাওয়া, রুকইয়ার গোসল করা, প্রতিমাসে এক-দুই বার এই গ্রন্থের শেষে আলোচিত ডিটক্স রুকইয়াহ করা বেশ উপকারি ভূমিকা পালন করবে ইনশাআল্লাহ।

১৪. জিন চলে গেলেও সব লক্ষণ দূর হওয়া পর্যন্ত রুকইয়াহ চালিয়ে যেতে হবে, যেন আপদ আর ফিরে না আসে। এজন্য জিন চলে যাওয়ার পর তৃতীয় ধাপ: চিকিৎসা পরবর্তী পরামর্শ যেন কমপক্ষে এক থেকে দেড় মাস গুরুত্বের সাথে অনুসরণ করে, এটা ভালোভাবে বলে দিতে হবে। প্রয়োজনে আরও বেশি সময় নিতে হবে।

১৫. খেয়াল রাখার বিষয় হচ্ছে, রুকইয়াহ করার সময় প্রথম প্রথম কিছুদিন সমস্যা বাড়তে পারে। এতে ঘাবড়ে গিয়ে রুকইয়াহ বন্ধ করে দেওয়া যাবে না। কিছুদিনের মধ্যে সমস্যা ক্রমশ কমে আসবে। এভাবে আস্তে আস্তে জিন-আক্রান্ত হওয়ার যত লক্ষণ আছে, সবগুলো দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

শেষ কথা হচ্ছে, রুকইয়াহ চালিয়ে যান, পাশাপাশি দুআ এবং সাদকা করুন। সকাল-সন্ধ্যার অন্যান্য সুন্নাত আমলগুলো গুরুত্বের সাথে পালন করুন। আল্লাহ চাইলে সমস্যাগুলো একদম ভালো হয়ে যাবে।

যদি আল্লাহ আপনার হাতে রোগীকে সুস্থ করেন তাহলে তাকে বলুন, যেন আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। আর আপনিও আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করুন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

## রাত্রিতে জিনের সমস্যা

জিনের অথবা জাদুর সমস্যায় আক্রান্ত হওয়ার পর অনেকে খবিস জিন দ্বারা যৌন নিপীড়নের স্বীকার হন। এই বিষয় তারা লজ্জায় কাউকে বলতেও পারেন না, আর এই যন্ত্রণা থেকে কিভাবে মুক্তি পাবেন তাও জানেন না। সাধারণত এই সমস্যা রাতে ঘুমের সময়ে হয়ে থাকে, তবে কেউ কেউ জাগ্রত অবস্থাতেও এধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে

থাকেন। আর এই সমস্যা মহিলা রোগীদের মাঝে তুলনামূলক বেশি হলেও পুরুষদের মাঝে এর সংখ্যা কম না!

অন্যান্য প্যারানরমাল সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদের চেয়ে এই ধরনের রোগীরা অনেক বেশি মানসিক পীড়ার শিকার হন এবং মানসিকভাবে খুবই ভেঙে পড়েন। তাই পরিবারের কেউ এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলে তাকে রুকইয়ার পাশাপাশি মানসিক সাপোর্ট দেয়া খুবই জরুরি।

রোগীর পরিবারের অন্য সদস্যদের জন্য একটা বিষয় এখানেই পরিষ্কার করা জরুরি মনে করছি, রোগীর সাথে এরকম সমস্যা হওয়ার মানেই এই না যে, ছেলে বা মেয়েটি সত্যিই কারও সাথে যৌনক্রিয়া করেছে। বাস্তবে শারীরিকভাবে রেপ হওয়ার আর এই অশরীরীর আক্রমণের মাঝে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। সুতরাং তাঁর ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা করা মোটেই উচিত না। আপনার দেয়া সামান্য সাপোর্ট যেমন এই সমস্যা থেকে মুক্তির ওসীলা হতে পারে, তেমনি আপনার মিথ্যা তিরস্কারের জন্য সে জীবনের আশাও ছেড়ে দিতে পারে। তাই সহযোগী হন, প্রতিপক্ষ হবেন না।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে, এমন ঘটনা হতেই পারে, ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই। ঠিকমত রুকইয়াহ করলে আল্লাহর অনুগ্রহে দ্রুত এই সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তাই দেরি না করে জলদি ব্যবস্থা নিন আর অবশ্যই খুব বেশি বেশি দোয়া করতে থাকুন।

লক্ষণীয়, যাদের স্বপ্নে শুধু এমন অভিজ্ঞতা হয় কিন্তু শারীরিকভাবে অন্য কোন সমস্যা অনুভব করেন না, অর্থাৎ খুব ঘনঘন বা প্রতিদিনই স্বপ্নদোষ হয়, ইনশাআল্লাহ তারাও এই পরামর্শগুলো অনুসরণ করে উপকৃত হবেন।

১। প্রথমেই ঘরকে আল্লাহর অবাধ্যতার সরঞ্জাম থেকে মুক্ত করুন। যেন ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করতে পারে।

২। সালাত এবং দোয়ায় কোনরকম অবহেলা করবেন না। পুরুষ হলে মসজিদের জামাতে আর নারী হলে সুবিধামত স্থানে যথাসময়ে নামাজ আদায় করে নেবেন।

৩। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা ও ঘুমের আগের মাসনুন আমলগুলো অবশ্যই করবেন। মেয়েদের পিরিয়ডের সময়েও যেন এসব আমল বাদ না যায়। গ্রন্থের চলতি অধ্যায়ে “জিনের ক্ষতি থেকে বাঁচতে করণীয়” এবং পরের অধ্যায়ে “মাসনুন আমল” অংশ দ্রষ্টব্য।

৪। ঘুমানোর আগে সম্ভব হলে রুকইয়ার গোসল করে নিন। নইলে অবশ্যই ওয়ু করুন।

এক্ষেত্রে ওয়ুর পানিতে কিছু আয়াত পড়ে ফু দিয়ে নিলে আরও ভাল, যেমন আয়াতুল কুরসি এবং তিনকুল।

৫। এক-দেড়মাস প্রতিদিন কয়েকবার “রুকইয়াহ যিনা” শুনুন অথবা যিনা এবং ফাহিশার আয়াতগুলো তিলাওয়াত করুন। <sup>১৩৮</sup> বিশেষত ঘুমের আগে অথবা রাতে যেকোনো সময়। এটা আল্লাহর রহমতে অনেক উপকারী।

৬। গ্রন্থের শেষে উল্লেখিত রুকইয়ার আয়াতগুলো পড়ে অলিভ অয়েলে ফুঁ দিন। রাতে ঘুমের আগে মাথার তালুতে এবং সারা গায়ে মালিশ করুন। (৭দিনের ডিটক্সের মত)

৭। যখন এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটার সম্ভাবনা থাকে যেমন ঘুমের সময়, রাতে ছুট করে ঘুমে ভেঙ্গে গেলে অথবা জাগ্রত অবস্থায় যখন অনুভূত হচ্ছে ‘শয়তান আক্রমণ করতে পারে’ তখন বিভিন্ন ক্ষতি আশ্রয় চাওয়ার দোয়াগুলো মনোযোগের সাথে বার বার পড়া। যেমন: আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ যদি ঘুমের মাঝে ভয় পায়, তখন এই দুআ পড়লে তার কোন ক্ষতি হবে না।

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ ، وَشَرِّ عِبَادِهِ ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ

উচ্চারণ: আ‘উযু বিকালিমা-তিল্লাহিতা-ম্মাতি মিন গাদ্বাবিহি ওয়া ‘ইক্বা-বিহি ওয়া শাররি ‘ইবা-দিহ, ওয়ামিন হামাযা-তিশশাযা-তিনি ওয়া আই-ইয়াহদুরুন।

অর্থ: আমি আশ্রয় চাই, আল্লাহর পরিপূর্ণ কালামসমূহের দ্বারা তাঁর ক্রোধ থেকে, তাঁর শাস্তি থেকে এবং তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে, আর শয়তানদের কুমন্ত্রণা থেকে এবং তাদের উপস্থিতি থেকে। <sup>১৩৯</sup>

এরকম আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দোয়া রয়েছে, যেমন:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্না নাজ্জ‘আলুকা ফী নুহুরিহিম ওয়া না‘উযু বিকা মিন শুরুরিহিম।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে তাদের গলদেশে রাখছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। <sup>১৪০</sup>

[১৩৮] অডিও [ruqyahbd.org/download#zina](http://ruqyahbd.org/download#zina) এবং পিডিএফ [ruqyahbd.org/ayat#zina](http://ruqyahbd.org/ayat#zina)

[১৩৯] তিরমিযী : ৩৫২৮

[১৪০] আবু দাউদ : ১৫৩৭

اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، سَرِيعَ الْحِسَابِ ، اهْزِمِ الْأَحْزَابَ ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা মুনযিলাল কিতা-বি সারী‘আল হিসা-বি ইহযিমিল আহযা-ব। আল্লা-হুম্মাহযিমহুম ওয়া যালযিলহুম।

অর্থ: হে আল্লাহ, কিতাব নাযিলকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী! আপনি শত্রুবাহিনীকে পরাভূত করুন। হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে পরাজিত করুন এবং তাদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করে দিন। <sup>১৪১</sup>

৮। নফল বা তাহাজ্জুদের সালাতে দাঁড়িয়ে যান। এধরণের সমস্যায় যখনই আক্রান্ত হবেন, সাথে সাথে আপনার উচিত হবে সেখান থেকে উঠে দোয়া অথবা নামাযের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

৯। সম্ভব হলে রাতে একা না ঘুমানো। সাথে কেউ থাকলে সাধারণত এই ধরনের সমস্যা কম হয়।

১০। আর এধরণের ঘটনায় ফরজ গোসলের ব্যাপারে গুরুত্ব দিন। অবহেলা করবেন না। প্রয়োজনে কোন আলেম অথবা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ থেকে গোসলের বিস্তারিত মাসআলা জেনে নেবেন।

মোটকথা হল, এই অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে যতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায় সব দিক দিয়ে চেষ্টা করা। ইনশাআল্লাহ খবিস শয়তান খুব দ্রুতই পরাজিত হবে। আল্লাহ সহজ করেন। আমিন!

## জিনের রোগীর রুকইয়াহ প্রসঙ্গে কয়েকটি বাস্তব ঘটনা

শুরুর অধ্যায়গুলোতে জিন আক্রান্তের চিকিৎসা প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা বলা হয়েছে। যার মধ্যে ছিলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘটনা, সাহাবায়ে কিরাম এবং অন্যান্য সালাফদের ঘটনা। বাস্তব জীবনে কাজ করার সুবিধার্থে এবার আমরা এ বিষয়ক আরও কিছু ঘটনা উল্লেখ করব।

**ঘটনা-১:** প্রথম তিনটি ঘটনা মাওলানা ইমরান ভাইয়ের। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করেন। একটি ঘটনা তাঁর মুখেই শোনা যাক—

‘আমার রুকইয়ার জগতে পদার্পণ হয়েছিল একজন আরব নাগরিকের হাত ধরে। দাওয়ায়ে হাদীস শেষ করার পর আমি তাবলিগের জামাতে কিছুদিন সময় লাগাচ্ছিলাম। তখন এক আরব জামাতের সাথে আমি এবং সিলেটের একটা ছেলে মুতারজিম (দোভাষী) হিসেবে ছিলাম। সাথে ছেলেটা একটুতেই অস্বাভাবিক রোগে যেত। এছাড়া আরও কিছু লক্ষণ ছিল, যা দেখে একদিন এশার পর ওই জামাতের একজন ফিলিস্তিনি ভাই আমাকে বললেন, “ওর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, ওর সাথে জিন আছে! আগামীকাল ফজরের পর তাকে মসজিদের ছাদে নিয়ে আসবেন, আমি একটু দেখব।”

তার পরদিন সকালে আমি আর সেই ছেলেটা ছাদে গেলাম, সাথে ফিলিস্তিনি সাথি ভাইটিও ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, “আমি কুরআন তিলাওয়াত করব। আপনি শুধু তাকে শক্ত করে ধরে রাখবেন।”

তিনি পড়া শুরু করলেন। একটু পরই ছেলেটার চোখ লাল হয়ে গেল। একবার পেট, একবার বুক ফুলে উঠছিল। ফিলিস্তিনি ভাই প্রথমে আরবীতেই জিজ্ঞেস করলেন, “তোর নাম কী? এই ছেলেটাকে কেন ধরেছিস?” কিন্তু জিন কোনো উত্তর দিচ্ছিল না। তিনি আমাকে বললেন বাংলায় জিজ্ঞেস করতে। আমি ওই কথাগুলোই বাংলায় জিজ্ঞেস করলাম; কিন্তু এবারও কোনো সাড়াশব্দ নেই। শুধু ছেলেটা জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল, আর বারবার পেট-বুক ফুলে উঠছিল।

তখন তিনি আবার পড়া শুরু করলেন। তিনি বিশেষভাবে আয়াতুল কুরসী এবং সূরা বাকারার ১০২ নম্বর আয়াত পুনরাবৃত্তি করছিলেন। অনেকক্ষণ তিলাওয়াত করার পর হঠাৎ বড় করে নিঃশ্বাস ছেড়ে ছেলেটা জ্ঞান হারাল। তার মুখে পানির ছিটা দিলে জ্ঞান ফিরল। এরপর ছেলেটা বলল, আমার অনেক হালকা লাগছে। তার মানে জিন চলে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ। এই ঘটনার পর আরও কিছুদিন আমি ওই জামাতের সাথে ছিলাম, ছেলেটাও ছিল। কিন্তু আল্লাহর রহমতে ছেলেটার আর কোনো সমস্যা হয়নি।’

**ঘটনা-২:** একটা মেয়ের কিছু সমস্যা ছিল। তার পরিবার ধারণা করছিল যে, তাকে জাদু করা হয়েছে। এ কারণে ইমরান ভাইকে দিয়ে তারা রুকইয়াহ করায়। ইমরান ভাই যখন তার রুকইয়াহ করছিলেন, তখন তার বড় বোন সেই ঘরেই বসে ছিল। সে বলছিল, ‘আমার কেমন কেমন যেন লাগছে।’ ইমরান ভাই একটু পর ছোট বোনের রুকইয়াহ থামিয়ে বললেন, আচ্ছা আপনি এদিকে আসেন, আপনার ওপর একটু রুকইয়াহ করে দেখি। বড় বোনের উপর রুকইয়াহ শুরু করলেই তিনি কান্না বলে ওঠে। সে বলছিল, তুই এটা

কি করলি! আমি তো তাকে কোন কষ্ট দিচ্ছিলাম না। ওকে আমার ভালো লাগছিল। তাই আমি চাচ্ছিলাম, ওর সাথেই থাকব, কাউকে কিছু জানাব না। ইমরান ভাই এরপর দীর্ঘক্ষণ বড় বোনের রুকইয়াহ করেন। এমনি কোনো ঝামেলা করে নি; কিন্তু বেচারী তাকে ছেড়ে যেতে চাচ্ছিল না। অনেকক্ষণ পর জিনটা চলে যায়। এরপর ছোট বোনের জন্য রুকইয়াহ করা হয়।

**ঘটনা-৩:** শেষ ঘটনাটি বরিশালের। একটা হিন্দু ছেলের জিনের সমস্যা ছিল। অনেক কবিরাজ-বৈদ্য দেখিয়েও কোনো লাভ হচ্ছিল না। পরে তার পরিবার ইমরান ভাইকে রুকইয়ার জন্য অনুরোধ করে। ইমরান ভাই তাদের বাসায় গিয়ে দেখেন, সব ঘর মূর্তি-দেবদেবী ইত্যাদির ছবি দিয়ে ভর্তি। তিনি দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলেন, কী করবেন।

যাহোক, আল্লাহর ওপর ভরসা করে ওখানেই রুকইয়াহ শুরু করেন। এরপর জিন চলে আসে। কিছু কথাবার্তা হয়। স্বাভাবিকভাবে সে যেতে চায় না। অবশেষে দুদিন রুকইয়াহ করার পর তৃতীয় দিন সে চলে যায়।

যেহেতু জিন চলে যাওয়ার পরও আরও কিছুদিন রুকইয়াহ না করলে জিন আবারও ফিরে আসতে পারে, তাই পরের দিন ইমরান ভাই রুকইয়াহ করার জন্য যথারীতি তাদের বাসায় যান। সেদিন ছেলেটা সুস্থই ছিল। তখন তার বাবা বলে উঠল, আমি চাই না, আমার ছেলে কুরআনের কোনো প্রভাবের কথা মনে রাখুক। আরও স্পষ্ট করে বলি, আমার ছেলে কুরআনের মাধ্যমে সুস্থ হয়েছে—আমি কোনোভাবেই চাচ্ছি না, এটা তার মনে থাকুক। সুতরাং আপনি যেতে পারেন। ইমরান ভাই কথা না বাড়িয়ে সেখান থেকে চলে আসেন। পরে জানতে পারেন, ওই পরিবারের লোকেরা উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন 'ইসকন'র সদস্য। এরপর যখনই ছেলেটার বাবার সাথে দেখা হয়েছে, সে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। ছেলেটা কেমন আছে জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁ, ভালো আছে—জাতীয় দায়সারা কথা বলে দ্রুত সরে গেছে।

**ঘটনা-৪:** এই ঘটনার শুরু একটি সাপ মারার মধ্য দিয়ে। মুন্সিগঞ্জে। একটি মেয়ে প্রায়ই স্বপ্ন দেখত, সে গর্ভে থাকাকালে তার মা একটি সাপ মারছে। তার মাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বিশেষ কিছু মনে করতে পারেন না। কারণ, সাপ মারায় উনার স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল। পরে বুঝতে পারেন, উনি এমন একটি সাপ মেরেছেন, যেটা ছিল আসলে জিন। তখন থেকেই উনি বিভিন্ন অসুখে ভুগছেন। জন্মের পর থেকেই উনার মেয়ের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা দানা বাঁধতে থাকে। তার রাগ ছিল খুব বেশি। কাউকে সন্তুষ্ট করতে পারত না, খাওয়া-দাওয়া

রুচি ছিল না, একের পর এক রোগ লেগেই থাকত। দুদিন পরপরই ডাক্তারের কাছে দৌড়াতে হতো।

হাইস্কুলে পড়া অবস্থায় সমস্যা নতুন দিকে মোড় নেয়, সে প্রতিদিন স্বপ্নে সাপ দেখত। এছাড়া কুকুর, পেঁচা, কবুতরও দেখত। এতে তার ভয় লাগত না; বরং ভালই লাগত। সাপগুলোও তাকে ভয় দেখাত না; নতুন নতুন জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যেত। এক সময় সে সাপদের পরিবারের লোকদের চেয়েও বেশি ভালবাসতে শুরু করে। পরীক্ষার হলে দেখত, কলমের মাথায় সাপ বসে আছে। তখন সব পড়া ভুলে যেত। আস্তে আস্তে অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছিল। দিন দিন সে মানুষজন থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। কারও সাথে মিশত না, কোনো পারিবারিক অনুষ্ঠান, বিয়ে, হৈচৈ ভালো লাগত না। রাস্তাঘাটে চলতে পারত না, গাড়ির সাথে ধাক্কা লাগত। সে রাস্তার মাঝে, পুকুরে বিভিন্ন জায়গায় সাপ দেখতে পেত, যা অন্য কেউ দেখত না। বাড়িতে গরুর গোশত আনলেই রাগারাগি করে বাড়ি মাথায় তুলত। বাড়ির লোকেরা এ সময় তার চিকিৎসার উদ্যোগ নেয়। বিভিন্ন হুজুর, ফকির, পীরের কাছে তদবীর নেয়। কেউ তাবীজ দেয়, ফলে কিছুদিন ভালো থাকে। তারপর হঠাৎ তাবীজ হারিয়ে যায়, আবার সমস্যা শুরু হয়। কেউ পানি পড়া, মধু পড়া দেয়, নানা ধরনের বিধিনিষেধ দেয়। দিনশেষে ফায়দার ঘরে শূন্য। তার আত্মীয়রা যেখানেই একটু আশার আলো দেখেছে, দৌড়ে গেছে।

এক কবিরাজ তাকে চিকিৎসা দেয়, এক মাস ঘর থেকে বের হওয়া যাবে না, সবকিছু ঘরেই করতে হবে এবং তার দেওয়া হাড়ি ভেঙে পানি খেতে হবে। সব করেও লাভ হয় না। কবিরাজের সাথে যোগাযোগ করলে বলে, তার পক্ষে সম্ভব না। ওই জিনেরা তাকে পিটিয়ে অসুস্থ করে দিয়েছে। এমন আরও অনেকের কাছে যাওয়া হয়, কেউ দূর থেকে জিন দ্বারা চিকিৎসা করবে বলে, কেউ সাত ঘাটের পানি চায়। কেউ হাত দেখে সমাধান বলে, কেউ মোমবাতি জ্বালিয়ে আরবী লেখা কাগজ পুড়িয়ে সেই ধোয়া নিতে বলে, কিছুতেই কাজ হয় না। একজন জানায়, মেয়েটার ওপর যে ভর করে ওটা তান্ত্রিক জিন! তাই কবিরাজদের থেকে কিছু আনলে সে মন্ত্র পড়ে নষ্ট করে ফেলে।

এক পর্যায়ে মেয়েটিকে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী ঘুমের ওষুধ এবং অনেক ব্যয়বহুল কাউন্সেলিং চলে কিছুদিন। দিনের অর্ধেক সময় তার ঘুমিয়ে কাটত। বেফায়দা কাজ হচ্ছে বুঝতে পেরে দুই মাস পর এসব বন্ধ করা হয়।

সবশেষে এক কবিরাজের কাছে যাওয়া হয়। তার কথাবার্তায় মেয়েটির স্বজনেরা আশ্বস্ত



হয়। সে মেয়েটিকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করে, মেয়েটি উত্তর দেয়। এক পর্যায়ে সে মিথ্যে বলার অপবাদ দিতে থাকে এবং খুব ধমকায়। এক সময় বলে মেয়েটির সাথে থাকা জিনকে সে আটকে ফেলেছে এবং একটা পরী এসে জিনকে খেয়ে ফেলেছে। শেষে বলে, সে কোনো পারিশ্রমিক নেবে না। তবে তার ভক্তদের জন্য কিছু দিতে হবে। আর বলে, মেয়েটির জানের সাদকা দিতে হবে এবং তার গুরুকে খুশি করতে হবে। মেয়েটির মামা ওই কবিরাজকে দশ হাজার টাকা পরিশোধ করে বাড়ি ফিরে। সাথে চিকিৎসা হিসেবে কয়েকপদের পাতা, চিনি পড়া, মেশিনে ভাঙানো প্রথম সরিষার তেল, তাবীজ, তালের আঁটি আরও অনেক হাবিজাবি নিয়ে আসে। সেই রাতটা ভালো কাটলেও পরের দিন অবস্থা মারাত্মক আকার ধারণ করে। মেয়েটি ওড়নার ফাঁস দিয়ে নিজেকে মেরে ফেলতে চাচ্ছিল। কেউ তাকে ধরে রাখতে পারছিল না। চোখ-মুখ লাল হয়ে অনেকক্ষণ দাঁতে দাঁত লেগে থাকে। কয়েকঘণ্টা পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তবে মাঝের কোনো ঘটনা তার মনে ছিল না।

তখন আমাদের রুকইয়াহ সাপোর্ট গ্রুপের কার্যক্রম কেবল শুরু হয়েছে। প্রথম ব্যাচের এডমিনদের মাঝে মেয়েটার মামাত ভাই ছিল। তার অনুরোধে মাওলানা ইমরান ভাই আর আমি রুকইয়াহ করি। সাথে মেয়েটির দুই ভাই ছিল; তারা উভয়ে হাফেজ। তারাও যথেষ্ট সহায়তা করেছে। রুকইয়ার শুরুতে সে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক অজ্ঞান হয়ে একদম স্থির বসেছিল। আস্তে আস্তে বিভিন্ন ইফেক্ট শুরু হয়। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছিল আর সে শোয়ার জন্য চেষ্টা করছিল, সাথে আবার গোঙাচ্ছিল। শ্বাসকষ্টও হচ্ছিল প্রচুর। এছাড়াও আরও বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয় তখন। মাঝে মাঝে শয়তানটা লাফ দিয়ে ধ্যানে বসতে চাচ্ছিল, ওড়না গলায় পেঁচিয়ে ফাঁস দিতে চাচ্ছিল, নিজেকে আঘাত করছিল। তার ভাইয়েরা বারবার সামলিয়েছে। মাঝেমধ্যে শয়তানটা চলেও যাচ্ছিল, কিন্তু মেয়েটিকে কোনো দুআ বা আয়াত পড়তে দিলেই আবার ফিরে আসছিল। সব মিলিয়ে প্রথম দিন আমরা টানা ৬-৭ ঘণ্টা রুকইয়াহ করলাম। বাকি দিনগুলোতে তার ভাইয়েরা রুকইয়াহ করে।

দ্বিতীয় দিন সকালে তার কিছুই খেয়াল ছিল না। রুকইয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে তাকে কালিমা পড়তে বলা হয়। সে চেষ্টা করতেই শয়তানটা এসে ভর করে। তখন আবার রুকইয়াহ শুরু করা হয়। এভাবে এক সপ্তাহ প্রতিদিন ৩-৪ ঘণ্টা করে রুকইয়াহ করা হয়। তার সমস্যা আস্তে আস্তে কমে আসে। এমনকি সে নিজে নিজেই রুকইয়ার সবগুলো আয়াত পড়তে পারে। আবার গরুর গোশত খাওয়া শুরু করে, নিয়মিত নামায পড়ে। কিছু কিছু প্রভাব এরপরও ছিল, এজন্য তাকে নিজে নিজে রুকইয়াহ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। আর বলা

হয়, দুআ করতে। আমরাও তার জন্য দুআ করি। আল্লাহ তাআলা তাকে পূর্ণ সুস্থতা দান করুন। আমীন।

**ঘটনা-৫:** এটা ঢাকায় রুকইয়াহ সেন্টার চালু হওয়ার কয়েকদিন পরের ঘটনা। এক দম্পতি এসেছিল রুকইয়াহ করার জন্য। স্ত্রী লোকটির সমস্যা। তিনি একজন শিক্ষিকা। তার সমস্যা ছিল—সে ভয়ংকর স্বপ্ন দেখত, আত্মহত্যা করতে চাইত, ক্লাস নিতে লাগলে ঘুম আসত, সারা শরীরে পিন ফুটার অনুভূতি হত, ওয়াসওয়াসাও হতো খুব, স্বামী-সন্তানদের সহ্য করতে পারত না, বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চাইত... ইত্যাদি বেশ কিছু সমস্যা ছিল।

তো একজন তার রুকইয়াহ করল। আমি পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। প্রথমে ধারণা করেছিলাম, হয়তো বদনজরের সমস্যা; কিন্তু রুকইয়াহ শুরুর পরেই তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তার একটু পর জিন কথা বলতে লাগল।

জিন বলছিল—আমি যাব না, গেলে আমাকে মেরে ফেলবে। জিজ্ঞেস করলাম, কে মারবে তোকে? জিন বলল, ‘ম্যাজিশিয়ান।’ আমি বললাম, ভয়ের কিছু নেই। তোকে একটা জিনিশ শিখিয়ে দিচ্ছি। এতে করে আর তোর কিছু হবে না। সে জিজ্ঞেস করল, কী? আমি বললাম, আয়াতুল কুরসী জানিস? সে বলল, হ্যাঁ। আমি বললাম, কেউ ক্ষতি করতে আসলে আয়াতুল কুরসী পড়বি তাহলে আর কিছু হবে না।

সে বলছিল, আমি একা না। আরও কয়েকজন আছে। (কয়জনের কথা বলেছিল সংখ্যাটা আমার মনে নেই) আমি বললাম, যতজন আছিস সব একসাথে মরবি, যদি না যাস। এরপরও যাচ্ছিল না। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, জাদুর জিনিসপত্র কোথায় আছে, যেগুলো দিয়ে জাদু করছে? জিন বলল, সাগরে আছে। আমি বললাম, আচ্ছা। আসমানে থাকুক আর জমিনে থাকুক; তুই এখন ভাগ। এরপরও সে ‘আমি যেতে পারছি না, যেতে পারব না, গেলে আমাকে মেরে ফেলবে’—জাতীয় কথাবার্তা বলছিল। হঠাৎ তাবীজের কথা মনে হলো আমার। তার হাজব্যান্ডকে জিজ্ঞেস করলাম, উনার সাথে কি কোনো তাবীজ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, ৪-৫টা। আমি বললাম, সব তাবীজ খুলে ফেলেন। আমরা অন্যদিকে ফিরলাম। তিনি যেই না তাবীজ খুলে নিলেন, তার স্ত্রী আবার অজ্ঞান হয়ে গেল। সাথে সাথে জিনটাও চলে গেল।

মুখে পানির ছিটা দিলে তার জ্ঞান ফিরল। জিন আসলেই গেছে কিনা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাকে রুকইয়ার আয়াতগুলো পড়তে দিলাম। তিনি নিজেই অনেকক্ষণ তিলাওয়াত করলেন। আর কোনো সমস্যা দেখা

কয়েকটা সেলফ রুকইয়ার পরামর্শ দিলাম, যেন বাকি সমস্যাগুলোও চলে যায়। এর মাসখানেক পর সেই দম্পতির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তখন তারা জানিয়েছিলেন, জিন আর কোনো ঝামেলা করেনি। তবে ছোট ছোট কিছু সমস্যা রয়ে গেছে এখনও। আমি সেগুলো দূর হওয়া পর্যন্ত সেলফ রুকইয়াহ করে যেতে বললাম।

## বাড়িতে জিনের সমস্যা থাকলে করণীয়

অনেক বাড়িতে অস্বাভাবিক কিছু সমস্যা দেখা যায়। যেমন:

১. বিভিন্ন ছায়া বা আকৃতি দৌড়াদৌড়ি করতে দেখা;
২. রাতে অথবা কেউ যখন বাড়িতে থাকে না, তখন রান্নাঘর, অন্যান্য কামরা বা ছাদ থেকে আওয়াজ আসা;
৩. ফাঁকা ঘর বা ছাদ থেকে বাড়ির লোকদের নাম ধরে ডাকছে—এমনটা শোনা;
৪. বাহিরে বা অন্য জায়গায় অবস্থান করছে—এমন কাউকে বাড়িতে দেখতে পাওয়া;
৫. অকারণে টয়লেটের ট্যাপ-বার্ণা চালু হওয়া, লাইট-ফ্যান অন-অফ হওয়া, দরজা-জানালা বারবার খোলা বন্ধ হওয়া
৬. নিজেরা না করলেও জিনিসপত্র বারবার লুপ্তভুত হয়ে যাওয়া, এক জায়গার জিনিস অন্য জায়গায় পাওয়া;
৭. অকারণে গ্লাস বা আয়না ভেঙ্গে যাওয়া;
৮. অদ্ভুতভাবে জিনিসপত্র হারিয়ে যাওয়া;
৯. ঘুমের সময় কাঁথা-কম্বল টান দিয়ে বিরক্ত করা;
১০. রাতে বাড়ির আশেপাশের কুকুরগুলো অতিরিক্ত ঘেউ ঘেউ করা ইত্যাদি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে মহান সাহাবীগণের সাথেও এ ধরনের অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে। বাড়িতে সাপ দেখার ঘটনা এই অধ্যায়ের শুরুতে বলা হয়েছে। আগ্রহীরা এ বিষয়ে আরও ঘটনা জানতে জিন জাতির বিস্ময়কর ইতিহাস বইটি দেখতে পারেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাড়িতে কেন জিনের সমস্যা হয়?

সাধারণত তিনটি কারণে এমন হয়ে থাকে—

প্রথমত: এই জায়গাটা দীর্ঘদিন বিরান ছিল বা বন-জঙ্গল ছিল। তাই এখানে জিনেরা আবাস গড়েছিল। বিরান জায়গায় কেউ বাড়ি বানাতে জিনরা সমস্যা করতে পারে। এরকম সমস্যার জন্য নিচে উল্লিখিত প্রথম তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করলেই হবে ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয়ত: এই জায়গায় বা বাড়িতে পূর্বে যারা বাস করেছে, তাদের কেউ যদি শয়তানী জাদু চর্চা করে থাকে তাহলে এরপর সেখানে বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে।

এ ক্ষেত্রে প্রথম তিনটির সাথে চতুর্থ পদ্ধতিও দ্রষ্টব্য।

তৃতীয়ত: বাড়ির কাউকে জিন দ্বারা জাদু করা হলে অথবা কেউ জিন-আক্রান্ত হলে আক্রান্ত ব্যক্তির পাশাপাশি জিন অন্যদেরও বিরক্ত করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রথমে তার চিকিৎসা করতে হবে। সে সুস্থ হয়ে গেলে আশা করা যায়, আর সমস্যা হবে না। এরপর যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে অবস্থা বিবেচনায় নিম্নলিখিত যেকোনো পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

## প্রথম পদ্ধতি

আপনি সাথে দুজন মানুষকে সাথে নিয়ে ওই বাড়িতে যান। তারপর উঁচু আওয়াজে কয়েকবার নিচের কথাগুলো বলুন। বাংলা এবং আরবী উভয়টিই বলবেন—

أَنَا شِدْكُم بِالْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَيْكُمْ سُلَيْمَانُ أَنْ تَرْحَلُوا وَتَخْرُجُوا مِنْ بَيْتِنَا  
أَنَا شِدْكُم اللَّهُ أَنْ تَخْرُجُوا وَلَا تُؤْذُوا أَحَدًا

অর্থাৎ আমি তোমাদের সেই অঙ্গীকারের দোহাই দিচ্ছি, সুলাইমান আ. তোমাদের থেকে আল্লাহর নামে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। আমি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি, আমাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও। আমি আল্লাহর নামে তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি, তোমরা চলে যাও এবং আর কাউকে কষ্ট দিয়ো না।

এই কথাগুলো বাড়ির মালিক বললে সবচেয়ে ভালো হয়। পরপর তিনদিন এভাবে ঘোষণা করবেন। ইনশাআল্লাহ জিনেরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। এরপরও যদি বাড়িতে কোনো সমস্যা টের পান তাহলে দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করুন।

## দ্বিতীয় পদ্ধতি

শুরুতেই বাড়িকে আল্লাহর অবাধ্যতার সব সরঞ্জাম থেকে পবিত্র করুন। যেমন: বাড়িতে যেন কোনো প্রাণীর ছবি, ভাস্কর্য তামাসা কোনো শয়তানী তাবীজ ঝুলানো না থাকে—

প্রথমে তা নিশ্চিত করুন।

এরপর একটা বালতিতে অথবা বড় পাত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি নিন। তারপর পানির কাছে মুখ নিয়ে নিচের দুআটি পড়ুন—

بِسْمِ اللَّهِ ، أَمْسَيْتَ يَا اللَّهُ الَّذِي لَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ مُتَمَنِّعٌ ، وَبِعِزَّةِ اللَّهِ الَّتِي لَا تُرَامُ  
وَلَا تُضَامُ ، وَبِسُلْطَانِ اللَّهِ الْمَنِيْعِ نَحْتَجِبُ ، وَبِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا عَائِذٌ مِّنَ  
الْأَبَالِسَةِ ، وَمِنَ شَرِّ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ ، وَمِنَ شَرِّ كُلِّ مُغْلِبٍ أَوْ مُسِيرٍ ،  
وَمِنَ شَرِّ مَا يَخْرُجُ بِاللَّيْلِ وَيَكْمُنُ بِالنَّهَارِ ، وَيَكْمُنُ بِاللَّيْلِ وَيَخْرُجُ بِالنَّهَارِ ،  
وَمِنَ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ ، وَمِنَ شَرِّ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ ، وَمِنَ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ  
أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ، أَعُوذُ بِمَا اسْتَعَاذَ بِهِ مُوسَى ،  
وَعِيسَى ، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ، وَمِنَ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ ، وَمِنَ شَرِّ إِبْلِيسَ  
، وَجُنُودِهِ ، وَمِنَ شَرِّ مَا يَنْبَغِي

অর্থ: পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার নামে। আমরা আল্লাহ তাআলার হেফাজতে আছি, যার কাছে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়, এবং আল্লাহর মহত্বের কারণে—যা কখনো পরাভূত করা সম্ভব নয়, এবং আল্লাহর অসীম ক্ষমতার কারণে আমরা তাঁর কাছে সুরক্ষা প্রার্থনা করি। আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের কসম, আমি শয়তানের হাত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষ ও জিনদের অনিষ্ট থেকে। আরও আশ্রয় প্রার্থনা করছি ওই সব শয়তান থেকে, যারা দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান, যারা রাতে আবির্ভূত হয় এবং দিনে মিলিয়ে যায়, আবার যারা রাতে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং দিনে আবির্ভূত হয়। আশ্রয় প্রার্থনা করছি ওইসব শয়তান থেকে, যাদের তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং আরও আশ্রয় প্রার্থনা করছি ইবলিস ও তার বাহিনীর সকল ধরনের অনিষ্ট থেকে। আর আশ্রয় প্রার্থনা করছি সেই সব জন্তুর অনিষ্ট থেকে, যারা আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন। আমি আল্লাহর কাছে ওইসব বিষয় থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন মুসা, ঈসা এবং ইবরাহীম আ.। আর ওই সকল অনিষ্ট থেকেও আশ্রয় চাচ্ছি, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। শয়তান ও তার বাহিনীর অনিষ্ট এবং অন্য সব অশুভ বিষয় বা ক্ষতিকর বস্তু থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এটা পড়া শেষে পানিতে ফুঁ দিন। এরপর আউযুবিলাহ বিসমিল্লাহসহ ২৩ নম্বর পারার সূরা সফফাতের প্রথম ১০ আয়াত পড়ুন—

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّيِّعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالصَّفَّتِ صَفًّا ۝ فَالزُّجَرِ رَجْرًا ۝ فَاَلَيْسَ لِكُلِّ ذِكْرٍ ۝ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴿٥﴾ إِنَّا زَيْنًا السَّيِّئَاءَ الدُّنْيَا  
 بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ﴿٦﴾ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴿٧﴾ لَا يَسْبَعُونَ إِلَى الْمَلَا الْأَعْلَى  
 وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿٩﴾ إِلَّا مَنْ خَطِفَ  
 الْخُطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾

এসব পড়ে পানিতে ফুঁ দিন। এরপর সেই পানি দরজা-জানালা, ঘরের ভেতর বাহির সহ পুরো বাড়িতে ছিটিয়ে দিন। ইনশাআল্লাহ আর কোনো সমস্যা থাকবে না। বাড়িতে দুষ্ট জিন থাকলে চলে যাবে। চাইলে এটাও কয়েকদিন করতে পারেন।

উপরিউক্ত পদ্ধতি ইবনুল কাযিম রহ. তাঁর ‘আল-ওয়াবিলুস সায়্যিব ফি কালিমিত তায়্যিব’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। বিন বায রহ. থেকেও এ বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যায়। আর শাইখ ওয়াহিদ বিন আব্দুস সালাম ‘ওয়াকাইয়াতুল ইনসান মিনাল জিন্নি ওয়াশ শাইতান’ গ্রন্থে এটা গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন।

আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে, সূরা সফফাতের আয়াতগুলোর সাথে আয়াতুল কুরসী পড়া এবং পানি ছিটানোর পর বাড়িতে উচ্চঃস্বরে আযান দেওয়া উচিত।

একদল আলিমের মত হচ্ছে, প্রথম দুআর মতো এগুলোও একা পড়ার চেয়ে দুই বা তিনজন একত্রে পড়ে পানিতে ফুঁ দেওয়া বেশি উপকারী।

## তৃতীয় পদ্ধতি

কোনো বাড়িতে জিনের উৎপাত থাকলে সেই বাড়িতে পরপর তিন দিন সূরা বাকারা তিলাওয়াত করলে ইনশাআল্লাহ সমস্যা দূর হয়ে যাবে। নতুন বাড়ি করার পর যদি পরপর তিনদিন সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা হয় তাহলে আগে থেকে কোনো জিন বা অন্য ক্ষতিকর মাখলুক সেখানে থাকলে চলে যাবে।

তবে সমস্যা সমাধান হওয়ার পরও মাঝেমধ্যে (প্রতি সপ্তাহে অথবা মাসে কয়েকবার) সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা উচিত। প্রতি সপ্তাহে তিলাওয়াত করা কষ্টসাধ্য মনে হলে সূরা বাকারার রেকর্ড প্লে করা যেতে পারে। তবে তিলাওয়াত করা সর্বোত্তম।

## চতুর্থ পদ্ধতি

বাড়িতে সমস্যা হওয়ার কারণ যদি হয় সেখানে থাকা তাবীজ-কবচ, নকশা বা কবিরাজদের দেওয়া বাড়ি বন্ধ করার সরঞ্জাম। অথবা এষ্ট বাড়ির পর্বের বাসিন্দা যদি কোনো কুফরী জাদু



চর্চাকারী হয়, তাহলে সর্বপ্রথম পুরো বাড়ি এবং বাড়ির চারপাশ তন্ন তন্ন করে খুঁজে জাদু-কবিরাজির সব সরঞ্জাম একত্র করতে হবে। এরপর জাদুর অধ্যায়ে বলা নিয়মে সেগুলো নষ্ট করে ফেলতে হবে।

এরপর একটা বালতি বা বড় পাত্রে পানি নিয়ে পূর্বে উল্লিখিত দুআ (বিসমিল্লাহ, আমসাইনা বিল্লাহিল্লাযি...) এবং আয়াতুল কুরসী, সূরা সফফাতের প্রথম ১০ আয়াত এবং সিহরের আয়াতগুলো (সূরা আরাফ: ১১৭-১২২, সূরা ইউনুস: ৮১-৮২, সূরা ত্বহা: ৬৯) সবশেষে সূরা ফালাক, সূরা নাস কয়েকবার পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে পুরা বাড়িতে ছিটিয়ে দিন।

এই কাজটা পরপর তিনদিন করবেন। তাহলে ইনশাআল্লাহ সমস্যাগুলো দূর হয়ে যাবে।

## পঞ্চম পদ্ধতি

যদি সমস্যা তেমন জটিল না হয়, এমনি বাড়ির ছাদে জিনেরা আওয়াজ করে বা রাতে রান্নাঘর থেকে বিভিন্ন আওয়াজ আসে তাহলে পরপর তিনদিন উচ্চ আওয়াজে বাড়িতে আযান দিলে আর বাড়ির লোকেরা প্রতিদিনের মাসনূন আমল ঠিকমত করলে ইনশাআল্লাহ সমস্যা দূর হয়ে যাবে। এছাড়াও চাইলে উল্লিখিত প্রথম আমলটি করা যেতে পারে।

তো এই হচ্ছে বাড়ি থেকে জিনের সমস্যা দূর করার কয়েকটি শরীয়ত সম্মত পদ্ধতি।

তবে এসব করার পর যেন আবার শয়তান এখানে বাসা না করে—এর প্রতি খেয়াল রাখবেন। এজন্য বাড়িতে ইসলামী পরিবেশ চালু রাখার চেষ্টা করবেন, গান-বাজনা থেকে বাড়িকে পবিত্র রাখবেন। বিশেষত কোনো প্রাণীর ভাস্কর্য বা ছবি যেন ঘরে টাঙানো না থাকে—এর প্রতি খেয়াল রাখবেন। কারণ, যে ঘরে কুকুর বা জীবজন্তুর ছবি থাকে, সেখানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।<sup>১৪২</sup> আর নফল-সুন্নাত নামায সম্ভব হলে ঘরে পড়বেন। তাহাজ্জুদ মাঝেমাঝে বাড়ির অন্যান্য ঘরেও পড়বেন। স্ত্রী থাকলে বলবেন, সাধারণত যে ঘরে নামায পড়ে, সেটা বাদে অন্যান্য ঘরেও যেন মাঝেমাঝে নামায পড়ে।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন। আমীন।

## অধ্যায় ৪ : জাদুগ্রন্থ

**জ**াদু-সংক্রান্ত আলোচনার শুরুতেই দুটো বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত। প্রথমত : জাদুর অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। কুরআন-হাদীস, তাফসীর-ইতিহাসে জাদু বিষয়ে অনেক আলোচনা আছে। জাদু শাস্ত্রের সব বিষয় এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়। এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো, কেউ জাদু আক্রান্ত হলে ইসলাম সমর্থিত পদ্ধতিতে এর প্রতিকার কী হবে অথবা জাদুর ক্ষতি থেকে বাচতে করণীয় সম্পর্কে জানা।

দ্বিতীয়ত, এখানে চিকিৎসার এমন সব পদ্ধতি আলোচনা করা হবে, যেগুলোকে ইসলাম বৈধ বলে। তবে বিষয়টা এমন নয় যে, এখানে উল্লিখিত এই একটা পদ্ধতিই শুধু জাযিয় আর বাকি সব নাজাযিয়; বরং একাধিক জাযিয় পদ্ধতি থাকতে পারে। তবে সাধারণ পাঠক বিভ্রান্ত হবে বিধায় আমরা আলোচনা সংক্ষিপ্ত করেছি।

আল্লাহ চায় তো, পরবর্তী কোনো গ্রন্থে আমরা জাদুবিদ্যার নাড়িনক্ষত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

### জাদুটোনার ব্যাপারে ইসলামী আকীদা

বরাবরের মতোই প্রথমে আমরা এ ব্যাপারে ইসলামী আকীদা জানব। কুরআন, হাদীস এবং সালাফের দৃষ্টিতে এর মূল্যায়ন দেখব, এরপর আমরা অন্য প্রসঙ্গে যাব।

#### ক. জাদু প্রসঙ্গে আল-কুরআন

##### ১. প্রথম আয়াত:

كَذَّبِكَ مَا اتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ



“এমনিভাবেই তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই কোনো রাসূল এসেছে, তারা বলেছে, জাদুকর, না হয় উন্মাদ।” ১৪৩

## ২. দ্বিতীয় আয়াত:

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا  
بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ

“যদি আমি ওদের সামনে আকাশের কোনো দরজা খুলে দিই, আর তাতে ওরা দিনভর আরোহণও করতে থাকে, তবুও ওরা একথাই বলবে যে, আমাদের চোখ তো ভুল দেখছে। বরং আমরা জাদুগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।” ১৪৪

এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেল, জাদু দ্বারা এমন অস্বাভাবিক কাজ করা যায়, যা বাহ্যদৃষ্টে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। এছাড়া মুসা আলাইহিস সালাম-এর ঘটনা বিভিন্ন সূরায় এসেছে, সেখানেও চোখে ধাঁধা লাগানো জাদুর কথা বলা হয়েছে। যেমন: সূরা আরাফ, সূরা ইউনুস, সূরা ত্বাহ ইত্যাদি। সূরা আরাফের কিছু আয়াত দেখা যাক—

## ৩. তৃতীয় আয়াত:

يَا تُؤْكِبُ كُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ

“তোমার কাছে নিয়ে আসুক সব বিজ্ঞ জাদুকরদের...” ১৪৫

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, জাদুবিদ্যা কল্পকাহিনী জাতীয় কিছু নয়; বরং জাদু একটি বিশেষ জ্ঞান যা শেখা যায়, যাতে পারদর্শিতা অর্জন করা যায়।

## ৪. চতুর্থ আয়াত:

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّمَا أَنْتَ ثُلُقِي وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُبْلَقِينَ ﴿١١٥﴾ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا  
أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾ وَأَوْحَيْنَا  
إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾

“তারা বলল, হে মুসা, তুমি আগে নিষ্কেপ করবে নাকি আমরা নিষ্কেপ করব? তিনি বললেন, তোমরাই নিষ্কেপ করো। তখন তারা লোকদের চোখে জাদু ছুড়ল, যা তাদের ভীত-সম্ভ্রান্ত করে তুলল, আর তারা বিরাট জাদু প্রদর্শন করল। এরপর আমি মুসাকে ওহি পাঠালাম, এবার

[১৪৩] সূরা যারিয়াত, আয়াত : ৫২

[১৪৪] সূরা হিজর : ১৫

[১৪৫] সূরা আরাফ : ১১২

তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো। অতএব (তিনি নিক্ষেপ করলেন।) সঙ্গে সঙ্গে তা সে সব কিছুকে  
গিলতে লাগল, যা তারা বানিয়েছিল।” ১৪৬

এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপরও জাদু করা হয়েছিল।  
তখন আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দুআ শিখিয়ে  
দিলেন—

৫. পঞ্চম আয়াত:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾  
وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾

“বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার—তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার  
অনিষ্ট থেকে, আর অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে, যখন তা গভীর হয় এবং গেরোয় ফুঁ দিয়ে  
জাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে...” ১৪৭

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর জাদু করার কারণে তিনি অনেক  
অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কাজেই বোঝা গেল জাদু দ্বারা মানুষের ক্ষতি করা সম্ভব। অন্য  
কিছু আয়াতেও আমরা এর প্রমাণ পাই—

৬. ষষ্ঠ আয়াত:

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ  
الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۖ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ  
هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ  
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ  
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَكِنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ  
فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَّوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

“তারা ওই শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি করত।  
সুলাইমান কুফরী করেনি; শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল  
শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা  
দুজন এ কথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, নিশ্চয়ই আমরা পরীক্ষাস্বরূপ। সুতরাং তুমি  
কাফের হয়ে যেয়ো না। এরপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখে নিত, যার দ্বারা তারা

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাত। আর তারা জাদু দিয়ে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কারও ক্ষতি করতে পারত না। এবং তারা তা-ই শিখত, যা তাদের ক্ষতি করে; উপকার করে না। তারা ভালোভাবে জানে, যে জাদু চর্চা করে, পরকালে তার জন্য কোনো অংশ নেই, যার বিনিময়ে তারা তাদের নিজেদের বিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ; যদি তারা জানত...।” ১৪৮

প্রায় সকল মুফাসসির এই আয়াত প্রসঙ্গে দীর্ঘ এবং তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন। আগ্রহীরা তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন (পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ) এবং তাফসীরে ইবনু কাসীর থেকে সংশ্লিষ্ট আলোচনা দেখে নিতে পারেন। আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্য তাফসীরে কাবীর দেখা যেতে পারে।

এখানে সংক্ষেপে একটা আকীদা না বললেই নয়। জাদুর শক্তি দৃশ্যমান নয়। কীভাবে দড়ি দিয়ে সাপ বানিয়ে ফেলা হলো—তা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয় কিংবা জাদুর প্রভাবে কীভাবে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া বাধে—সেটাও প্রকাশ্য নয়; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর ইচ্ছা এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে জাদুর নিজস্ব কোনো ক্ষমতা আছে। বরং আর দশটা শক্তির মতো জাদুও আল্লাহর কুদরতী শক্তির ওপরই নির্ভরশীল। খেয়াল করুন, উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন—‘আল্লাহ না চাইলে জাদু দিয়ে তারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না।’

কুরআনুল কারীমের অনেক জায়গায় জাদুর কথা রয়েছে। অন্তত ৩-৪ প্রকারের জাদু বিষয়ে সাফ ভাষায় এসেছে, সিরহ বা জাদু শব্দমূল এসেছে প্রায় চল্লিশটি স্থানে।

এর মাঝে বেশিরভাগ জায়গায় এসেছে এমন—কোনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ কাওমের কাছে দাওয়াত নিয়ে গেছেন, আর তারা আল্লাহর কালামকে জাদু আখ্যায়িত করেছে, নবীকে জাদুকর আখ্যা দিয়েছে অথবা বলেছে, তোমাকে কেউ জাদু করেছে, তাই তুমি পাগল হয়ে এসব বলছ। (নাউযুবিল্লাহ)

এ থেকে একটা বিষয় বোঝা যায়। আর তা হচ্ছে, মানবসভ্যতার শুরু থেকেই জাদু একটি ঘৃণিত বিষয়; এক অভিশপ্ত শাস্ত্র।

এরপর অধিক পরিমাণ আলোচনা এসেছে মিশরের জাদুকরদের সাথে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লড়াইয়ের ঘটনার। আর সম্ভবত মিশর থেকেই জাদুবিদ্যা সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত হয়েছে।

কুরআনে এই ঘটনা নিয়ে অধিক আলোচনার একটি কারণ হয়তো এই যে, আল্লাহর নিদর্শন বা মুজিয়া আর জাদু দুটো ভিন্ন ভিন্ন বিষয়—এটা জানানো। আরেকটি কারণ হতে পারে, জাদু যতই শক্তিশালী হোক, আল্লাহর নিদর্শনের সামনে তা কিছুই নয়—এটা বোঝানো। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত।

## খ. জাদু প্রসঙ্গে হাদীস

কুরআনুল কারীমে জাদু নিয়ে এত বেশি আলোচনা হয়েছে যে, জাদুর অস্তিত্বের ব্যাপারে ইসলামী আকীদা প্রমাণের জন্য অন্য কোনো দলিলের প্রয়োজন হয় না। তারপরও আমরা কিছু হাদীস দেখে নিই—

### ১. প্রথম হাদীস:

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤَبَّاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে দূরে থাকো। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, সে জিনিসগুলো কী? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শরিক করা, জাদুবিদ্যা শেখা ও তার চর্চা করা, যে জীবকে হত্যা করা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন—অবৈধভাবে তা হত্যা করা, সুদি লেনদেন করা, এতিমের ধনসম্পদ আত্মসাৎ করা, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া, পবিত্র চরিত্রের অধিকারিনী মুমিন নারীর ওপর অপবাদ দেওয়া।”<sup>১৪৯</sup>

### ২. দ্বিতীয় হাদীস:

সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত—

سَعْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ ثَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّْ وَلَا سِحْرٌ

“তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি

প্রতিদিন সকালে সাতটি করে আজওয়া খেজুর আহার করে, সেদিন তাকে কোনো বিষ বা জাদু ক্ষতি করতে পারে না।” ১৫০

### ৩. তৃতীয় হাদীস:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জাদু করার ব্যাপারে দীর্ঘ হাদীসটি তো প্রসিদ্ধ।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَحَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ عِنْدِي لَكِنَّهُ دَعَا وَدَعَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَشَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ أَتَانِي رَجُلَانِ فَقَعَدَا أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلِي فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا وَجَعَ الرَّجُلِ فَقَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ قَالَ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفٍّ طَلَعَ نَخْلَةً ذَكَرَ قَالَ وَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي بئرِ ذَرْوَانَ فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِجَاءِ أَوْ كَأَنَّ رُءُوسَ نَخْلِهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا اسْتَخْرَجْتَهُ قَالَ قَدْ عَاقَنِي اللَّهُ فَكَرِهْتُ أَنْ أُنَوِّرَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَرًّا فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ

“আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু যুরাইক গোত্রের লাবিদ ইবনুল আসাম নামক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জাদু করে। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মনে হতো, তিনি কোনো কাজ করছেন, অথচ বাস্তবে সেটা তিনি করেননি। এক দিন বা এক রাতে তিনি আমার কাছে ছিলেন। তিনি অনেক অনেক দুআ করলেন। তারপর তিনি বললেন, আয়িশা, তুমি কি টের পেয়েছ, আমি আল্লাহর কাছে যা জানতে চেয়েছিলাম, তিনি আমাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন। আমার নিকট দুজন (ফেরেশতা) আসে, তাদের একজন আমার মাথার কাছে এবং অপরজন দু পায়ের কাছে বসে।

তাদের একজন তাঁর সঙ্গীকে বলল, এ লোকটির কীসের কষ্ট? সে বলল, তাকে জাদু করা হয়েছে।

প্রথম জন, কে জাদু করেছে?

দ্বিতীয় জন, লাবিদ ইবনুল আসাম।

প্রথম জন, কিসের ওপর জাদুর করা হয়েছে?

দ্বিতীয় জন, চিরুণী, মাথা আঁচড়ানোর সময় পড়ে যাওয়া চুল এবং একটি পুরুষ খেজুর গাছের মাথার খোসার ওপর।

প্রথম জন, সেটা কোথায় আছে?

দ্বিতীয় জন, জারওয়ান কুপের মধ্যে।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যান। ফিরে এসে বলেন, হে আয়িশা, সে কুপের পানি মেহেদীর পানির মতো এবং তার পাড়ের খেজুর গাছের মাথাগুলো শয়তানের মাথার মতো।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি সেগুলো বের করবেন না? (অন্য বর্ণনায় আছে, আপনি কি সেগুলো পুড়িয়ে ফেলবেন না?) তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে আরোগ্য দান করেছেন, আমি মানুষকে এমন ব্যাপারে প্ররোচিত করতে পছন্দ করি না, যাতে অকল্যাণ রয়েছে। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলে সেগুলো মাটি চাপা দিয়ে দেওয়া হয়।” ১৫১

#### ৪. চতুর্থ হাদীস:

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত—

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النَّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ

“তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জ্যোতিষবিদ্যার কিছু শিক্ষা করল, সে যেন জাদুবিদ্যার একটি শাখা আয়ত্ত করল। এখন তা যত বাড়বে, জাদুবিদ্যায়ও তত প্রবৃদ্ধি ঘটবে।” ১৫২

#### ৫. পঞ্চম হাদীস:

ইমরান বিন হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَيْسَ مِثْلًا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطَيِّرَ لَهُ ، أَوْ تَكْهَنَ أَوْ تُكْهَنَ لَهُ ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سَحِرَ لَهُ ، وَمَنْ عَقَدَ عُقْدَةً - أَوْ قَالَ : عُقْدَ عُقْدَةٍ لَهُ - وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا قَالَ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

“যে কুলক্ষণ নির্ণয় করে এবং যার জন্য নির্ণয় করা হয়, যে জাদু করে এবং যার জন্য জাদু করা

হয়, আর যে বান মারে, এরা কেউ আমাদের (মুসলমানদের) অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যে গণকের নিকট গেল এবং তার কথা বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর যা নাজিল হয়েছে, তার সাথে কুফরী করল।”<sup>১৫৩</sup>

এই হাদীস অনুযায়ী জাদুকর, গণক, টারো কার্ড কিংবা টিয়া পাখি দিয়ে ভালো-মন্দ যাচাইকারী— এরা সবাই কাফির। এবং যারা তাদের কাছে যাচ্ছে, তাদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে বা তাদের কথা বিশ্বাস করছে, তারাও কুফরী করছে! সুতরাং আমরা যেন সতর্ক হই, অন্যদেরও সতর্ক করি। কবিরাজ-বৈদ্য-খোনার ইত্যাদি নামধারী কাফির জাদুকরদের কাছে গিয়ে নিজের ঈমানকে যেন ধ্বংস না করি।

জাদুর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে এরকম অনেক অনেক হাদীস এবং কুরআনের আয়াত আছে, সব উল্লেখ করে অহেতুক কলেবর বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই। তবে বাস্তবেই জাদুর অস্তিত্ব আছে কি না, জাদু দ্বারা মানুষ আক্রান্ত হয় কি না, ইসলাম এ ব্যাপারে কি বলে — উপরের আলোচনার পর আশাকরছি এ ব্যাপারে কারও কোনো সংশয় নেই।

## গ. সালাফদের মতামত

এবার আমরা কয়েকজন সালাফে সালাহীনদের মতামত দেখি।

১. ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, সমগ্র আহলুস সুন্নাহ এ ব্যাপারে একমত যে, জাদু সত্য এবং এর প্রভাব রয়েছে। কিছু মুতামিলি এটি অস্বীকার করে এবং তারা বলে, এটা শুধুই চোখের ভ্রম। এরপর ইমাম কুরতুবী রহ. মুতামিলি ফিরকার আকীদা খণ্ডন করেছেন।<sup>১৫৪</sup>

২. ইমাম নববী রহ. বলেন, বিশুদ্ধমত হচ্ছে জাদুর অস্তিত্ব রয়েছে, অধিকাংশ আলিমের মত এটাই। আর এ ব্যাপারে কুরআন-হাদীসেও সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। ইবনু হাজার আসকালানি রহ. উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন এবং নিজেও বেশ কিছু স্থানে জাদুর চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা করেছেন।<sup>১৫৫</sup>

৩. ইবনু কুদামাহ রহ. বলেন, জাদুর দ্বারা মানুষকে হত্যা করা হয়। জাদুর প্রভাবে মানুষ মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। জাদুর প্রভাবে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে। এরপর ইবনু কুদামাহ রহ. তাঁর কথার স্বপক্ষে কুরআন-হাদীস থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।<sup>১৫৬</sup>

[১৫৩] মাজমাউয যাওয়াইদ : ৮৪৮০। সনদ সহীহ, কারও মতে হাসান।

[১৫৪] তাফসীরে কুরতুবী : ২/৪৭ দ্রষ্টব্য

[১৫৫] ফাতহুল বারী : ১০/২২২

[১৫৬] আল-মুগনী : ১০/১০৬



৪. ইবনুল কায্যিম রহ. বলেন, সূরা ফালাকের ‘ওয়া মিন শাররিন নাফফাসাতি’ আয়াত এবং আয়িশা রা.-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয়, জাদু নিঃসন্দেহে সত্য।<sup>১৫৭</sup>

৫. ইমাম রাযী রহ. জাদুর ৭ ভাগ উল্লেখ করে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইবনু কাসীর রহ. সেটা উদ্ধৃত করে পর্যালোচনা করেছেন।<sup>১৫৮</sup>

এছাড়া উল্লিখিত ১০২ নম্বর আয়াতের আলোচনায় তাফসীরে কাবীরে ইমাম রাজি রহ. জাদু বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। আগ্রহীরা সেটি অধ্যয়ন করতে পারেন।

৬. ইমাম রাগেব ইম্পাহানী রহ. জাদুকে ৪ ভাগে ভাগ করে ব্যাখ্যা করেছেন।<sup>১৫৯</sup>

৭. ইমাম খাত্তাবী রহ. জাদুর পক্ষে কিছু দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করার পর বলেন, ‘জাদু বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এমন আরও অনেক বর্ণনা এসেছে, যা একমাত্র বাস্তবতা অস্বীকারকারী ব্যতীত কেউ অস্বীকার করে না। আর ইসলামী ফিকাহবিদগণও জাদুকরের শাস্তির ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন। যে বিধানের ভিত্তি নেই, তা এরূপ চর্চিত হওয়া এবং তা এতটা প্রসিদ্ধ হওয়ার কথা নয়। সুতরাং জাদুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা একটি অজ্ঞতা, আর জাদু অস্বীকারকারীদের আপত্তি একটি অনর্থক বিষয়।’<sup>১৬০</sup>

## জাদুর প্রকারভেদ

নানা ধরনের জাদু রয়েছে। সালাফে সালাহীনের মাঝে অনেকে জাদুর প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। সালাফের অনেক মুহাদ্দিস এবং মুফাসসির বিভিন্ন প্রকার জাদুর স্বরূপ বর্ণনা করে সাথে চিকিৎসাও বাতলে দিয়েছেন। আমরা এ বিষয়ে আলোচনার আগে একটি সতর্কবার্তা দিতে চাই, জাদু কীভাবে করা হয়, জাদুর রকমফের ইত্যাদি এখানে আলোচনা করা হচ্ছে—শুধুই জাদু থেকে বাঁচার জন্য, মানুষের চিকিৎসার জন্য, সমাজকে কুফরের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নেওয়ার জন্য। কেউ যদি এর অপব্যবহার করেন,

[১৫৭] বাদাইউল ফাওয়ায়েদ : ২/২২৭

[১৫৮] তাফসীরে ইবনু কাসীর, সূরা বাকারা : ১০২-৩ নম্বর আয়াতের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

[১৫৯] আল-মুফরাদাত, ‘সিহর’ মাদ্দাহ দ্রষ্টব্য।

[১৬০] শারহুস সুন্নাহ : ১২/১৮৮



তবে এর দায় সম্পূর্ণ তার নিজের।

প্রাথমিকভাবে সমাজে প্রচলিত জাদুকে আমরা তিনভাগে ভাগ করব—

১. যেসব জাদুতে পরোক্ষভাবে শয়তানের সহায়তা নেওয়া হয়।

এসব জাদু মূলত আল্লাহর সৃষ্টির কিছু গোপন রহস্যের অপব্যবহার। অন্য কথায় প্রকৃতির নিয়মের মাঝে ওলটপালট করে এই জাদু করা হয়। মানুষেরা এসবের অধিকাংশই শিখেছে শয়তানদের থেকে। আর কিছু পেয়েছে বিভিন্ন যুগের মানুষদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে। এই জাদুগুলোতে সাধারণত সরাসরি জিনের সহায়তা নেওয়া আবশ্যিক হয় না।

উদাহরস্বরূপ, জাদুর পানীয় বা Magical Potion এর কথা বলা যায়। বিভিন্ন অদ্ভুত বস্তুর সমন্বয়ে এসব পানীয় তৈরি করা হয় (যেমন: ইঁদুরের পা, দাঁড়কাকের পাখা, বাচ্চা শিশুর কবরের মাটি, বজ্রের আঘাতে নিহত ব্যক্তির হাড়ি, বিশেষ কোনো গাছের শেকড় ইত্যাদি)। কখনো এগুলোর সাথে বিশেষ মন্ত্রও পড়া হয়।

২. যেসব জাদুর সাথে জিন-শয়তান সরাসরি জড়িত থাকে।

এক্ষেত্রে কখনো জিনের ওপর জাদু করে তাকে ভিকটিমের মাঝে বন্দি করে দেওয়া হয়। আবার কখনও জিনকে হত্যা করার ভয় দেখিয়ে বা জিনের পরিবারের ক্ষতি করার হুমকি দিয়ে জাদুকরের নির্দেশ মানতে বাধ্য করা হয়।

সাধারণত জাদুকররা কোনো শক্তিশালী জিন বা শয়তানের পূজা করে। তার সন্তুষ্টির জন্য বড় বড় গুনাহ করে। যেমন: কুরআন অবমাননা করা, কোনো মাহরামের সাথে যিনা করা, বিশেষ কোনো প্রাণীর রক্ত পান করা, নিজের মলমূত্র ভক্ষণ করা ইত্যাদি। তারা শয়তানের নামে কোরবানি করে, শয়তানকে সেজদা করে, দীর্ঘদিন ময়লা আবর্জনার মধ্যে বাস করে, গোসল করা থেকে বিরত থাকে। এভাবে শয়তানকে সন্তুষ্ট করে জাদুকরের খাতায় নাম লেখায়, যাকে বাংলা সাহিত্যে ‘মন্ত্রসাধন করা’ বলা হতো। এরপর যখন প্রয়োজনে জাদুকর সাহায্য প্রার্থনা করে তখন শয়তান তার কোনো সঙ্গী বা দুর্বল কোনো জিনকে পাঠায় জাদুকরের কাজ করতে। এক্ষেত্রে কিছু জিনকে পরিবারের ক্ষতি করার ব্যাপারে ভয় দেখানো হয়, কাউকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে কাজ করানো হয়।

এ কারণে আক্রান্ত ব্যক্তিকে যদি জিনের মাধ্যমে জাদু করা হয় তখন জিন সহজে যেতে চায় না। সে ভয় পায় যে, রোগীকে ছেড়ে দিলে জাদুকর বা বড় শয়তান তার ক্ষতি করবে। এসব ক্ষেত্রে তাকে অভয় দিতে হয়। মুসলিম জিন নামে আয়াতুল কুরসী অথবা সূরা ইখলাস, আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন  
www.boimate.com

ফালাক, নাসের ফজিলত সম্পর্কে জানাতে হয়।

৩. হাতের কারসাজি, কোনো যন্ত্র বা রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে ভেঙ্কি দেখানো।

এগুলো আক্ষরিক অর্থে জাদু। যদিও-বা এসব আসল জাদু নয়; তবুও এটা অবৈধ। এর কারণ হচ্ছে—প্রথমত: এটা ধোঁকাবাজি হেতু হারাম। দ্বিতীয়ত: যারা এগুলোর চর্চা করে, তাদের অধিকাংশই আস্তে আস্তে শয়তানী জাদুচর্চায় জড়িয়ে যায়। আর আল্লাহ বলেছেন—

‘হে ঈমানদারগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।’<sup>১৬</sup>

এজন্য সবধরনের জাদু থেকে দূরে থাকতে হবে—আসল হোক বা নকল।

**কর্মপদ্ধতির দিক থেকে জাদুকে ৭ ভাগে ভাগ করা যায়:**

১. যাকে জাদু করা হবে, তার ব্যবহৃত কোনো কাপড় অথবা শরীরের কোনো অংশ (যেমন: চুল, নখ ইত্যাদি) কোনো গাছের ডাল, পুতুল বা এরকম কিছুতে রেখে জাদু করা হয়।

২. কখনো শুধু মন্ত্র পড়ে বা বিশেষ পদ্ধতিতে ধ্যান করে জাদু করা হয়।

৩. কখনো খাদ্যদ্রব্য অথবা পানীয়তে মন্ত্র পড়ে ফুঁ দেওয়া হয় কিংবা বিশেষ পদ্ধতিতে জাদুর পানীয় তৈরি করা হয়। সেটা কেউ খেলে বা পান করলে জাদু-আক্রান্ত হয়ে যায়।

৪. কোনো ব্যবহারের জিনিস না পেলে বা কিছু খাওয়ানো সম্ভব না হলে, মন্ত্র পড়া পানি বাড়ির সামনে ফেলে যায়। যাকে উদ্দেশ্য করে জাদু করা হয়েছে, সে ওই পানির ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে জাদুতে আক্রান্ত হয়ে যায়।

৫. কখনো জাদুকর নিজে পারে না, এজন্য জিন-শয়তানের সাহায্য চায়, তখন শয়তান জাদু করে। আবার অনেক সময় জিনের মাধ্যমে ভিকটিমের কাপড় বা ব্যবহারের কিছু চুরি করিয়ে জাদু করা হয়।

৬. মানুষ এবং জিনের ওপর জাদু করা হয়, এরপর জাদুর মাধ্যমে মানুষের শরীরে জিনকে বন্দি করে দেওয়া হয়। জাদু নষ্ট হওয়া পর্যন্ত জিন চাইলেও বের হতে পারে না।

৭. কখনো একজন ব্যক্তিকে উল্লিখিত একাধিক পদ্ধতিতে একাধিক জাদু করা হয়।

প্রসঙ্গক্রমে একটা বিষয় উল্লেখ করা যায়, জাদু করার পর জাদুর জিনিসগুলো লুকিয়ে রাখা হয়, যেন সহজে খুঁজে না পাওয়া যায় আর ধ্বংস করা না যায়। এক্ষেত্রে জাদুকররা সাধারণত যাকে জাদু করা হবে, তার নাম এবং তার মায়ের নাম জেনে নেয়। এরপর

এই নামকে বিশেষ পদ্ধতিতে নকশায় লিখে নামের সাথে বাতাস, মাটি, পানি, আগুন—এসবের মাঝে যেটার মিল পায়, সেটার মধ্যে জাদুর জিনিস লুকিয়ে বা ঝুলিয়ে রাখে। (আগুনের ক্ষেত্রে কখনো কখনো জাদুর জিনিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়)।

যেমন: আমাদের নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাম মুহাম্মাদ। তাঁর মাতার নাম আমীনা। এটার সাথে পানি (ءلء)-এর মিল রয়েছে। তাই ইহুদি লাবিদ ইবনুল আসাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জাদু করার পর ওই জিনিসগুলো কূপের পানিতে ফেলেছিল। অনুরূপভাবে কারও নামের সাথে হাওয়া বা বাতাসের মিল পেলে জাদুর তাবীজ পাখির সাথে বা কোনো গাছের উঁচু ডালে বেঁধে রাখে। আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।

তবে জাদু সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা হচ্ছে, এটা আলাদিনের চেরাগের মতো কিছু: ঘষা দিলেই যা খুশি পাওয়া যায়। বিভিন্ন সিনেমা, নাটক আর মিথ্যা গল্পের পিঠে চড়ে সমাজে এই ধারণা বিস্তার লাভ করেছে। এজন্য বস্তুবাদী সমাজের অনেক বাসিন্দা জাদুর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে বসে। এই ধারণা অনেক বড় ভুল।

বাস্তবতা হচ্ছে, জাদুর জন্য কাফির জাদুকরকে অনেক চেষ্টা-সাধনা করতে হয়, অনেক নোংরা এবং জঘন্য কাজ করতে হয়। গল্পের মতো চাইলেই পাওয়া যায়—বিষয়টা মোটেই এমন নয়। জাদুর অনেক সীমাবদ্ধতাও আছে। সব মিলিয়ে জাদু করার বিষয়টা এতটা সহজও নয়, নিরাপদও নয়। জাদুকর চাইলেই যে-কাউকে জাদু করতে পারে না। যাকে জাদু করা হবে, তার শরীরের অংশ লাগবে, মন্ত্রপড়া কিছু খাইয়ে দিতে হবে। এরপর জাদু কাজ করবে। সাথে সাথে জাদুকরকে শয়তানের কথামতো বলিদান বা অন্য কোনো উৎসর্গমূলক কাজ করতে হবে। বড় কাউকে জাদু করতে চাইলে তখন শয়তানের দাবিও থাকে অনেক বড়। এরপর শয়তান সন্তুষ্ট হলে কিছু কাজ করবে, না হলে করবে না। অথবা শয়তান ধোঁকাও দিতে পারে, এমন হলো যে, তখন সে কোনো কাজই আর করে দিলো না।

হ্যাঁ, কোনো বস্তু বা সিঁদুল না নিয়ে, জিনের সাহায্য ছাড়া শুধু মন্ত্র পড়েও জাদু করা যায়। তবে সাধারণত সেগুলো তেমন শক্তিশালী হয় না।

কিছু সতর্কতা

১. উল্লিখিত প্রথম কারণে কোনো কবিরাজের কাছে চিকিৎসা করতে গেলে যদি আপনার কাপড় চায়, ভুলেও দেবেন না। বুঝে নিন, সে জাদুকর।

২. বাড়িতে মেহমান এসেছিল। কদিন পর নীচের খেয়াল করলেন, একটা কাপড়ের

কোণাকাটা, অথবা চিরুনি হারিয়ে গেছে; সাথে চুল ছিল। সাথে সাথে সাবধান হয়ে যান। মাসনুন আমলের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিন। সমস্যার সন্দেহ হলে রুকইয়াহ করুন।

৩. উল্লিখিত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কারণে সিহরের তথা জাদুর জন্য রুকইয়াহ করতে লাগলে কখনো রোগীর ওপর জিন চলে আসে। এজন্য রাকীর মানসিক প্রস্তুতিও থাকা জরুরি। (বিস্তারিত পরে বলা হবে ইনশাআল্লাহ)

## জাদুর চিকিৎসা প্রসঙ্গে কিছু কথা

১. কারও ওপর একই সাথে একাধিক জাদু করা হতে পারে। তখন ধৈর্যের সাথে একটা একটা করে চিকিৎসা করতে হবে। যদি জাদু, জিন, বদনজর—এরকম একাধিক সমস্যা থাকে তাহলে প্রথমে বদনজরের রুকইয়াহ করবেন, এরপর জাদু এবং জিনের জন্য রুকইয়াহ করবেন। জাদুর নিষাতে রুকইয়াহ করলেও ভেতরে জিন লুকিয়ে থাকতে পারে না, বাধ্য হয়েই বের হয়ে আসে।

২. রুকইয়ার কারণে বমি-বমিভাব, শরীর ব্যথা, মাথা ব্যথা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিলে এসব থামাতে ওষুধ খাবেন না। অবস্থা বেশি খারাপের দিকে গেলে বা আশঙ্কা থাকলে তখন ভিন্ন কথা। আর এ ক্ষেত্রে প্রথম অধ্যায়ের রুকইয়ার পর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সামলানো লেখাটি অবশ্যপাঠ্য।

৩. জাদুর জন্য রুকইয়াহ করে সুস্থ হলে এটা সবার সাথে আলোচনা করা উচিত নয়। হিংসুক ব্যক্তি জানলে আবার জাদু করতে পারে। সুস্থতার জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করুন, সকাল-সন্ধ্যা এবং ঘুমের আগের মাসনুন আমল গুরুত্বের সাথে পালন করুন। পরিশিষ্টে “কিভাবে বুঝাব আমার রুকইয়াহ করা শেষ” অংশ দ্রষ্টব্য।

৪. ‘কে আপনাকে জাদু করেছে’—এটা জানার জন্য অস্থির হওয়া উচিত নয়। আর এজন্য শরীয়ত সম্মত বিশেষ কোনো আমল আছে বলেও আমার জানা নেই। কোনো ওয়ীফার মাধ্যমে যদি স্বপ্নে জানার উপায় থাকে, তবে এটাও আপনার জানা উচিত—স্বপ্ন কোনো বিষয়ের প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট হতে পারে না। কারণ, শয়তানও স্বপ্ন দেখায়, সারাদিনের চিন্তাভাবনা থেকেও স্বপ্ন তৈরি হয়। আর ইসলামী শরীয়াতেও উন্মত্তের কারও স্বপ্ন কোনো বিষয়ের দলিল হয় না।

অনেক সময় রুকইয়াহ করতে গেলে জিন নিজেই বলে ‘অমুক আপনাকে জাদু করেছে’, এটা সাথে সাথে বিশ্বাস না করার দুই  আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন [www.boimate.com](http://www.boimate.com) ছ—প্রথমত: জিনটা কাফির, কমসে



কম ফাসিক; আর ফাসিকের খবর গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত: খবিস জিন অনেক সময় এসব ব্যাপারে মিথ্যা বলে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য। সুতরাং অন্য কোনো প্রমাণ ছাড়াই তার কথা বিশ্বাস করা নিজেই নিজের ক্ষতি করার নামান্তর।

তবে একটা মজার বিষয় হচ্ছে, শরয়ী পন্থায় রুকইয়াহ করার পর অনেক ক্ষেত্রেই এমন হয়, জাদু যে করেছে সমস্যাগুলো তার দিকে ফিরে যায়। হুবহু সব সমস্যায় না ভুগলেও দীর্ঘদিনের জন্য তার ঠিকানা হিসেবে বিছানা অথবা হাসপাতাল নির্ধারিত হয়ে যায়, কেউ-বা সেখানেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

৫. যদি বারবার জাদু করে...। কুফরী জাদু আমাদের দেশে এতটাই সহজলভ্য যে, এক বার সুস্থ হলে আবার জাদু করা, বারবার জিন পাঠিয়ে জাদু করা (জিন চালান দেওয়া) এসব ঘটনা হরহামেশা ঘটছে। এটা সমাজে নীরব মহামারির রূপ ধারণ করেছে। আচ্ছা, আপনি কী করবেন যদি কেউ এভাবে আপনার পেছনে লাগে?

যদিও মানুষকে অভিশাপ দেওয়া উচিত নয়, তবে ক্ষেত্রবিশেষে এ ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এক্ষেত্রে কর্তব্য হচ্ছে, প্রথমে রুকইয়াহ করা, নিয়মিত দুআ-কালাম পড়ে নিজের হেফাজতের ব্যবস্থা করা। এরপরও যদি দেখেন কেউ পেছনে লেগেই আছে তখন আপনি শয়তান এবং তার অনুসারীদের কার্স (curse) করতে পারেন, তথা অভিশাপ দিতে পারেন।<sup>১৬২</sup>

অভিশাপ দেওয়ার একটি উত্তম পদ্ধতি বলা হচ্ছে, যেসব আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা অথবা কোনো নবী আলাইহিস সালাম জালিম বা কাফিরদের ওপর অভিশাপ দিয়েছেন বলে উল্লেখ আছে, (যেমন: সূরা বাকারা: ৮৯-৯০, ১২১-২২, সূরা নিসা: ৪৭, সূরা আরাফ: ৩৮, সূরা হুদ: ৯৮-১০২, সূরা রাদ: ২৫, সূরা কাসাস: ৪০-৪৪, সূরা আহযাব: ৬৮, সূরা নূহ: ২৫-২৮, সূরা লাহাব) এ রকম কিছু আয়াত তিলাওয়াত করা।

এরপর তাহাজ্জুদ বা সাধারণ নফল সালাত আদায় করা, এরপর দুআর মাঝে তাদের অভিশাপ দেওয়া। অথবা সালাতে সূরা ফাতিহার পর এরকম কিছু আয়াত তিলাওয়াত করা এবং সালাত শেষে অভিশাপ দেওয়া। আল্লাহর কাছে দুআ করা—যেন জাদুকর, জাদুকরের

[১৬২] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সালাতের মধ্যে শয়তান আক্রমণ করতে আসলে তিনি প্রথমে শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন, এরপর শয়তানকে অভিশাপ দিয়েছেন, বলেছেন, 'আমি তোকে আল্লাহর অভিশাপ দ্বারা অভিশাপ দিচ্ছি।' (মুসলিম : ৫৪২)। এর দ্বারা বুঝা যায়, আমাদেরও প্রথমে স্বাভাবিক দুআ অথবা রুকইয়াহ করা উচিত, এরপরও শয়তানের দল না থামলে অভিশাপ দেওয়া বৈধ। আর কাফির জাদুকরকে অভিশাপ দেওয়া যেতেই পারে। এর প্রমাণ হচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদি কাফিরদের অনেকবার অনেক জায়গায় অভিশাপ দিয়েছেন। অধিকাংশ হাদীসগ্রন্থেই ঘটনা এবং প্রেক্ষাপটগুলোর বর্ণনা এ

সহায়তাকারী জিন এবং জাদুকরদের কাছে গমনকারী মানুষ শয়তানদের আল্লাহ পাকড়াও করেন, তাদের ধ্বংস করে দেন। এভাবে পরপর কয়েকদিন করতে থাকা।<sup>১৬৩</sup> সতর্কতা হচ্ছে, অভিশাপ একটি স্পর্শকাতর বিষয়। যদি এ পর্যন্ত না গিয়ে পারা যায়, তবে না যাওয়াই উত্তম।

৬. আক্রান্ত ব্যক্তি যদি স্বপ্নে অথবা বাস্তবে শয়তান জিনকে দেখতে পায়, তাহলে উচিত হবে ভয় না পেয়ে শয়তানকে ধাওয়া করা বা মারতে চেষ্টা করা। স্বপ্নে জাদুর জিনিস দেখতে পেলে তখনই নষ্ট করে ফেলা। কারণ স্বপ্নে জাদুর কাজে নিয়োজিত জিনকে হত্যা করলে বা জাদু নষ্ট করলে সাধারণত এটা বাস্তবে ঘটে যায়। আর শয়তানকে হাতের কাছে না পেলে, দূর থেকেই হত্যার নিয়তে আয়াতুল কুরসী পড়তে থাকুন।

৭. জিন দিয়ে করা জাদুতে আক্রান্ত হলে খবিস জিন অনেককে যৌন হয়রানি করে, এসব ক্ষেত্রে নিয়মমাফিক রুকইয়া করার পাশাপাশি ৩য় অধ্যায়ের “রাত্রীতে জিনের সমস্যা” লেখাটাও অনুসরণ করুন।

৮. সুস্থ হতে হতে অনেকদিন লেগে গেলে প্রতিদিন সূরা বাকারা তিলাওয়াতের অভ্যাস করুন, পুরাটা শেষ করতে না পারলেও প্রতিদিন কমপক্ষে আধাঘণ্টা বা চল্লিশ মিনিট সূরা বাকারা থেকে তিলাওয়াত করার চেষ্টা করুন। আর তিলাওয়াটা দিনের শুরুতে করতে পারলে সবচেয়ে ভাল।

৯. এই গ্রন্থের শেষে “রুকইয়ার প্রসিদ্ধ আয়াত সমূহ” নামে যে আয়াতগুলো যুক্ত করা হয়েছে, সব ধরনের রুকইয়ার জন্যই সেগুলো পড়া যায়। সিনের রুকইয়ার জন্যও সেগুলোই পড়বেন। তবে রুকইয়াহ করার সময় —সূরা বাকারা: ১০২, সূরা আরাফ: ১২০, সূরা ইউনুস: ৮১ আয়াত, সূরা ত্বাহা: ৬৯ এবং সূরা ফালাক: ৪—এসব আয়াত বারবার পড়বেন। আর এ ক্ষেত্রে প্রতিবার বিসমিল্লাহ পড়ার দরকার নেই, বিসমিল্লাহ শুধু প্রথমবার পড়বেন।

এত সব আয়াত পড়া কষ্টকর হলে সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত, সূরা ইখলাস, ফালাক এবং নাস—এগুলো বারবার পড়ে দীর্ঘ সময় রুকইয়াহ করতে পারেন। এতেও আল্লাহর অনুগ্রহে যথেষ্ট উপকার হবে ইনশাআল্লাহ।

## জাদুবিদ্যা অনুসরণকারী কবিরাজ চেনার কিছু লক্ষণ

জাদু দিয়ে জাদুর চিকিৎসা করা এবং অন্যের মাধ্যমে করানো—দুটোই গুনাহ। মস্ত্রে কোনো কুফরী বাক্য থাকলে তো নিশ্চিত কুফরী হবে; চাই সেটা ভালো কাজে ব্যবহার হোক অথবা খারাপ কাজে। বাস্তবতা হচ্ছে, যেসব কবিরাজ জাদু-টোনা করে, ওদের কাছে চিকিৎসা করিয়ে একটা সমস্যা ভালো হলে আরও নতুন নতুন সমস্যা তৈরি হয়।

একজনের সাথে আমার কথা হয়েছিল। তার বিবরণ শুনে বুঝলাম, আগে সম্ভবত তার শুধু বদনজরের সমস্যা ছিল, এ ছাড়া আর কিছুই না। এরপর সে জিন দিয়ে কবীরাজি করে—এরকম একজনের তদবীর নিয়েছে। এখন তার মধ্যে জিন-আক্রান্ত হওয়ার প্রায় সব লক্ষণ বিদ্যমান।

আবার অনেক কবিরাজ আছে, যারা প্রথমবার চিকিৎসার নামে বেশ কিছু টাকা বাগিয়েছিল, এরপর সেই রোগী যেন আবার তার কাছে আসে এবং সে তার চিকিৎসার নামে আরও কিছু টাকা হাতিয়ে নিতে পারে, এজন্য সেই কবিরাজ নিজেই জাদু করে। যেহেতু কবিরাজের কাছে রোগীর সব তথ্যই আছে, অনেকের কাপড়-চোপড়ও থাকে, তাই তাকে জাদু করা খুবই সহজ। মানুষ ভাবে, অমুকের কাছে গিয়ে তো এক মাস ভালো ছিলাম! তাই তার কাছে আবার ধর্ণা দেয়।

কিছু কবিরাজ টাকা নেয় না, কিংবা নিলেও খুব সামান্য। এতে মানুষ বিভ্রান্ত হয়। আসলে টাকা নেওয়া-না নেওয়ার সাথে হালাল-হারামের সম্পর্ক তো অনেক দূরের। সে কুফরী করছে, শয়তানের সাহায্য নিচ্ছে, এরপর সে টাকা নিচ্ছে নাকি উল্টো আপনাকে টাকা দিচ্ছে—এসব হিসেবের কি সময় আছে? আপনার ঈমান যে বরবাদ হয়ে গেল, সেই খেয়াল আছে কী?

সার্বিক বিবেচনায় সবচেয়ে নিরাপদ এবং উপকারি হচ্ছে, শুধু কুরআনের আয়াত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত কোনো দুআ দিয়ে রুকইয়াহ করা। কবিরাজদের থেকে দূরে থাকা। এমনকি কোনো হিন্দু বা অন্য ধর্মাবলম্বীর চিকিৎসা করলেও কুরআন বা মাসনূন দুআ দিয়েই করা। কুরআন সবার ওপরই চমৎকার প্রভাব ফেলে।

কোনো কোনো কবিরাজের কাছে চিকিৎসা করতে গেলে, জোরে জোরে কুরআনের আয়াত পড়ে, আর আস্তে আস্তে মন্ত্র পড়ে। কুরআনের আয়াত লেখে, সাথে শয়তানের নামও লেখে। এদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

এবার শয়তানের অনুসারী কবিরাজ (পড়ুন—জাদুকর) চেনার কিছু লক্ষণ বর্ণনা করা হচ্ছে।

১. রোগীর কোনো অংশ—যেমন: চুল, রুমাল, ওড়না বা অন্য কোনো ব্যবহৃত কাপড়—চায়। মায়ের নাম জানতে চায়।

২. একটা কাগজে সাহায্যে কিরামের নাম বা নবীদের নাম, দুআ বা কুরআনের আয়াত কিংবা তাবীজ লিখে পুড়াতে বলে।

৩. কিছু একটা লিখে মাটিতে পুঁতে কিংবা উচু কিছুতে বেধে রাখতে বলে।

৪. মনের মানুষ এনে দেওয়া, প্রেম-ভালোবাসা বা বশ করার তদবীর করে।

৫. কোন কোন শয়তান রোগিকে উলঙ্গ হতে এমনি যিনা করতেও বলে।

৬. জিন বোতলের মধ্যে ভরে ফেলেছে, অমুক দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে, জিন রক্তে মিশে গেছে—এধরনের কথাবার্তা বলে।

৭. অন্যের ওপর (যেমন তুলা রাশির লোকের ওপর) জিন হাজির করে কথা বলে।

৮. জ্যোতিষী বা গণকদের মত হাত দেখে।

৯. শুধু চেহারা দেখেই অতীত বর্তমানের বিভিন্ন সমস্যা বলতে শুরু করে।

১০. কবিরাজের কাছে কোনো প্রাণী অথবা মানুষের হাড়ি থাকে, সেটা দিয়ে রোগিকে স্পর্শ করে বা টোকা দেয়।

১১. কোনো পাখি অথবা প্রাণী জবাই করতে বলে এবং তার রক্ত চায়। অথবা সে নিজেই (শয়তানের নামে) জবাই করবে। অথবা অন্য কিছু উৎসর্গ বা ভোগ দিতে বলে।

১২. কোনো নির্দিষ্ট সময়ে রোগিকে অন্ধকার ঘরে থাকতে বলে অথবা পানি স্পর্শ করতে বারণ করে।

১৩. মস্তটন্থ পড়ে রোগীর পেটে হাতড়ে নাভি থেকে অদ্ভুত জিনিসপত্র বের করে দেখায়।

১৪. রহস্যময় তন্ত্রমন্ত্র আঁকায়, যা স্বাভাবিকভাবে বোধগম্য নয়। (এক্ষেত্রে অনেক সময় এমন হয়, কবিরাজের ওপর শয়তান এসে ভর করে এবং ওই শয়তানই তাবীজ লিখে দিয়ে যায়)।

১৫. দুআ-কালাম লেখে সাথে ফিরাউন, হামান বা শয়তানের নাম লেখে। কুরআনের আয়াত লেখে; আয়াতের মাঝেমাঝে **শয়তানদের** নাম লিখে তাদের কাছে সাহায্যপ্রার্থনা



করে, শিরক করে। কিংবা তাবীজের মধ্যে অদ্ভুত নাম ধরে সাহায্য চায়। (এগুলো বিভিন্ন জিন বা শয়তানের নাম) যেমন: ইবলিস, আযাযিল, ওয়াহ, বাদুহ।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বড় সমস্যা হচ্ছে, যারা কবিরাজি করে, তাদের অধিকাংশই জানে না, তারা কী করছে। তাই অনেক মাওলানা বা মুফতী সাহেব শয়তানের নামের তাবীজ লিখছেন, জাদুর সিন্ধলের মধ্যে কুরআনের আয়াত লিখে বা আল্লাহর সাথে ফেরেশতাদের নামে শিরক করে ঈমান নষ্ট করে ফেলছেন। অথচ নিজেও টের পাচ্ছেন না। তাই প্রথমত কাউকে এসব করতে দেখলে হিকমাতের সাথে সতর্ক করা উচিত। সহীহ এবং নিরাপদ বিকল্প হিসেবে রুকইয়াহ শারইয়্যাহর কথা জানানো উচিত। এরপরও যদি সে শয়তানি থেকে বিরত না হয়, তবে তার ব্যাপারে নিজে সাবধান হয়ে যাওয়া এবং অন্যদেরও সাবধান করে দেওয়া উচিত।

## জাদুর জিনিসপত্র বা তাবীজ কীভাবে নষ্ট করবেন

যদি কি দিয়ে জাদু করেছে, তা পাওয়া যায় অথবা কোনো সন্দেহজনক তাবীজ পাওয়া যায়, তাহলে সেটা যত দ্রুত সম্ভব নষ্ট করে ফেলতে হবে।

তাবীজ বা জাদুর জিনিস নষ্ট করার নিয়ম সংক্ষেপে বললে এরকম—সূরা আরাফ: ১১৭-১২২, সূরা ইউনুস: ৮১-৮২, সূরা ত্বাহা: ৬৯, এরপর সূরা ফালাক, সূরা নাস পড়ে পানিতে ফুঁ দিন। তাবীজ বা জাদুর জিনিসগুলো ভেঙ্গে আলাদা আলাদা করুন। এরপর সেগুলো কিছুক্ষণ ওই পানিতে ডুবিয়ে রাখুন। সবশেষে পুড়িয়ে বা অন্য কোনোভাবে নষ্ট করে ফেলুন।

### বিস্তারিত পদ্ধতি

আমাদের দরকার হবে—

১. একটি গামলা বা বালতি জাতীয় পাত্র। (জাদুর জিনিস বা তাবীজ ডোবানোর জন্য)
২. পর্যাপ্ত পানি।
৩. ব্লেড অথবা অ্যান্টি-কাটার (সূতা বা গেরো কাটার জন্য)
৪. প্লাস- pliers। (ঝালাই করা তাবীজ হলে ভাঙার জন্য)
৫. তাবীজ ভাঙা বা ছেড়ার পর আবর্জনাগুলো রাখার ব্যবস্থা।
৬. জিনিসগুলো পোড়ানোর ব্যবস্থা। (এটা গামলায় ঢাকালো হয়)

এসব কিছুর ব্যবস্থা হয়ে গেলে আমরা এবার কাজ শুরু করতে পারি।

ধাপ-১:

একটা পাত্রে পানি নিন। তারপর নিচের আয়াতগুলো পড়ুন—

সূরা আরাফ, আয়াত: ১১৭-১২২

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ - فَوَقَعَ الْحَقُّ  
وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - فَغَلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ - وَأَلْقَى السَّحَرَةُ  
- سَاجِدِينَ - قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ - رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ

সূরা ইউনুস, আয়াত: ৮১-৮২

فَلَمَّا أُلْقُوا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحَرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ  
الْمُفْسِدِينَ - وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْبُجُرْمُونَ

সূরা ত্বহা, আয়াত: ৬৯

وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا <sup>ط</sup> إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ <sup>ط</sup> وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ  
حَيْثُ أَتَى

এরপর সূরা ফালাক এবং সূরা নাস ৩ বার করে পড়ুন। এসব পড়ার মাঝে মাঝে পানিতে ফুঁ দিন। যদি সিন্ধের রুকইয়াহ বা ৭ দিনের ডিটস্কের জন্য রুকইয়ার পানি প্রস্তুত করা থাকে তাহলে সেটাও ব্যবহার করতে পারেন।

পরামর্শ: জাদু নষ্ট করার পুরো কাজ চলা অবস্থায় মনে মনে বারবার সূরা ফালাক এবং সূরা নাস পড়তে থাকুন, যেন এর দ্বারা কোনো ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে। সতর্কতা হিসেবে জাদুর কোনো জিনিস খালি হাতে ধরবেন না; গ্লোভস অথবা অন্য কিছু দিয়ে ধরুন। কিছুই না পেলে অন্তত হাতে রুকইয়াহ করা তেল মেখে নিন।

ধাপ-২:

প্রথমে তাবীজ ভেঙ্গে ভেতরের কাগজ বের করুন। জাদুর জিনিস যদি কোনো বস্ত্র বা পলিথিন দিয়ে প্যাঁচানো থাকে তাহলে সেগুলো ছিঁড়ে বা ভেঙ্গে সব আলাদা আলাদা করে ফেলুন। জাদুর যত জিনিস আছে, সব একটা ট্রে বা এরকম কিছু ওপর আলাদা আলাদাভাবে রাখুন।

তারপর সেগুলো রুকইয়ার পানিতে  রাখুন। তাবীজের ক্ষেত্রে কাগজ, আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন  
www.boimate.com

ঠোঙা, মোম, সুতা সবকিছু ডুবিয়ে ফেলুন। জাদুর কোনো আবর্জনা বাদ দেবেন না।

চুল বা সুতায় গিঁট দিয়ে জাদু করা হলে পানি থেকে তুলে ব্লেন্ড বা অ্যান্টি-কাটার দিয়ে সবগুলো গিঁট বা বাঁধন একে একে কেটে ফেলুন। কোনো বাঁধন বা গিঁট অক্ষত রাখবেন না। কাগজ হলে পানির মধ্যেই সেটা ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলুন। আর রক্তমাখা কোনো কিছু হলে সেটা রুকইয়ার পানিতে ডুবিয়েই সাফ করে ফেলুন। যদি আংটি বা লোহার কিছুতে মন্ত্র অথবা তাবীজ অঙ্কন করা থাকে তাহলে পাথর, ড্রিল বা এমন কিছু দিয়ে ঘষে লেখাগুলো মুছে দিন এবং সেটা ভেঙ্গে ফেলুন। এরপর আবার পানিতে ডুবান।

এরপর পানি থেকে তুলে সেগুলো নষ্ট করে ফেলুন। আরও ভালো হয়, যদি জাদুর জিনিসগুলো (তাবীজ, কাপড় বা পুতুল ইত্যাদি) শুকানোর পর পুড়িয়ে ফেলুন। ইনশাআল্লাহ এভাবে জাদু ধ্বংস হয়ে যাবে।

সবশেষে পানি, ছাই এবং অন্যান্য আবর্জনা মানুষ চলাচলের রাস্তা থেকে দূরে কোথাও ফেলে দিন। অথবা মানুষ চলাচল করে না—এমন কোনো জায়গায় পুঁতে ফেলুন, যেন কদিন পর এর অস্তিত্বও না থাকে।

### আরও কিছু পরামর্শ

কবিরাজের দেওয়া তেল-পড়া বা আতর-পড়া হলে সেগুলো রুকইয়ার পানির মধ্যে ঢেলে গুলান। অথবা সিহরের আয়াতগুলো পড়ে ফুঁ দিন, এরপর সেগুলো কোথাও ফেলে দিয়ে আসুন।

যদি জাদুর জিনিসগুলো খুঁজে না পাওয়া যায়; কিন্তু জানা যায়, বাড়িতেই কোথাও পুঁতে রাখা আছে, অথবা বাড়ির পেছনে কোনো জায়গায় আছে বলে মোটামুটি জানা যায় তাহলে ওপরের আয়াতগুলো পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে বাড়িতে বা সন্দেহজনক জায়গাগুলোতে ছিটিয়ে দিন। এভাবে তিনদিন করুন। ইনশাআল্লাহ জাদু নষ্ট হয়ে যাবে।

জাদুর জিনিস ধ্বংস করা হচ্ছে জাদু থেকে মুক্ত হওয়ার দ্রুততম উপায়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, নিজ হাতে এসব নষ্ট না করলে জাদু ধ্বংস করা যায় না। যথাযথ নিয়মে ধৈর্য ধরে রুকইয়াহ করতে হবে, আর আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে। আল্লাহই জাদু ধ্বংস করে দেবেন; যেমনটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বেলায় হয়েছিল।

# জাদুর সাধারণ রুকইয়াহ

মানুষের ক্ষতি করার জন্য বিভিন্ন ধরনের জাদু করা হয়, আর সেগুলোতে আক্রান্ত হলে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ দেখা যায়। তবে কিছু লক্ষণ আছে, যেসব বেশিরভাগ জাদুর ক্ষেত্রেই মিলে যায়। যেমন:

১. হঠাৎ কারও বা কিছুর প্রতি তীব্র ভালবাসা অথবা ঘৃণা তৈরি হওয়া, যা আগে ছিল না।
২. বিশেষ কোন কারণ ছাড়াই জটিল-কঠিন রোগে ভোগা। চিকিৎসা করেও সুস্থ না হওয়া। কিংবা প্রচণ্ড অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও কোন রোগ ধরা না পড়া।
৩. পরিবারে ঝগড়া লেগেই থাকা। কারও সাথে অকারণে বারবার ঝামেলা বাধা।
৪. খুব অল্প সময়ের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তিত্ব কিংবা দীনদারিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসা।
৫. অদ্ভুত আচরণ করা। যেমন, সাধারণ কোন কাজ একদমই করতে না চাওয়া, দিন-রাতের নির্দিষ্ট কোন সময়ে ঘরের বাইরে যেতে না চাওয়া।
৬. ব্যাক পেইন; বিশেষত মেরুদণ্ডের নিচের দিকে ব্যথা।
৭. সবসময় মানসিক অশান্তিতে থাকা; বিশেষত বিকেল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত।
৮. প্রায়সময় মাথাব্যথা কিংবা পেটব্যথা থাকা। ওষুধ খেয়েও তেমন ফায়দা না হওয়া।
৯. ঠিকমত ঘুমাতে না পারা, আর সামান্য ঘুম আসলেও বিভিন্ন ভয়ংকর স্বপ্ন দেখা।
১০. নির্দিষ্ট ধরনের কোন যায়গা, কোন প্রাণী বা বস্তু বারবার স্বপ্নে দেখা। যেমন: পানি, আগুন, গাছ, সাপ, বাঘ, শেয়াল, কবরস্থান, পরিত্যক্ত বাড়ি, জঙ্গল। স্বপ্নে বিভিন্ন জিনিস খাওয়া।

অনেক জাদুতে সরাসরি জিন ব্যবহার করা হয়। তখন উল্লিখিত লক্ষণগুলোর পাশাপাশি জিন দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার কিছু লক্ষণও মিলে যেতে পারে। আর আক্রান্ত ব্যক্তির ওপর রুকইয়ার আয়াতগুলো পড়লে, অথবা অডিও শুনলে বিভিন্ন প্রভাব দেখা যায়, সেগুলো দেখে জাদু আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়।

আমরা প্রথমে জাদুর কমন চিকিৎসা পদ্ধতি আলোচনা করব, যাতে কোনরকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব

ছাড়া সবাই এটা অনুসরণ করতে পারে। এরপর নির্দিষ্ট কিছু জাদুর সমস্যা এবং প্রতিকার নিয়ে বলা হবে।

## ক. জাদু আফ্রান্ত ব্যক্তির রুকইয়ার নিয়ম

পরিস্থিতি-১: প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত নিয়মানুযায়ী রুকইয়ার প্রস্তুতি নিয়ে আপনি রোগীর নিকটে বসে বলিষ্ঠ স্বরে রুকইয়ার আয়াত এবং দুআগুলো পড়তে থাকুন।

যদি রোগী বেহুঁশ হয়ে যায় এবং তার ওপর জিন চলে আসে, তখন জিনের রোগীর ওপর রুকইয়ার নিয়মানুসারে তাকে চিরদিনের জন্য চলে যেতে বাধ্য করবেন। অনেকের ক্ষেত্রে জাদুর কাজে নিয়োজিত জিন চলে গেলেই জাদু নষ্ট হয়ে যায়, তবুও এরপর কয়েকমাস নিজে নিজে রুকইয়াহ করা উচিত।

তবে যদি জিনের সাথে কথা বলার পরিস্থিতি থাকে, তবে জিজ্ঞেস করতে হবে, কেন জাদু করেছে, কি দিয়ে করেছে, যেসব জিনিস দিয়ে জাদু করেছে, সেগুলো কোথায় আছে। জিনেরা যদিও-বা খুব মিথ্যুক; তবুও যদি কোন যায়গার ব্যাপারে বলে কিংবা দেখিয়ে দেয় তাহলে কাউকে পাঠিয়ে সেটার খোঁজ করুন, সত্যি বলে থাকলে পাওয়া যাবে। মিথ্যা বললে পাবেন না। যদি স্বীকারোক্তি অনুযায়ী জাদুর জিনিস পাওয়া যায় তাহলে নিম্নলিখিত আয়াতগুলো পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে জাদুর জিনিসগুলো কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখুন, তাহলে জাদু নষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আয়াতগুলো হল—সূরা আরাফ: ১১৭-১২২, সূরা ইউনুস: ৮১-৮২, সূরা ত্বহা: ৬৯, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস।

যদি বলে কোন কিছু খাইয়ে জাদু করা হয়েছে বা জাদুর পানি রাস্তায় ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে রোগীকে নিচের প্রেসক্রিপশন অনুসরণ করে এক মাস পরে আপডেট জানাতে বলে দিন।

যদি জিন বলে অমুক জায়গায় জাদুর জিনিস লুকানো আছে; কিন্তু আমি নির্দিষ্ট জায়গার কথা বলতে পারবো না, তাহলে ওপরের আয়াতগুলো পড়ে দম করা পানি ওই জায়গায় তিনদিন ছিটালে ইনশাআল্লাহ জাদু নষ্ট হয়ে যাবে। জিন কারও নাম বলতে পারে যে, অমুক ব্যক্তি জাদু করেছে—এসব কথা বিশ্বাস করা যাবে না। কারণ, এরা খুব বেশি মিথ্যা বলে আর এভাবে মানুষের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টির চেষ্টা করে।

পরিস্থিতি-২: আর যদি জিন না আসে, এমনিতে খুব অস্বস্তি বোধ করে, মাথা — ঘাড় কিংবা পিঠ ব্যথা করে, কান্না পায়, কেঁপে কেঁপে ওঠে অথবা বমি বমি লাগে তাহলে বুঝতে

হবে, জাদুকর জিন দিয়ে জাদু করেনি; বরং অন্য কোন পন্থায় করেছে। তাহলে আরও দু-একবার রুকইয়াহ করে দেখুন। যদি লক্ষণগুলো বর্তমান থাকে; কিন্তু জিন না আসে তাহলে পূর্বোক্ত আয়াতগুলো পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে রোগীকে খেতে বলুন। দেখুন—বমি হয় কি না। যদি বমির সাথে জাদুর জিনিসগুলো বের হয়ে যায়, অথবা লাল বা কালো বমি হয় তাহলে আশা করা যায়, জাদু নষ্ট হয়ে গেছে। যা-ই হোক না কেন, এরপর কিছুদিন নিচের প্রেসক্রিপশন অনুসরণ করলে ইনশাআল্লাহ আর সমস্যা থাকবে না।

এক মাস পর অবস্থা জানাতে বলুন, অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনে এক মাস পর আবার রুকইয়াহ করে দেখুন। এরপর একই সাজেশন আরেকবার দিয়ে দিন অথবা নির্দিষ্ট জাদুর প্রেসক্রিপশন অনুসরণ করতে বলুন।

## খ. জাদুর সমস্যার জন্য সেলফ রুকইয়াহ

জাদুর সমস্যার জন্য নিজে নিজে রুকইয়াহ করতে চাইলে প্রথমে মানসিক প্রস্তুতি নিন। পাক্কা ইরাদা করে নিন—সমস্যার একটা বিহিত করে তবেই ক্ষান্ত হবো। নিজে নিজে রুকইয়াহ শুরু করে কয়েকদিন যেতে না যেতেই অনেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, অনেকে একটু উন্নতি দেখলেই বন্ধ করে দেয়। এমন করা যাবে না। রুকইয়াহ চলাকালীন রোগীর জরুরী বিষয়গুলো খেয়াল রাখা আর মানসিক সাপোর্ট দেওয়ার মতো কেউ সাথে থাকলে অনেক ভালো হয়।

প্রথমে ভালোভাবে পাক-পবিত্র হয়ে দুই রাকাত সালাত পড়ুন। সবচেয়ে উত্তম হল তাহাজ্জুদের সময়। নইলে অন্য যেকোনো জায়গায় ওয়াক্তে দুই রাকাত নফল সালাত পড়ুন। এরপর দুহাত তুলে আল্লাহর কাছে আপনার সমস্যা থেকে পরিত্রাণের জন্য এবং রোগ থেকে আরোগ্যের জন্য দুআ করে ইস্তিগফার এবং দরুদ শরীফ পড়ে চিকিৎসা শুরু করুন। হাতের কাছে এক বোতল বা জগে পানি নিয়ে বসুন। প্রথমে কয়েকবার এই গ্রন্থে উল্লেখিত রুকইয়ার আয়াতগুলো তিলাওয়াত করুন অথবা কোন ক্বারির সাধারণ রুকইয়াহ কয়েকবার শুনুন। এরপর পানির বোতলটি নিয়ে এই আয়াতগুলো পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে কিছুটা খেয়ে নিন—

সূরা আরাফ, আয়াত: ১১৭-১২২

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ - فَوَقَّعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ ﴿١١٧﴾ مِّنَّا لِكَبِيرٍ ۖ وَأَتُفَكَّرُونَ ۖ صَٰغِرِينَ -

وَأُتِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ - قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ - رَبِّ مُوسَى  
وَهَارُونَ -

সূরা ইউনুস, আয়াত: ৮১-৮২

فَلَمَّا أُلْقُوا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا  
يُصْدِحُّ عَمَلِ الْفَاسِدِينَ - وَيُحَقِّقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

সূরা ত্বহা, আয়াত: ৬৯

وَأَلْقَى مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفَ مَا صَنَعُوا إِنَّا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ  
السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى

যদি জাদুর সমস্যা থাকে তাহলে রুকইয়াহ তিলাওয়াত করা বা শোনার সময় এবং পানি  
খাওয়ার পর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে। যেমন: মাথা বা পেটে ব্যথা হতে পারে।  
ঘাড়ে, পিঠে বা মেরুদণ্ডে ব্যথা শুরু হতে পারে, ভেতরটা ছটফট করতে পারে, অকারণে  
কান্না আসতে পারে। এছাড়াও বমি বমি লাগতে পারে। বমি হয়ে গেলে ভালো, হয়তো-বা  
সাথে জাদুর জিনিস বের হয়ে যাবে। পেটে জাদু থাকলে লাল বা কালো বমি হতে পারে।

এরপর নিচের প্রেসক্রিপশন অনুসরণ করতে থাকুন।

জাদুর জিনিসগুলো খুঁজে পাওয়ার আরেকটা উপায় হল—প্রতিদিন তাহাজ্জুদ পড়ে  
আল্লাহর কাছে দুআ করা, যেন জাদুর জিনিসগুলো কোথায় আছে, আল্লাহ তা জানিয়ে  
দেন। যদি সেটা পাওয়া যায় তাহলে তা নষ্ট করে ফেললে ইনশাআল্লাহ খুব দ্রুতই জাদু  
থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। নইলে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যের সাথে রুকইয়াহ করে যেতে  
হবে।

## গ. প্রেসক্রিপশন

সূরা আরাফ: ১১৭-১২২, ইউনুস: ৮১-৮২, সূরা ত্বহা: ৬৯—এই আয়াতগুলো এবং  
সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসি, সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস সব তিন বার করে পড়ে একটু  
বেশি পরিমাণ পানিতে ফুঁ দিন।

১. এই পানি প্রতিদিন দুই অথবা তিন বেলা আধা গ্লাস করে খেতে হবে।

২. আর প্রতিদিন গোসলের পানির সাথে এই পানি কিছুটা মিশিয়ে গোসল করতে হবে।

রুকইয়ার পানি যদি শেষ হয়ে যায় তবে শুদ্ধ করে কোরআন পড়তে পারে; এমন যে কেউ উল্লিখিত আয়াতগুলো পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে নিলেই হবে।

৩. প্রতিদিন এক নাগাড়ে কমপক্ষে ৪৫ মিনিট রুকইয়ার নিয়তে কোরআন তিলাওয়াত করতে হবে

এক্ষেত্রে গ্রন্থের শেষে উল্লিখিত রুকইয়ার আয়াত এবং দোয়াগুলো পড়া যেতে পারে, অথবা রুকইয়ার নিয়তে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা যেতে পারে, অথবা পানিতে ফুঁ দেয়ার জন্য পড়া আয়াতগুলোই বারবার পড়ে নিজের ওপর রুকইয়াহ করা যেতে পারে। নিজে বেশিক্ষণ তিলাওয়াত করা সম্ভব না হলে যতটুকু সম্ভব তিলাওয়াত করবেন আর প্রতিদিন অন্তত দেড় ঘণ্টা কোন কারির রুকইয়ার অডিও শুনবেন।

৪. মুভি-মিউজিক এবং শরিয়তে নিষিদ্ধ এমন সব কিছু থেকে দূরে থাকতে হবে। মেয়ে হলে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী পর্দা করতে হবে।

৫. পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ঠিকমত পড়তে হবে। কোন ওয়াজিব কিংবা ফরয ইবাদাত যেন ছুটে না যায়—সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

৬. শয়তান থেকে বাঁচতে সকাল-সন্ধ্যা এবং ঘুমের আগের মাসনুন আমলগুলো গুরুত্বের সাথে পালন করতে হবে। অন্তত সূরা ইখলাস, ফালাক, নাসের আমল যেন কখনও বাদ না যায়।

৭. এই দুআটি প্রতিদিন সকালে ১০০ বার পড়া। কোন দিন সকালে না পড়তে পারলে সারাদিনের মধ্যে ১০০ বার পড়ে শেষ করবেন। একান্ত অপারগতা থাকলে সকাল-সন্ধ্যায় ১০বার পড়বেন।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহ, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদ, ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কদীর।

৮. ঘুমের আগে সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস পড়ে দুই হাতে ফুঁ দিয়ে পুরো শরীরে হাত বুলিয়ে নিবেন। এভাবে তিনবার করবেন। আর আয়াতুল কুরসি পড়ে ঘুমবেন।

৯. অজু, গোসলসহ পাক-নাপাকীর ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন করবেন। বিশেষত করে ফরজ গোসলের ব্যাপারে। প্রয়োজন হলে ১৫ দিনের মাস'আলা জেনে নিন।



১০. বেশি বেশি ইস্তিগফার ও দরুদ শরীফ পাঠ করবেন। তাহাজ্জুদ আর নফল পড়ে আপনার সমস্যা এবং পেরেশানি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বেশি বেশি দু'আ করবেন।

## ঘ. কিছু পরামর্শ

ক. কারও সমস্যা তুলনামূলক বেশি হলে অন্য নিয়মগুলো অনুসরণের পাশাপাশি গোসলের ক্ষেত্রে সপ্তাহে ২-৩দিন বরই পাতার গোসল দিতে পারেন। এক্ষেত্রে নিয়ম হল: ৭টি বরই পাতা বেটে পানিতে গুলাতে হবে, আর আয়াতুল কুরসি এবং তিনকুল তিনবার করে পড়ে পানিতে ফুঁ দিতে হবে। এরপর এই পানি কিছুটা খাবে এবং বাকিটা দিয়ে গোসল করবে। এই পানির সাথে অন্য পানি মেশাবে না।

খ. জাদুর চিকিৎসা চলাকালীন সমস্যা কখনও বাড়তে পারে কখনও কমতে পারে। কারও একটু দেরি লাগতে পারে। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত রুকইয়াহ থামিয়ে দেওয়া যাবে না; ধৈর্য ধরে স্বাভাবিক নিয়মেই চালিয়ে যেতে হবে। আস্তে আস্তে সমস্যা কমে আসবে ইনশাআল্লাহ।

কেউ বলেছিল, শয়তান আপনাকে দিয়ে গুনাহ করিয়েই জিতে যায় না; বরং আপনি যখন হতাশ হয়ে তাওবা করা ছেড়ে দেন তখন শয়তান জিতে যায়। অনুরূপভাবে শত্রু আপনাকে জাদু করলেই সফল হয়ে যায় না; বরং আপনি সমাধানের ব্যাপারে হাল ছেড়ে দিলেই সে সফল হতে থাকে। তাই সমস্যা বুঝতে পারলে এর সুরাহা না করে ছাড়বেন না।

গ. রুকইয়াহ শুনে বা তিলাওয়াত করে বেশি কষ্ট হলে রুকইয়ার গোসল করে নিতে পারেন, ইনশাআল্লাহ আরাম পাবেন। প্রথম অধ্যায়ের “রুকইয়ার পর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সামলানো” অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ঘ. ‘সমস্যা নাই’ মনে হলেই সাথে সাথে রুকইয়াহ বাদ দিয়ে দেয়া যাবে না। একদম ভালো আছি মনে হওয়ার পরেও মাস খানেক স্বাভাবিকভাবে রুকইয়াহ করে যাওয়া উচিত। গ্রন্থের পরিশিষ্টে “কিভাবে বুঝব আমার রুকইয়াহ করা শেষ” অংশ দ্রষ্টব্য।

ঙ. ওপরের নিয়ম অনুযায়ী একবার এক মাস রুকইয়াহ করার পর আল্লাহ না করুন যদি বোঝা যায়, সমস্যা এখনো যায়নি, তবে শুরু থেকে সব কিছু ভালোভাবে খেয়াল করে আবার রুকইয়াহ শুরু করবেন। কেউ একাধিক জাদুতে আক্রান্ত হতে পারে, তখন সুস্থ হতে একটু বেশি সময় লাগতে পারে। এক্ষেত্রে সবগুলোর নিয়মে একসাথে করার চেয়ে একটা একটা জাদুর নিয়মে রুকইয়াহ করলে উপকার কিছুটা দ্রুত পাওয়ার আশা করা

যায়।

চ. যিনি আপনাকে মানসিক সাপোর্ট দিচ্ছেন, প্রতি সপ্তাহ শেষে তার সাথে আপনার অবস্থা পর্যালোচনা করুন। প্রয়োজনে আপনার সমস্যা অনুযায়ী নির্দিষ্ট জাদুর জন্য পরামর্শ অনুসরণ করুন।

## বিয়ে ভাঙার জাদু

কাউকে বিয়ে ভাঙা বা আটকে রাখার জন্য তাবীজ বা জাদু করলে সাধারণত এরকম দেখা যায়—বিয়ের প্রস্তাব আসে ঠিকই, সবকিছু ঠিক থাকলেও পছন্দ হয় না। সব কথা পাকা হওয়ার পর হয়তো ছেলে বেঁকে বসে, নয়তো মেয়ে। কিংবা কোনো পরিবারের একজন অভিভাবক অনর্থক কোনো কারণ দেখিয়ে বিয়ে ভেঙে দেয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, অনেক গুণবতী হওয়া সত্ত্বেও কোনো প্রস্তাব আসছে না, কেউ প্রস্তাব দিলেও পছন্দ হওয়ার বদলে তাকে খারাপ লাগতে থাকে। ছেলে যতই ভালো হোক, বিয়ের প্রস্তাব শোনার পর থেকেই তাকে বিরক্তিকর মনে হয়। অনেক সময় এমন হয়, বিয়ের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য যেই আসে, তার অস্থির লাগে, দম বন্ধ হয়ে আসে বা অকারণে খুব খারাপ লাগে, যার ফলে কথাবার্তা পাকা না করেই সে ফিরে যায়।

আমার একজন আত্মীয়ের এই সমস্যা ছিল। বিয়ের আলোচনা উঠলেই সে সপ্তাহ-খানেকের জন্য অসুস্থ হয়ে যেত। রুকইয়াহ সাপোর্ট গ্রুপে একজন জানিয়েছিল, সে এমনিতে দেখতে-শুনতে ভালো, কিন্তু বিয়ের কথা উঠলেই চেহারা বিবর্ণ (নীল-কালোর মতো) হয়ে যায়।

আবার এমন বেশ কজনের অবস্থা শুনেছি যে, বিয়ের ব্যাপারে অনেকের সাথেই কথা হয়; কিন্তু কথা একটু আগানোর পরে অপরপক্ষ একদম যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। মোট কথা, যেকোনোভাবে ব্যাপারটা আর বিয়ে পর্যন্ত গড়ায় না। দুঃখজনক হলেও সত্য, এই শয়তানি জাদুর প্রচলন আমাদের দেশে অনেক বেশি। আল্লাহ হেফাজত করুন।

## ক. বিয়ে ভাঙার জাদুর কিছু লক্ষণ—

১. মাথাব্যথা। ওষুধ খেয়েও তেমন ফ

২. প্রায়সময়ই মানসিক অশান্তিতে থাকা; বিশেষত বিকেল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত।

৩. একটুতেই রেগে যাওয়া।

৪. ঘুমের মধ্যে শান্তি না পাওয়া, ঠিকমত ঘুমোতে না পারা, আর ঘুম থেকে ওঠার পর অনেকক্ষণ কষ্ট হওয়া।

৫. প্রায়সময় পেটব্যথা থাকা।

৬. ব্যাকপেইন; বিশেষত মেরুদণ্ডের নিচের দিকে ব্যথা হওয়া।

৭. বিয়ের কথাবার্তা শুরু হলে অসুস্থ হয়ে যাওয়া।

৮. বিয়ের প্রস্তাবদাতাকে খারাপ মনে হওয়া। তার ব্যাপারে অনর্থক সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া।

৯. বিশেষ কোনো সমস্যা না থাকা সত্ত্বেও বিয়ের ব্যাপারে একদমই আগ্রহ না থাকা।

১০. বিয়ে আটকে রাখার জাদু করতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সরাসরি জিনের সাহায্য নেওয়া হয়। এজন্য উল্লিখিত লক্ষণগুলোর পাশাপাশি জিন দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার কিছু লক্ষণও মিলে যেতে পারে।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে, এই লক্ষণগুলোর কয়েকটি যদি বিবাহিত কারও মাঝে দেখা যায়, তবে এটা সম্পর্ক বিচ্ছেদের জাদু হিসেবে কাজ করতে পারে। সুতরাং অবহেলা না করে রুকইয়াহ করতে হবে। দুঃখজনক হলেও সত্য, এই শয়তানি জাদুর প্রচলন আমাদের দেশে অনেক বেশি। আল্লাহ হেফাজত করুন।

## খ. বিয়ে সমস্যার জন্য রুকইয়াহ:

সাধারণ নিয়মে রুকইয়াহ করুন এরপর নিচের প্রেসক্রিপশন (নিজের জন্য রুকইয়াহ করলে) নিজে অনুসরণ করুন অথবা (অন্যের ওপর রুকইয়াহ করলে) রোগীকে করতে বলুন। এক মাস পর অবস্থা জানাতে বলুন, প্রয়োজনে আবার রুকইয়াহ করে একই সাজেশন আরেকবার দিয়ে দিন।

## গ. প্রেসক্রিপশন

সূরা আরাফ: ১১৭-১২২, ইউনুস: ৮১-৮২, সূরা ত্বাহ: ৬৯—এই আয়াতগুলো এবং সূরা ফাতিহা, সূরা ফালাক, সূরা নাস তিন বার করে পড়ে পানিতে ফুঁ দিন—

১. এই পানি প্রতিদিন দু'বেলা করে পান করুন।

২. আর প্রতিদিন গোসলের পানিতে মিশিয়ে গোসল করতে হবে।

এই কাজগুলো সাত দিন করবেন। আর রুকইয়ার পানি যদি শেষ হয়ে যায় তবে এক বোতল পানিতে উল্লিখিত আয়াতগুলো পড়ে ফুঁ দিয়ে নিলেই হবে।

৩. প্রতিদিন অন্তত ২ ঘণ্টা রুকইয়াহ শুনতে হবে। আয়াতুল কুরসীর রুকইয়াহ ১ ঘণ্টা। সূরা ইখলাস, ফালাক এবং নাস-এর রুকইয়াহ ১ ঘণ্টা। এটা এক মাস করবেন। জিনের সমস্যা একটু বেশি অনুভব করলে এর সাথে সূরা ইয়াসিন, সফফাত, দুখান জিনের রুকইয়াহ অন্তত একবার শুনবেন। যতটুকু সম্ভব নিজেও তিলাওয়াত করবেন।

৪. এছাড়া সিহরের কমন রুকইয়ার বাকি সব পরামর্শ অনুসরণ করবেন।

## ঘ. কিছু পরামর্শ

ক. এই জাদুর চিকিৎসা চলাকালীন দিন কয়েক যেতেই অনেকের অসুস্থতা বেড়ে যায়। এ ক্ষেত্রে থামিয়ে দেওয়া যাবে না; বরং ধৈর্য ধরে স্বাভাবিক নিয়মেই চালিয়ে যেতে হবে। আস্তে আস্তে সমস্যা কমে আসবে ইনশাআল্লাহ। বেশি কষ্ট হলে যেকোন সময় রুকইয়ার পানি দিয়ে গোসল করে নিন।

খ. ওপরের নিয়ম অনুযায়ী একবার এক মাস রুকইয়াহ করার পর আল্লাহ না করুন যদি বোঝা যায় যে, সমস্যা এখনো যায়নি, তবে আবার ভালোভাবে রুকইয়াহ করবেন। চাইলে মাসে একবার ৭দিনের ডিটক্স করতে পারেন।

গ. রুকইয়ার ব্যাপারে যিনি আপনাকে সাপোর্ট দিচ্ছেন, প্রতি সপ্তাহ শেষে তার সাথে আপনার অবস্থা পর্যালোচনা করুন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রথম সপ্তাহেই উন্নতি টের পাওয়া যায়। কিন্তু একটু ভালো বোধ করলেই রুকইয়াহ বাদ দিয়ে দেবেন না। সমস্যা একদম দূর হওয়া পর্যন্ত রুকইয়াহ করে যাবেন।

ঘ. শুধু রুকইয়াহ করে বিয়ের আশায় বসে থাকলে চলবে না; বরং এর পাশাপাশি পাত্র বা পাত্রীর সন্ধান করতে হবে। বিয়ের জন্য চেষ্টা করতে হবে। আর আল্লাহর কাছে উত্তম জীবনসঙ্গীর জন্য দুআ করতে হবে।

## ঙ. বিয়ের জাদু-সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনা

১. প্রথম ঘটনা বরিশালের এক ভাইয়ের। তার বিয়ে হচ্ছিল না। তিনি সন্দেহ করছিলেন, কেউ হয়তো তাকে কিছু করেছে। পরে ইসলামিক বই ডাউনলোড করুন [www.boimate.com](http://www.boimate.com) এর পরামর্শে তিনি রুকইয়ার গোসল

করা আর রুকইয়াহ শোনা শুরু করেন। পানিতে হাত রেখে ৭ বার করে পড়া; অর্থাৎ বদনজরের জন্য বলা রুকইয়ার গোসলটা তিনি প্রতিদিন করতেন। আর মাঝেমাঝে রুকইয়াহ শুনতেন। দুই সপ্তাহের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ জাদু নষ্ট হয়ে যায় এবং তার বিয়েও হয়ে যায়।

২. এই ঘটনা মিশরের। এক মেয়ের সমস্যা ছিল, সে এমনিতে সম্মতই থাকে; কিন্তু বিয়ে আসলেই মাথা খারাপ হয়ে যায় এবং এমনিই ভেঙ্গে যায় অথবা সে-ই না করে দেয়। পরে আবার বিশেষ কোনো কারণ খুঁজে পায়না—কেন সে বিয়ে ভাঙল! এরপর সে এক শাইখের কাছে গেলে তিনি তার রুকইয়াহ করেন এবং এতে করে জিন চলে আসে। জিনটা মুসলিম ছিল। সাধারণ দাওয়াতেই সে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে চলে যায়। পরে সব ঠিক হয়ে যায়।

সুতরাং কেউ জাদু আক্রান্ত না, কিন্তু অন্য কোন কারণে যদি জিনের আসর থাকে, তখনও বিয়েতে এধরনের সমস্যা হতে পারে।

৩. ঘটনাটি চট্টগ্রামের এক বোনের। তার আকদ হবার দুদিন আগে উল্লেখযোগ্য কোনো কারণ ছাড়াই বিয়ে ভেঙ্গে যায়। এরপর যত পাত্রের সাথে বিয়ের ব্যাপারে কথা হয়, তারা বলে তাদের পছন্দ হচ্ছে; কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। শেষে আর বিয়ে হয় না। তিনি প্রথমে এক সপ্তাহ বদনজরের রুকইয়াহ করেন। এরপর সাপোর্ট গ্রুপ থেকে তাকে বিয়ের জাদুর রুকইয়াহ করতে পরামর্শ দেওয়া হয়। পরে একবার আমি সরাসরি তার রুকইয়াহ করেছিলাম। সমস্যা ধীরে ধীরে কমছিল। সৌভাগ্যবশত তিনি ধৈর্যহারা না হয়ে রুকইয়াহ করে যাচ্ছিলেন। পরে তাকে সাত দিনের ডিটক্স করতে বলেছিলাম। এর কিছুদিন পর পুনরায় তার বিয়ের কথা-বার্তা শুরু হয়। কিন্তু এবারও চূড়ান্ত পরিণতির দিকে যাচ্ছিল না। তিনি সাপোর্ট গ্রুপে আপডেট জানান এবং নিজে নিজে রুকইয়াহ করতে থাকেন। অবশেষে প্রায় দুই মাস সবরের সাথে বিভিন্ন প্রকার রুকইয়ার পর আল্লাহর রহমতে তার বিয়ে হয়ে যায়।

## সম্পর্ক বিচ্ছেদ ঘটানোর জাদু

দুজন মানুষের মাঝে বা কোনো পরিবারে বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য জাদু করলে দেখা যায়— সব ভালোই ছিল, হঠাৎ একজন অপরজনকে সহ্য করতে পারছে না। এই জাদু যেমন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ফাটল ধরানোর

যেমন: পিতা-মাতা, ভাই-বোন ইত্যাদি—এর সম্পর্কে ফাটল ধরাতেও করা হয়। দুই বন্ধু বা ব্যবসার পার্টনারদের মধ্যে ঝামেলা বাঁধাতেও করা হয়। আর কখনো এমনও হয় যে, বিয়ের আগে কেউ জাদু করে রেখেছে, তাই বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনোভাবেই বনিবনা হয় না। ফলে সম্পর্ক খুব দ্রুতই বিচ্ছেদের দিকে গড়ায়।

এই কুফরী জাদুর পরিধি যেমন ব্যাপক, প্রাচীনকাল থেকে এর চর্চাও তেমনি অনেক বেশি। এমনকি স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কুরআনে এই জাদুর কথা উল্লেখ করেছেন—

وَمَا يُعَلِّمَنَّ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا أَخُنُّ فَثَنَةً فَلَا تُكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

“...তারা উভয়ে একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফের হয়ে যেয়ো না। এরপর তারা তাদের কাছে এমন জাদু শিখে নিত, যা দ্বারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত...” ১৬৪

আলোচনার সুবিধার্থে আমরা স্বামী-স্ত্রীর প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা করছি। পাঠকরা অন্যান্য সম্পর্কগুলোকে এর সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন।

## ক. সম্পর্ক বিচ্ছেদ ঘটানোর জাদুর লক্ষণ—

১. স্বামী বাইরে থাকলে ভালো থাকে; কিন্তু বাড়িতে প্রবেশ করলেই দুজনের মাঝে কারও মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।
২. খুব বেশি সন্দেহপ্রবণ হয়ে যায়।
৩. ছোট ছোট বিষয়েও ছাড় দিতে চায় না; একটুতেই ঝগড়া বেধে যায়।
৪. স্ত্রী দেখতে যতই সুন্দর হোক, স্বামীর কাছে খারাপ লাগে। স্ত্রী সাজগোজ করলে বিরক্ত লাগে।
৫. স্বামীর ভালো কথাবার্তা বা সুন্দর আচরণও স্ত্রীর কাছে বিরক্তিকর মনে হয়।
৬. স্বামীর ব্যবহৃত জিনিস বা বসার জায়গা স্ত্রী অপছন্দ করে।
৭. অন্যদের সাথে আচরণ স্বাভাবিক থাকলেও স্বামী-স্ত্রী কথা বলতে গেলেই ঝামেলা বাধে।

এরকম ঘটনা যদি সচরাচর ঘটতেই থাকে, তবে বুঝতে হবে, কোনো একটা সমস্যা আছে।

আর হ্যাঁ, প্রত্যেকের সাথে সব লক্ষণই মিলবে—ব্যাপারটা এমন নয়। তবে অন্তত ২-৩ টা মিলে যাওয়ার কথা। আর সাথে জিন-আক্রান্ত হওয়ার কিছু লক্ষণও মিলতে পারে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য রুকইয়াহ করে দেখতে হবে।

## খ. বিচ্ছেদ ঘটানোর জাদুর জন্য রুকইয়াহ

লক্ষণগুলোর ব্যাপারে প্রশ্ন করে নিশ্চিত হয়ে এরপর সাধারণ নিয়মে রুকইয়াহ করুন, তবে এই জাদুর রুকইয়ায় সূরা বাকারার ১০২নং আয়াত অধিক পরিমাণে পড়া ভালো। রুকইয়ার পর এক মাস নিচের প্রেসক্রিপশন নিজে অনুসরণ করুন অথবা রোগীকে অনুসরণ করতে বলুন। আর এক মাস পর অবস্থা জানাতে বলুন, প্রয়োজনে তখন আবার রুকইয়াহ করে একই পরামর্শ আরেকবার দিয়ে দিন।

## গ. প্রেসক্রিপশন

একটা বোতলে পানি নিয়ে সূরা বাকারার: ১০২, সূরা আরাফ: ১১৭-১২২, সূরা ইউনুস: ৮১-৮২, সূরা ত্বহা: ৬৯ আয়াতগুলো এবং সূরা ফালাক, সূরা নাস পড়ে ফুঁ দিন।

১. এই পানি প্রতিদিন দু'বেলা খাবেন।
২. আর প্রতিদিন গোসলের পানিতে মিশিয়ে গোসল করবেন। (প্রতিদিন গোসল করতে না পারলে ২-৩ দিনে অন্তত ১ দিন করুন)
৩. সূরা ইয়াসিন, সফফাত, দুখান, জিন (অথবা ৮ সূরার রুকইয়াহ) প্রতিদিন তিন বার তিলাওয়াত করবেন অথবা শুনবেন। কোনো দিন সময় কম থাকলে একবার হলেও শুনবেন। যতটুকু সম্ভব নিজেও তিলাওয়াত করবেন।
৪. আয়াতুল কুরসীর রুকইয়াহ (আয়াতুল কুরসী বারবার তিলাওয়াত করা অডিও) প্রতিদিন আধঘণ্টা বা এর বেশি শুনবেন।
৫. প্রতিদিন ৭০ থেকে ১০০ বার ইস্তিগফার এবং 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ' পড়বেন। আরও বেশি পড়লে আরও ভালো।
৬. এছাড়া সিহরের কমন রুকইয়ার বাকি সব পরামর্শ অনুসরণ করবেন।

লক্ষণীয়: এখানে সূরা বাকারার ১০২ নম্বর আয়াতও পড়তে হয়েছে, যা আগের অনুচ্ছেদে ছিল না।

## ঘ. গুরুত্বপূর্ণ নোট

ক. এই সমস্যা একদম ভালো হতে কয়েক মাসও লাগতে পারে। তবে অনেকের ক্ষেত্রে প্রথম ১০-১৫ দিন সমস্যা বাড়ে। তারপর ধীরে ধীরে কমতে কমতে মাসের শেষে সমস্যা একদম ভালো হয়ে যায়।

সবার ক্ষেত্রেই সমস্যা প্রথমে বাড়বে—এমন নয়। তবে অনেকের ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটে থাকে। এজন্য আগেই বিষয়টির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত—সমস্যা বাড়তে দেখলে যেন কোনোভাবেই রুকইয়াহ ছেড়ে না দেওয়া হয়।

অন্য কারও ওপর রুকইয়াহ করলে প্রেসক্রিপশন দেওয়ার সময় এটা গুরুত্বের সাথে বলে দেবেন, সমস্যা বাড়লে যেন রুকইয়াহ বন্ধ করে না দেয়; বরং রুকইয়াহ যেন আগের নিয়মেই নিয়মতান্ত্রিকভাবে করতে থাকে।


খ. কখনো দেখা যায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের জাদু করা হয়েছে, আর উভয়েই জাদুতে আক্রান্ত। এরপর যেকোনো একজন সমস্যা বুঝতে পেরে চিকিৎসা করতে চাচ্ছে, অথচ দুজন দুই জায়গায় অবস্থান করছে। এক্ষেত্রে দু’ভাবে রুকইয়াহ করা যেতে পারে—

প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে, রুকইয়ার সময় সাধারণ নিয়ত রাখা—‘আমাদের পরিবারে বিচ্ছেদের জাদুর জন্য রুকইয়াহ করছি।’ অর্থাৎ দুজনের জন্যই নিয়ত করা। দুজনেরই সমস্যা থাকলে আর এভাবে রুকইয়াহ করলে সময় কিছুটা বেশি লাগতে পারে। কারণ, নির্দিষ্ট নিয়তে রুকইয়াহ করলে উপকার বেশি হয়।

আর দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, প্রথমে নিজের নিয়তে রুকইয়াহ করা। নিজের ওপর থেকে জাদুর লক্ষণগুলো দূর হয়ে গেলে এরপর স্বামীর নিয়তে করা। স্বামীর জন্য রুকইয়ার সময়ও হুবহু সেই কাজগুলোই করতে হবে, যা নিজের জন্য রুকইয়াতে করা হয়েছে। তবে তিলাওয়াত একটু বেশি শোনা উচিত।

আর সর্বোপরি আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে, যেন সকল জাদু ধ্বংস হয়ে যায়। পরিবারের সবার মধ্যে আবার পূর্বের মতো স্বাভাবিক সম্পর্ক ফিরে আসে।

## ঙ. বিচ্ছেদের জাদু বিষয়ক কিছু ঘটনা

ঘটনা-১: প্রবাসী এক বোনের কথা। রুকইয়ার আয়াত পড়লেই তিনি মুখে তেঁতো ভাব অনুভব করতেন। আমাদের পরামর্শ  আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন  
www.boimate.com এক সপ্তাহ জাদুর জন্য রুকইয়াহ



করেন। এতে তার সমস্যাগুলো সাময়িকভাবে দূর হয়েছিল। কিন্তু তিনি এরপর আর রুকইয়াহ করেননি, সকাল-সন্ধ্যার এবং ঘুমের আগের মাসনূন আমলগুলোও করেননি। ফলে কিছু সমস্যা প্রকট হতে থাকে। তিনি নিজের এবং স্বামীর আচরণের দিকে লক্ষ করে বুঝতে পারেন, তাদের বিচ্ছেদের জাদু করা হয়েছে। একই সাথে তার ইস্তিহাযার সমস্যাও দেখা দেয়। তার স্বামীও স্বপ্নে নানা ধরনের প্রাণীর সাথে মারামারি করতে দেখতেন। তিনি আবারও সিহরের রুকইয়াহ শুরু করেন। এ সময় তার বমি বমি ভাব হতো; কিন্তু বমি হতো না। পাঁচ-ছয় দিন সিহরের রুকইয়াহ করার পর তিনি ৭ দিনের ডিটক্স করেন। তৃতীয় দিনের মাথায় তার পিঠের নিচের দিকে এবং তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা ওঠে এবং তিনি বমি করতে থাকেন। বমি হয়ে যাবার পর তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেন। তার স্বামীও ডিটক্স করেছিলেন, এরপর থেকে তার স্বপ্ন দেখাও বন্ধ হয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ, এখন তারা সুখী সংসার যাপন করছেন।

ঘটনা-২: এক বোনের ঘটনা। তিনি এবং তার স্বামী বিচ্ছেদের জাদুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। কেউ তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখে হিংসা করে জাদু করেছিল। তার স্বামী আয়-রোজগারের জন্য প্রবাসে থাকতেন। একবার বাড়ি এসেছিলেন। তখনই তিনি এই জাদুতে আক্রান্ত হন। ছুটির শেষের দিকেই বারবার দুজনের মধ্যে ঝামেলা হচ্ছিল। ফিরে গিয়ে স্ত্রীর সাথে প্রায় যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। তখন ওই বোন ধারণা করেছিলেন, শুধু তার স্বামীকেই জাদু করা হয়েছে। কিন্তু রুকইয়াহ করতে গিয়ে দেখা গেল, তার মধ্যেও জাদু-আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। এরপর আমি তাকে নিজের জন্য রুকইয়াহ করতে বলি। দুই-তিন সপ্তাহ পর তার মধ্য থেকে জাদুর লক্ষণগুলো চলে যায়। এরপর চল্লিশ দিন তার স্বামীর নিয়তে রুকইয়াহ করেন। আল্লাহর অনুগ্রহে তাদের সম্পর্ক প্রায় স্বাভাবিক হয়ে আসে। আমি তাকে সমস্যা সম্পূর্ণ দূর হওয়া পর্যন্ত রুকইয়াহ করার পরামর্শ দিই, আর বলি, তার স্বামীকে যেন সমস্যার ব্যাপারে বুঝিয়ে রুকইয়াহ করতে রাজি করেন।

ঘটনা-৩: প্রায় কাছাকাছি ঘটনা আছে আরেকজনের। এক ভাই কর্মসূত্রে বিদেশে থাকতেন। তিনি হঠাৎ স্ত্রীর সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। তিনি তার স্ত্রীকে প্রচুর সন্দেহ করতেন। তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করলে তিনি প্রচণ্ডভাবে রাগারাগি শুরু করতেন। তার স্ত্রীও তাকে সহ্য করতে পারছিলেন না। বারবার ডিভোর্সের কথা উঠছিল। এভাবে ৩ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর তার স্ত্রী রুকইয়াহ সাপোর্ট গ্রুপের পরামর্শে রুকইয়াহ শুরু করেন। শুরুতেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখনই তিনি ধারাবাহিকতার সাথে রুকইয়াহ

করে যাচ্ছিলেন। কয়েকদিন পর কিছুটা সুস্থ হলেও রুকইয়াহ শুনতে গেলে অনেক কষ্ট হতো, স্বপ্নে ভয় দেখাত, ধমক দিত। এছাড়াও আরও অনেক সমস্যা হতো। এরপরও তার স্ত্রী থেমে না গিয়ে স্বাভাবিক নিয়মেই রুকইয়াহ করতে থাকেন। তিন সপ্তাহ পর তিনি স্ত্রীকে ফোন দেন। এরপর তাদের সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে যায়, আলহামদুলিল্লাহ।

## আসক্ত বা বশ করার জাদু

এই সমাজে প্রচলিত সবচেয়ে জঘন্য জাদুগুলোর একটি হচ্ছে ‘আসক্ত বা বশ করার জাদু’। অর্থাৎ জাদুর মাধ্যমে কাউকে নিজের প্রতি আসক্ত বা অনুগত বানিয়ে নেওয়া। এটা সাধারণত পরিচিতজনদের মধ্যে কেউ করে থাকে।

কখনো সন্দেহপ্রবণ স্ত্রী জাদু করে। কখনো-বা সম্পদের লোভে পুত্র বা রক্ত সম্পর্কের কেউ করে। এই জাদুর সবচেয়ে জঘন্য ব্যবহার হচ্ছে, কাউকে জোর করে বিয়ে করার জন্য এই জাদু করা হয়। কখনো তাবীজের নামে, কখনো তদবীরের নামে, কখনো-বা দুআ-কালামের নামে ভণ্ড কবিরাজরা সামান্য টাকার লোভে এই জাদু করে থাকে। সাধারণ মানুষ ইসলামী ওযীফা ভেবে গ্রহণ করে, দুনিয়া এবং আখিরাতে সর্বনাশ করে।

তবে এই জাদু সবচেয়ে বেশি করে ‘হিংসুক স্ত্রী এবং শাশুড়িরা’। স্ত্রী জাদু করে এজন্য যে, স্বামী যেন শুধু তার কথাই শোনে অন্য কারও কথা না শোনে, আর শাশুড়ি নিজ ছেলেকে জাদু করে, যেন ছেলে স্ত্রীর কথা না শুনে শুধু মায়ের কথা শুনে।<sup>১৬৫</sup>

প্রিয় পাঠক, খেয়াল রাখা উচিত, এটা অনেক বড় গুনাহ। শুধু গুনাহই নয়; বরং ঈমান বিধ্বংসী একটি কাজ। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, নিশ্চয় মন্ত্রপাঠ, তাবীজ-কবচ এবং বশ করার জাদু শিরকের অন্তর্ভুক্ত।<sup>১৬৬</sup>

সুতরাং আমাদের সাবধান হওয়া উচিত।

তবে এই আলোচনাতেও আমরা স্বামী-স্ত্রীর কথা উল্লেখ করে বলব। পাঠক সে অনুযায়ী

[১৬৫] ‘তিওয়াল্লা’ শব্দের অর্থ ‘আসক্ত বা বশ করার জাদু, বশ করার জাদুর পানীয় বা Love potion’। মুহাদ্দিসীনে কিরাম এরকমই বলেছেন। উদাহরণস্বরূপ: ইবনুল আসীর রহ.-এর বক্তব্য দেখা যেতে পারে—নিহায়া : ১/২২২। এছাড়া মোল্লা আলী কারী রহ. এবং ইমাম খাজাবী রহ.-ও অনুরূপ অর্থ করেছেন।

অন্যদের সাথে মিলিয়ে নেবেন।

## ক. বশ করার জাদুর লক্ষণ

১. সবসময় স্ত্রীর চিন্তা মাথায় ঘোরা, অন্যকিছুতে মন দিতে না পারা।
  ২. সবসময় স্ত্রীকে দেখতে ইচ্ছা হওয়া, বাড়ির বাইরে থাকতে না পারা। বাড়িতে থাকলে সারাদিন স্ত্রীর পিছুপিছু ঘোরা।
  ৩. যখন-তখন স্ত্রীর সঙ্গে শুধু সঙ্গম করতে ইচ্ছে হওয়া। সারাদিনে এই চিন্তা মাথায় ঘোরা। সহবাসের ব্যাপারে অধৈর্য হয়ে যাওয়া।
  ৪. বিশেষ কোনো কারণ ছাড়াই কারও প্রতি অতিরিক্ত অনুরক্ত হয়ে যাওয়া।
  ৫. যাকে পছন্দ করতেন না বা পাত্তা দিত না, হঠাৎ কোনো কারণ ছাড়াই তার প্রতি তীব্র ভালোলাগা শুরু হয়ে যাওয়া।
  ৬. কোনো বাছ-বিচার ছাড়াই স্ত্রীর কথা অন্ধের মতো মানতে শুরু করা। পরে যদিও-বা কখনো এটা বুঝতে পারে, তারপরও অজানা কারণে তার প্রতি নিজেকে বাধ্য মনে হওয়া।
- লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, প্রচলিত জাদুগুলোর মধ্যে এই জাদুর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি উল্টাপাল্টা প্রভাব হয়। কারণ, জাদুর পানীয় বা ‘পোশন’ তৈরি বেশ কঠিন কাজ আর এই জাদুতে বেশি পরিমাণে পোশন ব্যবহার হয়। ফলে বেশিরভাগই এখানে ভুল করে আর বিভিন্ন ক্ষতি হয়ে যায়। যেমন:

১. কখনো আসক্ত হওয়ার বদলে বিরক্তিকর মনোভাব বেড়ে যায়। এমনকি অনেক সময় সকল মেয়ে মানুষের প্রতি ঘৃণা চলে আসে।
২. এই বিপরীত প্রভাবের জন্য কেউ হট করে বউকে তালুকও দিয়ে দেয়।
৩. কখনো স্ত্রী বাদে বাকি সবাই—যেমন: ভাই-বোন, বাবা-মা, আত্মীয়স্বজনদের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে যায়।
৪. এর প্রভাবে মানুষ কখনো একদম পাগল হয়ে যায়। কেউ একদম পাগল না হলেও প্রায় পাগলের মতো আচরণ করে।
৫. এর প্রভাবে কখনো মারাত্মক অসুস্থ হয়ে যায়। তখন কাজকর্ম তো দূরের কথা, বিছানা থেকেই উঠতে পারে না। আর এজন্য ডাক্তারের চিকিৎসা করেও তেমন কোনো উপকার হয় না।

এই জঘন্য জাদুর কারণে এমন অনেক উল্টাপাল্টা সমস্যা হয়ে থাকে।

এই জাদুর ক্ষেত্রে সাধারণত জাদুর পানীয় বা মিষ্টি কোনো দ্রব্যের ওপর মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিয়ে সেটা খাওয়ানো হয়। হাঁটাচলার রাস্তায় জাদুর পানীয় ঢেলে দেওয়া হয়, যা অতিক্রম করলে জাদু-আক্রান্ত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে আশা করা যায়, সেলফ রুকইয়াহ খুব ভালোভাবেই যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ। কখনো ব্যবহৃত জামা কাপড়ের অংশ দিয়ে জাদু করা হয়। সেক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে, আর রুকইয়ার সময় নিয়ত করতে হবে, যেন জাদু নষ্ট হয়ে যায়। এই জাদুর একটা জঘন্য দিক হচ্ছে, স্ত্রীর শরীরের ময়লা বা হায়েযের রক্ত দিয়ে জাদু করা হয়। এরপর স্ত্রীকে বলা হয়, এই নোংরা বস্তুটা কোনো খাবারের সাথে মিশিয়ে স্বামীকে খাইয়ে দিতে।

এই জাদুতে কেউ আক্রান্ত হলে সাধারণত এমনিতেই বোঝা যায়। সমস্যা কম থাকলে নিজের মানসিকতায় অদ্ভুত পরিবর্তন দেখে নিজেই টের পায় অথবা আশেপাশের অন্যরা হঠাৎ অদ্ভুত পরিবর্তন দেখে আঁচ করতে পারে। তবে সচরাচর এই জাদু যেহেতু স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই করা হয়, তাই পাপিষ্ঠ ব্যক্তি চাইবে তাড়াতাড়ি উদ্দেশ্য সাধন করে ফেলতে। তাই যদি কেউ অতিমাত্রায় আক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে অন্যদের উচিত হবে, যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসার পদক্ষেপ নেওয়া।

এখানে একটা বড় সমস্যা হচ্ছে, সাধারণত পরিচিত আত্মীয়স্বজন বা নিজের ঘরের মানুষই জাদুটা করে। তাই আপনি চিকিৎসা করছেন, এটা যেন অন্যরা জানতে না পারে। জানলে আবার জাদু করার সম্ভাবনা আছে। এজন্য সতর্ক থাকতে হবে। এটা নিয়ে গল্পগুজব করা যাবে না। এমনকি সুস্থ হওয়ার পরেও না।

এই বিষয়টা নিজের জন্য রুকইয়াহ করলে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন। আর অন্য কারও ওপর রুকইয়াহ করলে তাকেও সতর্ক করে দেবেন।

## খ. আপত্তি করার জাদুর জন্য রুকইয়াহ

জাদুর রুকইয়ার স্বাভাবিক নিয়মেই করবেন, তবে রুকইয়ার অন্য আয়াতগুলোর সাথে এই আয়াতগুলোও পড়তে পারেন—

১. সূরা বাকারা: ১৬৫, ১৬৬

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۗ وَ

الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۖ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ  
الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۖ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ  
الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾

২. সূরা ইউসুফ: ৩০

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْبَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ  
شَغَفَهَا حُبًّا ۚ إِنَّا نَنْزِلُهَا فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾

৩. সূরা তাগাবুন: ১৪, ১৫, ১৬

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَ  
إِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَ  
أَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ  
اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ  
هُمُ الْبٰفِلِحُونَ ﴿١٦﴾

রুকইয়াহ শেষে নিচের পরামর্শ অনুসরণ করতে বলুন আর ৩ সপ্তাহ পর আপডেট জানাতে  
বলুন, প্রয়োজনে আবার একই প্রেসক্রিপশন দিয়ে দিন। ইনশাআল্লাহ ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে  
যাবে।

## গ. প্রেসক্রিপশন

একটা বোতলে পানি নিয়ে আয়াতুল কুরসী, সূরা আরাফ: ১১৭-১২২, সূরা ইউনুস: ৮১-  
৮২, সূরা ত্বাহা: ৬৯, সূরা তাগাবুন: ১৪-১৬ আয়াতগুলো পড়ে ফুঁ দিন। এরপর চাইলে  
উপরের আয়াতগুলোও পড়তে পারেন।

১. তিন সপ্তাহ সকাল-বিকাল এই পানি খাবেন। মাঝেমাঝে গোসলের পানিতে মিশিয়ে  
গোসল করবেন।

২. প্রতিদিন অন্তত একঘণ্টা রুকইয়াহ শুনবেন। এক্ষেত্রে কোনো সাধারণ রুকইয়াহ এবং  
সূরা তাগাবুন কয়েকবার শুনতে পারেন। সম্ভব হলে নিজে তিলাওয়াত করুন। সময় কম


থাকলে শুধু সূরা তাগাবুন কয়েকবার পড়তে বা শুনতে পারেন।

৩. এছাড়া “রুকইয়াহ যিনা” নামক রুকইয়ার অডিওটি, সূরা ইউসুফ এবং সূরা নূর এক্ষেত্রে বেশ উপকারি। জাদুর সমস্যা প্রকট অথবা বেশিদিনের পুরোনো হলে কিংবা সাথে জিনের সমস্যাও আছে মনে হলে এই রুকইয়াগুলোও শুনবেন। সম্ভব হলে নিজে কিছুটা তিলাওয়াত করবেন।

৪. এছাড়া সিহরের কমন রুকইয়ায় বলা বাকি পরামর্শগুলো অনুসরণ করবেন।

## ঘ. বশ করার জাদুর কিছু ঘটনা

ঘটনা-১: প্রথম ঘটনা মিসরের। আমরা বলেছিলাম, এই জাদুতে সবচেয়ে বেশি উল্টাপাল্টা হয়। এক মহিলা তার স্বামীকে বশ করার জাদু করতে কবিরাজের কাছে গিয়েছিল। কিন্তু জাদু উল্টা কাজ করেছিল, ফলে তার স্বামী হঠাৎ করেই প্রচণ্ড রাগারাগি শুরু করে দেয়। এমনকি সব মেয়ে লোকদের ঘৃণার চোখে দেখা শুরু করে এবং কয়েকদিন না যেতেই ওই মহিলাকে তালাক দিয়ে দেয়।

ঘটনা-২: এক মাদরাসা সুপারের ঘটনা। কোনোভাবে এক মাজারভক্ত লোকের সাথে তার পরিচয় হয়। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া একসাথে হতে থাকে। আর পরিবারের লোকদের সাথে তার দূরত্ব বাড়তে থাকে। ওই লোকের সাথে যেদিন দেখা হতো, সেদিন তিনি বাসায় ফিরে অন্যদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতেন। বাড়ির সবাই নিষেধ করলেও তিনি কারও কথাই শোনেন না। এরই মধ্যে বিদআতি লোক তার পরিবারের নামে আজেবাজে কথা ছড়ানো শুরু করলে পরিবারের বড় ছেলে সালিশ ডাকে। সেদিন সুপার সাহেবকে অদ্ভুত বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। সালিশে ওই লোক সবার কাছে মাফ চায় এবং ভবিষ্যতে আর কখনো সুপারের সঙ্গে যোগাযোগ করবে না বলে ওয়াদা করে। কিন্তু এক মাস না যেতেই দেখা গেল তাদের মধ্যে আবারও যোগাযোগ হচ্ছে। তখন পরিবারের সবার জেরার মুখে মাদরাসা সুপার সাহেব ব্যাপারটা স্বীকার করেন। কান্নাকাটি করে বলেন যে, ওই লোকের সঙ্গে কথা না বললে তার শাস্তি লাগে না, রাতে স্বপ্নে দেখেন যোগাযোগ করার জন্য... ইত্যাদি। এ-ও বলেন যে, ঘরের কারও জন্য তার কোনো রকম ভালোবাসা বা টান অনুভব হয় না। তাদের দেখলে বরং মেজাজ খারাপ হয়। এরপর রুকইয়াহ সাপোর্ট গ্রুপ থেকে পরামর্শ নিয়ে তাকে রুকইয়াহ শোনানো হলে বুক ধড়ফড় করে, প্রচুর ক্লান্তি আর ঘুম  অবশ্য লাগে। তখন ধারাবাহিকভাবে

সাত দিন রুকইয়াহ শোনা এবং গোসল করার পর আলহামদুলিল্লাহ তার অবস্থার উন্নতি হয়। ওই লোকের প্রতি আসক্তি চলে যায়। পরিবারের লোকদের সঙ্গে বামেলা থেমে যায়। এরপর সমস্যা একদম দূর হওয়ার জন্য তাকে আরও একসপ্তাহ রুকইয়াহ করার পরামর্শ দেওয়া হয়, আর বলা হয়, যেন প্রতিদিনের মাসনুন আমল গুরুত্বের সাথে করে।

বিদআতিরা এমন বহুভাবে সমাজ কলুষিত করে থাকে। সত্যি বলতে, এদের মধ্যেই কুফরী জাদুর চর্চা সবচেয়ে বেশি। এদের দ্বারাই মুসলমানদের মধ্যে কুফরী তাবীজ-কবচের চর্চা বিস্তার লাভ করেছে। এমনকি অনেক ভণ্ডপীর শিমির মধ্যে বশ করার মন্ত্র পড়ে রাখে, ফলে সেটা খেলে মানুষ ওই পীরের ভক্ত হয়ে যায়। এজন্য বিদআতিদের অনুষ্ঠানে যাওয়া অথবা তাদের মিষ্টান্ন গ্রহণ করা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা উচিত। আল্লাহ যেন উন্নতকে এদের ফিতনা থেকে হেফাজত করেন, আমীন।

## পাগল বানানো বা মস্তিষ্ক বিকৃতির জাদু

পড়ালেখা নষ্ট করা এবং পাগল বানানোর জন্য মূলত একই জাদু করা হয়। এই জাদুর ক্ষেত্রে প্রায়ই জিনের সাহায্য নেওয়া হয়। তাই এ ধরনের রোগীর ক্ষেত্রে অন্য কেউ রুকইয়াহ করলে সবচেয়ে ভালো হয়। এরপর প্রয়োজন হলে পরিবারের লোকদের তত্ত্বাবধানে রুকইয়াহ করার পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। তবে সহায়তা করার মত কাউকে না পেলে নিজেই শুরু করে দেয়া উচিত। মানুষের ওপর এই জাদুর প্রভাব সাধারণত ধীরে ধীরে পড়ে। ধাপে ধাপে এর লক্ষণগুলো প্রকট হয় এবং এক পর্যায়ে জাদুগ্রস্ত ব্যক্তি পাগল হয়ে যায়। তাই যত দ্রুত চিকিৎসা করা যায়, ততই ভালো।

### ক. পাগল বানানোর জাদুতে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ

১. পড়ালেখায় আগে ভালো থাকলেও হুট করে সবকিছুতে ধবস নামা। পরীক্ষা আসলেই অসুস্থ হয়ে যাওয়া।

২. এক জায়গায় অল্পক্ষণ থাকলেই অধৈর্য হয়ে যাওয়া। কোনো কাজ ধীরস্থিরভাবে করতে না পারা।

৩. কাজকর্মে, কথাবার্তায় ভুলভ্রান্তি বেড়ে যাওয়া। এয়াসওয়াসা বেড়ে যাওয়া।

৪. নিজের পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে অতিরিক্ত উদাসীন থাকা। অকারণে ময়লা বা ছেঁড়া জামাকাপড় পরতে ইচ্ছা হওয়া।
  ৫. চোখের অবস্থা অস্বাভাবিক বা অসুন্দর হয়ে যাওয়া।
  ৬. কোনো কারণ ছাড়াই হাঁটতে থাকা। হঠাৎ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া। অথবা কার্যত না করলেও বারবার এমন ইচ্ছা জাগা।
  ৭. মাঝেমধ্যে একদম পাগলের মতো আচরণ করা। বিশেষত প্রতিদিন বিকেলের পর, পূর্ণিমা কিংবা অমাবস্যার রাতে।
  ৮. ঠিকমত ঘুমাতে না পারা, সারারাত ঘুম না আসা।
  ৯. সামান্য ঘুমালেও ভীতিকর স্বপ্ন দেখা। যেমন: কেউ তাকে ধাওয়া করছে, অথবা অদৃশ্য থেকে কেউ ডাকছে।
  ১০. স্বপ্নে যা দেখে, এটা জাগ্রত অবস্থায়ও ঘটতে পারে। উদাহরণস্বরূপ: এরকম মনে হওয়া যে, কেউ তাকে ডাকছে, অথচ অন্যরা কিছুই শুনতে পায়নি।
- এগুলোর পাশাপাশি জিন-আক্রান্ত হওয়ার কিছু লক্ষণ, ওয়াসওয়াসা রোগ এবং জাদুর সাধারণ লক্ষণগুলোর সাথেও অবস্থার মিল পাওয়া যেতে পারে।

## খ. পাগল বানানোর জাদুর জন্য রুকইয়াহ

সাধারণ নিয়মে রুকইয়াহ করবেন। তবে এই জাদুর রোগীর ওপর রুকইয়ার সময় প্রচণ্ড ব্যাথার কারণে অনেক চিৎকার বা কান্নাকাটি করতে পারে, অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে, এব্যাপারে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকবেন। আর সেলফ রুকইয়াহ করার সময়েও কাউকে পাশে রাখা উচিত, যেন প্রয়োজনে তার সহযোগিতা পাওয়া যায়।

আর এই জাদুতে আক্রান্ত রোগীর অবস্থা অনেক সময় খুব খারাপ হয়ে যায়। তাই এমনিতেই বাইরের কারও সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। সব মিলিয়ে পরামর্শ হচ্ছে, একা একা রুকইয়াহ না করা। অন্তত অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য বা রোগীকে ধরে রাখার জন্য হলেও কোনো একজনকে সাথে রাখা।

সাথে সুরা কলামের শেষ দুই আয়াতও পড়তে পারেন—

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ  
إِنَّهُ لَسَجْنُونٌ



রুকইয়ার পর রোগীকে নিচের প্রেসক্রিপশন অনুসরণ করতে বলুন। আর এক মাস অথবা দেড়মাস পর অবস্থা জানাতে বলুন, প্রয়োজনে আবার ভালোভাবে রুকইয়াহ করে একই সাজেশন দিয়ে দিন।

## গ. প্রেসক্রিপশন

১. এক থেকে দেড় মাস প্রতিদিন বেশি বেশি রুকইয়াহ শুনবেন। বিশেষত ৮ সূরা (সূরা ইয়াসিন, সফফাত, দুখান, জিন, যিলযাল, ইখলাস, ফালাক, নাস)-এর রুকইয়াহ করবেন। পাশাপাশি সূরা বাকারা, হিজর, হা-মীম সাজদা, ফাতাহ, কাফ, আর-রহমান, মূলক এবং আলা পড়বেন। সব মিলিয়ে প্রতিদিন কমপক্ষে ৩-৪ ঘণ্টা রুকইয়াহ শুনবেন। যদি আরও বেশি শুনতে পারেন, তবে আরও ভালো।

২. পাশাপাশি সূরা ফাতিহা, সূরা আরাফ: ১১৭-১২২, সূরা ইউনুস: ৮১-৮২, সূরা ত্বাহ: ৬৯, ইখলাস, ফালাক এবং নাস—তিনবার করে পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে দিন। এই পানি প্রতিদিন দুই বেলা খাবেন। আর গোসলের পানিতে কিছুটা মিশিয়ে গোসল করবেন।

৩. আয়াতগুলো পড়ে অলিভ অয়েলে ফুঁ দিন। প্রতিদিন ঘুমের পূর্বে পুরো মাথায় ওপরে ব্যবহার করবেন। (মেয়েদের পুরো চুলে দেয়া আবশ্যিক না)

## ঘ. লক্ষণীয় কিছু বিষয়

১। যদি ইতিমধ্যেই ব্রেইনের স্থায়ী ক্ষতি হয়ে যায়, তবে অবশ্যই রুকইয়ার পাশাপাশি দ্বীনদার ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করাবেন। চাইলে অভিজ্ঞ কাউকে দিয়ে মাথায় হিজামা করাতে পারেন। ইনশাআল্লাহ উপকার হবে।

২। এই জাদুর জন্য রুকইয়াহ চলাকালীন দিনগুলোতে কোনো পেইন কিলার বা ব্যথানাশক ওষুধ খাওয়া যাবে না। এতে ক্ষতি হতে পারে।

৩। রুকইয়াহ শোনার সময় কষ্ট হতে পারে; প্রচণ্ড মাথা ব্যথা হতে পারে, তবুও রুকইয়াহ বাদ দেওয়া যাবে না, সবরের সাথে চিকিৎসা করে যেতে হবে। কিছুদিন ঠিকভাবে রুকইয়াহ করা হলেই আস্তে আস্তে কষ্ট কমে আসবে ইনশাআল্লাহ। বেশি খারাপ লাগলে রুকইয়ার পানি দিয়ে গোসল করলে অথবা মাথায় পানি ঢাললে আরাম পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

৪। এই জাদুর চিকিৎসা চলাকালীন রুকইয়াহ শুনতে শুনতে অনেক রোগী অজ্ঞান হয়ে যায়, জিন ভর করে আবোল তাবোল বকতে থাকে। এ ক্ষেত্রে রুকইয়াহ বন্ধ করা যাবেনা, শুনিয়ে যেতে হবে। আর জিন কথা বললে তাকে চলে যেতে নির্দেশ দিতে হবে।

৫। অনেকে রোগীই রুকইয়াহ শুনতে চায় না, এক্ষেত্রে কৌশলে বা জোর করে হলেও শোনাতে হবে। সমস্যা কমে আসলে নিজ ইচ্ছাতেই শুনবে ইনশাআল্লাহ।

৬। সমস্যা সম্পূর্ণ ভাল হতে ৩-৪ মাসও লাগতে পারে। এক্ষেত্রে সবরের সাথে রুকইয়াহ করে যেতে হবে। আর সমস্যা ভালো হওয়ার পরও অন্তত দুই-তিন সপ্তাহ রুকইয়াহ শুনে যেতে হবে। এবং আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দুআ করতে হবে।

৭। এই জাদুতে আক্রান্ত অনেক রোগী হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে যায়, ভাঙচুর করে। এমন পরিস্থিতিতে পরিবারের লোকদের কর্তব্য হবে ভয় না পেয়ে রোগীকে সামলানো। আর সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, আয়াতে শিফা ইত্যাদি পড়া। সম্ভব হলে মাথায় হাত রেখে পড়া অথবা পড়া শেষে ফুঁ দেওয়া। চোখে মুখে রুকইয়ার পানি ছিটানো, রুকইয়ার পানি দিয়ে মাথা ধৌত করা, ওয়ু করিয়ে দেওয়া।

লক্ষণীয়: কিছু জাদুতে আক্রান্ত হলে মানুষ একদম একা বা অন্তর্মুখী হয়ে যায়। কারও সাথে কথা বলে না, কোনো প্রয়োজন বা সমস্যায় পড়লেও কাউকে জানায় না। আস্তে আস্তে পাগল হয়ে যায় বা বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এসব ক্ষেত্রেও একই চিকিৎসা দেওয়া উচিত।

## ৩. পাগল বানানোর/পড়ালেখা নষ্টের জাদুর কিছু ঘটনা

ঘটনা-১: আমার একজন নিকটাত্মীয় এই জাদুতে আক্রান্ত ছিল। দিন দিন তার অবস্থার অবনতি হচ্ছিল। বহু রকম শারীরিক এবং মানসিক রোগের ডাক্তার দেখিয়েও কোনো লাভ হচ্ছিল না। দেশ-বিদেশের অনেক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা করা হয়েছিল। এতে অবস্থার সাময়িক উন্নতি হলেও বিশেষ কোনো ফায়দা হচ্ছিল না। সার্বিক বিবেচনায় অবনতিই দেখা যাচ্ছিল। এমনকি ডাক্তার ৬ মাসের জন্য তাকে পাবনা মানসিক হাসপাতালে ভর্তি হতেও পরামর্শ দিয়েছিল। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, অন্যান্য সময় ওষুধ খেয়ে কিছুটা ভালো থাকলেও যখনই তার পরীক্ষা আসত তখন যেন সারা দুনিয়ার সব সমস্যা এসে তার ওপর ভর করত। নিচের ক্লাসগুলোতে বৃত্তি পেলেও কলেজে তার জন্য পরীক্ষায় পাশ করাটাই কষ্টকর হয়ে যাচ্ছিল। প্রায় প্রতিটা পরীক্ষাতেই একাধিক বিষয়ের মানোন্নয়ন পরীক্ষা দেওয়া লাগত। এসব কারণে হতাশ হয়ে সে কত বার যে সুইসাইডের

চেষ্টা করেছে—আল্লাহই ভালো জানেন।

কবিরাজদের কাছেও কম দৌড়ানো হয়নি। তবে ফলাফলের ঘরে ক্ষতি আর অবনতি ছাড়া কিছুই জমছিল না। আল্লাহর রহমতে সে এক পর্যায়ে রুকইয়াহ শারইয়াহ বিষয়ে জানতে পারে। শুরুতে কিছুদিন বদনজরের রুকইয়াহ করায় অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছিল। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, কেউ জাদু-আক্রান্ত হলে সহজেই তার নজর লেগে যায়; তাই হয়তো এমনটা হয়েছে। এরপর জাদুর জন্য কয়েকমাস রুকইয়াহ করার পর আল্লাহর রহমতে সে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়েছে।

আল্লাহ যেন তাকে সবগুলো সমস্যা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করেন। আমীন।

ঘটনা-২: এই ঘটনা মিসরের। এক যুবক বিয়ের রাতে হঠাৎ করেই যৌন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং এর কিছুদিন পরই সে পাগল হয়ে যায়। সমস্যা মূলত ছিল, তার স্ত্রী তাকে বশ করার উদ্দেশ্যে কবিরাজের কাছে গিয়েছিল—যাতে বিয়ের পর সেই স্ত্রী ব্যতীত আর অন্য কারও প্রতি তার কোনো ধরনের আকর্ষণ না থাকে। কিন্তু এখানেও উল্টা ইফেক্ট হয়। বিয়ের রাতে তার স্বামীকে বশ করার পোশন খাওয়ানোর সাথে সাথে সে যৌন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, এর কদিন পর সে পাগল হয়ে যায়। তখন মেয়েটি আবার ওই কবিরাজের কাছে গিয়ে দেখে, সে ইতিমধ্যে পরপারে পাড়ি জমিয়েছে।

এরপর তার স্বামীকে নিয়ে শাইখ ওয়াহিদ বিন আব্দুস সালামের কাছে গেলে তার নির্দেশে বরই পাতা বেটে গোসলের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। পানি খাওয়া এবং গোসল করার পরপরই জাদু নষ্ট হয়ে যায় আর যুবকটি সুস্থ হয়ে ওঠে।

## অসুস্থ বানানো বা হত্যা করার জাদু

আমাদের আলোচনায় ৫ম প্রকার জাদু হচ্ছে কাউকে রোগাক্রান্ত বা অসুস্থ বানিয়ে দেওয়ার জাদু। এটা বিভিন্ন রকমের হয়। কখনো শরীরের কোনো অঙ্গ একেবারে বিকল হয়ে স্থায়ী ক্ষতি হয়ে যায়। কখনো চিকিৎসা করলে আবার সুস্থ হয়। এরকমও হয় যে, কোনো অঙ্গ মাঝেমধ্যে নাড়াচাড়া করতে পারে আবার মাঝেমধ্যে অচল হয়ে যায়। কারও পুরো শরীর আক্রান্ত হয়ে প্যারালাইসিসের মতো হয়ে যায়। আবার অনেকে খুব ভয়ানক অসুস্থ হয়ে

পড়ে, যার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই মারা যায়।

আমাদের সমাজে এই জাদু বান মারা বলে পরিচিত। কাউকে হত্যা করার জন্য এই জাদুই প্রয়োগ করা হয়।

## ক. অসুস্থ বানানোর জাদুতে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ

১. শরীরের কোনো অঙ্গে সবসময় ব্যথা থাকা।
  ২. কোনো অঙ্গ একেবারে অচল হয়ে যাওয়া।
  ৩. পুরো শরীর নিশ্চল হয়ে যাওয়া।
  ৪. মাঝেমধ্যেই শরীর ঝাঁকুনি বা খিচুনি দিয়ে বেঁহঁশ হয়ে যাওয়া।
  ৫. কোনো ইন্দ্রিয়শক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়া। (যেমন: স্বাদ বা গন্ধ বুঝতে না পারা)
  ৬. প্রচণ্ড অসুস্থতায় ভোগা, অন্যদিকে আবার মেডিকেলের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কিছু ধরা না পড়া।
  ৭. কিছুই খেতে না পারা। আর খেলেও দিন দিন অস্বাভাবিক স্বাস্থ্যহানি ঘটা।
- এগুলোর পাশাপাশি জিন-আক্রান্ত হওয়ার কিছু লক্ষণ এবং জাদুর সাধারণ লক্ষণগুলোর সাথেও মিল পাওয়া যেতে পারে।
- এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে, সমস্যা তো শারীরিক অসুখ-বিসুখের কারণেও হতে পারে। তাহলে কেউ জাদু করেছে নাকি এমনি অসুখের কারণে এমনটা হচ্ছে—তা বোঝার উপায় কী?

উত্তর হল, প্রথমত: জাদুটোনা বা জিনের কারণে এসব হলে সাধারণত ডাক্তারের চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য কোনো উপকার হয় না। ল্যাব টেস্ট, এক্স-রে, সিটি স্ক্যানের বিশেষ কোনো রোগ ধরা পড়েনা। তবে অনেকের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন জাদু-আক্রান্ত থাকতে থাকতে শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেয়, যেমনিভাবে এক রোগ থেকে একাধিক রোগ হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে ডায়াগনোস্টিক টেস্টে কিছু ধরা পড়লেও পড়তে পারে।

দ্বিতীয়ত: রুকইয়াহ করলে বিষয়টা বোঝা যাবে। সাধারণ রোগব্যাধি হলে রুকইয়ার সময় জাদুর কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাবে না। তাই ‘সমস্যা কিসের’—এটা নিশ্চিত হওয়ার সহজ উপায় হচ্ছে, রুকইয়াহ করা। যদি রুকইয়াহ করার সময় জিন বা জাদুতে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহলে বুঝতে হবে যে কেউ জাদু করেছে। আর যদি সেরকম কোনো

লক্ষণ না দেখা যায়, রুকইয়াহ শুনতে বরং ভালো লাগে, আরাম পায় তাহলে আরও কয়েকবার রুকইয়াহ করে দেখতে হবে। এরপরও কিছু প্রকাশ না পেলে বুঝতে হবে যে, জাদুর সমস্যা নেই। তখন ভালোভাবে ডাক্তারের চিকিৎসা নিতে হবে।

## খ. বান মারার জাদুর জন্য রুকইয়াহ

সাধারণ নিয়মে রুকইয়াহ করুন, এই জাদুর জন্য রুকইয়াহ আয়াতে শিফাগুলো একটু বেশি সংখ্যক বার পড়তে পারেন। এরপর নিচের প্রেসক্রিপশন নিজে অনুসরণ করুন অথবা রোগীকে করতে বলুন। প্রতিমাসে নিয়মিত অবস্থার আপডেট জানাতে বলুন। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ডাক্তারী চিকিৎসা বা পরামর্শ গ্রহণ করতে বলুন।

একমাস পর অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনে আবার রুকইয়াহ করে সাজেশন দিয়ে দিন। এভাবে সমস্যা সম্পূর্ণ দূর হওয়া পর্যন্ত রুকইয়াহ করতে থাকুন।

যদি সমস্যা বেশ জটিল হয় তাহলে অন্য পরামর্শগুলো অনুসরণ করার পাশাপাশি শুধু গোসলের ক্ষেত্রে শুরুতে তিনদিন বরই পাতার গোসলটা দিতে পারেন। নিয়ম হচ্ছে, ৭টি বরই পাতা পিষে পানিতে গোলাবেন। আর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস এবং সূরা আরাফ: ১১৭-১২২, সূরা ইউনুস: ৮১-৮২ এবং সূরা ত্বাহা: ৬৯—আয়াতগুলো পড়ে ফুঁ দেবেন। এরপর এই পানি থেকে তিন চুমুক খাবেন, বাকিটা দিয়ে গোসল করবেন।

## গ. প্রেসক্রিপশন

নিচের আয়াতগুলো পড়ে পানি, কালোজিরা, কালোজিরার তেল এবং মধুতে ফুঁ দিন। কালোজিরার তেল না পেলে অলিভ অয়েল ব্যবহার করা যেতে পারে।

১. সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস, সূরা আরাফ: ১১৭-১২২, সূরা ইউনুস: ৮১-৮২, সূরা ত্বাহা: ৬৯—সবগুলো তিন বার করে।

২. সূরা বনী ইসরাঈল ৮২ নম্বর আয়াতের প্রথমার্শ সাত বার—

وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

৩. অন্যান্য আয়াতে শিফা (সূরা তাওবাহ: ১৪, সূরা ইউনুস: ৫৭, নাহল: ৬৯, শুআরা: ৮০, হা-মীম সাজদা: ৪৪) তিন বার করে পড়ুন।

وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

۲. وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

۳. يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ

۴. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

۵. قُلْ هُوَ الَّذِي آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً

৪. এরপর এই দুআগুলো তিন বার পড়ুন

১. اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهَبِ الْبَاسَ ، اشفه وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ  
شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

২. بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ  
اللَّهُ يَشْفِيكَ ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ

পড়ার মাঝে মাঝে পানি, মধু, তেল এবং কালোজিরাতে ফুঁ দিন।

৫. শরীরের বিভিন্ন জয়েন্ট অথবা হাড়ে ব্যাথা থাকলে এর পাশাপাশি হাড় ক্ষয়ের রুকইয়ায় বলা আয়াতগুলো পড়তে পারেন, যা সাধারণ অসুস্থতার জন্য রুকইয়াহ অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

নির্দেশনা:

১. প্রতিদিন সকালে এবং রাতে এক চিমটি কালোজিরা খাবেন। এরপর এক চা চামচ মধু সামান্য রুকইয়ার পানিতে গুলিয়ে পান করবেন।

২. গোসলের পানিতে কিছুটা রুকইয়ার পানি মিশিয়ে গোসল করবেন।

৩. প্রতিদিন সকালে এবং রাতে কপালে এবং আক্রান্ত অঙ্গে (যে অঙ্গে ব্যাথা আছে) কালোজিরার তেল মালিশ করবেন। এটা অত্যন্ত গুরুত্ব সাথে করবেন। এমনকি কোনোদিন গোসল বাদ গেলেও এটা যেন বাদ না যায়।

৪. প্রতিদিন আয়াতুল কুরসীর রুকইয়াহ আধঘণ্টা, সূরা ইয়াসিন, সফফাত, দুখান, জিন-এর রুকইয়াহ একবার, আর সূরা বায়্যিনাহ থেকে নাস পর্যন্ত সূরাগুলো তিনবার শুনবেন। সম্ভব হলে আরও বেশি শুনবেন। পাশাপাশি নিজে যতক্ষণ সম্ভব হয় রুকইয়ার আয়াতগুলো অথবা সূরা বাকারা তিলাওয়াত করবেন।

৫. খাবার পূর্বে অবশ্যই বিসমিল্লাহ বলবেন।

৬. আর সুস্থতার লাভের জন্য আল্লাহর কাছে অবিরত দুআ করতে থাকবেন।

৭. এছাড়া সিরের কমন রুকইয়ার বাকি সব পরামর্শ অনুসরণ করবেন।

## ঘ. লক্ষণীয় বিষয়

আবারও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, ইতিমধ্যে হয়ে যাওয়া শারীরিক ক্ষতির জন্য ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা নেবেন। পাশাপাশি সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত অবশ্যই রুকইয়াহ চালিয়ে যাবেন।

সমস্যা বেশি হলে গোসলের ক্ষেত্রে প্রথমে তিন দিন এবং প্রতি সপ্তাহে এক-দুইদিন বরই পাতার গোসল করবেন, পাশাপাশি ওপরের অন্যান্য পরামর্শ একই নিয়মে অনুসরণ করবেন। ইনশাআল্লাহ দ্রুত জাদু নষ্ট হয়ে যাবে।

আর হ্যাঁ, রুকইয়ার পাশাপাশি অভিজ্ঞ কাউকে দিয়ে হিজামা করাতে পারেন। ইনশাআল্লাহ অনেক উপকার পাবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাদুতে আক্রান্ত হওয়ার পর হিজামা করিয়েছিলেন। এছাড়া সুস্থতার নিয়তে অল্প হলেও নিয়মিত কিছু দান-সাদকাহ করতে পারেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের রোগের চিকিৎসা করো সাদকার মাধ্যমে, আর বিপদ দূর করো দুআর মাধ্যমে।<sup>১৬৭</sup>

## ঙ. অসুস্থ বানানোর জাদুর কিছু ঘটনা

ঘটনা-১: এই ঘটনা বরিশালের। আমি যখন রোগীর কাছে এটা শুনেছিলাম, আমার মোটেও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। পরে পরিচিতদের কাছে খোঁজ নিলে ঘটনার সত্যতার ব্যাপারে দুজন আমাকে নিশ্চিত করেছে।

যাহোক ঘটনাটি এরকম—দুই বোনকে জিন দিয়ে জাদু করা হয়েছিল। প্রায় ৫ বছর ধরে তারা অসুস্থ—বিয়ে করতে চাইত না, সবার সাথে রাগারাগি করত, স্বাস্থ্যও ভেঙে গিয়েছিল। এছাড়াও আরও অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছিল। অসংখ্য কবিরাজ দেখানোর পরও বিশেষ কোনো ফায়দা হয়নি।

তাদের বাবা একজন সামরিক কর্মকর্তা। তিনি মাওলানা ইমরান ভাইয়ের খোঁজ পেয়ে তার সাথে যোগাযোগ করে এবং তাকে দিয়ে কয়েকদিন রুকইয়াহ করায়। এরপর ইমরান

ভাইয়ের পরামর্শে দুজনার একজন আমাকে মেসেজ দিয়ে তাদের সমস্যার ব্যাপারে বলে; কিন্তু কোনো কারণে আমি বিরক্ত হয়ে সংক্ষেপে দু-চার কথা বলেই বিদায় করি। তবে সে ওই কথাটুকুকেই গুরুত্বের সাথে নিয়েছিল। ফলে তারা দুই বোন মিলে রুকইয়াহ শোনা শুরু করে, সাথে সম্ভবত রুকইয়ার গোসলও করছিল। তারা প্রচুর রুকইয়াহ শুনত। তার মতে কিছুদিন নাকি ১৮ ঘণ্টা করেও শুনেছে। শুরুতেই তাদের অবস্থা খুব কাহিল হয়ে গিয়েছিল। যে আমার সাথে যোগাযোগ করেছিল অর্থাৎ দু'বোনের বড়জনের বেশ কয়েকবার রক্তবমি হয়েছিল। আর ছোট বোনের ওপর বারবার জিন আসছিল। জিন যেতে পারছিল না। তখন সে সালাত পড়ে আল্লাহর কাছে বদদুআ করে, যে আমাকে জাদু করছে, তার যেন আমার চেয়ে দ্বিগুণ কষ্ট হয়, আমার দ্বিগুণ রক্ত বমি হয়। পাগলের মতো আরও কিছু বদদুআ করেছিল। ফলে দেখা গেল, যে জাদুকরের কাছে গিয়ে জাদু করা হয়েছিল, সে ওই বাড়িতে এসে মাফ চেয়ে জাদুর জিনিসগুলো তুলে নিয়ে গেল। সাথে এ-ও বলে গেল যে, আমি জিনকেও নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু জিন এরপরও বারবার আসছিল। তারাও রুকইয়া শোনার ধারা অব্যাহত রেখেছিল। এক পর্যায়ে ছোট বোন অজ্ঞান হয়ে যায়। এরপর সে নাকি কয়েকদিন অজ্ঞান অবস্থায় ছিল। আর বড় বোনের বারবার রক্ত বমি হচ্ছিল। ফলে তাদের বাবা ডাক্তারের শরণাপন্ন হন এবং সামান্য চিকিৎসা নেওয়ার পরই তারা দুজন একদম সুস্থ হয়ে যায়।

সব মিলিয়ে তারা তিন মাস রুকইয়াহ করেছিল। আলহামদুলিল্লাহ এতে পাঁচ বছরের সমস্যা সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায়।

ঘটনা-২: মিসরের শাইখ ওয়াহিদের কাছে এক মহিলাকে আনা হয়েছিল, যার পা প্রচণ্ড ব্যথার কারণে অচল হয়ে গিয়েছিল। শাইখ ধারণা করেছিলেন, কোনো বিশেষ রোগ হবে হয়তো। শাইখ রুকইয়াহ করা শুরু করলে সূরা ফাতিহা শেষ না হতেই জিন কথা বলে ওঠে। জিনটা মহিলার পায়ে ঢুকেছিল। শাইখ তাকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং কিছুক্ষণ রুকইয়াহ করেন। ফলে মহিলা একদম সুস্থ হয়ে যায়।

ঘটনা-৩: সৌদি আরবের ঘটনা। একটা ছোট্ট মেয়ে হঠাৎ চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। এরপর থেকে তার পুরো শরীর একদম নিশ্চল হয়ে যায়। কোনো কথা বলতে বা খেতে পারে না। কিছু করতে পারে না। তাকে উন্নত হাসপাতালে নিয়ে সব ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর কোনো সমস্যাই ধরা পড়ে না। অথচ সে খেতে পারছিল না, প্রচণ্ড দুর্বল অবস্থায় বিছানায় পড়ে ছিল। পাইপের মাধ্যমে তরল খাবার পেটে পৌঁছানো হচ্ছিল।



এক বন্ধুর অনুরোধে মিসর থেকে শাইখ ওয়াহিদ মেয়েটিকে দেখতে যান। হাসপাতালে গিয়ে তিনি মেয়েটিকে কিছু প্রশ্ন করেন। সে ইশারায় হ্যাঁ/না করে উত্তর দেয়। শাইখ বুঝতে পারছিলেন না যে, সমস্যা কোথায়। পরে সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলে তিনি মসজিদে যান এবং সালাত শেষে ওই মেয়েটার জন্য খুব করে দুআ করেন। এরপর ফিরে এসে মেয়েটার মাথায় হাত রেখে পড়েন—

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهَبِ الْبَاسَ إِشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

মেয়েটা কেঁপে ওঠে এবং আল্লাহর রহমতে সাথে সাথেই কথা বলে ওঠে। উপস্থিত সবাই আনন্দে কেঁদে দেয়। এরপর আর কিছুক্ষণ রুকইয়ার পরই সে বাসায় ফিরে যাওয়ার মতো অবস্থায় চলে আসে, আলহামদুলিল্লাহ।

ঘটনা-৪: এই ঘটনাও সৌদি আরবের। ঘটনাটি হুবহু আমার মনে নেই। যতটুকু স্মরণ আছে, তার আলোকে লিখছি।

একটি পরিবার জাদুতে আক্রান্ত ছিল; কিন্তু কোনো কারণবশত তাদের রুকইয়াহ করার মতো পরিস্থিতি ছিল না। পরিবারের একজন শাইখ আদিল বিন তাহির মুকবিলের সাথে দেখা করে তার পরামর্শ চায়। তিনি বলেন, তোমাকে তিনটা কাজ দিচ্ছি। যদি এতে ফায়দা না হয় তাহলে দুনিয়াতে আর এমন কিছু নেই, যা তোমাকে আরোগ্য দেবে। প্রথম কাজ হচ্ছে, কবীরা গুনাহ থেকে তাওবাহ করা, বেশি বেশি ইস্তিগফার করা। দ্বিতীয় কথাটি আমি ভুলে গেছি, সম্ভবত প্রতিদিনের ইবাদাত ঠিকমত আদায় করা কিংবা সাদকা বা এ জাতীয় কোনো কিছু করা...। তৃতীয়টি ছিল, প্রতিদিন রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে হবে এবং আল্লাহর কাছে সুস্থতার জন্য এবং সমস্যা থেকে পরিত্রাণের জন্য দুআ করতে হবে।

সে শাইখের কথা অনুযায়ী কাজ শুরু করে। সে প্রতিদিন তাওবাহ-ইস্তিগফার করছিল, তাহাজ্জুদ পড়ে দুআ করে যাচ্ছিল। মাসখানেক পর একদিন মাঝরাতে অচেনা নাস্তার থেকে ফোন আসে, তাকে বলা হয় তোমাদের বাড়ির ওই দেওয়ালের ওপাশে অমুক জায়গায় তাবীজ আছে। সে গিয়ে জায়গাটা খুঁড়ে অনেকগুলো তাবীজ পায়। এরপর সে দুআ বন্ধ করেনি, আগের নিয়মেই চলছিল, কদিন পর মাঝরাতে আবার ফোন কল পায়। আরেক জায়গার সন্ধান দেওয়া হয়। এভাবে কিছুদিন পরপর সবমিলিয়ে ৩-৪ জায়গা থেকে তাবীজ এবং জাদুর বিভিন্ন জিনিস উদ্ধার হয়।

সে কয়েকমাস পর শাইখ আদিলের কাছে যায়। গিয়ে তাবীজগুলো তার সামনে রাখে। শাইখ ভেবেছিলেন, সে কবিরাজের কাছে গিয়ে তাবীজ নিয়েছে। শাইখ তাকে ধমক দেন, তিরস্কার করেন। সে বলে, না না, ইয়া শাইখ! এসব হলো তাবীজ আর এই হচ্ছে জাদুর অন্যান্য জিনিস—আমার পরিবারের ওপর এগুলো দিয়েই জাদু করেছিল। শাইখ সেগুলো নিয়ে নষ্ট করে ফেলেন। ফলে তার পরিবার সুস্থ হয়ে যায়।

## ইস্তিহাযা বা অনিয়মিত শ্রাবের সমস্যা

মাসিক শ্রাব বা পিরিয়ড প্রতিটি নারীর জীবনে একটি স্বাভাবিক ঘটনা। স্বাভাবিকভাবে প্রতি মাসে সর্বনিম্ন ৩ থেকে সর্বোচ্চ ১০ দিন পর্যন্ত শ্রাব হতে পারে। কিন্তু যদি ৩ দিনের কম অথবা ১০ দিনের বেশি হয়, তবে তাকে ইস্তিহাযা বা অনিয়মিত শ্রাব, জরায়ু শ্রাব ইত্যাদি বলা হয়। মূলত ইস্তিহাযা হলো ঋতুশ্রাবের নির্ধারিত সময়ের বাইরে কম বা বেশিদিন রক্ত প্রবাহিত হওয়া। খেয়াল করুন—

عَنْ أَنَسٍ... فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ  
الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ

“আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,  
নিশ্চয় শয়তান মানুষের রগেরগে চলাচল করে।” ১৬৮

হামনা বিনতে জাহাশ রা. নিজের ইস্তিহাযার সমস্যার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললে তিনি বলেছিলেন—

إِنَّمَا هِيَ رَكُضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ

“এটা তো শয়তানের আঘাতের ফল।” ১৬৯

সুতরাং কোনো নারীর শরীরে জিন প্রবেশ করলেও সে রগের ভিতর দিয়ে চলাচল করতে পারে। আর এই জিন যখন জরায়ুর কোনো রগে আঘাত করে তখন ইস্তিহাযার সমস্যা হয়। এছাড়া ইস্তিহাযার সমস্যা কেউ এজন্য জাদু করলে হতে পারে। তবে যদি এজন্য জাদু

না-ও করা হয়, বরং জিন দিয়ে অন্য কোনো জাদু করে কিংবা জিনের আসরের সমস্যা থাকে তাহলে এরকম হতে পারে। এমনকি শুধুমাত্র জিনের নজরের জন্যও এমন সমস্যা হতে পারে।

তাই যদি অন্যান্য সমস্যার জন্য রুকইয়াহ করার পর, সেগুলোর সাথে এটাও দূর না হয় তাহলে নির্দিষ্টভাবে নিম্নলিখিত রুকইয়াহ করতে পারেন। অথবা জিন-জাদু ছাড়া শারিরীক অন্য সমস্যার কারণে যদি অনিয়মিত শ্রাবের কোন সমস্যা থাকে তাহলেও এই রুকইয়াহ করতে পারেন। আল্লাহ চান তো যথেষ্ট উপকার হবে।

## ক. ইস্তিহাযার জাদুর লক্ষণ

১। মাসিক শ্রাব ৩ দিনের কম বা ১০ দিনের বেশি হওয়া। আর এরকম সমস্যা কয়েক মাস হওয়া।

২। সর্বদা শ্রাব প্রবাহিত হওয়া।

৩। শ্রাব একেবারেই বন্ধ হয়ে যাওয়া। (বয়সের কারণে নয়)

৪। সাদাশ্রাব (Leucorrhoea)

৫। শ্রাবের সময় অতিরিক্ত ব্যথা-বেদনা থাকা।

৬। ঠিকমত ঘুম না হওয়া। ঘনঘন বোবায় ধরা বা বাজে স্বপ্ন দেখা।

৭। অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তশ্রাব হওয়া।

৮। শরীরের বিভিন্ন স্থানে ব্যথা হওয়া। বিশেষতঃ ব্যাকপেইন, কিংবা লজ্জাস্থানে ব্যথা।

অধিকাংশ সময়েই মাথাব্যথা করা।

এগুলোর পাশাপাশি জিন-আক্রান্ত হওয়ার কিছু লক্ষণ এবং জাদুর সাধারণ লক্ষণগুলোর সাথেও মিল পাওয়া যেতে পারে।

আরেকটা বিষয় হল, পুরুষদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা প্রসাবের ইনফেকশন হিসেবে প্রকাশ পেতে পারে।

## খ. ইস্তিহাযার জন্য রুকইয়াহ

সাধারণ নিয়মে রুকইয়াহ করুন এরপর নিচের প্রেসক্রিপশন নিজে অনুসরণ করুন অথবা রোগীকে অনুসরণ করতে বলুন। এক মাস পর অবস্থা জানাতে বলুন, ইনশাআল্লাহ সমস্যা

ভালো হয়ে যাবে, প্রয়োজনে আবার রুকইয়াহ করে অন্যান্য পরামর্শগুলো অনুসরণ করতে বলুন।

## গ. প্রেসক্রিপশন

প্রথমে সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা আরাফ: ১১৭-১২২, সূরা ইউনুস: ৮১-৮২, সূরা ত্বহা: ৬৯, ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়ে পানিতে (সম্ভব হলে সাথে মধুতে) ফুঁ দিন। এরপর ৬টি আয়াতে শিফা তিনবার করে পড়ে ফুঁ দিন—সূরা তাওবাহ: ১৪, সূরা ইউনুস: ৫৭, নাহল: ৬৯, বনী ইসরাঈল: ৮২, শুআরা: ৮০, হা-মীম সাজদা: ৪৪। (আয়াতগুলো আগের অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে)

১. এই পানি প্রতিদিন দুইবেলা খাবেন। (মধু থাকলে ১ চামচ মধু মিশিয়ে নিবেন)
২. গোসলের পানিতে মিশিয়ে প্রতিদিন অথবা একদিন পরপর গোসল করবেন।
৩. পাশাপাশি কোনো ক্বারীর সাধারণ রুকইয়াহ একবার অথবা আধাঘন্টা আয়াতুল কুরসীর রুকইয়াহ শুনবেন। এছাড়া রুকইয়াহ যিনা-ও এই সমস্যায় বেশ উপকারী।
৪. যদি তিন-চার সপ্তাহ এভাবে রুকইয়াহ করার পরও সম্পূর্ণ সমস্যা ভালো না হয়, তবে ৭ দিনের ডিটক্স রুকইয়াহ করুন। অথবা আরেকটি কাজ করতে পারেন, সূরা আনআমের ৬৭ নম্বর আয়াতের প্রথমার্শ—

لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرٌّ

হালাল ফুডগ্রেড কালি দিয়ে কাগজে বা পাত্রে লিখে সেটা পানিতে গুলিয়ে দুই থেকে তিন সপ্তাহ সেবন করলে ইনশাআল্লাহ সমস্যা ভালো হয়ে যাবে। আর এটাও রুকইয়ার জায়য পদ্ধতি।

যেমন: ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেছেন—

يَجُوزُ أَنْ يَكْتُبَ لِلْمُصَابِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَرْضَى شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَذِكْرُهُ بِالْمِدَادِ الْمُبَاحِ وَيُغْسَلَ وَيُسْقَى كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ

...অসুস্থ ব্যক্তি বা অন্যদের জন্য আল্লাহর কালাম অথবা আল্লাহর যিকির থেকে সাধারণ কালি দ্বারা কিছু লেখার বৈধতা রয়েছে। এরপর সেটা ধুয়ে পান করাবো। যেমনটা এ ব্যাপারে

ইমাম আহমাদ রহ.-সহ অনারার স্পষ্ট বলেছেন।<sup>১৭০</sup>

পরামর্শ: এক্ষেত্রে খাবার উপযোগী কালি না পেলে কোন ফুল বা ফলের রস, অথবা ভিটামিন সিরাপ ব্যবহার করে লেখা যেতে পারে।

## ঘ. লক্ষণীয়

ক. একটি বিষয় লক্ষণীয়ঃ যদি কয়েকসপ্তাহ রুকইয়াহ করার পরও উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি দেখতে না পান, তবে অবশ্যই এর পাশাপাশি কোনো দ্বীনদার ডাক্তারের চিকিৎসা নেবেন। কেননা হঠাৎ করে ওজনের হ্রাস-বৃদ্ধি, জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল গ্রহণ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণেও এমন কিছু সমস্যা হতে পারে। তাই উদ্বিগ্ন না হয়ে সমস্যার পেছনের কারণ চিহ্নিত করুন, প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সহায়তা নিন।

খ. আর অভিজ্ঞ কাউকে দিয়ে হিজামা করাতে পারেন। ইস্তিহাযার সমস্যায় হিজামা থেরাপি (cupping) খুবই উপকারি।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ইস্তিহাযা-সংক্রান্ত ফিকহি বিধিবিধান বেশ দীর্ঘ। সেগুলো এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিকও নয়। এর জন্য আহকামে নিসা, ফিকহুন নিসা, আহকামে যিন্দেগী বা এ ধরনের কোনো গ্রন্থ দেখুন অথবা পরিচিত ভালো আলেমের থেকে বিস্তারিত জেনে নিন।

## ঙ. এ বিষয়ক কিছু ঘটনা

ঘটনা-১: ইস্তিহাযার সমস্যা নিয়ে আমার একজন নিকটাত্মীয়ার অভিজ্ঞতা উল্লেখ করছি। কথাগুলো তার মুখেই শোনা যাক—

‘আমি বেশ কয়েকবছর ধরে ইস্তিহাযার সমস্যায় ভুগছিলাম। প্রায় সর্বদা শ্রাব বারত, কখনো সাদা শ্রাব হতো। আর এই ব্যাপারে বিশেষ কোনো জ্ঞান না থাকায় সমস্যার সমাধান মিলেনি। হয়তো-বা রাব্বুল আলামিনের কাছে চাইতেও পারিনি ঠিকমত। তো গত বছর রুকইয়াহ করেছিলাম; যদিও ইস্তিহাযার জন্য রুকইয়াহ করিনি, জিনের সমস্যার জন্য করেছিলাম। তারপরও আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ইচ্ছায় এই সমস্যা অনেকটাই কমে এসেছিল। এরপর পুরোপুরি সমাধানের জন্য সাত দিনের ডিটক্স করেছিলাম। তারপর আর অনেকদিন সমস্যা হয়নি আলহামদুলিল্লাহ।

এর বেশ কিছুদিন পর কয়েকটি শারীরিক সমস্যার কারণে পিরিয়ড অনিয়মিত হচ্ছিল। অনেক ডাক্তারের চিকিৎসা নিয়েও তেমন কোনো ফায়দা পাইনি। পরে হিজামা করলাম। আলহামদুলিল্লাহ, এরপর কয়েকমাস হয়ে গেল, আমার পিরিয়ড একদম স্বাভাবিক।

**ঘটনা-২:** গত বছর চট্টগ্রামে কয়েকজন রোগী দেখেছিলাম। তাদের মধ্যে একজন তার অবস্থা জানালেন, তার সমস্যা ছিল, শ্রাব অনিয়মিতভাবে হতো—কখনো দশ দিন পর, কখনো পনেরো দিন পর, আবার কখনো লাগাতার অনেকদিন থাকত, আর ওই সময়ে প্রচুর ব্যথা হতো। তিনি ফেইসবুকে আমার লেখা পড়ে রুকইয়ার পানি খান এবং গোসল করেন। এক সপ্তাহ পর সমস্যা ভালো হতে দেখে তিনি রুকইয়াহ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু দুই মাস পর সমস্যাটা এখন আবার ফিরে আসছে। আমি তাকে লাগাতার তিন সপ্তাহ বা এক মাস রুকইয়াহ করার পরামর্শ দিলাম। আর বললাম, প্রয়োজন হলে যেন হিজামা করিয়ে নেয়।

## সহবাসে অক্ষম করার জাদু

সহবাসে অক্ষম বলতে স্বামী অথবা স্ত্রীর যৌন মিলনে অক্ষমতা বোঝায়। তবে এরকম হলেই যে ধরে নিতে হবে, জাদু করা হয়েছে—বিষয়টা এমন নয়। বিশেষ কোনো রোগ বা শারীরিক সমস্যা ছাড়াই সহবাসে অপারগ হলে তখন এতে জাদুর আশঙ্কা করা যেতে পারে। আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।

প্রথমে পুরুষের অক্ষমতা নিয়ে কথা বলা যাক।

এই জাদুর সমস্যা সাধারণ পুরুষত্বহীনতা থেকে আলাদা। ছেলেরা এই জাদু দ্বারা আক্রান্ত হলে পুরুষের যৌনাঙ্গ অন্য সময় স্বাভাবিক থাকে; কিন্তু যখন সে স্ত্রীর কাছে আসে এবং সঙ্গম করতে চায় তখনই সে অক্ষম হয়ে পড়ে। অথবা এমন হয় যে, একাধিক স্ত্রী থাকলে অন্য স্ত্রীদের সাথে সঙ্গমে সফল হলেও নির্দিষ্ট কোনো স্ত্রীর সাথে অক্ষম হয়ে যায়। জাদুর কাজে নিয়োজিত শয়তান মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তার করে পুরুষকে অক্ষম করে দেয়। ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি অন্য কোনো সমস্যা না থাকলেও স্ত্রী সহবাসের সময় অপারগ হয়ে যায়।

মেয়েরা যদি আক্রান্ত হয় তাহলে শয়তান তার মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ করে সেখান থেকে যৌন অনুভূতি ধ্বংস করে দেয়। ফলে সহবাসের সময় সে অনুভূতিহীন জড় পদার্থের মতো হয়ে

যায়।

## ক. সহবাসে অক্ষমের জাদুতে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ

- পুরুষের ক্ষেত্রে

১. বিয়ের পূর্বে সুস্থ থাকলেও বিয়ের পর ক্রমশ যৌন মিলনের সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।
২. সম্পূর্ণ শারীরিক সুস্থতা থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীর সাথে সহবাসে হঠাৎ অক্ষম হয়ে পড়ে।
৩. মিলনপূর্ব সময়ে স্বাভাবিক থাকলেও মিলনের সময় পুরুষাঙ্গ দুর্বল, নিস্তেজ হয়ে পড়ে।
৪. সহবাসের সময় বা এর কিছুক্ষণ পূর্বেই যৌন অনুভূতি হারিয়ে ফেলে।

- নারীদের ক্ষেত্রে

১. কুমারী মেয়েকে বিয়ের পর অকুমারী মনে হয়। এতে স্বামীর মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই জাদুর চিকিৎসা করে জাদু নষ্ট হওয়ার পর আর এমন মনে হয়না।
২. স্ত্রী তার স্বামীকে কাছে আসতে অনিচ্ছা নিয়ে বাধা দেয়।
৩. সহবাসের সময় বা এর কিছুক্ষণ পূর্বেই যৌন অনুভূতি হারিয়ে ফেলে।
৪. স্বামী কাছে আসতে চাইলে অনিচ্ছায় দুই উরু একত্রিত করে ফেলে।
৫. কেবল সহবাসের সময় জরায়ু থেকে রক্ত বের হয়।  
(এমনিতে জরায়ু থেকে রক্তক্ষরণ জরায়ু ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার একটি লক্ষণ।)
৬. সহবাসের সময় তার স্বামী যৌনাঙ্গের মধ্যে মাংসের প্রতিবন্ধকতা পায়, ফলে সহবাস সফল হয়না।

এ ছাড়া উভয়ের ক্ষেত্রেই জিন-আক্রান্ত হওয়ার কিছু লক্ষণ মিলে যেতে পারে।

## খ. সহবাসে অক্ষম করার জাদুর জন্য রুকইয়াহ

সাধারণ নিয়মে রুকইয়াহ করুন চাইলে সাথে সূরা ফুরকানের ২৩নং আয়াত কয়েকবার পড়তে পারেন। আয়াতটি অন্যান্য জাদুর রুকইয়াহতেও বেশ উপকারী। এরপর নিচের প্রেসক্রিপশন নিজে অনুসরণ করুন অথবা রোগীকে অনুসরণ করতে বলুন। এক মাস পর অবস্থার আপডেট জানাতে বলুন, তখন আবার রুকইয়াহ করে দেখুন। যদি বোঝা যায় এখনো সমস্যা আছে তাহলে প্রেসক্রিপশন অনুসরণ করে বাড়িয়ে নিন।

## গ. প্রেসক্রিপশন

সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা আরাফ: ১১৭-১২২, সূরা ইউনুস: ৮১-৮২, সূরা ত্বহা: ৬৯ এবং

وَقَدِّمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَبَعَلْنَا لَهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا

আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, এরপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব। (সূরা ফুরকান, আয়াত: ২৩)

—এসব তিনবার করে পড়ুন।

এরপর সূরা আলাম নাশরাহ, সূরা ইখলাস, ফালাক এবং নাস—সাত বার করে পড়ুন। পড়া চলাকালে মাঝেমধ্যে পানিতে ফুঁ দিন।

১. দুই সপ্তাহ প্রতিদিন দুইবেলা এই পানি খাবেন। আর গোসলের পানিতে মিশিয়ে গোসল করবেন।

২. এর পাশাপাশি সূরা ইখলাস, ফালাক এবং নাস-এর রুকইয়াহ আধঘণ্টা, যে কোনো ক্রারীর সাধারণ রুকইয়াহ এবং সূরা ত্বরিক অন্তত একবার করে শুনবেন।

৩. এছাড়া সিহরের কমন রুকইয়ার বাকি সব পরামর্শ অনুসরণ করবেন।

এভাবে এক সপ্তাহ রুকইয়াহ করলে ইনশাআল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবে, তবে সরাসরি জিনের সমস্যা থাকলে একটু দেরি লাগতে পারে। যাহোক, সুস্থ হওয়ার পরও প্রতিদিনের মাসনূন জিকির এবং ফরয-ওয়াজিব আমল যেন গুরুত্বের সাথে পালন করা হয়—এটা খেয়াল রাখতে হবে।

## ঘ. লক্ষণীয় বিষয়

ক. চাইলে শুরুতে তিনদিন বরই পাতার গোসল অথবা সাত দিনের ডিটক্স রুকইয়াহ করতে পারেন, ইনশাআল্লাহ অনেক উপকার হবে। তবে পাশাপাশি রুকইয়াহ শোনা এবং বাকি পরামর্শগুলো যথাযথভাবে পালন করবেন।

খ. এই জাদুর প্রভাবে অনেক সময় পুরুষের স্বাভাবিক যৌনক্ষমতাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। তাই প্রয়োজনে রুকইয়ার পাশাপাশি দ্বীনদার ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। আর যৌন দুর্বলতা সাধারণ শারীরিক সমস্যার জন্য হওয়াও স্বাভাবিক, যেখানে জাদু বা জিনের কোনো হাত নেই। এক্ষেত্রেও চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন।



গ. শারীরিকভাবে যৌন দুর্বলতার চিকিৎসায় নিচের পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন—

এক কেজি খাঁটি মধু এবং ২০০ গ্রাম দেশীয় রাণী মৌমাছির খাদ্য (রয়েল জেলি নামে প্রসিদ্ধ) নিন। তার ওপর সূরা ফাতিহা, সূরা আলাম-নাশরাহ, সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস সাত বার করে পড়ুন। এরপর এটা প্রতিদিন সকালে খালি পেটে তিন চামচ, দুপুরে ও রাতে খাবার পরে এক চামচ করে খেতে হবে। সুস্থতার নিয়তে এ পদ্ধতি এক বা দুই মাস চালিয়ে যেতে হবে। আর আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দুআ করতে হবে। আল্লাহ চাইলে এতেই যৌন দুর্বলতা থেকে আরোগ্য লাভ করবে।

পরামর্শ: প্রয়োজনে মিশ্রণটি ফ্রিজে সংরক্ষণ করুন।

### ঙ. সহবাসের জাদু-বিষয়ক কিছু ঘটনা

ঘটনা-১: এটা গত সেপ্টেম্বর মাসের কথা। তখনও ফেসবুকে আমাদের রুকইয়াহ সাপোর্ট গ্রুপ তৈরি হয় নি। এক ভাই ইনবক্সে নক করলেন। কিছু বলতে চান, কিন্তু লজ্জা পাচ্ছিলেন। পরে জানালেন, তিনি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারেন না। বিয়ের পর ধীরে ধীরে তিনি সক্ষমতা হারিয়েছেন। আগে এই সমস্যা ছিল না। তাকে এই বিষয়ের ওপর লেখাটা দিলাম। তিন দিন বরই পাতার গোসল করা আর পানি খাওয়ার পর আপডেট জানাতে বললাম। তিনদিন পর জানালেন, আল্লাহর রহমতে তিনি এখন সুস্থ। আর স্ত্রী সহবাসেও স্বাভাবিক হয়েছেন। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

ঘটনা-২: পরের ঘটনা শাইখ ওয়াহিদেদে। এক লোক তার ভাইকে শায়খের কাছে নিয়ে আসে। এরপর জানায়, তার ভাই নতুন বিয়ে করেছে। সে স্ত্রী সহবাসে অক্ষম হয়ে পড়েছে, অথচ ক্লিনিক্যালি কোনো সমস্যা ধরা পড়ছে না। অনেক কবিরাজকে দেখানো হয়েছে। তাদের তদবীরে কোনো ফায়দা হচ্ছে না। শাইখ ওয়াহিদ তাকে প্রথমে কবিরাজদের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে তাওবাহ করান, যেন রুকইয়াহ করে উপকার হয়। এরপর তাকে বরই পাতা সংগ্রহ করতে বলেন, বরই পাতা না পাওয়ার কারণে কর্পূরের পাতা বেটে আয়াতুল কুরসী এবং তিনকুল পড়ে ফুঁ দিয়ে তাকে দেওয়া হয়। বলা হয় পানিতে গুলিয়ে সেটা পান করবে আর গোসল করবে। আল্লাহর অনুগ্রহে সে এভাবে পানি খাওয়া এবং গোসল করার সাথে সাথেই সুস্থ হয়ে যায়।

# গর্ভের সন্তান নষ্ট করার জাদু

এটি আমাদের সমাজে প্রচলিত আরেকটি শয়তানি জাদু। কারও বাচ্চা যেন না হয় কিংবা বাচ্চা গর্ভে আসলেও যেন দুনিয়ার আলো না দেখে—সেজন্য স্বামী-স্ত্রীর একজনকে অথবা উভয়কেই পাপিষ্ঠরা এই জাদু করে থাকে। এই জাদুতে পুরুষ আক্রান্ত হলে বীর্যের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে স্ত্রী গর্ভধারণ করতে পারে না। আবার যদি স্ত্রী এই জাদুতে আক্রান্ত হয় তাহলে গর্ভে সন্তান আসলেও অসময়ে গর্ভপাত হয়ে যায়।

যদি দেখা যায়, বারবার গর্ভপাত হচ্ছে; কিন্তু ডাক্তাররা এর সন্তোষজনক কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারছেন না, অথবা স্বামী-স্ত্রী কারও কোনো সমস্যা নেই, অথচ বাচ্চা আসছে না তাহলে এ ক্ষেত্রে যাচাই করা উচিত জাদু বা জিনের কোনো সমস্যা আছে কি না।

একটি বিষয় লক্ষণীয়, এই জাদুর চিকিৎসায় একটু সময় লাগতে পারে। তাই মানসিক সাপোর্ট দেওয়ার মতো কেউ পাশে থাকা জরুরি। সমস্যা যেহেতু বাচ্চা হওয়া নিয়েই, তাই এ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে সবধরনের সহায়তা করা উচিত।

## ক. এই জাদুতে আক্রান্ত হবার কিছু লক্ষণ

১. মানসিক অশান্তিতে থাকা। বিশেষত বিকেল থেকে মধ্যরাত।
২. বুকের মধ্যে শক্ত বা ভারি অনুভব হওয়া।
৩. সহজেই সবকিছু ভুলে যাওয়া। মন ভুলার সমস্যা বেড়ে যাওয়া।
৪. মেরুদণ্ডের নিচের দিকে ব্যথা।
৫. ঘুমের মধ্যে অস্থিরতা থাকা, ঠিকভাবে ঘুমাতে না পারা।
৬. ঘুমালেও ভয়ংকর সব স্বপ্ন দেখা।
৭. হ্যালুসিনেশন বেড়ে যাওয়া।

এসবের পাশাপাশি জিন-আক্রান্ত হওয়ার কিছু লক্ষণ এবং জাদুর সাধারণ লক্ষণগুলোর সাথেও মিল পাওয়া যেতে পারে।

## খ. বাচ্চা নফ্ট করার জাদুর জন্য রুকইয়াহ

সাধারণ নিয়মে রুকইয়াহ করুন। চাইলে সাথে সূরা শুরার ৪৯ এবং ৫০ আয়াত পড়তে পারেন। আয়াতগুলো একটু পরেই বলা হয়েছে।

এরপর নিচের প্রেসক্রিপশন নিজে অনুসরণ করুন অথবা রোগীকে অনুসরণ করতে বলুন। এক মাস পর অবস্থার আপডেট জানাতে বলুন, প্রয়োজনে আবার রুকইয়াহ করে একই সাজেশন পুনরায় দিয়ে দিন অথবা কমবেশি করুন।

## গ. প্রেসক্রিপশন

১. সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, বাকারার শেষ রুকু, আলে-ইমরানের শেষ রুকু, ফালাক (৩বার), নাস (৩বার) পড়ে অলিভ অয়েল অথবা কালোজিরার তেলে ফুঁ দিন। এই তেল প্রতিদিন ঘুমানোর আগে বুকে, কপালে এবং মেরুদণ্ডে মালিশ করবেন।

২. উল্লিখিত আয়াতগুলো পড়ে খাঁটি মধুতে ফুঁ দিন। এই মধু এক চামচ করে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে খেতে হবে।

৩. প্রতিদিন সকালে সূরা সফফাত পড়বেন, নইলে অন্তত শুনবেন। প্রতিদিন রাতে সূরা মূলক এবং মাআরিজ পড়বেন, নইলে শুনবেন।

৪. কোনো ক্রীর সাধারণ রুকইয়াহ প্রতিদিন অন্তত দুই-আড়াই ঘণ্টা এবং সূরা মারইয়াম একবার শুনবেন। শরীরের ব্যাথা বেশি হলে সাথে ৮ সূরার রুকইয়াহ শুনতে পারেন।

৫. আয়াতগুলো পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে প্রতিদিন খেতে এবং গোসল করতে পারেন। তবে গর্ভে সন্তান থাকাবস্থায় রুকইয়াহ শোনা, পানি খাওয়া, গোসল করা এসব কিছুটা বুকিপূর্ণ কাজ। তাই সেসময় এগুলো না করাই ভাল।

৬. প্রতিদিন অন্তত ৭০ বার ইস্তিগফার (আস্তাগফিরুল্লাহ) পড়বেন। এরচেয়ে বেশি পড়লে আরও ভালো।

৭. সহবাসের পূর্বে দুআ পড়বেন—

بِسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ جَبِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَبِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহ, আল্লা-হুম্মা জামিবনাশ শাইতা-না, ওয়া জামিবিশ-শাইতানা মা রাযাকতানা।

৮. এছাড়া সিবেরের কমন রুকইয়ার বই অনুসরণ করবেন।

## হ. লক্ষণীয় বিষয়

১। সমস্যা ভালো হতে ৩-৪ মাস কিংবা আরও বেশি সময় লাগতে পারে। ধৈর্য ধরে রুকইয়াহ করে যেতে হবে। রুকইয়ার সময় কষ্ট হলেও একদম বাদ দিয়ে দেবেন না। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সামলানোর পরামর্শগুলো দ্রষ্টব্য।

২। কয়েকদিন রুকইয়াহ করেই যদি ভালো বোধ হয় তখন রুকইয়াহ করা বাদ দিয়ে দেবেন না। সমস্যা চলে যাওয়ার পরে কমপক্ষে এক মাস পর্যন্ত রুকইয়াহ চালিয়ে যান।

৩। এই সমস্যায় রুকইয়াহ তো করবেনই, কিন্তু মেডিকেল টেস্টে যদি এ-সংক্রান্ত কোনো অসুখ ধরা পড়ে তাহলে পাশাপাশি প্রয়োজনীয় চিকিৎসাও করাবেন।

৪। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, জিন-জাদু বা কোনো শারীরিক সমস্যার কারণ ছাড়াও বাচ্চা না হতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন —

بَلِّغْهُمْ مِلْكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرًا وَإِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَاقِبًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

“নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা-সন্তান দেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দেন। অথবা তাদের পুত্র ও কন্যা দুটোই দান করেন। আর তিনি যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল।” ১৭১

এ ক্ষেত্রে কর্তব্য হচ্ছে, বেশি বেশি ইস্তিগফার করা, আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থেকে সবর করা এবং নেক সন্তান চাইতে থাকা। আর অবশ্যই অনর্থক মানত করা থেকে বিরত থাকা উচিত। স্মতর্বা, মানত কখনো ভাগ্য পরিবর্তন করে না।

## ঙ. বাচ্চা নফের জাদু বিষয়ে কিছু ঘটনা

১. আমার তিন তিনবার গর্ভপাত হয়েছিল, ডাক্তার কোন কারণ খুঁজে পায়নি। কোনভাবে রুকইয়ার বিষয়ে জেনে রুকইয়াহ শুনছিলাম। একদিন আমার স্বামী আব্দুল্লাহ ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করেন। উনার পরামর্শে আমরা দুজন তিনদিন বদনজরের রুকইয়াহ করি, এরপর প্রায় ৬ মাস সুস্থ ছিলাম। তারপর আবার অসুস্থতা বোধ করলে আবার বদনজরের রুকইয়াহ করি। কিন্তু শরীরে বিভিন্ন যায়গায় ব্যথা হচ্ছিল। এবার আমাকে ডিটক্স করার

পরামর্শ দেয়। অনেকটা সুস্থ অনুভব করলেও কিছু সমস্যা ছিল, এরপর দুই মাস জাদুর সাধারণ রুকইয়াহ করি, সাথে দৈনিক এক থেকে দেড় ঘণ্টা কুরআন তিলাওয়াত। শয়তান নানারকম ওয়াসওয়াসা দিলেও আমি তিলাওয়াত চালু রেখেছিলাম, এতে অনেক শান্তি পেতাম। ওই সময় ঘুমের জন্য চোখ বন্ধ করলেই বিভিন্ন হিংস্র প্রাণী দেখতাম। এমনকি চোখ খুলে ফেললেও দেখতাম। পুরো শরীরেই ব্যথা হত, ঘুম থেকে উঠে মাটিতে পা ফেলতে পারতাম না। দুই হাত প্রায়ই অবশ হয়ে থাকতো। প্রতিটা দিন প্রচণ্ড কষ্টের মাঝে কাটছিল! এর মধ্যে ব্যথার তীব্রতায় কয়েকবার ডাক্তার দেখাই, টেস্ট করাই। রিপোর্ট সব ভাল আসে। পেইন কিলার খাই, কিন্তু ব্যথা কমে না। আমার আর সহ্য হচ্ছিল না।

বিয়ের আগে আমার তেমন কোন সমস্যা ছিল না। সম্পূর্ণ সুস্থ আর কর্মঠ ছিলাম। যেদিন স্বশুর বাড়িতে যাই, সেখানে ঢোকা মাত্রই আমার ব্যথা শুরু হয়। কিছুতেই কমছিল না এসব, বরং দিনদিন বাড়ছিল। অসুস্থতার কারণে মানুষ নানা কথা বলত। আমারও জেদ চেপে গেল। এর শেষ দেখেই ছাড়ব ইনশাআল্লাহ! সেই জেদ থেকে ২০১৬ শেষের দিকে সম্ভাব্য সকল ধরনের টেস্ট করাই। কোন সমস্যা পেলাম না। আব্দুল্লাহ ভাই জাদুর সাধারণ রুকইয়ার সাথে বরই পাতার গোসলের পরামর্শ দিলেন। এরই মধ্যে কালো সুতা ও পেরেক পেয়ে নষ্ট করি। হঠাৎ বিশ্রী গন্ধ পেতাম। স্বপ্নে মূর্তি দেখতাম। ব্যথা তো আছেই। সাথে শুরু হয়েছিল সারা গা চুলকানো।

একসময় আমরা বুঝতে পারলাম স্বশুরবাড়িতে থাকলেই সমস্যা হচ্ছে। কয়েকবার খেয়াল করলাম। এখান থেকে বের হলে সুস্থ, আবার বাবার বাড়ি থেকে স্বশুরবাড়ির কাছাকাছি আসতেই ঝামেলা শুরু। আমার স্বামী এবং আব্দুল্লাহ ভাই দুজনেই বলেছিলেন বাবার বাড়িতে থাকতে। কিন্তু আমি রাজী হইনি, কারণ স্বশুরবাড়িই তো আমার ঠিকানা। এখানে থেকেই আমাকে রোগমুক্ত হতে হবে। একদিন স্বপ্নে দেখি কে যেন বাড়ি থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। আবার জিনও দেখি। তখন আব্দুল্লাহ ভাইয়ের পরামর্শে বাড়ির গেট ও চারদিকে রুকইয়াহ পানি ছিটালাম, পর পর তিনদিন সূরা বাকার তিলাওয়াত করলাম। এরপর বাচ্চা নষ্টের জাদুর রুকইয়াহ ও রাতে সূরা মূলক তেলাওয়াতের পরামর্শ পাই। সকাল সন্ধ্যা এবং ঘুমের আগের মাসনুন আমল তো আছেই।

এর মধ্যে আল্লাহর রহমতে আবার কঙ্গিভ করি। তখন আমরা জানতামও না। ইস্তিখারা করে সিদ্ধান্ত নেই কাউকে জানানো না। এমনকি সাড়ে তিনমাস পর্যন্ত ডাক্তারও দেখাই নি। কারণ এব্যাপারে পূর্বের অভিজ্ঞতা ভাল ছিল না। অনেক ওষুধ দিত যার সব শতভাগ

প্রমাণিত না, সাথে আবার ইনজেকশন! এসবের সাইড ইফেক্ট তো আছেই পাশাপাশি খরচা। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে সব কাজকর্ম চালিয়ে যাই। বিভিন্ন মাধ্যমে জেনে আপডেট রাখতাম। এবার সম্ভাব্য টেস্ট করে রিপোর্ট নিয়ে তারপর ডাক্তারের কাছে গেলাম, এবারও আগের মতই প্রেক্ষাইব করলেন। বললেন বাচ্চার ওজন দুই কেজি না হওয়া পর্যন্ত নিয়মিত ইনজেকশন নিতে হবে। কিন্তু সব বিবেচনায় না নেয়ার সিদ্ধান্ত নেই, ঔষধও অল্প কটা ছাড়া বাকিগুলো খাইনি। প্রতিদিন ফজরের পর জমজমের পানি পান করতাম। তখনও স্বপ্নে বাঘ, সাপ দেখা কিন্তু বন্ধ হয় নি; ব্যথাও আছে, গন্ধও পাই।

আবার আব্দুল্লাহ ভাইয়ের সাথে পরামর্শ করি, এই অবস্থায় রুকইয়াহ করা যাবে কিনা। তিনি কারও সাথে পরামর্শ করে জানান, যেন রুকইয়াহ না করে প্রতিদিন সকালে সুরা ইয়াসিন, রাতে সুরা মূলক তিলাওয়াত করি, আর সকাল-সন্ধ্যার মাসনুন আমলের সাথে ১০০ বার “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু .... ক্বাদীর” পড়ি। তখন থেকে এই রুটিন ফলো করা শুরু করলাম।

পুরো প্রেগন্যান্সির সময় আমি ফিট ছিলাম। বাচ্চা হওয়ার এক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত নিয়মিত চাকুরী, ক্লাস, রিকশায় চলাচল করেছি। খাবার খেতে পারতাম না তেমন, অনিয়ম হত। তবুও আল্লাহর কাছে দুআ’ করতাম এর মধ্যে যা কল্যাণ আছে তা যেন মা ও বাচ্চাকে দান করেন, ক্ষতি থেকে হেফাজত করেন। হাটতে, ফিরতে, আযানের সময়, সর্ব অবস্থায় দুআ করতাম। কেউ খারাপ ব্যবহার করলে, কষ্ট দিলে সবর করতাম; সবকিছুর বিনিময়ে আল্লাহর কাছে শুধু সুস্থ-সবল বাচ্চা চাইতাম। দুআ করতাম আমার সিদ্ধান্ত যেন সঠিক হয়।

৫ মাসের সময় যখন ডাক্তারকে রিপোর্ট দেখাতে যাই, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করেন, ঔষধ খাচ্ছি কিনা, ইনজেকশন নিচ্ছি কিনা। আমি পুরো ব্যাপারটা গুছিয়ে বলি। আলহামদুলিল্লাহ, ডাক্তার সাহেবা প্রতিক্রিয়া দেখাননি। ৮ মাসের সময় যখন আবার যাই তখন ডাক্তারকে রুকইয়াহ বইটা গিফট করি। অবশেষে ৪০সপ্তাহ ১দিন পর আমাদের বাচ্চাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে উপহার পাই।

সিজারের পর শ্বশুরবাড়িতে ছিলাম। সেখানে আবার বিশ্রী গন্ধ পাওয়া শুরু করি। প্রেগন্যান্সির সময়ও তো সমস্যা হয়েছিল, কিন্তু তখন রুকইয়াহ করতে পারিনি। বাচ্চা হওয়ার পর আবার রুকইয়াহ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু বাচ্চা নিয়ে ঠিক কুলিয়ে উঠতে পারছি না। একটু গুছিয়েই আবার শুরু করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা যেন আব্দুল্লাহ ভাইকে উত্তম প্রতিদান দেন। আমাদের জন্মের দল্লো করবেন।

## অন্যান্য জাদু

১. যদি সাধারণ কোনো ভেঙ্কিবাজির জাদু হয়, অর্থাৎ কোনো জাদুকর জাদু দিয়ে ধামাকা দেখাচ্ছে বা এমন কাউকে যদি পাওয়া যায়, যে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো জাদু প্রয়োগ করছে, অথবা কোনো কবিরাজের শরীরে শয়তান ভর করেছে আর সে মানুষকে বিভিন্ন তাবীজ-তুমার ওযীফা হিসেবে দিচ্ছে তখন সাথে সাথে আযান দিলে শয়তান সেখান থেকে পালাবে। তখন আর জাদুর কিছু থাকবে না ইনশাআল্লাহ।

এছাড়া বিভিন্ন তাআউজ (আউযুবিল্লাহ) এবং আয়াতুল কুরসী পড়া যেতে পারে। রুকইয়ার আয়াতের সাথে কিছু তাআউজ উল্লেখ করা হয়েছে।

২. জাদু দিয়ে কারও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি করা কিংবা জমি বিক্রি হওয়া আটকে রাখা যায়, অথবা জাদুর কারণে কেউ চাকরি-ব্যবসায় উন্নতি করতে পারে না, চাকুরির ইন্টারভিউতে বারবার বিফল হয়—এ রকম কোনো প্রমাণ আজ পর্যন্ত আমি পাই নি, অথবা নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্যসূত্রেও এ-বিষয়ক কোনো তথ্য নজরে পড়ে নি।

আমার জানামতে, এসব সাধারণত বদনজরে আক্রান্ত হওয়ার কারণে হয়ে থাকে। তাই এমন পরিস্থিতিতে প্রথমে নিজের জন্য নজরের রুকইয়াহ করবেন। আর এরপর চাইলে বদনজরের চিকিৎসায় বলা পদ্ধতিতে ওই প্রতিষ্ঠানে বা জায়গাতে রুকইয়ার পানি ছিটাবেন। এর পাশাপাশি তাহাজ্জুদ পড়ার পর এসব বিপদ থেকে মুক্তি চেয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করতে পারেন, আর বেশি বেশি ইস্তিগফার করতে পারেন। ইস্তিগফার করলে রিযিক বৃদ্ধি পায়, বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।<sup>১৭২</sup>

আল্লাহ আমাদের সব ধরনের শয়তানী থেকে হিফাজত করুক, আমীন।

# মাসনূন আমল

জাদুটোনা, জিন এবং অন্যান্য ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায়

যারা পূর্বে আক্রান্ত হয়েছেন তারা তো বটেই, এছাড়াও আমাদের সবার জাদু এবং জিন-শয়তানের ক্ষয়ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিখিয়ে দেওয়া আমলগুলো যত্নসহকারে করা উচিত। এগুলোকে মাসনূন আমল অর্থাৎ সুন্নাহ থেকে নেওয়া আমল বলা হয়। এসবের অসাধারণ সব উপকারিতার পাশাপাশি কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন: আল্লাহর ওপর ভরসা রাখার অভ্যাস গড়ে উঠবে, সুন্নাহ অনুসরণের ফযীলত পাওয়া যাবে, আর প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সওয়াব আপনার আমলনামায় অবশ্যই জমা হবে।

সারা দিনের, বিশেষত সকাল-সন্ধ্যার ফযীলতপূর্ণ অনেক দুআ ও যিকির হাদীসে আছে, সবকিছু তো এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়; তা প্রাসঙ্গিকও নয়। আমরা এখানে বিভিন্ন ক্ষতি থেকে হেফাজতের কিছু মাসনূন আমল এবং দুআ নিয়ে আলোচনা করব। আল্লাহ চাইলে এগুলো আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে। এসবের পাশাপাশি পূর্বে আলোচিত বদনজর থেকে বাঁচার উপায় এবং জিনের ক্ষতি বাঁচার উপায়গুলো দেখা যেতে পারে।

এ ছাড়া অন্যান্য মাসনূন আমলের জন্য নির্ভরযোগ্য কোনো গ্রন্থের (যেমন:হিসনে হাসীন, হিসনুল মুসলিম, সিলাহুল মুমিন, আযকারে মাসনূনাহ, নবীজির দুআ ইত্যাদির) সহায়তা নিতে পারেন।

আর খেয়াল রাখার বিষয় হচ্ছে, নিজে আমল করলে যত বেশি সম্ভব করবেন। তবে জিন বা জাদুর রোগীকে প্রেসক্রিপশন দেওয়ার সময় অনেক অনেক আমল চাপিয়ে দেওয়ার দরকার নাই। অল্প কিছু করুক। (যেমন: শুধু তিন কুল এবং আয়াতুল কুরসীর আমল) তবে ধারাবাহিকতা যেন ধরে রাখে এবং সবসময় যেন করে।

এখানে কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখা দরকার—

১. আল্লাহর ওপর নিখাদ ভরসা এবং বিশ্বাস রাখা। এটা মাসনূন আযকারের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ বলেছেন—

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُ



“যারা ঈমান আনে এবং ঈমানের সাথে শিরক মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।” ১৭০

২. অদ্ভুত এবং আজব সব ওযীফা থেকে দূরে থাকা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রচুর দুআ এবং যিকির বর্ণিত হয়েছে। আপনি যদি শুধু মাসনূন দুআ এবং যিকিরগুলো করা শুরু করেন, আমার মনে হয় না, প্রতিদিন সবগুলো আপনি শেষ করতে পারবেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত ছোট-ছোট দুআর ফযীলত তো অন্য কিছুই চেয়ে কোনো অংশে কম নয়; বরং এগুলোর লাভ আরও বেশি। তাহলে বিরাট বিরাট আজগুবি ওযীফা পড়ার দরকারটা কী!

৩. সকাল-সন্ধ্যা এবং ঘুমের আগের আমলগুলো পারতপক্ষে যেন বাদ না যায়—এর প্রতি সচেষ্টি থাকবেন। আর মেয়েদের পিরিয়ডের সময় কুরআন তিলাওয়াত বাদে অন্যান্য দুআ পড়তে তো কোনো সমস্যা নেই।

একটা কাজ করা যেতে পারে, কুরআনের আয়াত পড়তে হয় এমন মাসনূন আমলগুলো পূর্বেই ফোনে রেকর্ড করে রাখুন, পরে বিশেষ সময়গুলোতে রেকর্ডটা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। শাইখ ওয়াহিদ আব্দুস সালাম এমন পরামর্শ দিয়েছিলেন।

যদি কখনো ভুলেও মাসনূন আমল বাদ পড়ে তাহলে মনে পড়ার সাথে সাথেই আদায় করে নেবেন। সেটা এক ঘণ্টা পরে মনে পড়ুক, অথবা মাঝরাতেই মনে পড়ুক।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِصَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

“যে ব্যক্তি দয়াময়ের যিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্যে এক শয়তান নিযুক্ত করে দিই। এরপর সেই হয় তার সঙ্গী।” ১৭৪

সুতরাং শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচতে প্রতিদিনের যিকিরগুলোর প্রতি যত্নশীল হওয়া খুব জরুরি।

## সকাল-সন্ধ্যার আমল

১. বিষ, জাদু এবং অন্যান্য বিষাক্ত প্রাণীর ক্ষতি থেকে বাঁচতে সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার পড়ুন—

[১৭৩] সূরা আনআম : ৮২

[১৭৪] সূরা যুখরুফ : ৩৬

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

উচ্চারণ: আ‘উযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্তা-স্মা-তি, মিৎ-শাররি মা-খালাকা।

অর্থ: আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালামের দ্বারা যাবতীয় সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।<sup>১৭৫</sup>

২. সব ধরনের ক্ষতি এবং বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ থাকতে সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার পড়া—

“উসমান ইবনু আফফান রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনের মধ্যে সকালবেলা এবং রাতের মধ্যে সন্ধ্যাবেলা তিনবার বলবে—

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হিল্লাযি লা-ইয়াদুররু মা‘আসমিহি শাইউৎ ফিলআরদি ওয়ালা- ফিসসামাই, ওয়াহুওয়াস সামি‘উল ‘আলীম।

অর্থ: ‘আল্লাহ নামে, যার নামের সাথে আসমান ও জমিনে কোনো কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। আর তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।’ কোনো কিছু তার ক্ষতি করবে না।”<sup>১৭৬</sup>

৩. সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় তিন বার করে পড়া।

“আব্দুল্লাহ ইবনু খুবাইব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক বর্ষগম্বুজের অন্ধকার রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খুঁজতে বের হলাম, যেন তিনি আমাদের নিয়ে সালাত পড়েন। তার সাথে যখন সাক্ষাৎ হলো, তিনি বললেন, ‘قل’ (বলো)। আমি নিশ্চুপ থাকলাম। তিনি আবার বললেন, ‘قل’। আমি নিশ্চুপ থাকলাম। তিনি আবার বললেন, ‘قل’। আমি তখন বললাম, আল্লাহর রাসূল, কী বলব? তিনি বললেন, ‘কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ’ এবং ‘মুয়াওয়াযাতাইন’ (অর্থাৎ সূরা ফালাক ও নাস) সকালে ও সন্ধ্যায়—তিনবার। এটা সব কিছু থেকে তোমার হেফাজতের জন্য যথেষ্ট হবে।”<sup>১৭৭</sup>

৪. এই আয়াতটি সকাল-সন্ধ্যায় সাত বার পড়া।

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় সাতবার পাঠ করবে—

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

উচ্চারণ: হাসবিইয়াল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা-হু; আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়াহুওয়া রব্বুল আরশিল

[১৭৫] মুসলিম: ৪৮৮৩

[১৭৬] তিরমিযী : ৩৩৮৮

[১৭৭] তিরমিযী : ৩৫৭৫

অর্থ; ‘আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি তাঁর ওপরই ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।’ আল্লাহ তাআলা তার প্রয়োজনে যথেষ্ট হয়ে যাবেন।” ১৭৯

৫. জিন-শয়তানের ক্ষতি থেকে বাঁচতে প্রতিদিন একশ বার; কোনো দিন সম্ভব না হলে অন্তত সকাল-সন্ধ্যায় দশ বার পড়ুন-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহ, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদ, ওয়াহুওয়া ‘আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ যদি দিনে একশ বার এ দুআটি পড়ে—

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহ, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদ, ওয়াহুওয়া ‘আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

অর্থ: ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক, তার কোনো শরীক নেই। তারই রাজত্ব, প্রশংসা তারই, আর তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতামালী।’

তাহলে তার দশটি গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব হবে। তার জন্য একশটি সওয়াব লেখা হবে এবং একশটি গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। সেই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান হতে হেফাজতে থাকবে। আর কোনো লোক তার চেয়ে উত্তম সওয়াব অর্জনকারী হবে না। তবে কেউ যদি তার চেয়েও বেশি পড়ে, সে ব্যতীত।” ১৮০

“আবু আইয়ুব আনসারী রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে সকালে এটি দশবার বলে, এর বিনিময়ে তার আমলনামায় একশত নেকি লিখে দেওয়া হয় এবং একশ গুনাহ মুছে দেওয়া হয়। আর এই বাক্যগুলো একটি গোলাম আযাদ

করার সমতুল্য এবং এর দ্বারা ওই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে হেফাজত করা হয়। আর সন্ধ্যায় যে এই বাক্যগুলো বলে, তারও অনুরূপ প্রাপ্য হয়।”<sup>১৮১</sup>

নোট: হাদীসের উভয়টির কথাই এসেছে, তবে দিনে ১০০ বার পড়ার কথা এবং এর ফযীলত অনেক বেশি বর্ণিত। তাই আপনি চেষ্টা করবেন একশবার পড়তে। যদি কোনো দিন না পারেন, তবে সকাল-সন্ধ্যায় ১০ বার করে হলেও পড়বেন। আপনি চাইলে সারা দিন মিলিয়ে ১০০ বার পড়তে পারেন, অথবা একসাথে পড়ে ফেলতে পারেন। তবে ইমাম নববী রহ.-সহ অনেকের মত হচ্ছে, এটা সকালেই একশ বার পড়ে ফেলা উচিত তাহলে এটা সারাদিন হেফাজতের জন্য ঢাল হবে।<sup>১৮২</sup> বিশেষত কেউ জিন বা জাদুতে আক্রান্ত হলে তাকে ফজর বা মাগরিব পর ১০০ বার করে পড়তে বলা হয়।

## ঘুমানোর সময়ের আমল

১. ওয়ু করে ঘুমানো। তাহলে ফিরিশতারা হেফাজতের জন্য দুআ করতে থাকে। ডান কাত হয়ে ঘুমানো। এমনিতেও সর্বদা ওয়ু অবস্থায় থাকা সুন্নাত।<sup>১৮৩</sup>

২. শোয়ার পূর্বে কোনো কাপড় বা ঝাড়ু দিয়ে বিছানা ঝেড়ে নেওয়া। এবং বিছানায় শোয়ার পর দুআ পড়া

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কোনো ব্যক্তি তার বিছানা ত্যাগ করল, আবার ঘুমাতে ফিরে এল, সে যেন তার চাদর, লুঙ্গি বা আঁচল দিয়ে তিনবার বিছানাটি ঝেড়ে নেয়। আর যেন সে বিসমিল্লাহ পড়ে, (আল্লাহর নাম নেয়)। কারণ, সে জানে না, তার চলে যাবার পর এতে কী পতিত হয়েছে। তারপর সে যখন শোয়, তখন যেন বলে—

بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، فَإِنْ أُمِسَّتْ نَفْسِي  
فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أُرْسِلَتْهَا فَاخْفِظْهَا، بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

উচ্চারণ: বিসমিকা রব্বি ওয়াদা‘তু জাম্বি, ওয়াবিকা আরফা‘উছ। ফাইন্ আম্সাকতা নাফিস ফারহামহা, ওয়া ইন আরসালতাহা ফাহফায্হা বিমা-তাহফাযু বিহি ‘ইবা-দাকাস সা-লিহীন।  
অর্থ: আমার রব, আপনার নামে আমি আমার পার্শ্বদেশ (বিছানায়) রেখেছি এবং আপনারই নাম নিয়ে আমি তা ওঠাব। যদি আপনি (ঘুমন্ত অবস্থায়) আমার প্রাণ আটকে রাখেন, তবে আপনি তাকে দয়া করুন। আর যদি আপনি তা ফেরত পাঠিয়ে দেন তাহলে আপনি তার

[১৮১] মুসনাদে আহমাদ : ২৩০০৭

[১৮২] শরহুন নববী আলা মুসলিম : ১৭/১৭

[১৮৩] আল-মুজামুল আওসাত। সনদ : জায্বিদ।

হেফাজত করুন, যেভাবে আপনি আপনার সংকর্মশীল বান্দাদের হেফাজত করে থাকেন।” ১৮৪

নোট: মজার ব্যাপার হচ্ছে, দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ার ইচ্ছা থাকলে তখন এই দুআ পড়লে সহজেই ঘুম চলে আসে।

৩. আয়াতুল কুরসী পড়া।

“আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, ঘুমের আগে আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রক্ষক নিযুক্ত হয়। ফলে সকাল পর্যন্ত শয়তান কাছে আসতে পারে না।” ১৮৫

৪. সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়া।

“আবু মাসউদ আনসারী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে, তার জন্য তা যথেষ্ট হবে।” ১৮৬

৫. সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস পড়ে হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে এরপর পুরা শরীরে হাত বুলিয়ে নিন। এটা তিন বার করুন।

“আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন রাতে যখন বিছানায় আসতেন তখন দুই হাত একত্র করতেন এবং সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়ে হাতের তালুতে ফুঁ দিতেন, এরপর যতদূর হাত যায় শরীরে বুলিয়ে নিতেন। এভাবে তিনবার করতেন।” ১৮৭

দ্রষ্টব্য: উল্লেখিত যিকিরগুলো শেষে কেউ যদি হিফাজতের জন্য আরও আমল করতে চান, তবে সকাল-সন্ধ্যায় এগুলো পড়তে পারেন।

১. সূরা বাকারার ১-৫ আয়াত।

২. আয়াতুল কুরসী এবং পরের আয়াত।

৩. সূরা বাকারার শেষ তিন আয়াত।

৪. এছাড়া গ্রন্থের শেষে উল্লেখিত রুকইয়ার দোয়াগুলোর প্রথম দুইটি তিনবার করে এবং ১৩ থেকে ১৭নং দুআগুলো একবার করে পড়তে পারেন।

৫. ঘুমের সময় উল্লেখিত আমলগুলোর সাথে চাইলে এই দুআটি পড়তে পারেন-

[১৮৪] আবু দাউদ: ৫০৫০

[১৮৫] বুখারী : সৃষ্টির সূচনা অধ্যায়

[১৮৬] বুখারী : ৪৭২৩

[১৮৭] তিরমিযী : ৩৪০২, বুখারী : ৫০৫৬

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْأَرْضِ ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، رَبَّنَا  
وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى ، وَمُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ ،  
وَالْفُرْقَانِ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا

হে আল্লাহ! হে সাত আসমানের রব, জমিনের রব, মহান আরশের রব, আমাদের রব ও  
প্রত্যেক বস্তুর রব, হে শস্যবীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী, হে তাওরাত, ইনজিল ও কুরআন  
নাযিলকারী, আমি প্রত্যেক এমন বস্তুর অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি,  
যাদের আপনি নিয়ন্ত্রণ করছেন।<sup>১৮৮</sup>

## অন্যান্য সময়ের আমল

১. সম্ভব হলে মদীনার আজওয়া খেজুরের ব্যবস্থা করা, না পেলে যেকোনো আজওয়া  
খেজুর খাওয়া।

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সাতটি আজওয়া খেজুর সকাল  
বেলায় আহর করবে, সেদিন তাকে কোনো বিষ ও জাদু ক্ষতি করতে পারবে না।”<sup>১৮৯</sup>

২. টয়লেটে প্রবেশের পূর্বে দুআ পড়া—

“আনাস ইবনু মালিক রা. বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শৌচাগারে  
প্রবেশের কালে এই দুআটি বলতেন।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ-উযুবিকামিনাল খুবসি ওয়াল খাবা-ইছ।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি খারাপ পুরুষ ও মহিলা জিন  
থেকে।”<sup>১৯০</sup>

৩. বিয়ের পর স্ত্রীর কাছে গিয়ে দুআ পড়া—

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ কোনো নারীকে বিয়ে  
করে অথবা কোনো দাসী ক্রয় করে তখন যেন সে বলে,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ  
شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

[১৮৮] মুসলিম : ২৭১৩

[১৮৯] বুখারী : ৫৪৩৬

[১৯০] তিরমিযী : ৫

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা খাইরাহা- ওয়া খাইরা মা-জাবালতাহা- ‘আলাইহি, ওয়া  
‘আউজুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা-জাবালতাহা- ‘আলাইহি।

অর্থ: ‘হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে এর মধ্যকার কল্যাণ এবং এর মাধ্যমে কল্যাণ চাই  
এবং তার মধ্যে নিহিত অকল্যাণ ও তার মাধ্যমে অকল্যাণ থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই।’  
হাদীসটি বর্ণনাকারী আবু সাঈদ রা. এর সাথে আরও উল্লেখ করেছেন, এরপর সে যেন স্ত্রীর  
কপালের চুল স্পর্শ করে তার জন্য বরকতের দুআ করে।” ১১১

#### ৪. স্ত্রী সহবাসের পূর্বে দুআ পড়া।

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি তার স্ত্রীর সাথে  
মিলনের পূর্বে বলে-

بِسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি আল্লা-হুম্মা জান্নিবনাশ শাইতা-না, ওয়া জান্নিবিশ-শাইতানা মা  
রাযাকতানা।

অর্থ: ‘আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ, আমাদের শয়তান থেকে রক্ষা করো, আর আমাদেরকে যা  
দান করবে, তাকেও শয়তান দেখে দূরে রাখো।’

এরপর এই মিলনের দ্বারা যদি তাদের ভাগ্যে সন্তান থাকে তাহলে শয়তান কখনো তার ক্ষতি  
করবে না।” ১১২

#### ৫. মসজিদে প্রবেশের দুআ পড়া—

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ  
الرَّجِيمِ

উচ্চারণ: আ‘উযুবিল্লাহিল আযীম ওয়াবি ওয়াজহিহিল কারীম ওয়া সুলতানিহিল কদীম মিনাশ  
শাইতানির-রাজীম।

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মসজিদে প্রবেশের সময় কেউ এটা পড়লে  
শয়তান বলে, এই ব্যক্তি আজ সারাদিনের জন্য আমার থেকে রক্ষা পেয়ে গেল।” ১১৩

#### ৬. নতুন কোনো জায়গায় বা বাড়িতে গেলে অথবা কোনো গা ছামছমে জায়গায় হাঁটলে দুআ পড়া—

[১১১] আবু দাউদ : ২১৬০

[১১২] বুখারী : ৪৮৭০, আবু দাউদ : ২১৬১

[১১৩] আবু দাউদ : ৩৯৩

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো জায়গায় অবতরণ করার পর বলবে,

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

উচ্চারণ: আ-উযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্তা-ন্না-তি, মিৎ-শাররি মা-খালাক।

‘আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালামের দ্বারা যাবতীয় সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।’ এই জায়গা ত্যাগ করা পর্যন্ত কোনো কিছু তার ক্ষতি করবে না।” <sup>১৯৪</sup>

৭. বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় দুআ পড়া—

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় বলবে,

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু ‘আলাল্লাহি লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ।

অর্থ: ‘আল্লাহ তাআলার নামে। আমি আল্লাহ তাআলার ওপরই ভরসা করলাম। আল্লাহর ব্যতীত কারও সাধ্য বা শক্তি নেই।’ তবে তাকে বলা হয় (আল্লাহ তাআলাই) তোমার জন্য যথেষ্ট। তুমি (অনিষ্ট থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত হয়েছ। আর শয়তান তার থেকে দূরে সরে যায়।” <sup>১৯৫</sup>



# অধ্যায় ৫ : ওয়াসওয়াসা রোগ



য়াসওয়াসা বলতে এখানে আমরা বুঝাচ্ছি—শয়তানের ধারাবাহিক কুমন্ত্রণা এবং প্ররোচনা। অর্থাৎ শয়তান কর্তৃক কোন বিষয়ে কারও মনে মনে লাগাতার প্ররোচনা দিতে থাকা, যাতে মানুষ অস্থির বা পেরেশান

হয়ে ইবাদাত থেকে দূরে সরে যায়, আর কেউ কেউ মানসিক রোগীতে পরিণত হয়।

এই সমস্যা কে বাংলায় ওয়াসওয়াসা রোগ, ইংরেজিতে whisper, waswas. আরবিতে وسواس অথবা الوسواس القهري বলে। হাদিস এবং ফিকহের কিতাবে ওয়াসওয়াসা আক্রান্ত ব্যক্তিদের ইবাদাতের বিধান নিয়ে আলোচনা রয়েছে, আত্মশুদ্ধি বিষয়ক কোন কোন গ্রন্থেও এই সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়ার বিভিন্ন পরামর্শ দেখা যায়। আমরা এখানে অল্প কিছু হাদীস এবং বিভিন্ন যুগের আলেমদের কিছু পরামর্শ একত্র করেছি, পাঠকরা পরামর্শগুলো অনুসরণ করবেন, তবে এর পাশাপাশি শরিয়তের নির্দেশিত বিধান ভালভাবে জেনে নেবেন। তাহলে সমস্যাটা সামলানো অনেক সহজ হবে ইনশাআল্লাহ।

সম্ভবত এমন কোন মানুষ নেই, যার মনে একবারও ওয়াসওয়াসা আসে না। কমবেশি সবাই শয়তানের কুমন্ত্রণার স্বীকার হয়ে থাকে। বিশেষত যে ব্যক্তি দ্বীনের পথে চলার ইচ্ছা করে অথবা নতুন নতুন দ্বীনের প্রতি মনযোগী হয়, তার মনে আজেবাজে চিন্তা খুব বেশি আসে। অন্যদিকে দ্বীনদারীর দিকে যাদের কোনো আক্ষেপ নেই, সারাদিন দুনিয়াবি কাজকর্মে মগ্ন, গুনাহের কাজে লিপ্ত, তাদের মনে সাধারণত এই সব চিন্তা আসে না। আসার কথাও না।

কোনো কোনো ওয়াসওয়াসা এতই প্রকট হয় যে, মানুষ মানসিক রোগী হয়ে যায়। কেউ কেউ ঈমানের ব্যাপারে আশঙ্কায় পড়ে যায়। কখনো মনে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সম্পর্কে প্রশ্ন-সংশয় আসে, কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে, কখনো কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে, আর কখনো-বা শরীয়াতের বিধিবিধান সম্পর্কে। এ সময় সঠিক নির্দেশনা না পেলে গোমরাহির মধ্যে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

শয়তান যে-কাউকেই কুমন্ত্রণা দিতে পারে, তাই এক-দুইদিন এই সমস্যাগুলো কারও হলে দুশ্চিন্তার কিছু নেই, শয়তানের কুমন্ত্রণাকে গুরুত্ব না দেয়াই এর যথেষ্ট জবাব। আর মনে রাখার বিষয় হচ্ছে, শয়তান তাদের পেছনেই পড়ে যাদের ঈমান আছে। কারণ, ফকিরের বাড়িতে তো চোর আসেনা। চোর সেখানেই প্রবেশের চেষ্টা করে, যেখানে সম্পদ আছে। তাই শয়তান যদি আপনার মনে কুমন্ত্রণা দেয় তবে আপনি আনন্দিত হোন, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন। কারণ, আপনি মুমিন বলেই শয়তান আপনার পেছনে লেগেছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ের একটি ঘটনা দেখুন—

“আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন, কয়েকজন সাহাবী রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে ঈমান নিয়ে কুমন্ত্রণার ব্যাপারে বললেন, অনেক সময় আমাদের মনে এমন সব কথা আসে, যা মুখে উচ্চারণ করার চেয়ে আগুনে পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। আমরা কী করতে পারি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি এমনটাই মনে হয়? সাহাবীরা বললেন, জি! তখন তিনি জবাব দিলেন, এটা তোমাদের খাঁটি ঈমানের লক্ষণ।” ১৯৬

তবে যদি দীর্ঘদিন (যেমন: কয়েক মাস অথবা কয়েক বছর) ধরে আপনি যদি নিম্নে বর্ণিত এক বা একাধিক সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে থাকেন, তবে আপনার উচিত, এই সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া।

অর্থের প্রশস্ততা বিবেচনায় আলোচনার বাকি অংশে ‘ওয়াসওয়াসা’ শব্দটাই ব্যবহার করা হয়েছে।

## ওয়াসওয়াসা রোগে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ

১. কারণে-অকারণে সর্বদা চিন্তিত থাকা। মাথায় বিক্ষিপ্ত চিন্তা ঘোরাঘুরি করার কারণে দৈনন্দিন কাজ, সালাত, ইবাদাত, যিকির, তিলাওয়াত ইত্যাদিতে মনোযোগ দিতে না পারা।
২. হঠাৎ আচার-আচরণ পরিবর্তন হওয়া। এক ধরনের উদাস ভাব চলে আসা। কোনো কিছুই ভালো না লাগা।
৩. ওযু-গোসল, সালাতের বিশুদ্ধতা কিংবা আরবি শব্দের উচ্চারণ নিয়ে বেশি দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকা। বারবার মনে হওয়া, আমার ওযু ঠিকমত হচ্ছে না, গোসল ভালোমত হয়নি। কিংবা সালাতের দুআ-কালাম ঠিকমত হচ্ছে না।

৪. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অথবা পরনের কাপড় নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করা।

৫. ওয়ু-গোসল বা শৌচকর্মে সময় এক অঙ্গ বারবার ধোয়া, এরপরও তৃপ্ত হতে না পারা।  
টয়লেট বা গোসলখানায় অপ্রয়োজনে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করা।

৭. বারবার মনে হওয়া—ওয়ু ভেঙ্গে যাচ্ছে, অথবা প্রস্রাবের ফোঁটা পড়ছে, অথবা সবসময় এমন মনে হওয়া যে, পেছন থেকে বায়ু বের হচ্ছে। বিশেষত সালাতের সময় এই অনুভূতি হওয়া, কিন্তু নিশ্চিত হতে না পারা।

৮. মুরবিব, উস্তায় বা বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে বসলে অথবা বড়দের সাথে কথা বলতে লাগলে মনে হওয়া যে, ভেতর থেকে কেউ বেয়াদবির জন্য উস্কে দিচ্ছে।

৯. আল্লাহ তাআলা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা ইসলামের ব্যাপারে বারবার মাথায় অবমাননাকর চিন্তা আসা।

১০. এরকম মনে হওয়া যে, কানের কাছে কেউ ফিসফিস করেছে—‘আপনি কুফরী করছেন বা কাফির হয়ে যাচ্ছেন।’ অথবা অন্যান্য অস্পষ্ট কথাবার্তা বলছে।

১১. মাঝেমধ্যে কোনো অদ্ভুত শব্দ বা কণ্ঠ শুনতে পাওয়া। অন্যদিকে অবস্থা এমন হয় যে, কারও সাথে এটা নিয়ে আলোচনা করলে ভাবে, আপনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন।

১২. সালাতের রাকাত ভুলে যাওয়া কিংবা অন্য আরকানগুলোর ব্যাপারে দ্বিধায় ভোগা।  
যেমন: সাজদাহ একটা দিয়েছেন নাকি দুইটা দিয়েছেন—এসব ব্যাপারে সন্দেহ জাগা। আর প্রায়শই এমনটা ঘটতে থাকা।

১৩. রুকু-সাজদা দীর্ঘায়িত করতে না পারা, জলদি উঠে যাওয়া। অবস্থা গুরুতর হলে সালাতে রুকু-সাজদার সময় মনের মধ্যে বিভিন্ন অলীল ছবি কিংবা দেবদেবীর মূর্তি ভেসে ওঠে।

১৪. মাথায় সবসময় অলীল চিন্তাভাবনা আসা, এটাকে সহজে তাড়াতে না পারা।

১৫. স্বপ্নে নোংরা, ময়লা, পায়খানা ইত্যাদি দেখা। প্রিয় মানুষদের নিয়ে বাজে স্বপ্ন দেখা।  
ওয়াসওয়াসা সমস্যা বেশিদিন পুরোনো হয়ে গেলে বা বেড়ে গেলে এটা বিভিন্ন মানসিক অথবা শারীরিক রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণ হয়। যার মধ্যে প্রস্রাবের ইনফেকশন এবং শুচিবায়ু বা অবসেসিভ কমপালসিভ ডিসঅর্ডার (OCD) অন্যতম।

এক্ষেত্রে ওয়াসওয়াসা থেকে মুক্ত হওয়ার পরামর্শ মেনে চলার পাশাপাশি প্রয়োজনে অভিজ্ঞ ডাক্তারের সহায়তা নিবেন।

# কীভাবে ওয়াসওয়াসা রোগ কাটিয়ে উঠবেন

আমরা এবার কিছু বিষয় আলোচনা করব, যা অনুসরণ করলে ইনশাআল্লাহ আপনি ওয়াসওয়াসা রোগ থেকে মুক্ত হতে পারবেন। সহজে অনুসরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় প্রথমে সংক্ষেপে বলে দেওয়া হচ্ছে। এরপর ইনশাআল্লাহ ধাপে ধাপে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

সংক্ষেপে ওয়াসওয়াসা থেকে মুক্ত হওয়ার উপায়

১. পুরুষ হলে অবশ্যই জামায়াতের সাথে সালাত পড়া এবং মুত্তাকি-পরহেজগারদের সাথে ওঠাবসা করা। যথাসম্ভব গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা।
২. নাপাক থেকে বেঁচে থাকা। বিশেষত প্রসাবের ছিটা থেকে বাঁচা। যথাসম্ভব ওয়ু অবস্থায় থাকা।
৩. সালাতের মধ্যে বা ঘুমের সময় শয়তান ওয়াসওয়াসা দিলে বাম দিকে হালকা করে তিন বার থুতু ফেলা।
৪. এই দু'আটি বেশি বেশি পড়া। প্রতি সালাতের আগে-পরে অথবা কমপক্ষে সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার করে পড়া—

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ ، مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ ، وَشَرِّ عِبَادِهِ ، وَ مِنْ  
هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ، وَأَنْ يَحْضُرُونِ

আর ঈমান নিয়ে ওয়াসওয়াসা অনুভব করলে সূরা ইখলাস পড়া।

৫. সকাল-সন্ধ্যায় ও ঘুমের আগের মাসনুন আমলগুলো গুরুত্বের সাথে করা। শৌচাগারে প্রবেশের দু'আ পড়া।
৬. আয়াতুল হারক (অর্থাৎ আযাব এবং জাহান্নাম-সংক্রান্ত আয়াত) প্রতিদিন তিলাওয়াত করা এবং তিলাওয়াত শোনা।

৭. সুস্থতা লাভের নিয়াতে সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসি, সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস এবং কিছু আয়াতুল হারক পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে দিনে দুইবেলা পান করা, গোসলের পানিতে

মিশিয়ে গোসল করা।

৮. আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে দুআ করতে থাকা। আর যথাসম্ভবত ওয়াসওয়াসা পান্তা না দেওয়া, এড়িয়ে যাওয়া।

## ওয়াসওয়াসা থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যপারে আরও কিছু পরামর্শ

ওয়াসওয়াসা থেকে মুক্ত হতে একেকজনের জন্য একেক পন্থা কার্যকর হয়। তাই আমরা ওয়াসওয়াসা রোগ থেকে বাচার কিংবা কেউ ইতিমধ্যে আক্রান্ত হয়ে গেলে তা থেকে মুক্ত হওয়ার বেশ কিছু উপায় নিয়ে আলোচনা করব, বিষয়গুলো খেয়াল রাখলে এবং যথাযথভাবে অনুসরণ করলে সমস্যা যত বেশিই হোক না কেন, ইনশাআল্লাহ সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করা যাবে।

নিজের পক্ষ থেকে যথাসম্ভব গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা

একজন মানুষ হিসেবে যদিও পুরোপুরি গুনাহমুক্ত থাকা সম্ভব নয়, তবুও যতটুকু পারা যায় বেঁচে থাকতে হবে। প্রথমত কবীরা গুনাহ থেকে বাঁচতে হবে, আর আল্লাহর কাছে গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য সাহায্য চাইতে হবে। আল্লাহ বলেছেন—

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَغْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا  
كَرِيمًا

“তোমরা যদি বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো (যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে), তবে তোমাদের ছোট দোষ ত্রুটি আমি মাফ করে দেবো। আর তোমাদের প্রবেশ করাব এক সম্মানিত প্রবেশদ্বারে।” ১১৭

আল্লাহ আরও বলেছেন—

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوقْ  
شَحًّا نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْبَاقُونَ

“অতএব আল্লাহকে ভয় করো, যতটুকু তোমাদের সাধ্য আছে, আর শোনো এবং পালন করো আর (আল্লাহর জন্য) খরচ করো। এটা তোমাদের নিজেদের জন্যই কল্যাণকর।” ১১৮

পুরুষ হলে জামাতে সালাত আদায় করা

“মুআয ইবনু জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ছাগলের জন্য যেমন বাঘ রয়েছে, তেমনি মানুষের বাঘ হলো শয়তান। বকরির পাল হতে বিচ্যুত ও বিচ্ছিন্নটিকেই বাঘ আক্রমণ করে। তাই সাবধান, বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে বিরত থাকো। তোমরা সাধারণ মুসলমানদের সাথে জামাতবদ্ধ থাকো, আর মসজিদের সাথে যুক্ত থাকো।”<sup>১৯৯</sup>

তাই শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার বড় একটি উপায় হচ্ছে, জামাতে সালাত পড়া। জিনের রোগীর ক্ষেত্রেও এই পরামর্শ দেওয়া হয়। কারণ, জামাতে সালাত পড়লে আত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পায়, জিন-শয়তানরা সহজে আক্রমণ করতে পারে না। আপনাকে জামাতে অংশ নিতে দেবে না—এমন কোনো কাজ সামনে চলে আসলে পারতপক্ষে তা থেকে দূরে থাকা এবং সালাতের পর সেই কাজে হাত দেওয়াটাই হবে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

প্রতিদিনের মাসনুন যিকরগুলো করা

প্রতিদিনের মাসনুন আমলগুলো ঠিকঠাক পালন করা, যেমন: শৌচাগারে প্রবেশের দুআ পড়া, স্ত্রী সহবাসের দুআ পড়া। সকাল-সন্ধ্যা এবং ঘুমের আগের দুআগুলো গুরুত্বের সাথে পড়া। যেমনঃ সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস ওবার করে পড়া। অন্যান্য মাসনুন আমলের সম্পর্কে জানতে এই গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায়ে ‘মাসনুন আমল’ অংশ দ্রষ্টব্য।

ওয়াসওয়াসার অনুভূতিকে পাত্তা না দেওয়া

সব ধরনের ওয়াসওয়াসার ক্ষেত্রেই এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ওয়াসওয়াসা ব্যাপারটা চোরাবালির মতো, বেশি নড়াচড়া করলে আরও দেবে যাবেন। কিংবা স্কুলের দুষ্ট সহপাঠীদের মত, যারা আপনাকে বিরক্ত করছে, আপনি পাত্তা দিলে বা রাগ করলে আরও বেশি বিরক্ত করবে। একইভাবে ওয়াসওয়াসা নিয়ে যত বেশি ভাববেন, সমস্যা তত বেড়ে যাবে।

ওয়াসওয়াসার সমস্যা স্থায়ী হওয়ার বড় কারণ হচ্ছে, এটা নিয়ে বেশি বেশি চিন্তা করা। আপনি যখন বুঝবেন আপনি ওয়াসওয়াসা আক্রান্ত, তখন থেকে ১০০% নিশ্চিত না হয়ে ওয়াসওয়াসা আক্রান্ত কোন অনুভূতিকেই পাত্তা দিবেন না, আস্তে আস্তে শয়তান সরে যাবে ইনশাআল্লাহ। যখনই মনে অহেতুক চিন্তা আসবে, আপনার মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে ফেলবেন। অন্য কোন কিছু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাবেন।

সম্ভব হলে কোনো প্রতিক্রিয়াও না দেখানো উচিত। শয়তান আমাদের চারপাশেই থাকে,

আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে। তার ওয়াসওয়াসা কতটুকু কাজে লাগছে, আমরা কেমন প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছি—শয়তান এসব দেখে দূর থেকে। আর সে এসব কিছু দেখেই পরবর্তী পদক্ষেপ স্থির করে। তাই কোনো প্রকার প্রতিক্রিয়া না দেখালে শয়তান যখন দেখবে যে, ওয়াসওয়াসা দিয়ে তার কাঙ্ক্ষিত ফল আসছে না তখন সে হতাশ হয়ে অন্য পথ ধরবে।

“আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারও কাছে শয়তান এসে বলে, এটা এটা কে সৃষ্টি করেছে? এক পর্যায়ে বলে, তোমার প্রতিপালককে কে সৃষ্টি করেছে? যদি কারও প্রশ্ন এ পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন সে যেন আল্লাহর কাছে আশ্রয়প্রার্থনা করে এবং এ প্রসঙ্গ বাদ দেয়।” ২০০

নিজের কাছে পরিষ্কার হওয়া

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ প্রশ্ন করতেই থাকবে, এমনকি একপর্যায়ে বলবে, এ সৃষ্টিগুলোকে তো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? যে ব্যক্তি এমন কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন হবে, সে যেন বলে, آمَنْتُ بِاللَّهِ অর্থাৎ আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম।<sup>২০১</sup> পরের হাদীসে রয়েছে, “...সে যেন বলে, (آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ) আমানতু বিল্লাহি ওয়া রুসুলিহি। অর্থাৎ আমি আল্লাহ এবং তার রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনলাম।” অন্য এক বর্ণনায়, সূরা ইখলাস পড়ার কথা রয়েছে।

আপনার মনে যদি ইসলাম নিয়ে ওয়াসওয়াসা আসে, আল্লাহ - রাসূল নিয়ে অবাস্তর চিন্তা আসে। মনে হয়, আপনি কুফরির দিকে চলে যাচ্ছেন। তখন আপনি বলুন ‘আমি আল্লাহর ওপর ঈমান আনলাম’। আপনি নিশ্চিত যে আপনি ঈমানদার, ব্যাস! ঘটনা শেষ।

এছাড়া ঈমান নিয়ে ওয়াসওয়াসা আসলে এটা পড়তে পারেন—

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“তিনিই আদি ও অন্ত এবং প্রকাশ্য ও গুপ্ত। কারণ, তিনিই সবকিছু সম্বন্ধে সর্বজ্ঞাত।” ২০২

এক লোক এসে ইবনু আব্বাস রা.-কে তার সমস্যার কথা বললে তিনি প্রতিকার হিসেবে ওয়াসওয়াসার সময় এই আয়াতটি পড়ার পরামর্শ দেন।

[২০০] মুসলিম : ১৯৫

[২০১] মুসলিম: ১৯৪

[২০২] সূরা হাদীদ, আয়াত : ৩

রিয়ার আশঙ্কা হলে...

ওয়াসওয়াসার একটি প্রকার হচ্ছে, ভালো কিছু করতে গেলেই মনে হয়, এটা লোক দেখানো কাজ হচ্ছে। অর্থাৎ বারবার রিয়ার আশঙ্কা হয়, ফলে মানুষ সওয়াবের কাজ থেকে পেছনে হটে যায়।

সবসময়ই যদি এমন দেখা যায় তাহলে এর চিকিৎসা হচ্ছে, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা। অর্থাৎ এভাবে ধরে নেওয়া “আল্লাহ আমল করতে বলেছেন, আমাকে করতে হবে। লোকে দেখলেও করতে হবে, না দেখলেও করতে হবে। লোকে শয়তান বললেও করতে হবে, বুজুর্গ বললেও করতে হবে। আমার কাজ—ঠিকভাবে আমল করা। আমি তা করে যাব।”

হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী রহ. বলতেন, স্থায়ী নেক কাজ প্রথমে রিয়ার সুরতে আসে। এরপর মানুষ আমল ছেড়ে না দিয়ে করতে থাকলে কদিন পর সেটা অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন কাজটা না করলেই তার খারাপ লাগে। আরও কিছুদিন যদি সে এর ওপর অটল থাকতে পারে তাহলে সে ইবাদাতের স্বাদ পাওয়া শুরু করে...।

বিজ্ঞ আলিমদের সাথে সম্পর্ক রাখা

শুধু ওয়াসওয়াসা বিষয়ে নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও এটা আপনার পাথেয় হবে। এছাড়া এই রোগের কাউন্সেলিং হিসেবে বিজ্ঞ আলিমদের সাথে পরামর্শ করা উচিত। তাদের মজলিসে উপস্থিত হওয়া আর হক্কানী রব্বানী শাইখের সাথে সম্পর্ক রাখা উচিত। সম্ভব না হলে অন্তত আত্মশুদ্ধির নিয়তে তাদের লেখা প্রবন্ধ অধ্যয়ন করা অথবা সংরক্ষিত বয়ান শোনা উচিত।

ওয়াসওয়াসার প্রতিকার নিয়ে মাসিক আলকাউসার-এর ফেব্রুয়ারি/২০০৯ সংখ্যায় মুফতী তাকি উসমানী হাফিয়াহুল্লাহ-এর একটি চমৎকার লেখা অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, সেটা পড়া যেতে পারে।<sup>১০০</sup>

ওয়াসওয়াসার বিরুদ্ধে কোনো ভালো কাজ নির্ধারণ করে নেওয়া।

এটা ওয়াসওয়াসা প্রতিরোধের একটি শক্তিশালী পন্থা, বিশেষত কোনো গুনাহর ব্যাপারে বারবার কুমন্ত্রণা আসলে এটা কার্যকরি।

মনে করুন, নামাজের মাঝে মনে অশ্লীল চিন্তাভাবনা আসে। তাহলে আপনি এমন নিয়ত



করে নিন যে, কোন নামাজে এমন হলে আপনি ২ রাকাত সালাত পড়বেন অথবা ১০ বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বেন, আর সে কাজটা শীঘ্রই করে ফেলুন। শয়তান যখন দেখবে, তার ওয়াসওয়াসার বিপরীতে বান্দা আল্লাহর আরও নিকটবর্তী হচ্ছে, তখন সে বাধ্য হয়ে আপনাকে ছেড়ে দেবে। প্রাসঙ্গিক একটি হাদীস উল্লেখ করছি—

“আবু মালিহ একজন (সাহাবী রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আমি নাবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে একই উটের পিঠে সাওয়ার ছিলাম। এমন সময় উটটি লাফালাফি করতে থাকলে আমি বলি, শয়তানের সর্বনাশ হোক! তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এরূপ বলো না যে, শয়তানের সর্বনাশ হোক! কারণ, তুমি যখন এরূপ বলবে, তখন শয়তান অহংকারে ঘরের মতো ফুলে যায়। আর বলে, আমি খুবই শক্তিমান। বরং তুমি বিসমিল্লাহ বলো। যখন তুমি এরকম বলবে, তখন শয়তান ছোট মাছির মতো (দুর্বল) হয়ে যায়।” ২০৪

**ঘৃণার সাথে শয়তানের উদ্দেশ্যে থুতু ফেলা।**

“উসমান ইবনু আবিল আস রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, শয়তান আমার এবং আমার সালাত ও কিরাতের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে তা আমার জন্য এলোমেলো করে দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওটা এক (প্রকারের) শয়তান যার নাম ‘খিনজিব’। যখন তুমি তার উপস্থিতি অনুভব করবে তখন (আউযুবিল্লাহ পড়ে) তার কবল থেকে আল্লাহর নামে আশ্রয় নিয়ে তিনবার তোমার বাম দিকে থুতু নিক্ষেপ করবে। তিনি বলেন, পরে আমি তা করলে আল্লাহ আমার থেকে সেটা দূর করে দিলেন।” ২০৫

মনে ওয়াসওয়াসা অনুভূত হলে আউযুবিল্লাহ পড়ে আপনার বাম দিকে ৩ বার থুতু ফেলুন। এটা শুধু সালাতেই না, ঘুম কিংবা অন্য সময়ে কুমন্ত্রণা আসলেও করতে পারেন। তবে মুখ ভর্তি করে থুতু ফেলার প্রয়োজন নেই, সামান্য থুতুর ছিটা বের হলেই যথেষ্ট।

**পবিত্রতা নিয়ে ওয়াসওয়াসা আসলে**

আবু দাউদ শরীফের একটি হাদীস আছে—‘প্রশ্রাবের ব্যাপারে সতর্ক থাকো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অধিকাংশ কবরে এ কারণে আযাব হয়।’ ২০৬

অপর হাদীসে এসেছে— ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

[২০৪] আবু দাউদ : ৪১৮২

[২০৫] মুসলিম : ৪০৮৩

[২০৬] মুসতাদরাকে হাকিম : ৬৭৯

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন গোসলখানায় প্রস্রাব না করে। কারণ, মনের অধিকাংশ ওয়াসওয়াসা এখান থেকেই সৃষ্টি হয়।” ২০৭

এখানে গোসলখানা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওয়ু-গোসলের স্থান। অর্থাৎ যেখানে ওয়ু-গোসল করা হয়, সেখানে প্রস্রাব করা যাবে না। তবে বর্তমানকালের বাসাবাড়িগুলোতে যেভাবে গোসলখানা আর টয়লেট একসাথে নির্মাণ করা হয়, এসব টয়লেট ব্যবহার করা যাবে; এটা হাদীসে নিষিদ্ধ সুরতের আওতায় পড়বে না। এমনিতে সর্বদা যথাসম্ভব পাকসাফ থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা শয়তানকে আপনার থেকে দূরে রাখবে।

**ওয়ু-গোসল নিয়ে ওয়াসওয়াসার ক্ষেত্রে করণীয়**

এতো গেল পবিত্রতা প্রসঙ্গ। ওয়ু গোসল নিয়ে একটু ওয়াসওয়াসা আসতেই পারে, পান্ডা দেয়া যাবে না। আর যদি সমস্যা পেছনে লেগেই থাকে, তবে এক্ষেত্রে দুই ধরনের পরিস্থিতি দেখা যায়, এক. যদি আপনার সবসময় ওয়ুর শেষে মনে হয়, আমি সম্ভবত হাত ধুইনি বা পা ধুইনি! এক্ষেত্রে কয়েকদিন একটু খেয়াল করে ওয়ু করবেন। অর্থাৎ প্রথম নিশ্চিত হয়ে নিবেন যে আপনার ওয়ু বা গোসল ঠিকভাবে হচ্ছে কি না। তাড়াহুড়া না করে, একটু স্থিরতার সাথে খেয়াল করে ওয়ু করবেন “এই যে আমি হাত ধুয়েছি, এই যে আমি মুখ ধুয়েছি, এই যে পা ধুয়েছি।” এভাবে কয়েকদিন ওয়ু করলে ইনশাআল্লাহ ওয়াসওয়াসা চলে যাবে। দুই. এভাবে খেয়াল করে ওয়ু করার পরেও যদি মনে হয় ‘হাত মনে হয় ভালভাবে ধোয়া হল না, মুখে মনে হয় একটু যায়গা ফাঁকা আছে’ তাহলে আপনি সর্বনিম্ন একবার এবং সর্বোচ্চ তিনবার কোন অঙ্গ ধৌত করবেন। এর বেশি আর না। তিনবার ধোয়া শেষ ,এরপর আপনি চিন্তা করবেন ‘ব্যাস! আমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, বাকিটা আল্লাহর হাতে। আল্লাহ সাধ্যের বেশি কাউকে চাপিয়ে দেন না।’ তাই মনে চাইলেও এথেকে বিরত থাকবেন।

**এই দুআটি বেশি বেশি পড়া—**

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ ، مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ ، وَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ، وَأَنْ يَحْضُرُونِ

উচ্চারণ: আ‘উযু বিকালিমা-তিল্লাহিতা-স্মাতি মিন গাদ্বাবিহি ওয়া ‘ইক্বা-বিহি ওয়া শাররি ‘ইবা-দিহ, ওয়ামিন হামাযা-তিশশাযা-তিনি ওয়া আই-ইয়াহদুরান।

অর্থ: আমি আশ্রয় চাই, আল্লাহর পরিপূর্ণ কালামসমূহের দ্বারা তাঁর ক্রোধ থেকে, তাঁর শাস্তি

থেকে এবং তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে, আর শয়তানদের কুমন্ত্রণা থেকে এবং তাদের উপস্থিতি থেকে।

খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুআটি শিখিয়েছিলেন।<sup>২০৮</sup> এছাড়াও অনেক সাহাবী থেকে এই দুআটি বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময়ে শয়তান থেকে বাঁচতে তাদের এই দুআটি পড়তে বলেছেন।

শাইখ ওয়াহিদ আব্দুস সালাম পরামর্শ দিয়েছিলেন, বিভিন্ন প্রকার শয়তানি থেকে নিরাপত্তা চেয়ে উল্লেখিত দুয়াটি যেন সকাল-সন্ধ্যায় ৩বার করে পড়া হয়।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা প্রায় কাছাকাছি শব্দে দুআ করতে শিখিয়েছেন—

وَقُلْ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ

“বলো, হে আমার প্রভু, শয়তানদের কুমন্ত্রণা থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই, আর আমার প্রভু, তোমার কাছে আশ্রয় চাই তাদের উপস্থিতি থেকেও।”<sup>২০৯</sup>

একজন আলিম বলছিলেন, সকাল-সন্ধ্যায় সূরা মুমিনূনের এই দুটি আয়াত (রবিব থেকে ইয়াহদুরান পর্যন্ত) ৩ বার পড়া ওয়াসওয়াসা রোগ থেকে মুক্তিতে সহায়ক।

শয়তানের ওয়াসওয়াসা অনুভব করলে আপনি হাদীসের দুআ অথবা কুরআনের আয়াতটি পড়ুন, গুনাহের ব্যাপারে কুমন্ত্রণা আসলেও এটি পড়ুন। সালাতের মধ্যে বা দিনের নির্দিষ্ট সময়ে ওয়াসওয়াসার সমস্যা হলে সেই সময়ে বা নিকটবর্তী সালাতের পর পড়ুন। শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়ার আরও একটি দুআ হচ্ছে—

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَقْئِهِ

“আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে পানাহ চাই; তার কুমন্ত্রণা থেকে, তার অহংকার এবং তার খারাপ অনুভূতি থেকে।”<sup>২১০</sup>

আয়াতুল হারক তিলাওয়াত করা

আয়াতুল হারক অর্থাৎ জাহান্নাম, আযাব এবং শাস্তি-সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করা এবং শোনা। শোনার চেয়ে তিলাওয়াত করায় অনেক বেশি প্রভাব পড়ে।

[২০৮] মুয়াত্তা মালিক : ১৭৭২

[২০৯] সূরা মুমিনুন, আয়াত : ৯৬-৯৭

[২১০] তিরমিযী : ২৪২

একাধিক অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, আয়াতুল হারক গুনাহের ওয়াসওয়াসায় ভোগা রোগীদের জন্য, ইবাদাত নিয়ে ওয়াসওয়াসায় ভোগা রোগীদের জন্য বিশেষ উপকারি। কাজেই আয়াতুল হারক তিলাওয়াত করা এবং তার তিলাওয়াত শোনা নিয়মতান্ত্রিকভাবে অব্যাহত রাখা অনেক ফলপ্রসূ হবে ইনশাআল্লাহ। এছাড়াও আপনি কোনো ওয়াসওয়াসা রোগীর ওপর রুকইয়াহ করতে চাইলে আয়াতুল হারক দিয়ে করতে পারেন।

### রুকইয়ার পানি খাওয়া, তেল ব্যবহার করা

পানিতে সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসি, সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস, সূরা মুমিনুন: ৯৬-৯৭, কিছু আয়াতুল হারক এবং কিছু দুআ (ওপরের পয়েন্টগুলো দ্রষ্টব্য) তিন বার অথবা সাত বার পড়ুন এবং পানিতে ফুঁ দিয়ে সকাল-বিকাল ওয়াসওয়াসা রোগ থেকে মুক্তির নিয়তে পান করুন। অলিভ অয়েল বা অন্য কোন তেলে ফুঁ দিয়ে বুকে মালিশ করুন।

### হিজামা করানো

শুধু হিজামা করানোর কথা বলা হচ্ছে না; বরং ওয়াসওয়াসা রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার নিয়তে হিজামা করানো। অর্থাৎ হিজামা করার সময় এই নিয়ত করতে হবে যে, আমি ওয়াসওয়াসা রোগের জন্য হিজামা করাচ্ছি। এক্ষেত্রে যিনি আপনার হিজামা করবেন, তাকে জানিয়ে রাখবেন, আমি ওয়াসওয়াসা রোগের জন্য হিজামা করতে চাচ্ছি। আপনি এবং তিনি হিজামার সময় এটাই নিয়ত করে নেবেন।

### জিনের সমস্যা আছে কি না যাচাই করা

যদি কেউ জিন দ্বারা কোনোভাবে আক্রান্ত হয় তাহলে তার ওয়াসওয়াসা বেড়ে যায়। শুধু জিন আসর করলে অথবা জিন দিয়ে জাদু করলেই এমনটা হয় তা নয়; বরং জিনের নজর লাগলেও এই সমস্যা হয়। বরং জিনের নজরের কারণেই বেশি হয়। এমনকি পরিবারের কারও জিনের সমস্যা থাকলে অন্যদের ওয়াসওয়াসা বেড়ে যেতে পারে। তাই প্রয়োজনে আপনি বা আপনার পরিবারের কেউ কোনোভাবে জিন দ্বারা আক্রান্ত কি না, যাচাই করে দেখা উচিত। যদি সমস্যা থাকে তাহলে সঠিকভাবে রুকইয়াহ করলে জিনের সাথে ওয়াসওয়াসার সমস্যাও চলে যাবে ইনশাআল্লাহ।

### অন্যান্য আমল

ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচার জন্য আরও কিছু আমলের কথা আলিমরা বলে থাকেন। যেমন: প্রতিদিন সাজদার আয়াত রয়েছে—এরকম কোনো সূরা তিলাওয়াত করা এবং সাজদার

আয়াত পড়া হলে সাজদা করা। তিলাওয়াতের সেজদা আদায় করা শয়তানকে দুর্বল করে দেবে এবং আপনার থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। সেজদার আয়াত সম্বলিত কিছু ছোট বা মাঝারি আকারের সূরা হচ্ছে: সূরা সাজদা (২১পারা), সূরা সোয়াদ (২৩পারা), সূরা হা-মীম সাজদা (২৪পারা), সূরা নাজম (২৭পারা), সূরা ইনশিকাক এবং সূরা আলাক (৩০পারা)

“আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন আদম সন্তান সাজদার আয়াত পড়ে সাজদা করে, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে দূরে সরে যায় এবং বলে, আমার দুর্ভোগ, আদম সন্তানকে সাজদা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আর সে সাজদা করছে, ফলে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। আর আমাকে সাজদা করার নির্দেশ করা হয়েছে, আমি তা অমান্য করছি, ফলে আমার জন্য রয়েছে জাহান্নাম।” ৩১

এছাড়া স্বাভাবিকভাবেই সালাতের সাজদা দীর্ঘায়িত করা ওয়াসওয়াসা দূর করতে উপকারি।

আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা

সব ধরনের চেষ্টার পরও একান্ত যদি চিন্তার উৎপাত বন্ধ না হয় তাহলে এই কষ্টের ওপরই সন্তুষ্ট থাকুন এবং সবর করুন। কারণ, আপনার সম্পর্কে এটাই আল্লাহর ফয়সালা। এটাই আপনার তাকদীর।

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে, অমুকের তো এই সমস্যা নেই। সে কত শান্তিতে আছে! আর আমি সব অনাহুত ভাবনায় আক্রান্ত। এই হালতের জন্য কি আমিই উপযুক্ত ছিলাম? এই অস্থিরতার অনলে আমাকেই কেন দক্ষ হতে হবে?

প্রিয় পাঠক, মনে রাখতে হবে, এটা অস্থিরতা ও ধৈর্যহীনতা। আপনার সঙ্গে যে আচরণ করা হচ্ছে সেটাই আপনার জন্য উপযোগী, আর অন্যের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে তা অন্যের জন্য উপযোগী। তাই আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর ধৈর্যধারণ করুন। আর এ কারণে যে কষ্ট হয়, সে ব্যাপারে ভাবুন, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হচ্ছে। এর ফলাফল হবে এরকম—এসব চিন্তা আপনার কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না; বরং কষ্টের ওপর সবর করার কারণে সওয়াব পাবেন এবং আল্লাহর কাছে আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি হবে।

عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِالْمُؤْمِنِ أَنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

وَأِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

“সুহাইব রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “মুমিনের ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক। তার প্রতিটি কাজে তার জন্য কল্যাণ রয়েছে। এটা মু’মিন ব্যতীত অন্য কারও জন্য নয়। যদি তার সুখের সময় আসে, সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, ফলে এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি তার প্রতি দুঃখ-কষ্ট পৌঁছায়, তবে সে ধৈর্য ধারণ করে, ফলে এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।” ২২

শেষ কথা: ওয়াসওয়াসা রোগ থেকে পরিত্রাণ পেতে নিজের পক্ষ থেকে সার্বিকভাবে চেষ্টা করা এবং আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকা উচিত। এটা শুধু ওয়াসওয়াসার বিষয়েই নয়; বরং সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কিছু ভাই সালাতের রাকাত ভুলে যান এবং তারা এটা নিয়ে অন্যদের সাথে আলোচনা করেন। অথচ তাদের উচিত ছিল, সালাত শেষ করে দুহাত তুলে আল্লাহর কাছে নিজ সমস্যার জন্য দুআ করা।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَمَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“আর শয়তান যদি তোমাকে খোঁচা (ওয়াসওয়াসা) দেয় তাহলে তুমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। নিঃসন্দেহ তিনি স্বয়ং সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।” ২৩

তাই আমাদের উচিত আল্লাহর কাছে ক্রমাগত দুআ করতে থাকা। নিজের জন্যও দুআ করা, অন্যদের জন্যও দুআ করা। অন্য মুসলমান ভাইদের জন্য দুআ করলে ফেরেশতারা আপনার জন্য দুআ করবে।

আল্লাহ যেন আমাদেরকে শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে হেফাজত করেন। আমীন।

# অধ্যায় ৬ :

## সাধারণ অসুস্থতার জন্য রুকইয়াহ

**সা**ধারণ অসুস্থতা বলতে এখানে এমন সব অসুস্থতা বোঝানো হচ্ছে, যেগুলোর পেছনে বদনজর, জিন বা জাদুর কোনো যোগসূত্র নেই; বরং সাধারণ শারীরবৃত্তীয় বা মানসিক কোনো অসুস্থতা, যেগুলোর কার্যকারণ সম্পর্কে প্রচলিত চিকিৎসা বিজ্ঞান পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা দিতে পারে।

এ প্রসঙ্গে আলোচনার শুরুতেই কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে—

১. কুরআনুল কারীম যেমন আত্মিক ব্যাধিসমূহের (গুনাহ, ভ্রান্তি) জন্য আরোগ্য, তেমনি শারীরিক-মানসিক, প্রাকৃতিক-অতিপ্রাকৃতিক সব রোগের জন্যই আরোগ্য। আপনি হাদীসের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের এমন অনেক ঘটনা পাবেন, যেখানে শারীরিক বা মানসিক সমস্যার জন্য বিভিন্ন দুআ, রুকইয়াহ ইত্যাদির মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আমরা সহীহ হাদীস থেকে এমন অনেকগুলো ঘটনা উল্লেখ করেছি।

২. প্রশ্ন হচ্ছে, কীভাবে বোঝা যাবে, রোগের সাথে অতিপ্রাকৃতিক কিছু জড়িত কি না?

এটা দুইভাবে যাচাই করা যেতে পারে। এক: পূর্বের জাদু, জিন ইত্যাদি অধ্যায়সমূহে বিভিন্ন সমস্যার লক্ষণ বলা হয়েছে, সেসব মিলিয়ে দেখতে হবে। অনেকগুলো মিলে গেলে তখন নিশ্চয় এটাকে কাকতালীয় বলা যাবে না। দুই: রুকইয়াহ করতে হবে। নিজে রুকইয়ার আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে, অথবা অন্য কারও তিলাওয়াত শুনে সমস্যার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

তবে এটা কোথাকার সমস্যা, কিসের সমস্যা, জিনভূত, বদনজর নাকি সাধারণ পেটব্যথা— এত কিছু চিন্তা করে সময়ক্ষেপণের পূর্বেই কিছু রুকইয়াহ করে ফেলা উচিত। হয়তো সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁ দিলেই সমস্যার সলিল সমাধি হয়ে যাবে, অথচ আপনি চিন্তা করে অস্থির হয় পড়েছেন। একদম ভালো না হলেও কিছ তো উপকার হবে। তাহলে দেরি কেন?

৩. খেয়াল রাখার বিষয় হচ্ছে, রোগব্যাধির জন্য চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা নেওয়া বা ওষুধ সেবন করার পাশাপাশি রুকইয়াহ করা উচিত। এটা যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত, তেমনি সালাফের কর্মপন্থা। তাই এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। শুধু রুকইয়াহ করে বসে থাকা উচিত হবে না, প্রয়োজন অনুযায়ী দুটোই করতে হবে।

حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكَ قَالَ قَالَتْ الْأَغْرَابُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَتَدَاوَى قَالَ نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ نَتَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ قَالَ دَوَاءً إِلَّا دَاءً وَاحِدًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُوَ قَالَ الْهَرَمُ

উসামা ইবনু শারীক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গ্রামের কিছু লোকেরা জিজ্ঞেস করেছিল ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি চিকিৎসা করাব না?’ তিনি বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা চিকিৎসা কর, আল্লাহ তা‘আলা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার নিরাময়ের সৃষ্টি করেননি। অথবা তিনি বলেছেন, আল্লাহ এমন কোন রোগ দেননি যার ঔষধ দেননি। শুধু একটি রোগ ব্যাতিত! সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেটি কি? তিনি বললেনঃ বার্ধক্য। ২৪

## ব্যথার জন্য রুকইয়াহ

ব্যথা বিবিধ রকমের হতে পারে, তবে এক্ষেত্রে হাদীসে বর্ণিত এই রুকইয়াহটি করলে ইনশাআল্লাহ উপকার পাওয়া যাবে।

উসমান ইবনু আবিল আস রা. থেকে বর্ণিত, একবার আমার শরীরে ব্যথা অনুভব করছিলাম, তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এ ব্যাপারে অনুযোগ করলাম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার হাতটি ব্যথার জায়গায় রাখো। এরপর তিন বার বলো— “بِسْمِ اللَّهِ”

তারপর ৭ বার বলো—

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَازِرُ

আ‘উযু বি‘ইয্যাতিল্লা-হি ওয়াকুদরাতিহি, মিন শাররি মা-আজিদু ওয়া উহা-যির।

অর্থ: আমি আল্লাহর সম্মান এবং তার ক্ষমতার আশ্রয় নিচ্ছি, যা আমি অনুভব করি এবং যা আশঙ্কা করিতার অকল্যাণ থেকে।



বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, আমি এমনটাই করলাম, এতে আমার ব্যথা ভালো হয়ে গেল।<sup>২৫</sup>  
উল্লেখ্য, এই দু'আটি অনেকগুলো সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হচ্ছে  
উল্লিখিত রূপটি।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে, আপনি চাইলে একই নিয়মে কয়েকবার রুকইয়াহ করতে পারেন।  
দ্বিতীয়ত: যদি এমন কারও ওপর এই রুকইয়াহ করেন, যাকে স্পর্শ করা হারাম। এক্ষেত্রে  
এগুলো পড়বেন এবং পড়া শেষে ফুঁ দেবেন। ইনশাআল্লাহ এতটুকুই যথেষ্ট হবে।

একটি অভিজ্ঞতা: প্রসঙ্গক্রমে এক ভাইয়ের ঘটনা উল্লেখ করা যায়। তার ঘাড়ে বেশ ব্যথা  
ছিল। কদিন পরপরই এটা হতো। আমরা এই হাদীসটা নিয়ে একদিন রুকইয়াহ সাপোর্ট  
গ্রুপে আলোচনা করি। সেটা দেখে তিনি এভাবে রুকইয়াহ করার পর মন্তব্য করলেন, ভাই  
আমি রুকইয়াহ করলাম। ভালো হলো না তো। আমার ব্যথা তো আছেই। একজন উত্তর  
দিয়েছিলো, আল্লাহ চায়নি তাই ভালো হয় নি। সবর করেন আর আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট  
থাকেন।

এর কয়েকদিন পর তিনি জানালেন, তখন সাথেসাথে ব্যথা যায়নি বটে; কিন্তু ওইদিন  
ঘুমানোর পর যে ব্যথা ভালো হয়েছে এরপর আর সমস্যা হয়নি।

আলহামদুলিল্লাহ, এজন্য দু'আ বা রুকইয়াহ করে তৎক্ষণাৎ ফলাফল দেখতে না পেলে  
হতাশ হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ এর বদলায় হয়তো আরও ভালো কিছু প্রস্তুত রেখেছেন,  
যা এখন আমাদের কল্পনাতেও নেই।

## মানসিক সমস্যার জন্য রুকইয়াহ

মানসিক সমস্যার জন্য কুরআন তিলাওয়াত এবং আল্লাহর নামের যিকির খুব উপকারি।  
সেটা যে ধরনের মানসিক সমস্যা হোক না কেন। আল্লাহ বলেছেন—

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“জেনে রাখো, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরগুলো প্রশান্ত হয়।”<sup>২৬</sup>

মানসিক চাপ, হতাশা (Depression)-জাতীয় সমস্যায় বিশেষভাবে সূরা ইউসুফ এবং  
সূরা আর-রাহমান তিলাওয়াত করা বেশ ফলদায়ক। এছাড়া বিভিন্ন মানসিক সমস্যায় সূরা  
ইয়াসিন, সফফাত, দুখান এবং জিনের সম্মিলিত রুকইয়াহ বেশ উপকারি।

হয়তো বলবেন কুরআন তিলাওয়াত তো আগেও অনেক করেছি বা শুনেছি। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এমনি তিলাওয়াত করা আর রুকইয়াহ বা চিকিৎসার নিয়ত করে তিলাওয়াত করার মাঝে বিস্তর ফারাক আছে।

নিজের সমস্যায় নিজে তিলাওয়াত করলে সবচেয়ে ভালো, বিকল্প হিসেবে কারও তিলাওয়াত শোনা যেতে পারে। এর পাশাপাশি একটু পরে উল্লিখিত পদ্ধতিতে রুকইয়ার পানি খাওয়া, গোসল করা যেতে পারে। আর ঘুমের আগে রোগীর মাথায় রুকইয়ার তেল ব্যবহার করা অনেক উপকারি হবে ইনশাআল্লাহ।

## অনিদ্রা

অনিদ্রা (insomnia) সমস্যার চিকিৎসাতেও সূরা ইয়াসীন, সফফাত, দুখান এবং জিনের রুকইয়াহ শোনা আলহামদুলিল্লাহ খুব বেশি উপকারি (যা ৮ সূরার রুকইয়াহ বলে প্রসিদ্ধ)। অনিদ্রা থেকে মুক্তির জন্য পাশাপাশি এই দুআটি পড়া যেতে পারে—

اللَّهُمَّ غَارَتِ النُّجُومُ ، وَهَدَّاتِ الْعُيُونُ ، وَأَنْتَ حَيٌّ قَيُّومٌ ، لَا تَأْخُذُكَ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ، أَهْدِيْ لَيْلِيْ ، وَأَنْمِ عَيْنِيْ

“হে আল্লাহ, আকাশের তারাগুলো নিভে যাচ্ছে; কিন্তু আমার চোখ এখনও জাগ্রত। আর আপনি চিরজীব ও চিরস্থায়ী, ঘুম বা তন্দ্রা আপনাকে পরাভূত করতে পারে না। হে চিরজীব ও চিরস্থায়ী, আমার রাতকে প্রশান্তিময় করুন এবং আমার চোখে ঘুম এনে দিন।”

যায়দ ইবনু সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু অনিদ্রা সমস্যার কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জানালে তিনি এটা পড়তে বলেন। যায়দ রা. এটা পড়লে তাঁর সমস্যা ভালো হয়ে যায়।<sup>২৭</sup>

মোট কথা, ওযু করে বিছানায় যাওয়া, ঘুমের আগের অন্যান্য মাসনুন আমল করা, দুআ পড়া, আর ৮ সূরার রুকইয়াহ শোনা—এগুলো ঠিকমত করলে ইনশাআল্লাহ অনিদ্রার সমস্যা দূর হয়ে যাবে। তবে যদি জিনের সমস্যার কারণে এটা হয়, তবে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে বা রুকইয়াহ করতে হবে।

## চোখের সমস্যার জন্য রুকইয়াহ

চোখের বিভিন্ন সমস্যার জন্য সূরা কাফ-এর ২২ নম্বর আয়াতের শেষাংশ এবং সাথে সূরা

ফাতিহা বেশ উপকারি। সূরা কাফ-এর আয়াতটি হচ্ছে—

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

“আমি তোমার থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। তাই আজ তোমার দৃষ্টি প্রখর।” ২১৮

সালাত শেষে সূরা ফাতিহা এক বার এবং এই আয়াতটি ৩ বার পড়ুন। এরপর মুখের কাছে হাত নিয়ে ফুঁ দিন, যেন চোখে বাতাস লাগে। অথবা হাতে ফুঁ দিয়ে চোখ মুছে নিন। এভাবে প্রতি সালাতের পরেই করুন। ২১৯

## তোতলামির সমস্যা করণীয়

তোতলামি সমস্যাটাকে আমরা দুইভাগে ভাগ করব—

প্রথমত: জন্মগত বা কোনো রোগের কারণে সৃষ্ট সমস্যা। এক্ষেত্রে পরামর্শ হচ্ছে—

১. দিনে কয়েকবার (সম্ভব হলে প্রতি ওয়াক্তের সালাতের পরেই) হযরত মুসা عليه السلام এর দুআটা পড়া।

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

“হে আমার রব, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন এবং আমার কর্ম সহজ করে দিন, আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।” ২২০

২. সামনের ‘অন্যান্য সাধারণ অসুস্থতার জন্য রুকইয়াহ’ অংশে বলা দুআ এবং আয়াতগুলো পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে প্রতিদিন পান করা।

দ্বিতীয়ত: বদনজরের কারণে সমস্যা। হয়তো কেউ অনেক সুন্দর করে কথা বলত। এরপর দেখা গেল, হঠাৎ সে তোতলামি শুরু করেছে অথবা কথা একদম বন্ধ হয়ে গেছে। বাচ্চা অথবা প্রাপ্তবয়স্ক—উভয়ের ক্ষেত্রেই এমনটা হতে পারে। এরকম অবস্থায় সমস্যা শুরু হওয়ার পর যত দ্রুত রুকইয়াহ করা যাবে, ততই ভালো। আর এ ক্ষেত্রে পরামর্শ হচ্ছে, কিছুদিন বদনজরের জন্য রুকইয়াহ করা, পাশাপাশি পূর্বের দুটি পরামর্শও অনুসরণ করা।

[২১৮] সূরা কাফ : ২২

[২১৯] আমলটি সালাতের পরে করতে বলার কারণ হচ্ছে, ওই সময় দুআ কবুল হয়। রুকইয়াহ যেহেতু এক প্রকার দুআ, তাই সালাত শেষে রুকইয়াহ করলে উপকার বেশি পাওয়া যায়। এ ছাড়া অন্য যেকোনো সময়ও আপনি এটা করতে পারেন।

[২২০] সূরা ত্বহা : ২৫-২৮

## শ্বাসকষ্ট, অ্যালার্জি, ফুসফুসের সমস্যা ইত্যাদির জন্য রুকইয়াহ

অনেক সময় হঠাৎ হাঁপানি হয়, অথবা কাশতে কাশতে দম বের হয়ে যাবে মনে হয়। অ্যালার্জির জন্য হাঁচি হচ্ছে তো হচ্ছেই, থামার নামগন্ধ নেই। চোখ চুলকিয়ে অবস্থা খারাপ হয়ে যায়, ওদিকে আবার ঔষধ খেয়ে খেয়েও বিরক্ত হয়ে যান। হাতের কাছে ঔষধ ও থাকে না, অথবা সাওম রাখার কারণে কিছু খাবার সুযোগ নেই। এমতাবস্থায়, দুই হাত মুনাযাতের মতো করে মুখের কাছে নিন, এরপর হাতের ওপর কয়েকবার (৩/৭ বার) সূরা ফাতিহা পড়ুন। এরপর হাত দুটো দ্বারা অক্সিজেন মাস্কের মতো নাক-মুখ ঢেকে নিয়ে জোরে জোরে শ্বাস নিন। এই কাজটা মনোযোগ দিয়ে কয়েকবার করুন। ইনশাআল্লাহ অবস্থা নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

ব্যাপারটা এমন, যেন আপনার হাতটা নেবুলাইজারের মাস্ক। সেখানে ঔষধও দেওয়া আছে, তা শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে টেনে নিয়ে আপনি উপকৃত হচ্ছেন। দীর্ঘস্থায়ী উপকারের জন্য প্রতিদিন সকাল-বিকাল এই নিয়মে করুন। এর পাশাপাশি চলতি অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদে বলা আয়াত এবং দুয়া পড়ে অলিভ অয়েল আর মধুতে ফু দিয়ে প্রতিদিন বুকে তেল মালিশ করা এবং মধু খাওয়া উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ।

## হাড়ক্ষয় রোগের জন্য রুকইয়াহ

আয়াতে ইজাম হাড়ক্ষয় রোগের চিকিৎসা এবং মেরুদণ্ডের ব্যথায় বিশেষভাবে উপকারি। ইজাম অর্থ হাড়সমূহ। কুরআনের যে আয়াতগুলোতে হাড় শব্দ আছে, সেগুলোকে আয়াতে ইজাম বলে। আয়াতগুলো হচ্ছে—

সূরা বাকারা: ২৫৯, সূরা বনী ইসরাঈল: ৪৯ এবং ৯৮, সূরা মারইয়াম: ৪, সূরা মুমিনুন: ১৪, ৩৫ এবং ৮২, সূরা ইয়াসীন: ৭৮ ও ৭৯, সূরা সফফাত: ১৬ এবং ৫৩, সূরা ওয়াকিয়াহ: ৪৭, সূরা কিয়ামাহ: ৩ ও ৪ এবং সূরা নাযিআত: ১১ নম্বর আয়াত।<sup>১</sup> উল্লেখ্য, এখানে বলা সবগুলো আয়াত পড়তে না পারলে অল্প কিছু আয়াত (যেমন: শুধু সূরা ইয়াসীন এবং সূরা কিয়ামাহর আয়াতগুলো) কয়েকবার পড়ে রুকইয়াহ করা যেতে পারে। যথা—

۱. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٤٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٤٩﴾

২. أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنَّنَا نَجْمَعُ عِظَامَهُ ﴿٥٠﴾ بَلَىٰ قَدَرِينٌ عَلَىٰ أَنْ تُسَوَّىٰ بَنَانُهُ



হাড়ক্ষয় সমস্যার জন্য রুকইয়ার নিয়ম হলো, উল্লিখিত আয়াতগুলো পড়ে হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে আক্রান্ত স্থানে হাত বুলিয়ে নেওয়া। সুস্থ হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন কয়েকবার করে এই নিয়মে রুকইয়াহ করা উচিত। এছাড়া অলিভ অয়েলে ফুঁ দিয়ে, আক্রান্ত স্থানে প্রতিদিন মালিশ করা যেতে পারে। আর সম্ভব হলে হিজামা করানো যেতে পারে, কারণ হাড়ক্ষয়ের চিকিৎসায় হিজামা থেরাপি অনেক কার্যকরী।

## অলমতা, ক্লান্তি, শারীরিক দুর্বলতা ইত্যাদির জন্য রুকইয়াহ

প্রথমে প্রাসঙ্গিক হাদীসটির উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

আলী রা. থেকে বর্ণিত, ফাতিমা রা. এক বার খবর পান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কয়েকজন বন্দি আনা হয়েছে। তিনি আটা পেশার কষ্টের কথা জানিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে একজন খাদিম চাওয়ার জন্য গেলেন (অন্য বর্ণনায় কূপ থেকে পানি তোলার কথাও আছে)। কিন্তু তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পেলেন না, তখন বিষয়টা আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে জানালেন। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলে আয়িশা রা. তাঁকে ব্যাপারটা অবহিত করলেন। (বর্ণনাকারী বলেন,) তখন নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এলেন। আমরা বিছানায় শুয়ে ছিলাম। আমরা (তাকে দেখে) উঠতে লাগলাম। তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় থাকো। আমি আমার বুকে তাঁর পায়ের স্পর্শ অনুভব করলাম। (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বুকের কাছে বসলেন) এরপর বললেন, তোমরা যা চেয়েছ, আমি কি তোমাদের তার চাইতে উত্তম বস্তুর সন্ধান দেব? যখন তোমরা শয্যা গ্রহণ করবে, তখন তেত্রিশ বার ‘আল্লাহ আকবার’ তেত্রিশ বার ‘আলহামদুলিল্লাহ’ এবং তেত্রিশ বার ‘সুবহানাল্লাহ’ বলবে। এটা তোমরা যা চেয়েছ, তোমাদের জন্য তার চাইতে উত্তম হবে।<sup>২২২</sup>

হাদীসটি প্রসিদ্ধ, আমরা অনেকেই জানি। এর ওপর আমল করলে কর্মক্ষমতা বাড়ে, অলসতা দূর হয়, একটুতেই ক্লান্ত হওয়ার ভাব চলে যায়। যদি সালাতে বা অন্যান্য ইবাদাতে আলসেমি লাগে, তখন এই আমল করলে সেটা চলে যায়। এটা আপনি ঘুমের আগেও করতে পারেন, এছাড়া দিনের মধ্যে কোনো সময় ক্লান্তি ভর করলে তাৎক্ষণিক উপকারের জন্য তখনই এই আমলটা করতে পারেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেছিলেন ‘এটা তোমরা যা চেয়েছিলে তার থেকে উত্তম’—কথাটির কারণ খুবই পরিষ্কার। এই তাসবীহগুলোতে ক্লান্তি দূর হচ্ছে, কাজ সহজেই হয়ে যাচ্ছে, খাদেমের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বেঁচে যাচ্ছে। উপরন্তু ১০০ বার তাসবীহ পড়ার জন্য আখিরাতের হিসাবের খাতায় অনেক সওয়াবও জমে যাচ্ছে। এর চেয়ে উত্তম নাসীহাহ আর কী হতে পারে!

## অন্যান্য সাধারণ অসুস্থতার জন্য রুকইয়াহ

বিভিন্ন অসুখ-বিসুখের রুকইয়ার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেক দুআ-কালাম পাওয়া যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগীর মাথায় বা কপালে হাত রেখে এসব পড়তেন। কখনো এসব পড়ে অসুস্থ ব্যক্তিকে ফুঁ দিতেন, আবার কখনো শরীরে হাত বুলিয়ে দিতেন। কলেবর বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে বিধায় সব এখানে লেখা সম্ভব নয়। এজন্য কুতুবে সিভার হাদীসগ্রন্থগুলো, বিশেষত তিরমিযি শরীফের চিকিৎসা অধ্যায় দেখা যেতে পারে।

আর প্রতিটা রোগের জন্য আলাদা আলাদা রুকইয়ার নিয়ম, বিশেষ বিশেষ দুআ বা আয়াত উল্লেখ করা তো মুশকিল। উপরন্তু বিভিন্ন রোগের আমালে কোরআনি বিষয়ে যেহেতু আরও বই আছে, তাই এ প্রসঙ্গে এখানে আলোচনা দীর্ঘ না করে সংক্ষেপে কিছু মৌলিক পদ্ধতি বলে দেওয়া হচ্ছে। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে একটু মাথা খাটিয়ে কাজ করলে ইনশাআল্লাহ এতটুকুই অনেক ফলদায়ক হবে।

কুরআন থেকে প্রসিদ্ধ কিছু রুকইয়াহ—

১. সূরা ফাতিহা;

২. সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস;

৩. এ ছাড়া ৬টি আয়াতে শিফা পড়া যেতে পারে—সূরা তাওবাহ: ১৪, ইউনুস: ৫৭, নাহল: ৬৯, বনী ইসরাঈল: ৮২, শুতুর্  আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন [www.boimate.com](http://www.boimate.com) মীম সাজদা: ৪৪।

১. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

২. وَشِفَاءً لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

৩. يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ

৪. وَنُزْلٌ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

৫. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

৬. قُلْ هُوَ الَّذِي آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً

এর পাশাপাশি কিছু হাদীসের দুআ পড়া উচিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত অনেক দুআ আছে। এর মধ্যে কয়েকটি হলো—

১. اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهَبِ الْبَاسَ إِشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

২. بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ ، اللَّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ

৩. بِاسْمِ اللَّهِ يُبْرِيكَ ، وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ، وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ

৪. بِسْمِ اللَّهِ (৩ বার)

أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَازِرُ (৭ বার)

৫. أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، أَنْ يَشْفِيكَ (৭ বার)

এছাড়া অন্যান্য নবীদের কিছু দুআ পড়া যেতে পারে—

১. رَبِّ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

২. رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

৩. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ۖ يٰذَا الْجَلَالِ ۖ يٰذَا الْإِكْرَامِ

রুকইয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি—

১. এগুলো পড়ে সরাসরি রোগীকে ফুঁ দেওয়া। বিশেষত যে অঙ্গ আক্রান্ত, সেখানে ফুঁ দেওয়া।

২. রোগীর মাথায় হাত রেখে এগুলো পড়া, অথবা ব্যথার জায়গা বা আক্রান্ত অঙ্গে হাত রেখে পড়া।

৩. এসব পড়ার পর কালোজিরার তেল বা অলিভ অয়েলের ওপর ফুঁ দেওয়া, এরপর যে অঙ্গ আক্রান্ত সেখানে মালিশ করা।

৪. পড়ার পর পানিতে ফুঁ দিয়ে প্রতিদিন কয়েকবেলা খাওয়া। গোসলের পানিতে ফু দিয়ে অথবা রুকইয়ার পানি মিশিয়ে গোসল করা। পানি প্রস্তুতের সময় নিয়ত করে নেয়া যে আমি অমুক রোগের জন্য রুকইয়াহ করছি।

৫. মধু, কালোজিরা অথবা ডাক্তারের দেওয়া কোনো ওষুধে এগুলো পড়ে ফুঁ দিয়ে খাওয়া। অয়েন্টমেন্ট বা ক্রিমে ফুঁ দিয়ে আক্রান্ত স্থানে ব্যবহার করা।

এসবের পাশাপাশি সুস্থতার নিয়তে রুকইয়ার আয়াতগুলো তিলাওয়াত করা অথবা রুকইয়ার নিয়াতে কোন তিলাওয়াত শোনা।

সারকথা হচ্ছে, ডাক্তারের চিকিৎসা নেওয়ার পাশাপাশি উপরিউক্ত এক বা একাধিক পদ্ধতিতে রুকইয়াহ করা। আর অবশ্যই আল্লাহর কাছে তাহাজ্জুদ এবং অন্যান্য সালাত পড়ে বেশি বেশি দুআ করা এবং দান করা। আল্লাহ চায় তো সুস্থতার জন্য এগুলো যথেষ্ট হবে।

শেষে দুটি কথা, যেহেতু আল্লাহর ফায়সালা এবং তাকদীরের পর মানুষ সবচেয়ে বেশি মারা যায় বদনজরের কারণে। <sup>২২৩</sup> সুতরাং অনেক রোগের পেছনেই দায়ী থাকে বদনজর। তাই ওষুধ বা ডাক্তারের চিকিৎসায় আশানুরূপ ফায়দা হচ্ছে না মনে হলে, চিকিৎসা চালু রেখে বদনজরের রুকইয়াহ করা উচিত। আর রোগ একটু জটিল হলে এক্ষেত্রে ৭দিনের ডিটক্স রুকইয়াহ করা যেতে পারে। ইনশাআল্লাহ অনেক উপকার হবে।



# পরিশিষ্ট

## শিশুদের জন্য যেভাবে রুকইয়াহ করবেন

ছোট বাচ্চাদের ওপর রুকইয়াহ করা বেশ সহজ। উপরন্তু তাদের গুনাহ থাকে না বিধায় রুকইয়াহ করলে অল্পতেই অনেক বেশি উপকার হয়।

প্রথমত: বাচ্চাদের সাথে কোন তাবিজ-কবচ, নজর লাগার টিপ থাকলে নষ্ট করার ব্যবস্থা করুন। কোন সমস্যা না থাকলেও এসব জিনিসের কারণে সমস্যা তৈরি হয়।

দ্বিতীয়ত: ঘরে কোন প্রাণীর ছবি, পুতুল, বাদ্যযন্ত্র বা এমন কিছু যেন না থাকে, যা রহমতের ফেরেশতা প্রবেশে প্রতিবন্ধক।

তৃতীয়ত: বাচ্চাদের সরাসরি জিন বা জাদুর সমস্যা খুব কম হয়, তাই একটু অস্বাভাবিক আচরণ দেখলেই ঘাবড়ানোর কিছু নেই। হ্যা! বদনজর লাগতে পারে, এজন্য বদনজরের রুকইয়াহ করতে পারেন।

আরেকটি বিষয় হলো, যেহেতু সমস্যা অনেক কারণেই হয়, তাই নির্দিষ্টভাবে বদনজরের নিয়াম না করে, যে সমস্যা হচ্ছে সেই নিয়ামে রুকইয়াহ করাই ভালো। তবে নিশ্চিতভাবে বোঝা গেলে ভিন্ন কথা।

বাচ্চাদের রুকইয়ার নিয়ম খুবই সহজ— কাছে ডেকে স্বাভাবিকভাবে বসান, অথবা কোলে নিন। আপনার সম্পূর্ণ মনযোগ বাচ্চার প্রতি নিবদ্ধ করুন। এরপর মাথায় হাত রেখে কয়েকবার রুকইয়ার দোয়া বা আয়াতগুলো পড়ুন। পড়ার মাঝেমাঝে ফুঁ দিন। এতটুকুই! হাদীসে বর্ণিত এই দোয়াটি পড়তে পারেন:

أَعِزُّكُمْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلِّ غَيِّ  
لَآمَةٍ

উচ্চারণ: উ ‘ইয়ুকুম বিকালিমা-তিল্লা-হিত্তা-স্মাহ, মিন কুল্লি শাইত-নিন ওয়াহা-স্মাহ, ওয়ামিন  
কুল্লি ‘আইনিন লা-স্মাহ।

সাথে সূরা ফাতিহা এবং তিন কুল পড়া যায়। এছাড়া এই কিতাবের বিভিন্ন যায়গায় লেখা

দুআ বা আয়াতগুলো থেকেও পড়তে পারেন।

প্রয়োজনে পরপর কয়েকদিন সকাল বিকাল রুকইয়াহ করুন। পানি বা খাবারে ফুঁ দিয়ে খাইয়ে এবং গোসল করিয়ে দিন।

তবে সমস্যা যদি জটিল হয়, অর্থাৎ জাদু অথবা জিনের আসরের লক্ষণগুলো প্রকট আকারে দেখা যায়। তাহলে বড়দের মত একটু দীর্ঘ সময় রুকইয়াহ করা এবং সাপ্লিমেন্ট ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে।

এক্ষেত্রে বাচ্চার বয়স, শারিরীক এবং মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে পরিমাণে কম-বেশি করতে হবে। প্রয়োজনে ৭ দিনের ডিটক্স রুকইয়াহও করানো যাবে।

খেয়াল রাখার বিষয় হলো,

১. রুকইয়ার সময় বাচ্চাদের কখনো মারধর করবেন না।
২. একই যায়গায় বা একইভাবে বসে থাকতে বাধ্য করবেন না। এমন কোন কাজ করবেন না, যাতে সে ঘাবড়ে যাবে।
৩. জিন বা শয়তানের ব্যাপারে ভয় না দেখিয়ে সাহস দিন। গল্পে গল্পে আল্লাহর কালামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং শয়তানদের দুর্বলতা বোঝান।
৪. একদম শুরু থেকেই ছোট ছোট জিকির-আজকারগুলো মুখস্ত করান এবং সেগুলো পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন।
৫. সকাল-সন্ধ্যার আমলগুলো সে নিজে না করতে পারলে অন্য কেউ পড়ে ফুঁ দিয়ে দিন।
৬. পরিবারের সবাই পাক-সাফ থাকার প্রতি গুরুত্ব দিন।
৭. আর ছোট থেকেই মসজিদে গিয়ে জামাতে নামাজ পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

# আল-আশফিয়া: ৭ দিনের রুকইয়াহ ডিটক্স প্রোগ্রাম

আশফিয়া—‘শিফাউন’-এর বহুবচন। শিফা অর্থ আরোগ্য বা cure। কুরআনুল কারীম এবং হাদীসে যেসব মেডিসিন এবং ঔষধি গাছ-গাছড়াকে বিশেষভাবে শিফা বা বরকতময় বলা হয়েছে, ৭ দিনের এই ডিটক্স প্রোগ্রামটি হচ্ছে সেগুলোর একটি সম্মিলিত প্রয়োগ। এজন্যই এটার নাম রাখা হয়েছে ‘আল-আশফিয়া’; আরোগ্যসমগ্র অথবা The (Collection of) Cures।

আমাদের আলোচ্য প্রেসক্রিপশনটি শাইখ আদিল বিন তাহির মুকবিল (হাফিযাহুল্লাহ)-এর দেওয়া। জাদু, জিন, বদনজর তো বটেই; এর পাশাপাশি অন্যান্য শারীরিক রোগব্যাদির চিকিৎসাতেও এটা খুব উপকারি।

কারও যদি অনেক ধরনের সমস্যা একইসাথে হয়, কিংবা এক ধরনের সমস্যাই অনেক বেশি হয়, তখন সেটাকে একটা সহনীয় মাত্রায় আনার জন্য প্রাথমিকভাবে আমরা ডিটক্স রুকইয়াহ করার পরামর্শ দিয়ে থাকি। এছাড়া এই ডিটক্স প্ল্যান উস্তায় মুহাম্মাদ তিম হান্বলের সার্বজনীন পূর্ণ রুকইয়াহ প্রোগ্রাম-এরও অন্তর্ভুক্ত, যা এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

## ক. আমাদের যা যা দরকার হবে—

### ১. পানি (সাড়ে তিন বা চার লিটার)

-যমযমের পানি হলে সবচেয়ে ভালো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এর মাঝে শিফা আছে।<sup>২২৪</sup>

-নইলে বৃষ্টির পানি। আল্লাহ তাআলা এটাকে বরকতময় বলেছেন।<sup>২২৫</sup>

-এসব না পেলে সাধারণ পানি হলেও চলবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ পানিও চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করেছেন।<sup>২২৬</sup>

যমযম বা বৃষ্টির পানি অল্প পরিমাণে থাকলে বরকতের জন্য সাধারণ পানির সাথে মিশ্র

[২২৪] আল-মুজাম্মুল আওসাত

[২২৫] সূরা ক্বাফ, আয়াত : ৯

[২২৬] আবু দাউদ : ৩৮৮৫

করা যেতে পারে। আর একসাথে এত পানি রাখতে না পারলে প্রথমে ২লিটার পানি প্রস্তুত করুন। এটা ব্যবহার শেষে আবার প্রস্তুত করবেন। তবে এই পানির সাথে নতুন পানি মেশানো উচিত হবে না।

## ২. অলিভ অয়েল (১০০মিলি লিটার)

কুরআনুল কারীমে যাইতুনের তেলকে বরকতময় বলা হয়েছে।<sup>২২৭</sup>

-সবচেয়ে ভালো হয় ফিলিস্তিনের এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল হলে।

-নইলে শরীরে ব্যবহারের উপযোগী ভালো মানের যেকোনো অলিভ অয়েল।

## ৩. মধু (২৫০ গ্রাম)

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, মধুর মধ্যে মানুষের জন্য আরোগ্য রয়েছে।<sup>২২৮</sup>

যথাসম্ভব খাঁটি মধু। এক্ষেত্রে পরিচিত কারও মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারেন। নির্ভরযোগ্য কোনো অনলাইন শপের সহায়তা নিতে পারেন। অথবা যেকোনো ভালো ব্র্যান্ডের মধু হতে পারে।

## ৪. কালোজিরা (৫০ গ্রাম)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কালোজিরা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের আরোগ্য।<sup>২২৯</sup>

এটাও ভালো মানের হওয়া উচিত, আর সম্ভব হলে ব্যবহারের আগে কালোজিরার ময়লা ঝেড়ে ফেলা উত্তম।

## ৫. তিলাওয়াতের জন্য কুরআন শরীফ

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, বিশ্বাসীদের জন্য কুরআনের মধ্যে রয়েছে শিফা এবং রহমত।<sup>২৩০</sup>

এসব সংগ্রহ করা হয়ে গেলে আমরা কাজ শুরু করতে পারি।

## খ. প্রস্তুতকরণ

উপকরণগুলো হাতের কাছে রেখে নিচের আয়াতগুলো পড়ুন এবং সেগুলোতে ফুঁ দিন—

[২২৭] সূরা নূর, আয়াত : ৩৫

[২২৮] সূরা নাহল, আয়াত : ৬৯

[২২৯] তিরমিযী : ২০৪১

[২৩০] সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত : ৮৬

১. সূরা ফাতিহা—৭বার অথবা ৩ বার

২. আয়াতুল কুরসী—৭বার অথবা ৩ বার

৩. সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস—সব তিন বার করে

৪. সূরা বাকারা সম্পূর্ণ

-এক বসাতেই পুরোটা পড়ে শেষ করতে হবে—এমন বাধ্যবাধকতা নেই। একবারে যতটুকু পারবেন, পড়বেন। কোনো কাজ থাকলে প্রয়োজনে উঠে যাবেন। সেটা শেষ করে এসে বাকিটা পড়বেন। প্রয়োজনে দুই দিন সময় নিয়ে প্রস্তুত করবেন। এরপর ডিটক্স শুরু করবেন।

-এই সূরাগুলো পড়ুন, আর মাঝে মাঝে পানি, অলিভ অয়েল, মধু এবং কালোজিরাতে ফুঁ দিন।

৫. শেষে কিছু দুআ এবং আয়াতে শিফা পড়ুন, যেগুলো শারীরিক অসুস্থতার রুকইয়ায় বলা হয়েছে। এছাড়া গ্রন্থের শেষে রুকইয়ার আয়াতের সাথে কিছু দুআ রয়েছে, সম্ভব হলে সেগুলোও দেখা যেতে পারে।

উল্লেখ্য, সূরা বাকারা পড়ার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্ব দিয়েছেন—

حَدَّثَنِي أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
... اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرْكََةٌ وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ  
قَالَ مُعَاوِيَةُ بَلَّغْنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ

“আবু উমামা বাহিলি রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সূরা বাকারা তিলাওয়াত করো। কেননা, তা গ্রহণ করা বরকতের এবং ছেড়ে দেওয়া আফসোসের। আর জাদুকররা তার সাথে পেরে ওঠে না। বর্ণনাকারী মুয়াবিয়া বলেন, আমার নিকট পৌঁছেছে, এখানে বাতিল অর্থ জাদুকর।” ২৩১

আর উল্লিখিত অন্য সূরাগুলোর ব্যাপারে পূর্বেও আলোচনা হয়েছে, যেমন: সূরা ফাতিহাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সত্য রুকইয়াহ। (আবু দাউদ) অন্য একজন সাহাবীকে বলেছেন, তুমি কীভাবে জানলে, এটা রুকইয়াহ। (বুখারী) আয়াতুল কুরসী কুরআনের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আয়াত (মুসলিম) এবং এটা শয়তান থেকে হেফাজতের

মাধ্যম (বুখারী)। সূরা ইখলাস, ফালাক এবং নাস দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্য রুকইয়াহ করেছেন, অন্যদের ওপরও করেছেন। (বুখারী)

এই ধাপগুলো ঠিকঠাক শেষ করে থাকলে বলা যায় যে, আপনি ৭ দিনের ডিটক্স প্রোগ্রাম শুরু করার জন্য প্রস্তুত।

## গ. কীভাবে ব্যবহার করবেন?

- প্রথম তিনদিন

১. ঘুমের আগে মাথার তালু থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত, অর্থাৎ পুরো শরীরে রুকইয়ার অলিভ অয়েল মেখে নিন।

২. এরপর সাতটা কালোজিরা চিবিয়ে খান। আধা গ্লাস (১২০-১২৫ মিলি) রুকইয়ার পানিতে এক চা চামচ মধু নিন, এরপর এটা গুলিয়ে খেয়ে ফেলুন।

৩. যথাসম্ভব সকাল-সকাল গোসল করবেন। গোসলের পানিতে প্রথমে এক গ্লাস (২২০ মিলি বা ১ পোয়া) রুকইয়ার পানি মিশিয়ে নিন। এরপর সাবান দিয়ে ভালোভাবে গোসল করুন।

৪. গোসলের পর আবার সাতটা কালোজিরা চিবিয়ে খান। তারপর আধ গ্লাস রুকইয়ার পানিতে এক চা চামচ মধু গুলিয়ে খেয়ে ফেলুন।

৫. সুস্থতা লাভের নিয়তে দিনের অন্য যেকোনো সময়ে কিছুক্ষণ রুকইয়াহ শুনুন, অথবা অভিজ্ঞ কারও পরামর্শ নিয়ে আপনার সমস্যা অনুযায়ী কোনো রুকইয়াহ শুনুন।

- পরের ৪ দিন মধু, পানি ও কালোজিরা খাওয়া এবং গোসলের ক্ষেত্রে একই নিয়ম অনুসরণ করুন। তবে ঘুমের আগে শরীরের যেসব জায়গায় সমস্যা কিংবা ব্যথা আছে, শুধু সে জায়গাগুলোতে অলিভ অয়েল মাখবেন।

## ঘ. এই কয়দিনে কী আশা করা যায়?

প্রথম দিন হয়তো তেমন কিছু অনুভব করবেন না। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিন সমস্যা বাড়তে পারে। যেমন: প্রচণ্ড দুর্বল লাগা, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা করা, মেজাজ খারাপ হয়ে থাকা ইত্যাদি। তবে ব্যতিক্রম হতে পারে। এসব প্রতিক্রিয়া প্রথম দিন থেকে শুরু হয়ে ৫ম দিন পর্যন্তও থাকতে পারে। তবে আশা করা যায় যে ৪র্থ বা ৫ম দিন থেকে সমস্যা কমতে শুরু হবে এবং ৭ দিনের প্রোগ্রাম শেষ হলে আপনি অনেকটাই সুস্থ

হয়ে যাবেন। সপ্তাহ শেষে আপনার অনেক সমস্যা অতীত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। যদি ৭ দিন পরেও আপনার যথেষ্ট উন্নতি দেখা না যায় তাহলে আপনার উচিত হবে, লাগাতার কয়েক মাস সার্বজনীন পূর্ণ রুকইয়াহ প্রোগ্রাম অনুসরণ করা। কিংবা অভিজ্ঞ কারও সাথে পরামর্শ করে নির্দিষ্ট সমস্যার জন্য রুকইয়াহ করা।

## ৩. আরও কিছু কথা

১. কালোজিরা চিবিয়ে খেতে সমস্যা হলে মধু এবং পানির সিরাপের সাথে গুলিয়ে খাবেন। অথবা গুড়া করেও খেতে পারেন।
২. একদম ছোট বাচ্চাকে ডিটক্স করলে মধু বাদ দেবেন, অথবা খুবই সামান্য দেবেন। পানি বেশি না খেতে চাইলে অর্ধেক কমিয়ে দেবেন। আর কালোজিরা গুড়া করে একসাথে গুলিয়ে খাওয়াবেন।
৩. ডিটক্সের সাথে প্রতিদিন রুকইয়াহ শোনা আবশ্যিক না, তবে শুনতে পারলে উপকার বেশি হবে।
৪. সাওম রেখে রুকইয়াহ ডিটক্স করতে চাইলে সকালের মধু-পানি-কালোজিরা সাহরির সময়ের শেষের দিকে খাবেন, দিনের বেলায় গোসল করবেন। আর রাতের রুটিন স্বাভাবিক নিয়মেই পালন করবেন।
৫. শীতকালে সকাল-সকাল গোসল করতে কষ্ট হলে হালকা গরম পানি ব্যবহার করতে পারেন, একান্ত অপারগ হলে একটু দেহিতে গোসল করতে পারেন; এতে সমস্যা নেই।
৬. অন্য কেউ উপাদানগুলো প্রস্তুত করে দিলে বা আগে থেকেই প্রস্তুত করা থাকলে মেয়েরা তাদের পিরিয়ডের সময়ও ডিটক্স রুকইয়াহ করতে পারবে। এতে কোনো সমস্যা নেই।
৭. সপ্তাহ শেষে বেঁচে যাওয়া উপাদান দিয়ে চাইলে পরে আবার ডিটক্স করতে পারবেন। অথবা অন্যান্য স্বাভাবিক কাজেও ব্যবহার করতে পারবেন।
৮. এই রুটিন অনুসরণের পাশাপাশি আপনার উচিত হবে, পুরো সপ্তাহ বেশি বেশি ইস্তিগফার করতে থাকা এবং প্রতিদিনের মাসনূন আমলগুলো করা। আর সমস্যা থেকে মুক্তি এবং সুস্থতা চেয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করা।
৯. এই ৭ দিন হাতের কাছে একটি ডায়েরি বা খাতা রাখুন। খুব সংক্ষেপে আপনার অবস্থা

নোট করুন, যেন সপ্তাহ শেষে অভিজ্ঞ কারও সাথে সেটা শেয়ার করতে পারেন।


১০. ৭ দিনের এই প্রোগ্রাম প্রথম রাত থেকে শুরু করে ৭ম দিন গোসলের মাধ্যমে শেষ করা উচিত।

## সার্বজনীন পূর্ণ রুকইয়াহ প্রোগ্রাম

এবার আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি, এটাকে “Common Full Ruqyah Program” বলা যায়, যা উস্তায় মুহাম্মাদ তিমের প্রবন্ধ থেকে আমি নিজের ভাষায় বর্ণনা করছি।

একটু খোলাসা করে বললে, এটি একটি সার্বজনীন রুকইয়াহ গাইড, যা জাদু জিন বদনজর অথবা অন্যান্য যেসব সমস্যার জন্য সচরাচর রুকইয়াহ করা হয়, তার সবগুলোতে আক্রান্তদের জন্য অনুসরণযোগ্য। তাই যাদের সমস্যা অনেক প্রকারের, আর বুঝতে পারছেন না যে, কী করা উচিত, তারা প্রতিটা সমস্যার জন্য বিশেষ বিশেষ রুকইয়ার নিয়ম অনুসরণ না করে এককভাবে এই পরামর্শ অনুসরণ করে দেখুন। ইনশাআল্লাহ যথেষ্ট উপকার হবে।

ক. যিনি রুকইয়াহ করবেন

১. আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার ওপর তাকে পূর্ণ ভরসা রাখতে হবে।
২. অবশ্যই প্রতিদিনের ফরয-ওয়াজিব ইবাদাতগুলো করতে হবে, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের প্রতি যথাসম্ভব যত্নবান হতে হবে।
৩. প্রতিদিনের মাসনূন আমলগুলো গুরুত্বের সাথে করতে হবে। শুধু তাই না, এগুলোকে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে।
৪. সাথে কোনো তাবীজ রাখা যাবে না। আগে ব্যবহার করেছে—এ রকম কোনো তাবীজ থাকলে জাদু বিষয়ক অধ্যায়ে বলা নিয়মে নষ্ট করে ফেলতে হবে।
৫. বাড়ির পরিবেশ যতদূর সম্ভব পবিত্র রাখতে হবে। কোনো প্রাণীর ছবি, ভাস্কর্য, কুকুর বা এমন কিছু রাখা যাবে না, যা রহমতের ফেরেশতা প্রবেশে বাধা হয় আর শয়তান প্রবেশের কারণ হয়।
৬. সমস্যা একদম দূর হওয়া পর্যন্ত  ভরসা করে সবরের সাথে রুকইয়াহ



চালিয়ে যেতে হবে।

৭. যথাসম্ভব গুনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে, আর সুস্থতার জন্য আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দুআ করতে হবে।

খ. প্রতিদিন যা করবেন

১. প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা এবং ঘুমের আগের মাসনুন আমল সঠিকভাবে করা।

মেয়েদের অনেকে পিরিয়ডের সময় মাসনুন আমলগুলো করেন না। এটা মোটেও ঠিক না। সেসময় শয়তানের ক্ষতি থেকে বাঁচার আমলগুলো আরও গুরুত্ব দিয়ে করা উচিত। পিরিয়ডের সময় কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া অন্য দুআ পড়তে মানা নেই।

২. রুকইয়াহ করার নিয়তে প্রতিদিন কমপক্ষে পৌনে এক ঘণ্টা কুরআন তিলাওয়াত করা। সম্ভব হলে আরও বেশি পড়া।

বিভিন্ন রুকইয়ার আয়াত রাখুন আপনার তিলাওয়াত লিস্টে। সম্ভব হলে সূরা বাকারা পড়ুন, অথবা কুরআনের যেখান থেকে ইচ্ছা, তিলাওয়াত করুন। আর সময় কম পেলে সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, ইখলাস, ফালাক এবং নাস বারবার পড়ে উল্লিখিত সময় পূরণ করবেন। একান্ত অপারগ হলে বা সুযোগ না থাকলে অডিও শুনবেন। তবে এ ক্ষেত্রে দ্বিগুণ সময় শোনা উচিত। চাইলে কিছুক্ষণ নিজে পড়ে বাকি কিছুক্ষণ অডিও শোনা যেতে পারে।

৩. বেশি বেশি ইস্তিগফার করা। প্রতিদিন কমপক্ষে ৭০ থেকে ১০০ বার ইস্তিগফার করা উচিত।

৪. সুস্থতার জন্য প্রতিদিনই আল্লাহর কাছে দুআ করা।

গ. প্রতি সপ্তাহে যা করবেন

বাড়িতে প্রতি সপ্তাহ অন্তত ১ দিন সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা। উত্তম হচ্ছে, প্রতি তিন দিনে একবার পড়া। আর এই তিলাওয়াতটা সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি করলে সবচেয়ে ভালো। নইলে অন্য কেউ তিলাওয়াত করার সময় সে শুনলেও চলবে।

তবে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজে যদি পড়তে না পারে আর সহায়তা করার মতো কাউকে পাওয়াও না যায়, তাহলে অপারগতা হেতু অডিও শোনা যেতে পারে। কিন্তু তিলাওয়াত করা সম্ভব হলে অবশ্যই তিলাওয়াত করা উচিত।

## ঘ. প্রতি মাসে যা করবেন

রোগীকে প্রতিমাসে কমপক্ষে ১ বার, আর সমস্যা বেশি হলে মাসে ২ বার আশফিয়া: ৭ দিনের ডিটক্স প্রোগ্রাম অনুসরণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে এক সপ্তাহ করার পর এক-দেড় সপ্তাহ বাদ দিয়ে তারপর আরেকবার করা ভালো। বিরতিহীনভাবে লাগাতার রুকইয়াহ ডিটক্স করতে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।

## ঙ. যে কাজ মাঝেমধ্যে করা উচিত

১. হিজামা করা। রুকইয়াহ থেকে সর্বোত্তম ফল পেতে হিজামা করানো উচিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের বলেছিলেন, ‘তোমরা যেসব চিকিৎসা করো, তার মধ্যে হিজামা হলো সবচেয়ে সেরা।’ <sup>২৩২</sup> রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও বিভিন্ন রোগের জন্য হিজামা করিয়েছেন। এমনকি যখন জাদুতে আক্রান্ত হয়েছেন, জাদু কেটে যাওয়ার পর ভালোভাবে সুস্থতার জন্যও হিজামা করিয়েছেন। অনেকের ক্ষেত্রে রুকইয়ার সাথে হিজামা করানোর পরই কেবল পরিপূর্ণ সুস্থতা পাওয়া যায়। আর এজন্য জাদু-জিন ইত্যাদি সংক্রান্ত সমস্যার জন্য হিজামা থেরাপিতে অভিজ্ঞ দ্বীনদার কারও সহায়তা নিন।

২. নিয়মিত আপডেট জানানো। যারা এই দীর্ঘ রুটিন অনুসরণ করবেন, তাদের উচিত হবে, একটি খাতা বা ডায়েরি হাতের কাছে রাখা। সেখানে প্রতিদিনের অবস্থা এক-দুই লাইনে লিখে রাখা। কিছুদিন পরপর যিনি আপনাকে রুকইয়ার ব্যাপারে গাইড করবেন, তাকে অথবা রুকইয়াহ সাপোর্ট গ্রুপে আপনার অবস্থার আপডেট জানানো।

মোট কথা, আপনার সার্বিক অবস্থা নিয়ে অভিজ্ঞ কারও সাথে নিয়মিত পরামর্শ করে সে অনুযায়ী রুকইয়াহ চালিয়ে যাওয়া কিংবা বন্ধ করা অথবা প্ল্যান পরিবর্তন করা উচিত।

আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে হেফাজত করে এবং রোগ থেকে সুস্থতা দান করেন। আমীন।

## শেষের পাতা

পাঠকদের সুবিধার্থে রুকইয়াহ শেষ করা প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ দুটো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর আলোচনা করা হচ্ছে। প্রবন্ধ দুটি মূলত উস্তায মুহাম্মাদ তিম হাম্বলের, ভাষান্তরের পর প্রয়োজনীয় সম্পাদনা এবং সংযোজন শেষে পাঠকদের জন্য প্রকাশ করা হচ্ছে।

সুস্থ হতে আমার এত দেরি লাগছে কেন?

অনেকে দীর্ঘদিন ধরে রুকইয়াহ করেন, সব নির্দেশনা ঠিকমতোই অনুসরণ করেন। এরপরও দেখা যায় সুস্থ হতে দেরি লাগছে। কেউ আবার কয়েকদিন বা সারা সপ্তাহে কয়েক মিনিট রুকইয়াহ করেই জিঞ্জেস করেন, আমার এত দেরি লাগছে কেন?

এখানে অনেকেই যে ভুলটা করে থাকেন, সেটার ব্যাখ্যা দিচ্ছি। তারা ভাবেন, যেহেতু আমি সঠিক পদ্ধতিতেই রুকইয়াহ করছি, সুতরাং দুই দিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এটা আর কিছুই না, আশা আর বাস্তবতার ফারাক। যদি ডাক্তার কাউকে বলে, আপনার ক্যান্সার হয়েছে, কেমোথেরাপি দরকার। তখন কি সে একবার থেরাপি দিয়েই সুস্থ হয়ে যাওয়ার আশা করবে? নাকি ডাক্তারকে এক সপ্তাহ পরেই বলবে যে, আমি কেন সুস্থ হচ্ছি না? না, সে এমনটা করবে না। কারণ, সে ধরেই নিয়েছে, তাকে পুরো এক বা দুই বছর চিকিৎসা নিতে হবে। আর এরপর সে সুস্থ হবে।

নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলি। আমি মাত্র তিনদিন রুকইয়াহ করে জাদু-আক্রান্ত ব্যক্তিকে সুস্থ হতে দেখেছি, আবার এমনও দেখেছি দুই বছর ধরে রুকইয়াহ করছে; কিন্তু এখনও সব সমস্যা ভালো হয়নি। আধঘণ্টার রুকইয়াহে যেমন শরীর থেকে জিন চলে যেতে দেখেছি, তেমনি এটাও দেখেছি, প্রতিদিন ৪-৫ ঘণ্টা করে এক সপ্তাহ রুকইয়াহ করার পর জিন সরেছে; এরপরও সব লক্ষণ দূর হয়নি। এমন রোগীও দেখেছি প্রায় বছরখানেক ধরে নিয়মিত রুকইয়াহ করেছে, জাদুকর বারবার জাদু করেছে, জিন পাঠিয়েছে, একের পর এক জিন এসেছে আর তাওবাহ করে বিদায় হয়েছে, কোনো জিন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চলে গেছে, আর কোনো জিনের ক্ষেত্রে কয়েক সপ্তাহও লেগেছে! আর কোন যেতে অস্বীকার করেছে, রুকইয়াহ করতে করতে একপর্যায়ে মরে গেছে। (আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন)

সুতরাং আপনার বিশ্বাস করা উচিত, সমস্যার বিস্তৃতি এবং গভীরতা অনুযায়ী সুস্থ হতে কম-বেশি সময় লাগতে পারে। তাই কদিন রুকইয়াহ করার পরই আশা ছেড়ে দেওয়া যাবে না। অতি আশা ছেড়ে আপনাকে বাস্তবতা মেনে নিতে হবে।

দ্বিতীয়ত: এই চিকিৎসা আপনার ও শয়তানের বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ। এই যুদ্ধে অনেকগুলো ছোট ছোট লড়াই আছে, সে লড়াইয়ে কখনো আপনি জিতবেন, কখনো আপনি হারবেন। এই সব কিছুর পেছনে আল্লাহর হিকমাহ লুকিয়ে আছে। আপনার কাজ হবে চেষ্টা করে যাওয়া। ফায়সালা আল্লাহর হাতে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন এমন ব্যক্তি, যিনি আল্লাহর ওপর বিশ্বাসের দিক থেকে পরিপূর্ণ, যার দুআ কবুল করা হতো, যিনি কবীরা গুনাহ থেকে মুক্ত, যার ভবিষ্যত ও অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে; এতকিছুর পরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ বছরেরও বেশি সময় তার শত্রুর বিরুদ্ধে মেহনত এবং যুদ্ধ করেছেন। দুনিয়ার বুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে নিখুঁত মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাঁকে এবং তার সঙ্গীদের বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে পরীক্ষা করেছেন। এরপরই মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছে। আল্লাহ এ সম্পর্কে কুরআনে বলেছেন—

ع

إِنْ يَسْأَلُكُمْ قَوْمٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“যদি তোমরা আহত হয়ে থাকো, তেমনি তো তারাও আহত হয়েছে। এবং এই (জয়-পরাজয়ের) দিনগুলোকে আমরা মানুষের মধ্যে পালাক্রমে বদল করি, যেন আল্লাহ জেনে নিতে পারেন, কারা ঈমান এনেছে। আর তিনি তোমাদের মধ্যে থেকে কাউকে শহিদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ জালিমদের ভালোবাসেন না।” ২৩৩

এই আয়াতে আল্লাহ ব্যাখ্যা করেছেন, কেন উহুদের যুদ্ধে কাফিররা সীমিতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছিল। এভাবে আল্লাহ তাআলা মাঝেমাঝে তাঁর শত্রুদের অবকাশ দেন, যাতে তিনি মুসলিমদের ঈমানকে পরীক্ষা করতে পারেন আর কতককে শহিদ হিসেবে কবুল করে নিতে পারেন। এটাই আল্লাহর হিকমাহ।

তাই একজন রোগীকে এই ব্যাপারে ধৈর্য ধরতে হবে, সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করে যেতে হবে, আর আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতে হবে। আল্লাহ যখন চাইবেন, সুস্থতা দেবেন, অথবা চাইলে পরীক্ষা করবেন। ফলে আক্রান্ত অবস্থাতেই মৃত্যু হবে। এর প্রতিদান আল্লাহ আখিরাতে দেবেন।

আবু সান্দ্বদ খুদরী এবং আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলিম ব্যক্তির ওপর যে সকল কষ্ট, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা এবং পেরেশানি আপতিত হয়, এমনকি যদি তার দেহে একটি কাঁটাও বিদ্ধ হয়, এসব প্রতিটি বিপদে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন।<sup>২৩৪</sup>

আতা ইবনু আবী রাবাহ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু আব্বাস রা. আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে একজন জাম্বাতি মহিলা দেখাব? আমি বললাম, অবশ্যই। তখন তিনি বললেন, এই কৃষ্ণ বর্ণের মহিলাটিকে দেখো, সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আবেদন করেছিল, তার মৃগী রোগ আছে। তাই তার সুস্থতার জন্য যেন দুআ করা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যদি সবার করতে চাও, করতে পারো। বিনিময়ে তোমার জন্য থাকবে জাম্বাত। আর তুমি চাইলে আমি আল্লাহর কাছে দুআ করতে পারি, যেন তোমাকে সুস্থতা দেন। মহিলা বলল, আমি ধৈর্যধারণ করব।<sup>২৩৫</sup>

সূতরাং আপনি যদি সবার করতে পারেন তাহলে অবশ্যই আল্লাহর কাছে এর বড় প্রতিদান পাবেন। আমি এমন বেশ কয়েকজন মানুষকে দেখেছি, যারা দীর্ঘ সময় রুকইয়াহ করে সম্পূর্ণ সুস্থতা পায়নি বটে, কিন্তু এর মাঝে তারা আল্লাহর অনেক নিকটবর্তী হয়েছেন, ঈমান-আমলে অনেক উন্নতি লাভ করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ  
مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى  
نَصُرُ اللَّهَ ۚ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

“আল্লাহ বলেন, তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা জাম্বাতে চলে যাবে অথচ এখনো তোমাদের ওপর তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের মতো পরিস্থিতি আপতিত হয়নি! বিভিন্ন বিপদ ও কষ্ট তাদের স্পর্শ করেছিল। আর তাদের এমনভাবে প্রকম্পিত করা হয়েছিল যে, নবী ও তার সাথের ঈমানদাররা পর্যন্ত বলে উঠেছিল, ‘কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য!’ জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।”<sup>২৩৬</sup>

তৃতীয়ত: রুকইয়ার ক্ষেত্রে কুরআন আপনার হাতিয়ার। আচ্ছা, তাহলে ব্যাপারটা এমনও হতে পারে, আপনার অস্ত্র ঠিকই আছে; কিন্তু যে হাত অস্ত্র ধরে আছে, সেটা দুর্বল। কিংবা এমনও হতে পারে, আপনার হাতটি শক্তিশালী; কিন্তু লক্ষ্য দুর্বল। তাই আপনার নিজেকে যাচাই করতে হবে। বারবার মিলিয়ে দেখতে হবে—কিছু বাদ যাচ্ছে কি? রুকইয়ার পদ্ধতি ঠিক আছে তো? নিয়ত ঠিক আছে কি? রুকইয়াহ করা কম হচ্ছে না তো? কিংবা পেছনে কোনো বড় গুনাহ রয়ে গেছে কি, যা থেকে তাওবাহ করা হয়নি, ফলে আল্লাহর সাহায্য আসতে দেরি হচ্ছে?

এরকম অবস্থায় আপনার উচিত, নিজের আত্মোন্নয়নের দিকে মনোযোগী হওয়া।

আত্মসমালোচনা বা নিজ কাজের পর্যালোচনা সবসময়ই সফলতার একটি পন্থা। কিন্তু এটাও খেয়াল রাখতে হবে, নিজের সমালোচনা যেন এমন পর্যায়ে না পৌঁছায়, যাতে আপনি আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হন। যেমন ইয়াকুব আ. বলেছিলেন, ‘হে আমার সন্তানেরা, যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে খুঁজে বের করো, আর আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই কাফিররা ছাড়া আল্লাহর রহমত থেকে কেউ নিরাশ হয় না।’ ২৩৭

শেষ কথা হচ্ছে, যদি দেখেন, রুকইয়ার কারণে সমস্যা কখনো বাড়ছে, কখনো কমছে তাহলে ভয়ের কিছু নেই। আপনার উচিত, শুকরিয়া আদায় করা। কারণ, রুকইয়াহ কাজ করছে। আপনার চিন্তিত হওয়া উচিত দুটো অবস্থায়—

১. যদি দেখেন কয়েক মাস সব কিছু ঠিকমত করার পরও সামগ্রিক অবস্থার কোনো উন্নতি নেই।

২. যদি রুকইয়াতে কোনোই ইফেক্ট না হয়। না উন্নতি, আর না অবনতি। সমস্যা এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে।

আমি এরকম পরিস্থিতিতে কাউকে দেখলে একদম শুরু থেকে আবার খোঁজ নেই— পেছনের সবকিছু ঠিক আছে কি না, ফরয গোসল ঠিকমত করে কি না, রোগীর সাথে বা বাসায় কোনো তাবীজ আছে কি না, কোনো ছবি ঝুলানো আছে কি না। আকীদা, নিয়ত কিংবা রোগীর চরিত্রে কোনো সমস্যা আছে কি না, আয়-রোজগার হালাল কি না, কোনো বিশেষ গুনাহে আসক্ত কি না। এরপর জিজ্ঞেস করি, কীভাবে রুকইয়াহ করতে বলা হয়েছিল আর তিনি কীভাবে করেছেন। সবকিছু ঠিক থাকলে আমি দুটি কাজ করি— প্রথমত: রুকইয়াহ একদম কমিয়ে দিই, যেন কাজ অল্প হলেও নিয়মিত করে। যেমন বলি, আপনার কিছু করা লাগবে না। আপনি শুধু সূরা ফাতিহা এবং তিন কুল পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে খাবেন, আর যতটুকু পারবেন, রুকইয়াহ শুনবেন। অবস্থার উন্নতি হলে পরে এটা বাড়িয়ে দিই।

দ্বিতীয়ত: সামগ্রিক অবস্থার উন্নয়নে মনোযোগী হই। বলি, পেছনে বিশেষ কোনো গুনাহ থাকলে তার প্রতিকার করবেন। মাহরাম-গাইরে মাহরাম মেনে চলবেন। ঠিকমত সালাত আদায় করবেন। গান-বাজনা থেকে দূরে থাকবেন। যথাসম্ভব চোখের হেফাজত করবেন। সাথে আরেকটা জিনিস দিই—ইস্তিগফার। প্রতিদিন অবশ্যই ৭০ থেকে ১০০ বার ইস্তিগফার করবেন। সালাতের ব্যপারে কাউকে উদাসীন মনে হলে বলি, আপনি প্রতি

সালাতের পর ২০ বার করে আস্তাগফিরুল্লাহ পড়বেন, যেন সারাদিনে ১০০ বার হয় আর নামাজও আদায় হয়ে যায়। আর প্রাথমিক দীনদারি ঠিক থাকলে তাহাজ্জুদের ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে বলি। আল্লাহর রহমতে এভাবে স্থির অবস্থা থেকে নাজাত পাওয়া যায়।

উপসংহারে বলব, সবর করুন, নিজেকে যাচাই করুন, আর আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থেকে চেষ্টা এবং দোয়া করতে থাকুন।

**কীভাবে বুঝাব আমার রুকইয়াহ করা শেষ?**

রুকইয়াহ করতে করতে যদি রোগের লক্ষণগুলো একদমই আর দেখা না যায় অথবা রোগী তার অসুস্থতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করে তাহলেই সাধারণত বলা যায়, তার রুকইয়াহ করা এখন সম্পন্ন হয়েছে। এই সুস্থতা একেবারে পাওয়া যায় না; বরং এটা ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে বোঝা যায়। আর প্রতিটা ধাপে রোগীকে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়। (This is something which usually happens in phases, and each phase has its own unique challenges) বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগী যখন একটু সুস্থ বোধ করতে থাকে, তখনই রুকইয়ার পদ্ধতিতে ভুল করে বসে।

রুকইয়ার ক্ষেত্রে একেক রোগী একেক ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। সবাই-ই যে ধীরে ধীরে সুস্থতার পথে এগিয়ে যাবে—এমন নয়। অনেক ক্ষেত্রেই এমন হয় যে, জিনের লক্ষণগুলো খুব প্রকট হয়ে গেছে; কিন্তু এর একটু পরই জিনটা শরীর থেকে চলে যায়। তাই ট্রিটমেন্ট সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যাক বা শেষ হওয়ার কাছাকাছি চলে যাক, এই সময়গুলোতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খেয়াল রাখতে হবে—

১. রোগীরা সবচেয়ে বড় যে ভুলটা করেন, তা হচ্ছে, রুকইয়াহ করা থামিয়ে দেন। যখনই জিন চলে যায় বা রোগী একটু ভালো বোধ করে তখন আর রুকইয়াহ করে না। কোনো অবস্থাতেই রুকইয়াহ করা থামাবেন না। জিন চলে যাওয়ার পরও কমপক্ষে এক মাস আগের মতোই স্বাভাবিক মাত্রাতেই রুকইয়াহ চালিয়ে যাবেন। যতক্ষণ আপনি পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে বলতে পারেন যে, আমি এবার আসলেই সুস্থ। এইভাবে পরবর্তী এক মাসে আপনি বড় কিছু ভুল থেকে রক্ষা পাবেন। কারণ, অনেক সময় জিন চলে যাওয়ার কিছুদিন পর আবার ফিরে আসে। আবার অনেক সময় একটা জিন চলে যায়; কিন্তু অন্য জিন শরীরে প্রবেশ করে। এমন অনেক কেস আছে, যেখানে জিন আবার ফেরত এসেছে। জাদুর সমস্যা ছিল, একটু সুস্থ হতে দেখে রুকইয়াহ বন্ধ করে দিয়েছে, সমস্যা আবার বেড়ে গেছে। কিংবা বদনজরে আক্রান্ত ছিলো, সেই গর্ত থেকে জিনের আসর হয়েছে। রুকইয়াহ করার পর

জিন চলে গেলেও সাধারণত জিনের নজরের লক্ষণগুলো অনেকদিন বিদ্যমান থাকে। তাই সুস্থ হওয়ার পরও কিছুদিন রুকইয়াহ করে যেতে হবে। এই সময়টাতে একজন রাকীকেই তিলাওয়াত করতে হবে—সেটা জরুরি নয়। রোগী নিজে বা তার কোনো আত্মীয়ও তার ওপর পড়তে পারে।

২. প্রায় সুস্থ হয়ে গেছি, রুকইয়াহ বন্ধ করে দিই? উহুঁ, এটাও আগের কথার সাথে সম্পর্কিত। আপনাকে ১০০ ভাগ নিশ্চিত হতে হবে যে, আপনি সুস্থ হয়েছেন। মোটামুটি নিশ্চিত বা ৮০ ভাগ নিশ্চিত হলে চলবে না। এমনকি এক্ষেত্রে ৯০ ভাগ নিশ্চয়তাও যথেষ্ট নয়। আপনাকে অবশ্যই ১০০ ভাগ নিশ্চিত হতে হবে যে, জিন চলে গেছে বা জাদুর সব লক্ষণগুলো সম্পূর্ণ দূর হয়েছে। কারণ, ১০ ভাগ সমস্যাও যদি রয়ে যায় তাহলে সেখান থেকে আবার বাড়তে পারে। আর সচরাচর এমনটাই হয়ে থাকে। যদি কারও ক্যান্সার হয় তাহলে সে নিশ্চয়ই ৯০ ভাগ ক্যান্সারের জীবাণু ধ্বংস করে চিকিৎসা বন্ধ করে দেবে না। আমরা ভালোভাবেই জানি, অবশিষ্ট ১০ ভাগ থেকেই আবার ক্যান্সার পূর্ণরূপ ধারণ করতে পারে। তাই ১০০ ভাগ নিশ্চয়তা অর্জন করার চেষ্টা করুন; ৯০ ভাগ না।

৩. আগেও বলা হয়েছে, সুস্থতা ধাপে ধাপে (by stage) অর্জিত হয়। এই প্রতিটি ধাপে বা পর্যায়ে শয়তান বিভিন্ন কৌশলে আক্রমণ করে। শয়তানের সামনে যখন একটি রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, তখন সে আরেকটি রাস্তা খুঁজে নেয়। যেমন হতে পারে যে, শরীরের ঝাঁকুনি বা বেহুঁশ হয়ে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে; কিন্তু এর সাথে সাথে আবার ওয়াসওয়াসা বা সংশয় শুরু হয়েছে। এরপর দেখা গেল, ওয়াসওয়াসা বন্ধ হয়ে গেছে; কিন্তু ইবাদাতের প্রতি আলস্য ধরে গেছে। আরও স্পষ্ট উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন জাদুর রোগী কিছুদিন রুকইয়াহ করার পর দ্বিতীয় ধাপে এসে এমন কিছু লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে, যেগুলো প্রথমে ছিল না। আরও কয়েকদিন রুকইয়াহ করলে তৃতীয় ধাপে গিয়ে আবার সেগুলো চলে যাবে। তাই শয়তানের বিরুদ্ধে জয়ী হতে হলে এই প্রতিটি পর্যায়েই ধৈর্য ধরে রেখে সমানভাবে রুকইয়াহ চালিয়ে যেতে হবে। এজন্য দরকার ধারাবাহিকতা। কোনোভাবেই রুকইয়াহ বন্ধ করা যাবে না; পরিস্থিতি ভালো-মন্দ যাই হোক না কেন। প্রয়োজনে পাশাপাশি আরও কিছু বাড়তি রুকইয়াহ যোগ করতে হবে। যেমন: এক্ষেত্রে জাদুর জন্য রুকইয়াহ চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি আপনার কিছুদিন ওয়াসওয়াসার রুকইয়াহ করার প্রয়োজন হতে পারে।

৪. রোগী সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরও সে ঝাঁকিপূর্ণ থাকে। এটা অনেকটা মেজর কোনো সার্জারির



মতো। কারও শরীরে যদি বড় ধরনের অপারেশন করা হয় তাহলে সার্জারি পরবর্তী সময়ে রোগী ইনফেকশনের ঝুঁকিতে থাকে। বাস্তবতা হচ্ছে, এরকমভাবেই রুকইয়াহ করার পর রোগীরা আবারও আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন। তাই এ সময়টা রোগীকে খুব সতর্কতার সাথে পার করতে হয়, প্রতিদিন আমলগুলো যত্নের সাথে পালন করতে হয়, যেন তিনি আবার কোনোভাবে আক্রান্ত না হন।

৫. কোনো কারণে যদি আবার সমস্যা শুরু হয়েছে বলে মনে হয়, তখন দেরি না করে আবার পুরোদমে গুরুত্বের সাথে রুকইয়াহ শুরু করে দিতে হবে। এত কষ্ট-মেহনতে পাওয়া আরোগ্যকে অবহেলার কারণে পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

## কিছু প্রায়শ্চিক বই-পুস্তক

আপনি যদি রুকইয়াহ শারইয়্যাহ বিষয়ে আরও পড়াশোনা করতে আগ্রহী হন তাহলে নিচের বইগুলো পড়তে পারেন। তবে হ্যাঁ, আপনি আলিম না হলে আপনার উচিত হবে এগুলো কোনো আলিমের দিকনির্দেশনায় পড়া।

১. তাফসীরে ইবনু কাসীর এবং মাআরিফুল কুরআন (পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ) থেকে সূরা বাকারার ১০২ নম্বর আয়াতের তাফসীর পড়া।

২. বুখারীর ‘সৃষ্টির সূচনা’ অধ্যায় দেখা যেতে পারে, সাথে যদি ফাতহুল বারী থাকে তাহলে আরও ভালো হয়।

৩. কোনো ব্যাখ্যাগ্রন্থ সাথে রেখে বা বিজ্ঞ কোনো আলিমের সাহায্য নিয়ে মুসলিম শরীফের কিতাবুস সালাম, বুখারী এবং আবু দাউদের কিতাবুত তিব্ব পড়া।

৪. ইমাম সুয়ুতী রহ.-এর লাকতুল মারজান ফী আহকামিল জান (এটার বাংলা অনুবাদ জিন জাতির বিস্ময়কর ইতিহাস নামে মদীনা পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-তথ্যসূত্র ইত্যাদি সংযোজন এবং সম্পাদনার কারণে আমার কাছে মূল গ্রন্থের চেয়ে অনুবাদ অধিক সমৃদ্ধ মনে হয়েছে)।

৫. রিসালাতুল জিন। লেখক: ইবনু তাইমিয়া রহ.।

৬. তালবীসে ইবলীস। লেখক: ইবনুল জাওয়াই রহ.।

৭. ওয়াবিলুস সায্যিব ফী কালিমিত তায্যিব। লেখক: ইবনুল কায়্যিম রহ.।

৮. ইগাসাতুল লাহফান মিন মাসাইদিশ শাইতান। লেখক: ইবনুল কায়্যিম রহ.।

৯. ওয়াকিয়াতুল ইনসান মিনাল জিন্নি ওয়াশ শাইতান। লেখক: শাইখ ওয়াহিদ বিন আব্দুস সালাম বালী।

১০. আস-সরিমুল বাত্তার ফিত তাসাদি লিস-সাহারাতিল আশরার। লেখক: শাইখ ওয়াহিদ বিন আব্দুস সালাম বালী।

এছাড়া আমাদের রুকইয়াহ সাপোর্ট বিডি়র ব্লগে এবিষয়ে অনেক প্রবন্ধ রয়েছে।<sup>২৩৮</sup>

সবশেষে বলব, এই জ্ঞান নিজের মধ্যে চেপে রাখবেন না। কুফরী জাদুর ফিতনা প্রতিরোধে এটা সবার মাঝে ছড়িয়ে দিন। নিজেও রুকইয়াহ বিষয়ে জানুন, অন্যকেও জানান। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كُفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

“যে সৎকাজের জন্য সুপারিশ করবে, তা থেকে সে-ও একটি অংশ পাবে। আর যে মন্দ কাজের সুপারিশ করবে, সে-ও তার পাপের বোঝার একটি অংশ পাবে। বস্তুত আল্লাহ সব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।”<sup>২৩৯</sup>

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

## রুকইয়াহর আয়াত

এখানে শুরুতে উল্লিখিত আয়াতগুলো রুকইয়াহর জন্য প্রসিদ্ধ আয়াত। এগুলোকে কমন রুকইয়ার আয়াত, সাধারণ রুকইয়ার আয়াত, Standard Ruqyah Verses ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। এই আয়াতগুলো জাদু, জিন, বদনজর, শারীরিক অসুস্থতা সব রুকইয়াহর ক্ষেত্রেই পড়া যাবে। সবধরনের রুকইয়াহর আয়াতই এর মাঝে রয়েছে। আপনি চাইলে এর সাথে রুকইয়ার উপযোগী আরও অন্যান্য সূরা বা আয়াত তিলাওয়াত করতে পারেন। সাধারণ আয়াতগুলো হচ্ছে:

১. সূরা ফাতিহা

২. সূরা বাকারা ১-৫

৩. সূরা বাকারা ১০২

৪. সূরা বাকার ১৬৩-১৬৪
৫. সূরা বাকার ২৫৫
৬. সূরা বাকার ২৮৫-২৮৬
৭. সূরা আলে-ইমরান ১৮-১৯
৮. সূরা আরাফ ৫৪-৫৬
৯. সূরা আরাফ ১১৭-১২২
১০. সূরা ইউনুস ৮১-৮২
১১. সূরা ত্বহা ৬৯
১২. সূরা মুমিনুন ১১৫-১১৮
১৩. সূরা সফফাত ১-১০
১৪. সূরা আহকাফ ২৯-৩২
১৫. সূরা আর-রাহমান ৩৩-৩৬
১৬. সূরা হাশর ২১-২৪
১৭. সূরা জিন ১-৯
১৮. সূরা ইখলাস
১৯. সূরা ফালাক
২০. সূরা নাস

এই আয়াতগুলোর পরে কিছু আয়াতুল হারক এবং আয়াতে শিফা রয়েছে, পূর্বে বিভিন্ন অধ্যায়ে এসবের কথা এসেছিল। আর সবশেষে কিছু প্রসিদ্ধ দুআ সংযুক্ত করা হয়েছে, যেসব রুকইয়ার আয়াতের আগে অথবা পরে রুকইয়াহ হিসেবে পড়া যাবে।

তবে এখানে সব আয়াতুল হারক কিংবা রুকইয়ার উপযোগী সব দুআ উল্লেখ করা সম্ভব না। তাই এগুলোর তুলনামূলক দীর্ঘ/পূর্ণ সংস্করণের পিডিএফ ই-বুক ডাউনলোড করতে চাইলে রুকইয়াহ সাপোর্ট বিডির ওয়েবসাইট [www.ruqyahbd.org](http://www.ruqyahbd.org) ভিজিট করতে পারেন। এছাড়া এই গ্রন্থে উল্লিখিত বিভিন্ন রুকইয়ার অডিও সমূহও এই ওয়েবসাইটে রয়েছে।

আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য, রুকইয়ার আয়াত বা দুআর মাঝে যেসব অংশ বেশি কার্যকরী, সেগুলো বারবার পুনরাবৃত্তি করা উচিত। তিলাওয়াতের সুবিধার্থে এরকম কিছু স্থানে আন্ডারলাইন করে দেওয়া হয়েছে।

# রুকইয়ার প্রসিদ্ধ আয়াতসমূহ

بِسْمِ اللَّهِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

أَعِيذُكُمْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّبِيْعِ الْعَلِيِّمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزَةٍ وَنَفْخَةٍ وَنَفْثَةٍ

## سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

(সূরা ফাতিহা)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ  
﴿٣﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٤﴾ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٥﴾  
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٦﴾

## سُورَةُ الْبَقَرَةِ

(সূরা বাকার ১-৫)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْم ﴿١﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ  
يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾  
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ

هُمْ يُوقِنُونَ ﴿١٠٢﴾ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ



(সূরা বাকার ১০২)

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمٍ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ  
وَلَكِنَّ الشَّيْطَانِ كَفَرٌ ۖ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۖ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى  
الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۖ وَمَا يُعَلِّمِينَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ  
يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ  
بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۖ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ  
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۖ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا  
لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ۖ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ۖ لَوْ كَانُوا  
يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

(সূরা বাকার ১০৩-১০৪)

وَالهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي  
فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أُنْزِلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ  
فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۖ وَتَصْرِيفِ  
الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي  
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ  
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ  
إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا  
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ  
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا  
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ غُفْرَانُكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ  
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۚ رَبَّنَا  
لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا  
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا  
بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۚ وَاعْفِرْ لَنَا ۚ وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى  
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

## سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَالْبَلَاغَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ

ط لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۚ  
وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا  
بَيْنَهُمْ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

## سُورَةُ الْأَعْرَافِ

(সূরা আরাফ ৫৪-৫৬)

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ  
عَلَى الْعَرْشِ ۚ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ۚ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ  
وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۚ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۚ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ  
الْعَالَمِينَ ﴿٥٣﴾ اذْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ  
﴿٥٥﴾ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ  
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

(সূরা আরাফ ১১৭-১২০)

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ  
﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ  
وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ﴿١١٩﴾ وَالْقَى السَّحَرَةُ سَجْدِينَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوا آمَنَّا  
بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿١٢٢﴾

## سُورَةُ يُونُسَ

(সূরা ইউনুস ৮১-৮২)

فَلَمَّا أَتَوْا قَالِ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَابِطُهُ إِنَّ  
اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ  
كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾

## سُورَةُ طه

(সূরা তাহা ৬৯)

وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سِحْرٍ وَلَا  
يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴿٦٩﴾

## سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

(সূরা মুমিনুন ১১৫-১১৮)

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾  
فَتَعْلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾  
وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ  
رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ  
الرَّاحِمِينَ ﴿١١٨﴾



# سُورَةُ الصَّافَات

(সূরা সফফাত ১-১০)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالصَّفَّاتِ صَفًّا ۝ فَالزُّجَرِ زَجْرًا ۝ فَالتَّالِيَةِ ذِكْرًا ۝ إِنَّ إِلَهَكُمْ  
لَوَاحِدٌ ۝ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْبَشَارِقِ ۝  
إِنَّا زَيْنَا السَّيِّئَاءِ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَكِبِ ۝ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ  
شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۝ لَا يَسْبَعُونَ إِلَى الْهَلَاكِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ  
جَانِبٍ ۝ دُحُورًا ۝ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۝ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ  
فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ ۝

# سُورَةُ الْاِحْقَافِ

(সূরা আহকাফ ১-৩২)

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ  
قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ ۝ قَالُوا  
يَقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ  
يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا  
دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابِ إِلِيمٍ  
۝ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِعَجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ  
مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ۝ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

# سُورَةُ الرَّحْمَنِ

(সূরা আর-রহমান ৩৩-৩৬)

يَعۡشَرَ الْجِنِّ وَالۡاِنۡسِ اِنۡ اَسۡتَطَعۡتُمۡ اَنْ تَنۡفُذُوۡا مِنْ اَقۡطَارِ السَّۡمٰوٰتِ  
وَالۡاَرۡضِ فَانۡفُذُوۡا ۭ لَا تَنۡفُذُوۡنَ اِلَّا بِسُلۡطٰنٍ ﴿٣٣﴾ فَبَاۡيَ الۡاَءِ رَبِّكُمَا  
تُكۡذِبٰنِ ﴿٣٤﴾ يُرۡسَلُ عَلَيۡكُمَا شَوَاطِٔ مِّنۡ نَّارٍ وَّ نُحَاسٌ فَلَا تَنۡتَصِرٰنِ  
﴿٣٥﴾ فَبَاۡيَ الۡاَءِ رَبِّكُمَا تُكۡذِبٰنِ ﴿٣٦﴾

# سُورَةُ الْحَشْرِ

(সূরা হাশর ২১-২৪)

لَوۡ اَنۡزَلۡنَا هٰذَا الْقُرۡاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاۡيَتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنۡ  
خُشْيَةِ اللّٰهِ ۭ وَ تِلۡكَ الۡاَمْثَالُ نَضۡرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُوۡنَ  
﴿٢١﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیۡ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلِیۡمُ الْغُیۡبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحۡمٰنُ  
الرَّحِیۡمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیۡ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلۡبَلِکُ الْقُدُّوۡسُ السَّلَامُ  
الۡمُؤۡمِنُ الۡبُهَیۡمِیۡنُ الْعَزِیۡزُ الْجَبَّارُ الْبُتۡکَبِّرُ ۭ سُبۡحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشۡرِکُوۡنَ  
﴿٢٣﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِیۡقُ الْبَارِئُ الْبُصُوۡرُ لَهُ الۡاَسۡمَآءُ الْحُسۡنٰی ۭ یُسَبِّحُ لَهُ  
مَا فِی السَّۡمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ۭ وَهُوَ الْعَزِیۡزُ الْحَكِیۡمُ ﴿٢٤﴾

# سُورَةُ الْجِنِّ

(সূরা জিন ১-৯)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا  
 عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَمْ نُشْرِك بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾  
 وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ  
 سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴿٤﴾ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ  
 عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿٥﴾ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ  
 الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَبَاظِنْتُمْ أَن لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ  
 أَحَدًا ﴿٧﴾ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَ  
 شُهْبًا ﴿٨﴾ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ﴿٩﴾ فَمِنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ  
 يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿١٠﴾

## سُورَةُ الْإِخْلَاصِ

(সূরা ইখলাস)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ  
 لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

## سُورَةُ الْفَلَقِ

(সূরা ফালাক)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ

إِذَا وَقَبُ<sup>١</sup> ۖ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثِ<sup>٢</sup> فِي الْعُقَدِ<sup>٣</sup> ۖ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا  
حَسَدَ<sup>٤</sup>

## سُورَةُ النَّاسِ

(সূরা নাস)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ<sup>١</sup> ۖ مَلِكِ النَّاسِ<sup>٢</sup> ۖ إِلَهِ النَّاسِ<sup>٣</sup> ۖ مِنْ شَرِّ  
الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ<sup>٤</sup> ۖ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ<sup>٥</sup> ۖ مِنْ  
الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ<sup>٦</sup>

## আয়াতে শিফা

১. قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِجُهُمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ

يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

২. يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي

الْصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٤﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ

فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ۖ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

৩. ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۖ يَخْرُجُ مِنْ

بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً

৪. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۖ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾  
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَلَا يَزِيدُ  
الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

৫. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾

৬. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ ءَأَعْجَبِي  
وَعَرَبِيٌّ ۖ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۖ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ  
بَعِيدٍ ﴿٢٣﴾

## আয়াতুল হারক

১. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ  
ضُعْفَاءُ ۖ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢٢﴾

২. يُرِيدُونَ أَن يُخْرَجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۚ وَلَهُمْ  
عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٢٢﴾

۳. وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَبِيْعًا ۚ لِيَعْشَرَ الْجِنَّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ وَقَالَ اَوْلِيُّهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَبْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ ۚ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٢٨﴾

۴. وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ يَتَوَفّٰى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ الْبَلٰٓئِڪُمْ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهُهُمْ وَ اَذْبَارَهُمْ ۚ وَذُوقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿٥٠﴾

۵. وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٥﴾ مِّنْ وَّرَآٓئِهِ جَهَنَّمُ ۖ وَيُسْقٰٓى مِنْ مَّآءٍ صٰدِيْدٍ ﴿١٦﴾ يَّتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهُ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۚ وَمِنْ وَّرَآٓئِهِ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ﴿١٧﴾

۶. وَتَرٰٓى الْجُرِمِيْنَ يَوْمَٓذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ ﴿٣٩﴾ سَاْبِلُهُمْ مِّنْ قَطْرِ اِنٍ وَتَغْشٰٓى وُجُوْهُهُمُ النَّارُ ﴿٥٠﴾

۷. قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاسْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٣﴾

۸. قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِى الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ ۚ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تَخْلَفَهُ ۚ وَانْظُرْ اِلٰى الْهٰكِ الَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِى الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٤﴾

۹. كُلُّ نَفْسٍ ذٰٓئِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَنَبْلُوْكُمْ بِالْسَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۚ وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿٣٥﴾



۱۰. هَذِهِ خَصْمِنِ اخْتَصَبُوا فِي رَبِّهِمْ ۚ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ  
ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ۖ يُمْسِكُ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهِ مَا  
فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾ وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِّنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾ كُلَّمَا أَرَادُوا  
أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا ۖ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾

۱۱. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ  
مِنَ النَّارِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٣﴾

۱۲. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا  
وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ ۚ مِنْ عَذَابِهَا ۖ كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿٢٤﴾ وَهُمْ  
يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ  
أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ ۖ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا فَمَا  
لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَّصِيرٍ ﴿٢٥﴾

۱۳. وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴿٢٦﴾ لَا يَسْعَوْنَ إِلَى الْبَلَاءِ إِلَّا عَلَىٰ  
وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٢٧﴾ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿٢٨﴾ إِلَّا مَنْ  
خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿٢٩﴾

۱۴. إِنَّ شَجَرَتَ الزُّقُومِ ﴿٣٠﴾ طَعَامُ الْآثِمِينَ ﴿٣١﴾ كَالْهَلِيبِ ۖ يَغْلِي فِي  
الْبُطُونِ ﴿٣٢﴾ كَغَلِيِّ الْحَمِيمِ ﴿٣٣﴾ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ  
ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٣٤﴾ ذُقْ ۖ إِنَّكَ أَنْتَ

الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٣٩﴾ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَبْتَرُونَ ﴿٥٠﴾

١٥. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْهَا الضَّالُّونَ الْبُكَدِبُونَ ﴿٥١﴾ لَا تَكُونُوا مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ ﴿٥٢﴾ فَهَالِكُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٥٣﴾ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾ فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ﴿٥٥﴾

١٦. وَأَنَا لَسْنَا السَّيِّئَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرًّا شَدِيدًا وَشُهَبًا ﴿٥٦﴾ وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّعِ ط فَمَنْ يَسْتَبِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ﴿٥٧﴾

١٧. إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿٥٨﴾

١٨. فَإِنذَرْتَكُمْ نَارًا تَلْظِي ﴿٥٩﴾ لَا يَصْلُهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿٦٠﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿٦١﴾

١٩. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿٦٢﴾ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿٦٣﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَّةُ ﴿٦٤﴾ نَارٍ حَامِيَةٍ ﴿٦٥﴾

٢٠. كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَّةِ ﴿٦٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَّةُ ﴿٦٧﴾ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ﴿٦٨﴾ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ﴿٦٩﴾ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَدَةٌ ﴿٧٠﴾ فِي عَذَابٍ مُّتَدَدَةٍ ﴿٧١﴾



## রুকইয়ার উপযোগী কিছু দুআ

১. أَعِيذُكُمْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

২. أَعِيذُكُمْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ ، مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ

৩. أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

৪. بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

৫. بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ ، اللَّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ

৬. بِاسْمِ اللَّهِ يُبْرِئِكَ ، وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ، وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ

৭. اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهَبِ الْبَاسَ إِشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

৮. بِسْمِ اللَّهِ (৩বার)

(৭বার) أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَازِرُ

৯. أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، أَنْ يَشْفِيكَ (৭বার)

১০. حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

১১. أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمِّهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

১২. أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ ،  
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

১৩. أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يَجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ ،  
مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ  
وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا ، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ ، وَمِنْ شَرِّ  
مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، وَمِنْ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ  
وَالنَّهَارِ ، إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ

১৪. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِی الدُّنْیَا  
وَالْآخِرَةِ ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِی دِیْنِیْ  
وَدُنْیَايَ وَاهْلِیْ وَمَالِیْ ، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِیْ ، وَآمِنْ رَوْعَتِیْ ،  
وَاحْفَظْنِیْ مِنْ بَیْنِ یَدَیْ وَمِنْ خَلْفِیْ ، وَعَنْ یَمَیْنِیْ ، وَعَنْ  
شِمَالِیْ ، وَمِنْ فَوْقِیْ ، وَاعُوذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِیْ

১৫. اَللّٰهُمَّ عَافِنِیْ فِیْ بَدَنِیْ ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِیْ فِیْ سَمْعِیْ ، اَللّٰهُمَّ  
عَافِنِیْ فِیْ بَصَرِیْ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

১৬. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِیْمِ ، وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا اَنْتَ اَخِذٌ بِنَاصِیَّتِهِ ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْتَمَّ ، اَللّٰهُمَّ لَا یُهْزَمُ جُنْدُكَ ، وَلَا یُخْلَفُ وَعْدُكَ ، وَلَا یَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ

১৭. اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ لَا اِلهَ اِلَّا اَنْتَ ، عَلَیْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَاَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِیْمِ ، مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ ، وَمَا لَمْ یَشَأْ لَمْ یَكُنْ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ ، اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ، وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَیْءٍ عِلْمًا ، وَاَحْصٰی كُلَّ شَیْءٍ عَدَدًا ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِیْ ، وَمِنْ شَرِّ الشَّیْطَانِ وَشَرِّكَهِ ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ اَنْتَ اَخِذٌ بِنَاصِیَّتِهَا ، اِنَّ رَبِّیْ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ

১৮. اَللّٰهُمَّ ذَا السُّلْطَانِ الْعَظِیْمِ ، ذَا الْمَنِّ الْقَدِیْمِ ، وَذَا الْوَجْهِ الْكَرِیْمِ ، وَلِیِّ الْكَلِمَاتِ التَّامَّاتِ وَالِدَعَوَاتِ الْمُسْتَجَابَاتِ ، عَافِنَا مِنْ اَنْفُسِ الْجِنَّ ، وَاَعْيُنِ الْاِنْسِ

১৯. اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَیْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِیُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِیُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ ، وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

২০. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ ، وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ ، وَعَلٰی آلِ اِبْرَاهِیْمَ ، اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ

## রুকাইয়ার উপযোগী কিছু দুআ

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ  
إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ